হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

পঞ্চম খন্ড

হায়াতুস্‌ সাহাবাহ্‌

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল
হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল–আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন

সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিস্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত–আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল–ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ

কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন চতুর্থ জিল্দ পড়া হইতেছিল বিধায় চতুর্থ জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার পঞ্চম জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার
বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর জন্য সমুদ্র বাধ্য হওয়া	৫৭৫
মুসলমানদের জন্য দাজলা নদীর বাধ্য হওয়া	৫৭৯
সাহাবা (রাঃ)দের জন্য আগুনের অনুগত হওয়া	৫৮৫
সাহাবা (রাঃ)দের জন্য আলো জ্বলিয়া উঠা	৫৮৬
হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর জন্য খেজুরের ডালে আলো জ্বলা	৫৮৭
হযরত উসাইদ (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর জন্য আলো জ্বলা	৫৮৮
হযরত হামযা ইবনে আমর (রাঃ)এর আঙ্গুল হইতে আলো বাহির হওয়া	৫৮৯
হযরত আবু আব্স (রাঃ)এর লাঠিতে আলো জ্বলা	৫৮৯
হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ)এর চাবুক হইতে আলো বাহির হওয়া	৫৯০
সাহাবা (রাঃ)দের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করা	৫৯১
সাহাবা (রাঃ)দের দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া	৫৯২
হযরত ওমর (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া	৫৯৪
হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ	৫৯৮
হযরত আনাস (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ	৫৯৯
হযরত হুজ্র ইবনে আদী (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ	৫৯৯
আনসারদের এক গোত্রের মৃতদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ	৬০০
আসমান হইতে বালতি অবতরণপূর্বক পানি পান করানো	৬০০
পানিতে বরকত	৬০১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত রাখা ও কুলি করার কারণে পানিতে বরকত	৬০১
জেহাদের সফরে খাদ্যদ্রব্যে বরকত	৬০৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার দ্বারা খাদ্যে বরকত	৬০৮
খন্দকের যুদ্ধে খাদ্যে বরকত	৬১০
বাড়ীঘরে অবস্থানকালে সাহাবা (রাঃ)দের খাদ্যদ্রব্যে বরকত	৬১২
সাহাবা (রাঃ)দের শস্য ও ফলফলাদিতে বরকত	৬১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

উনবিংশ অধ্যায়

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার যিকিরের প্রতি কিরূপ আগ্রহ রাখিতেন এবং কিরূপে সকাল-সন্ধ্যা, দিবারাত্র, সফরে ও বাড়ীতে যিকিরের পাবন্দি করিতেন এবং কিভাবে অন্যদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিতেন ও উদ্বুদ্ধ করিতেন? আর তাঁহাদের যিকির কেমন ছিল?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত সাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে চলিতেছিলাম। এমন সময় মুহাজিরগণ বলিলেন, স্বর্ণ–রূপার ব্যাপারে তো কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে (যে, যাহারা স্বর্ণ–রূপা জমা করিবে এবং উহার যাকাত আদায় করিবে না তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে) সুতরাং আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, কোন্ মাল উত্তম? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা চাহিলে আমি তোমাদের জন্য এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দিতে পারি। তাহারা বলিলেন, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করুন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে চলিলেন। আমিও তাহার পিছনে পিছনে দ্রুত আমার উট চালাইতে লাগিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বর্ণ–রৌপ্য সম্পর্কে কোরআনে যে আয়াত নাযিল হইয়াছে (উহা শুনিয়া) মুহাজিরগণ বলিতেছেন, স্বর্ণ–রৌপ্যের ব্যাপারে তো কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে। এখন আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, কোন্ মাল উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আপন জিহ্বাকে যিকিরকারী ও দিলকে শোকর আদায়কারী বানাইয়া লও এবং এরূপ ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ কর, যে তোমাদেরকে তোমাদের ঈমানের বিষয়ে সাহায্য করে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, সে আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য করে।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ - الاية

অর্থ ঃ ‘আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, অতএব আপনি তাহাদিগকে অতি

যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দিন।'

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলিলেন, ধ্বংস হউক স্বর্ণের জন্য, ধ্বংস হউক রৌপ্যের জন্য। তাঁহার এই উক্তি সাহাবা (রাঃ)দের নিকট অত্যন্ত ভারী মনে হইল। তাহারা বলিলেন, এখন আমরা কোন্ জিনিসকে মাল হিসাবে নিজেদের নিকট রাখিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ...। বর্ণনাকারী হাদীসের পরবর্তী অংশ সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ববর্তী হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার পথে চলিতে চলিতে জুমদান নামক পাহাড়ের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে বলিলেন, চলিতে থাক, এই যে জুমদান, মুফাররিদগণ অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদ কাহারা? তিনি বলিলেন, ঐ সকল পুরুষ ও মহিলা যাহারা অত্যাধিক আল্লাহ তায়ালার যিকির করে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদ কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা পাগলপারা হইয়া আল্লাহর যিকির করে। যিকির তাহাদের বোঝাকে নামাইয়া দিবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা একেবারে হালকা হইয়া আল্লাহর সম্মুখে হাজির হইবে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিতেছিলাম, এমন সময় তিনি বলিলেন, অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, কতিপয় লোক অগ্রে চলিয়া গিয়াছে এবং কতিপয় লোক পিছনে রহিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (সফরে অগ্রগামী উদ্দেশ্য নয়, বরং) ঐ সমস্ত অগ্রগামী লোকেরা কোথায় যাহারা পাগলপারা হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়। যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিতৃপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে চায় সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, কেয়ামতের দিন কোন্ বান্দা মর্তবা হিসাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারী হইবে। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী অপেক্ষাও কি উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। যদি জেহাদকারী আপন তরবারী দ্বারা কাফের ও মুশরিকদের উপর এত অধিক আঘাত করে যে, উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে নিজেও রক্তাক্ত হইয়া যায় তবুও অধিক পরিমাণে যিকিরকারী মর্তবা হিসাবে তাহার অপেক্ষা উত্তম হইবে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অধিক আযাব হইতে নাজাতদানকারী মানুষের আর কোন আমল নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও কি যিকির অপেক্ষা অধিক নাজাত দানকারী নয়? তিনি বলিলেন, না। তবে যদি মুজাহিদ আপন তরবারী দ্বারা এই পরিমাণ আঘাত করে যে, উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ মুজাহিদ সর্বাপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াব অর্জন করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক যিকির করিবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, নেক বান্দাগণের মধ্য হইতে কে সর্বাপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী হইবে? তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক যিকিরকারী হইবে। অতঃপর সে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সদকা প্রত্যেক আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটির উত্তরে একই কথা বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক যিকিরকারী অধিক সওয়াবের অধিকারী হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু হাফস, যিকিরকারীগণ সকল কল্যাণ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামে নফল আমল তো অনেক রহিয়াছে। আপনি আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

মালেক ইবনে ইউখামির (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিদায়ের সময় তাঁহার সহিত আমার সর্বশেষ কথা যাহা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, আমি আরজ করিলাম, কোন্ আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

বায্যার হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, আমাকে সর্বোত্তম ও আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকটতম আমল বলিয়া দিন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা(রাঃ)দের যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদেরকে মানুষের আলোচনায় মশগুল করিও না, কারণ ইহা বালা ও মুসীবত। বরং তোমরা আল্লাহর যিকিরের পাবন্দী কর।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর যিকিরের পাবন্দী কর, কারণ ইহা শেফা (অর্থাৎ রোগ মুক্তি)। তোমরা মানুষের আলোচনা করিও না, কারণ ইহা রোগ।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হইত তবে কখনও উহা আল্লাহর যিকির হইতে বিরক্ত হইত না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর। আর ইহাতে তোমার জন্য কোন ক্ষতি নাই যে,

তুমি শুধু এমন লোকের সাহচর্য অবলম্বন কর, যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করে। (উত্তম তো ইহাই যে, সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকা এবং তাহাদের হক আদায় করা, তবে কেহ যদি লোকদের আচার–আচরণে ধৈর্যধারণ করিতে না পারে, তবে এরূপ অপারগ অবস্থায় সর্বসাধারণ হইতে পৃথক থাকিয়া শুধু এমন লোকের সঙ্গলাভ করাতে কোন দোষ নাই, যে তাহাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করিবে।)

হযরত সালমান (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি রাত্রভর সুন্দরী বাঁদী দান করিতে থাকে আর অপর ব্যক্তি রাত্রভর কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকির করিতে থাকে তবে এই যিকিরকারী ব্যক্তি উত্তম হইবে।

হাবীব ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, তুমি আনন্দের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখ, আল্লাহ তোমাকে কষ্টের সময় স্মরণ রাখিবেন। আর যখন তোমার অন্তর দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি উঁকি দেয় তখন তুমি চিন্তা করিও যে, ইহার পরিণতি কি হইবে?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলিব না যাহা তোমাদের সকল আমল অপেক্ষা উত্তম ও তোমাদের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তোমাদের মর্যাদাকে সর্বাধিক বৃদ্ধিকারী এবং ইহা হইতেও উত্তম যে, তোমরা দুশমনের সহিত যুদ্ধ কর, আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে, তোমরা দুশমনকে কতল কর এবং দেরহাম ও দীনার বন্টন করা অপেক্ষাও উত্তম? লোকেরা বলিল, হে আবু দারদা! উহা কোন্ আমল? তিনি বলিলেন, আল্লাহর যিকির, আর আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সমস্ত লোকদের জিহ্বা

সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকেই হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত মুআয (রাঃ) ও হযরত ইবনে আমর (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর যিকির অপেক্ষা মানুষের কোন আমল আল্লাহর আযাব হইতে অধিক নাজাত দানকারী নাই। লোকেরা আরজ করিল, হে আবু আব্দির রহমান! আল্লাহর রাস্তায় জেহাদও কি উহা অপেক্ষা অধিক নাজাত দানকারী নয়? তিনি বলিলেন, না। কেননা আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে বলিতেছেন—

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

'অর্থাৎ—আর আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল।' তবে মুজাহিদ যদি এই পরিমাণ তরবারী চালনা করে যে, উহা ভাঙ্গিয়া যায়। (তবে উহা যিকির হইতে অধিক নাজাত দানকারী হইতে পারে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার যিকির করা আল্লাহর রাস্তায় তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলা ও অকাতরে মাল খরচ করা অপেক্ষা উত্তম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন এক জামাতের সহিত বসি যাহারা ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে এমন চারজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় যাহাদের প্রত্যেকের রক্তপণ বার হাজার হয়। আর আমি এমন এক জামাতের সহিত বসি যাহারা আসরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে, ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে এমন চার জন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় যাহাদের প্রত্যেকের রক্তপণ বার হাজার হয়।

ইমাম আহমাদ ও আবু ইয়ালা (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায পড়িয়া বসে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নেক কথা বলিতে থাকে, সে ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে আটজন গোলাম আযাদ করে।

আবু ইয়ালা হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি এমন লোকদের সহিত বসি যাহারা সকাল হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতে থাকে, ইহা আমার নিকট ঐ সমুদয় জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্যোদয় হয়।

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহর যিকির করিতে থাকি ইহা আমার নিকট সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (মুজাহিদগণকে) উন্নতমানের ঘোড়া দান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ফজরের নামায হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত (আল্লাহর যিকিরে) বসিয়া থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে চারজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

বায্যার ও তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকি ইহা আমার নিকট সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া দৌড়ানো অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পড়া আমার নিকট ঐ সমুদয় জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদিত হয়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি (ফজরের পর) বসিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করিতে থাকি এবং এই কলেমাগুলি

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে দুইজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই কলেমাগুলি পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে চারজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করিতে থাকি এবং এই কলেমাগুলি

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ

পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে চারজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করা আমার নিকট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে এত এত গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন আল্লাহর যিকির করিতে থাকি, ইহা আমার নিকট সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন লোকদেরকে আরোহণের জন্য

উন্নতমানের ঘোড়া দান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্যান্য কথাবার্তা অত্যন্ত অসহনীয় লাগিত।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, সুবহে সাদেক হইতে ফজরের নামায পর্যন্ত কাহাকেও কথাবার্তা বলিতে শুনিলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ্য করিতে পারিতেন না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কতিপয় লোক ফজরের পর কথাবার্তা বলিতেছে। তিনি তাহাদেরকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এখানে নামায পড়িতে আসিয়াছ, অতএব নামায পড়, নতুবা চুপ করিয়া থাক।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি একশত বার আল্লাহু আকবার বলি ইহা আমার নিকট একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদকা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি সকাল হইতে রাত্র পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির করি ইহা আমার নিকট সকাল হইতে রাত্র পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (মুজাহিদগণকে) আরোহণের জন্য উন্নতমানের ঘোড়াদান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর সহিত চলিতেছিলাম। এমন সময় তিনি লোকদেরকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া বলিলেন, হে আনাস! এই সকল লোকদের সহিত আমার কি সম্পর্ক? আস, আমরা

আমাদের রবের যিকির করি, কারণ ইহারা তো আপন জিহ্বা দ্বারা যেন চামড়া ছিলিতেছে। অতঃপর আখেরাতের উপর ঈমান আনয়নের বিষয়ে পূর্ববর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রাফে' (রহঃ) বলেন, আমি এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি ওমায়রাহ (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত ইবনে আবি ওমায়রাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুইটি কলেমা এমন রহিয়াছে যে, তন্মধ্যে একটি তো আরশ পর্যন্ত পৌছিয়াই থামে, আরশ পর্যন্ত পৌছিতে উহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। আর দ্বিতীয়টি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী খালি স্থানকে পূর্ণ করিয়া দেয়। সেই দুইটি কলেমা হইল—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আবি ওমায়রাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি কি নিজে তাঁহাকে এই হাদীস এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এত কাঁদিলেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, এই দুই কলেমার সহিত আমাদের সম্পর্ক ও মহব্বত রহিয়াছে।

জুরাইরী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) যাতে এরবা নামক স্থান হইতে এহরাম বাঁধিলেন। তারপর আমরা তাহাকে এহরাম খোলা পর্যন্ত আল্লাহর যিকির ব্যতীত কোন কথা বলিতে শুনি নাই। এহরাম খোলার পর আমাকে বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এহরাম এইভাবে হইয়া থাকে।

আল্লাহ তায়ালার যিকিরের মজলিস

যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, অতিসত্বর হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরা জানিতে পারিবে, সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্‌দ এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী অতি অল্প সময়ে বহু গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই সফরে যায় নাই এমন ব্যক্তি বলিল, আমরা এই বাহিনীর ন্যায় এত দ্রুত ও এত বেশী গনীমত লইয়া ফিরিয়া আসিতে আর কোন বাহিনীকে দেখি নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা বলিব না, যাহারা ইহাদের অপেক্ষা দ্রুত ও অধিক গনীমত লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে? তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফজরের নামাযে শরীক হইয়াছে, তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ নিজ স্থানে বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকিরে রত রহিয়াছে। ইহারা অতি দ্রুত ও অধিক গনীমত লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তাহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা ফজরের নামায আদায় করে এবং অতঃপর আপন স্থানে বসিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে, অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া যায়। ইহারাই অতি দ্রুত ও অধিক পরিমাণে গনীমত লইয়া প্রত্যাবর্তনকারী।

যিকিরকারীদের সহিত বসিবার আদেশ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ছিলেন, এমন

সময় তাঁহার উপর এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ - الاية

অর্থ ঃ 'এবং আপনি নিজেকে তাহাদের সঙ্গে সংলিপ্ত রাখুন— যাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) স্বীয় প্রতিপালকের এবাদত শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে তালাশ করিতে বাহির হইলেন। দেখিলেন, কতিপয় লোক আল্লাহর যিকির করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এমনও রহিয়াছে যাহাদের চুল এলোমেলো, চামড়া শুষ্ক এবং কয়েকজনের পরিধানে শুধু একটিমাত্র কাপড়। তিনি তাহাদের নিকট বসিয়া গেলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদেরকে পয়দা করিয়াছেন যাহাদের নিকট আমাকে বসিবার হুকুম করিয়াছেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মজলিস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর নিকট দিয়া গেলেন। তিনি আপন সঙ্গীদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরাই সেই জামাত যাহাদের নিকট আমাকে আল্লাহ্ তায়ালা বসিবার আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

হইতে وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا পর্যন্ত।

মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা যতজন বসিয়া আছ ততজন ফেরেশতাও তোমাদের সহিত বসিয়া আছেন। তোমরা সুবহানাল্লাহ বলিলে তাঁহারাও সুবহানাল্লাহ বলিবেন। তোমরা আল্‌হামদুলিল্লাহ বলিলে তাঁহারাও আলহামদুলিল্লাহ বলিবেন, তোমরা আল্লাহু আকবার

বলিলে তাঁহারাও আল্লাহু আকবার বলিবেন। অতঃপর (মজলিস শেষে) তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট উর্ধ্বজগতে চলিয়া যাইবেন। যদিও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জানেন তথাপি তাঁহারা আরজ করিবেন, হে আমাদের রব, আপনার বান্দাগণ সুবহানাল্লাহ বলিয়াছে তো আমরাও সুবহানাল্লাহ বলিয়াছি, তাহারা আল্লাহু আকবার বলিয়াছে তো আমরাও আল্লাহু আকবার বলিয়াছি। তাহারা আলহামদুলিল্লাহ বলিয়াছে তো আমরাও আলহামদুলিল্লাহ বলিয়াছি। অতঃপর আমাদের রব বলিবেন, হে আমার ফেরেশতাগণ, আমি তোমাদিগকে এই ব্যাপারে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আমি তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছি। ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, তাহাদের মধ্যে অমুক অমুক গুনাহগারও ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, ইহারা এমন জামাত যে, তাহাদের নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিও বঞ্চিত হইবে না।

হযরত সালমান (রাঃ)এর মজলিস

সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) এক জামাতের সহিত বসিয়াছিলেন, যাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া গেলেন। তাহারা (তাঁহাকে দেখিয়া) যিকির করা বন্ধ করিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা যিকির করিতে থাক, কারণ আমি তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি। অতএব আমার ইচ্ছা হইল যে, আমিও তোমাদের সহিত এই রহমতে শামিল হইয়া যাই। অতঃপর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে বসিবার আদেশ করা হইয়াছে।

জান্নাতের বাগানে বিচরণ করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের অনেক জামাত নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যাহারা যিকিরের মজলিসসমূহে অবতরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট অবস্থান করে। অতএব তোমরা জান্নাতের বাগানে বিচরণ কর। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের বাগান কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যিকিরের মজলিসসমূহ। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির কর, বরং নিজেকে সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল রাখ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাহার পদমর্যাদা কি? জানিতে চায়, সে যেন দেখিয়া লয় তাহার নিকট আল্লাহর মর্যাদা কতখানি। কেননা বান্দা নিজের নিকট আল্লাহকে যেই মর্যাদায় রাখে আল্লাহও তাহাকে নিজের নিকট সেই মর্যাদা দান করেন।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর বসিয়া যাইতেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকিতেন।

যিকিরের মজলিসের সওয়াব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিকিরের মজলিসের সওয়াব কি? তিনি বলিলেন, যিকিরের মজলিসের সওয়াব হইল, জান্নাত, জান্নাত।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যিকিরের মজলিসসমূহ এলেম জিন্দা হওয়ার উপায় এবং এই সমস্ত মজলিস অন্তরে খুশু' অর্থাৎ বিনয় পয়দা করে।

মজলিসের কাফ্ফারাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মজলিসে বসিতেন বা নামায পড়িয়া শেষ করিতেন তখন কিছু দোয়ার শব্দ পাঠ করিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে সেই দোয়ার শব্দগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই দোয়ার ফায়েদা এই যে, মানুষ যদি (উক্ত মজলিসে)

ভাল কথা বলিয়া থাকে তবে (দোয়ার) এই শব্দগুলি উক্ত ভাল কথার উপর কেয়ামত পর্যন্তের জন্য মোহর হইয়া থাকিবে। আর যদি কোন খারাপ কথা বলিয়া থাকে তবে এই শব্দগুলি উহার জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। সেই দোয়ার শব্দগুলি এই—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিতেছি, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি আপনার নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তওবা করিতেছি।

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস হইতে উঠিতে চাহিতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (আজকাল) কিছু দোয়া পাঠ করিয়া থাকেন যাহা পূর্বে পাঠ করিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মজলিসে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এই দোয়া উহার জন্য কাফ্ফারা।

তাবারানী হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তবে উহাতে

وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ পরে এই কলেমাগুলিও উল্লেখ করা হইয়াছে—

عَمِلْتُ سُوْءًا اَوْظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ 'আমি যে কোন খারাপ কাজ করিয়াছি বা নিজের জানের উপর জুলুম করিয়াছি আপনি উহাকে মাফ করিয়া দিন, আপনি ব্যতীত আর কেহ গুনাহ্ করিতে পারে না।'

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কলেমাগুলি আপনি নতুন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট

আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ! এই কলেমাগুলি মজলিসের কাফ্ফারা।

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার মজলিস হইতে উঠিয়া যাই তখন আমরা (ইসলামপূর্ব) জাহিলিয়াত যুগের কথাবার্তায় লিপ্ত হইয়া পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন তোমরা এরূপ মজলিসে বস যেখানে তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভয় হয় (যে, কোন গুনাহের কথা হইয়া থাকিবে) তখন সেখান হইতে উঠিবার সময় এই দোয়া পাঠ করিয়া লইও—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ

উক্ত মজলিসে কোন গুনাহ হইয়া থাকিলে এই দোয়া উহার জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, কিছু দোয়া এমন রহিয়াছে, যে কেহ কোন হক অথবা বাতেল মজলিস হইতে উঠিবার সময় উহা তিনবার পাঠ করিয়া লইবে উহা তাহার জন্য (উক্ত মজলিসের সকল গুনাহের) কাফফারা হইয়া যাইবে। আর যদি (উক্ত মজলিসে তাহারা দ্বারা কোন গুনাহ না হইয়া থাকে, বরং) নেক আমল ও যিকিরের মজলিস হইয়া থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা এই দোয়াগুলির দ্বারা মোহর লাগাইয়া দিবেন, যেমন লিখিত কাগজ ইত্যাদির উপর মোহর লাগানো হয়। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। (তারগীব)

কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করা

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কিছু নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহকে ভয় করা নিজের উপর জরুরী মনে করিবে। কেননা ইহা সমস্ত নেক আমলের মূল। আমি আরজ করিলাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, কোরআন তেলাওয়াতকে জরুরী মনে করিবে। কেননা ইহা তোমার জন্য দুনিয়াতে নূর এবং আসমানে তোমার জন্য সঞ্চিত ধনভাণ্ডার হইবে। (তারগীব)

কোরআনের নির্দিষ্ট পরিমাণ তেলাওয়াত করা

হযরত আওস ইবনে হোযাইফা সাকাফী (রাঃ) বলেন, আমরা সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে আমাদের মধ্যে যাহারা আহলাফী ছিলেন তাহারা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর নিকট অবস্থান করিলেন। আর যাহারা মালেকী ছিলেন তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তাঁবুতে রাখিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসিতেন এবং (দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া) আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন (এবং কথা বলিতেন) যে, তাঁহাকে বার বার পা বদল করিতে হইত। অধিকাংশই তিনি কোরাইশের বিরুদ্ধে অভিযোগমূলক কথা আলোচনা করিতেন এবং বলিতেন, মক্কায় আমাদিগকে দুর্বল মনে (করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার) করা হইত। তারপর যখন আমরা মদীনাতে আসিলাম তখন আমরা উহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিলাম। সুতরাং যুদ্ধে কখনও তাহারা জয়লাভ করিত আর কখনও আমরা জয়যুক্ত হইতাম।

প্রতিদিন রাত্রে তিনি যেই সময় আমাদের নিকট আসিতেন একদিন উহা হইতে দেরী করিয়া আসিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রতিদিন অপেক্ষা আজ দেরী করিয়া আসিলেন? (ইহার কারণ কি?) তিনি বলিলেন, আমি প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আজ কারণবশতঃ উহা পূরণ করিতে পারি নাই। অতএব আমি চাহিলাম উহা শেষ করিয়া তোমাদের নিকট আসিব। (এই কারণে দেরী হইয়াছে।) পরদিন সকালে আমরা সাহাবা (রাঃ)দেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি (তেলাওয়াতের জন্য) কোরআন পাককে কত অংশে ভাগ করিয়া

লইয়াছেন? তাহারা বলিলেন, (তিনি কোরআন খতম করার জন্য উহাকে সাত ভাগ করিয়াছেন।) প্রথম অংশে সূরা ফাতেহার পর তিনটি সূরা, দ্বিতীয় অংশে উহার পর পাঁচটি সূরা, তৃতীয় অংশে উহার পর সাতটি সূরা, চতুর্থ অংশে উহার পর নয়টি সূরা, পঞ্চম অংশে উহার পর এগারটি সূরা, ষষ্ঠ অংশে উহার পর তেরটি সূরা এবং সপ্তম অংশে মোফাচ্ছালের সূরাগুলি। আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উহা শেষ না করিয়া তোমাদের নিকট আসা আমি ভাল মনে করি নাই।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। তিনি বলিলেন, আমি প্রতিদিন যেই পরিমাণ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকি আজ রাত্রে উহা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। আমি উহার উপর অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। (এখন যেহেতু আমি উহা তেলাওয়াত করিতেছি। অতএব এখন ভিতরে আসার অনুমতি নাই।)

হযরত ওমর (রাঃ)এর কোরআন শুনা ও তেলাওয়াতের আগ্রহ

আবু সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে বলিতেন, আমাদেরকে আমাদের রবের কথা স্মরণ করাও। সুতরাং হযরত আবু মূসা (রাঃ) কোরআন পড়িয়া শুনাইতেন।

হাবীব ইবনে আবি মারযূক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কখনও হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে বলিতেন, আমাদেরকে আমাদের রবের কথা স্মরণ করাও। তখন হযরত আবু মূসা (রাঃ) কোরআন পড়িতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর আওয়াজে কোরআন পাঠ করিতেন।

আবু নাযরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে বলিলেন, আমাদের অন্তরে আমাদের রবের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি কর। সুতরাং হযরত আবু মূসা (রাঃ) কোরআন পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

লোকেরা বলিল, নামায! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা কি নামাযের মধ্যে নই?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন ঘরে যাইতেন তখন কোরআন শরীফ খুলিয়া তেলাওয়াত করিতেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর কোরআন তেলাওয়াতের আগ্রহ

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি চাই যে, যে কোন দিন অথবা রাত্র আসে উহাতে আমি কোরআন শরীফ দেখিয়া তেলাওয়াত করি। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি তোমাদের অন্তর পাক হইত তবে তোমরা কখনও আল্লাহ তায়ালার কালাম হইতে তৃপ্ত হইতে না।

হাসান (রহঃ) বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আমাদের অন্তর পাক হইত তবে আমরা কখনও আমাদের রবের কালাম হইতে তৃপ্ত হইতাম না। আর আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমার জীবনে কোন দিন এমন হয় যে, আমি উহাতে দেখিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত না করি। অতএব অত্যাধিক পরিমাণে কোরআন শরীফ দেখিয়া তেলাওয়াত করার কারণে ইন্তেকালের পূর্বেই তাহার কোরআন শরীফ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহ্ল (রাঃ)এর কোরআন তেলাওয়াতের আগ্রহ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বদা দেখিয়া দেখিয়া কোরআন তেলাওয়াত কর।

হাবীব ইবনে শহীদ (রহঃ) বলেন, নাফে' (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজ ঘরে কি কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যে সকল কাজ করিতেন

লোকেরা তাহা করিতে পারিবে না। তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য অযূ করিতেন এবং প্রতি দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহ্ল (রাঃ) কোরআন লইয়া নিজের চেহারার উপর রাখিতেন এবং কাঁদিতে থাকিতেন এবং বলিতেন, ইহা আমার রবের কালাম, ইহা আমার রবের কিতাব।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন বাজার হইতে ঘরে ফিরিয়া আসে তখন যেন কোরআন খুলিয়া তেলাওয়াত করে, কেননা সে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী লাভ করিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশটি নেকী লিখিবেন। আমি এরূপ বলি না যে, الٓمٓ উপর দশ নেকী পাইবে, বরং আলিফের উপর দশ, লামের উপর দশ ও মীমের উপর দশ নেকী পাইবে।

রাত্র-দিনে, সফরে-বাড়ীতে কোরআনের সূরা পাঠ করা

হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে ওকবা ইবনে আমের! যে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক কায়েম কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে (অর্থাৎ না দেয়) তুমি তাহাকে দান কর, আর যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দাও। তারপর যখন তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল তখন বলিলেন, হে ওকবা ইবনে আমের! আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি সূরা শিক্ষা দিব? যাহার ন্যায় আল্লাহ তায়ালা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং কোরআনেও কোন সূরা নাযিল

করেন নাই। আমি সেই সূরাগুলি প্রতি রাত্রে অবশ্য পাঠ করিয়া থাকি। সূরাগুলি এই—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন আমাকে এই সূরাগুলি পাঠ করার কথা বলিয়াছেন সেইদিন হইতে প্রতি রাত্রে আমি অবশ্য উহা পাঠ করি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে উহা পাঠ করার আদেশ করিয়াছেন তখন আমার উপর উহা পরিত্যাগ না করা ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে আপন বিছানায় আসিতেন তখন

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ –

পড়িয়া উভয় হাত একত্র করিয়া উহাতে ফু দিতেন এবং উভয় হাত দ্বারা নিজের শরীরে যতখানি সম্ভব মুছিয়া লইতেন। মাথা, চেহারা ও শরীরের সম্মুখ দিক হইতে আরম্ভ করিতেন। এইভাবে তিন বার করিতেন।

ইবনে নাজ্জারের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ বিছানায় আসিতেন তখন

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ– قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

পাঠ করিয়া উভয় হাতে ফুঁ দিতেন এবং উহা দ্বারা চেহারা, বাহু, বুক ও শরীরের যে পর্যন্ত হাত পৌঁছিতে পারে মুছিয়া লইতেন। পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বাড়িয়া গেল তখন তিনি আমাকে আদেশ করিলেন, যেন আমি তাহার সহিত এরূপ করি।

ঘুমাইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পাঠ করিতেন?

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ না

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - الٓمّٓ تَنْزِيْل

এই দুই সূরা পড়িয়া লইতেন ততক্ষণ ঘুমাইতেন না।

তাউস (রহঃ) বলেন, এই দুই সূরা কোরআনের অন্যান্য প্রত্যেক সূরার উপর সত্তর নেকী অধিক ফযীলত রাখে।

হযরত এরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন ঘুমাইবার পূর্বে মুসাব্বিহাত পাঠ করিতেন। (অর্থাৎ যে সকল সূরার শুরুতে سَبَّحَ বা يُسَبِّحُ শব্দ রহিয়াছে।) আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই সকল সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে যাহা হাজার আয়াত হইতে উত্তম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ না সূরা যুমার ও সূরা বনী ইসরাঈল পাঠ করিতেন ততক্ষণ ঘুমাইতেন না।

হযরত ফারওয়া ইবনে নাওফাল (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন জিনিস বলিয়া দিন যাহা আমি শয়নের সময় পাঠ করিব। তিনি বলিলেন—

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ

পাঠ করিও, কেননা এই সূরাতে শির্‌ক হইতে দায়িত্বমুক্তি রহিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, মানুষের নিকট তাহার

কবরে আযাবের ফেরেশতা আসিবে, উক্ত আযাবের ফেরেশতা পায়ের দিক হইতে আসিবে, পা বলিবে আমাদের দিক হইতে তোমার জন্য কোন পথ নাই কারণ সে সূরা মুল্ক পাঠ করিত। অতঃপর উক্ত ফেরেশতা বুকের দিক হইতে আসিবে, বুক বলিবে আমার দিক হইতে তোমার জন্য কোন পথ নাই, কারণ সে সূরা মুল্ক পাঠ করিত। অতঃপর সে মাথার দিক হইতে আসিবে, মাথা বলিবে আমার দিক হইতে তোমার জন্য কোন পথ নাই, কারণ সে সূরা মুল্ক পাঠ করিত। এই সূরা বাধা দানকারী। কবরের আযাবকে বাধা দেয়। তাওরাত কিতাবে আছে, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে এই সূরা পাঠ করিল সে অনেক সওয়াব হাসিল করিল এবং অনেক উত্তম আমল করিল।

নাসায়ী শরীফে এই হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এই সূরাকে মানেআহ (অর্থাৎ বাধাদানকারী) বলিতাম। অর্থাৎ কবরের আযাবকে বাধাদানকারী। আল্লাহ তায়ালার কিতাবে আছে, ইহা এমন এক সূরা, যে ব্যক্তি ইহাকে প্রতি রাত্রে পড়িবে সে অনেক বেশী সওয়াব লাভকারী ও অনেক উত্তম আমলকারী হইবে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাত্রে সূরা বাকারাহ, সূরা আলে এমরান ও সূরা নেসা পাঠ করিবে তাহাকে কানেতীন অর্থাৎ ফরমাবরদার ও অনুগত বান্দাদের মধ্যে লিখিয়া দেওয়া হইবে।

পাঁচ সূরার ফযীলত

হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে জুবাইর! তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, যখন তুমি সফরে যাও তখন তোমার অবস্থা তোমার সকল সঙ্গীগণ অপেক্ষা উত্তম ও তোমার পাথেয় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়?

আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই পাঁচটি সূরা পাঠ করিও—

قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ – اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ – قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ – قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ –

প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িবে এবং সবশেষে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িবে। এইভাবে পাঁচ সূরা ও ছয়বার বিসমিল্লাহ হইবে।

হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধনী হওয়া সত্ত্বেও পূর্বে যখন সফরে যাইতাম তখন আমার অবস্থা সর্বাপেক্ষা ভগ্নাবস্থা এবং আমার পাথেয় সর্বাপেক্ষা কম হইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে এই সূরাগুলি শিক্ষা দিলেন তখন হইতে আমি উহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম, আর ইহাতে বাড়ী ফিরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফরে আমার অবস্থা সর্বাপেক্ষা উত্তম হইতে লাগিল এবং আমার পাথেয় সর্বাপেক্ষা বেশী হইতে লাগিল।

কোরআনের শেষ তিন সূরার ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে অনেক বেশী বৃষ্টি হইল এবং চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা নামায পড়াইবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতে বাহির হইলাম। অবশেষে তাঁহাকে পাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, বল। আমি কিছুই বলিলাম না। তিনি পুনরায় বলিলেন, বল। আমি কিছুই বলিলাম না। তিনি তৃতীয়বার বলিলেন, বল। আমি আরজ করিলাম, কি বলিব? তিনি বলিলেন, সকাল-সন্ধ্যা তিন বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পড়িও, তোমার সর্ববিষয়ের জন্য যথেষ্ট হইবে।

ফজরের নামাযের পর সূরা এখলাস পড়া

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর দশবার সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করিবে, সে সারাদিন গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকিবে। শয়তান যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন। (তাহাকে গুনাহে লিপ্ত করিতে পারিবে না।)

দিনে-রাত্রে, সফরে বাড়ীতে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করা

আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের কাঠের উপর বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে তাহার জান্নাতে প্রবেশ করিতে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা নাই। আর যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় উহা পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাহার ঘর, তাহার প্রতিবেশীর ঘর ও আশেপাশের আরো অন্যান্য ঘর সহ নিরাপত্তা দান করিবেন। (বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মনে করি না যে, এমন কোন ব্যক্তি যে জন্মগতভাবে মুসলমান হইয়াছে বা সাবালক হওয়ার পর মুসলমান হইয়াছে আর সে এই আয়াত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

পাঠ না করিয়া রাত্র অতিবাহিত করিতে পারে। হায় যদি তোমরা জানিতে, এই আয়াতের মর্তবা কি! তোমাদের নবীকে এই আয়াত আরশের নীচে অবস্থিত খাজানা বা ভাণ্ডার হইতে দান করা হইয়াছে এবং তোমাদের নবীর পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দেওয়া হয় নাই। আমি এই আয়াত প্রতি রাত্রে তিনবার পাঠ করিয়া শয়ন করি। এশার পর দুই রাকাতে ও বিতর নামাজেও উহা পাঠ করি এবং বিছানায় শয়নের সময়ও উহা পাঠ করি। (কানয)

সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে এমরানের কয়েকটি আয়াত পাঠ করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি মনে করি না যে, কোন সাবালক ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি পাঠ না করিয়া ঘুমাইতে পারে। কেননা এই আয়াতগুলি আরশের নীচে অবস্থিত ভাণ্ডার হইতে আসিয়াছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা আলে এমরানের শেষ আয়াতগুলি পাঠ করিবে তাহার জন্য রাত্রভর এবাদত করার সওয়াব লেখা হইবে। (কান্‌য)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে কোন ঘরে সূরা বাকারার দশটি আয়াত পাঠ করিবে সেই ঘরে উক্ত রাত্রে সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান প্রবেশ করিবে না। সেই দশটি আয়াত এই—সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও উহার পর দুই আয়াত এবং সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর খামারে খেজুর রাখা ছিল। তিনি উহার দেখাশুনা করিতেন। তিনি অনুভব করিলেন, খেজুর কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক রাত্রে তিনি খেজুর পাহারা দিতে যাইয়া দেখিলেন, সাবালক ছেলের ন্যায় একটি জানোয়ার। হযরত উবাই (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে সালাম দিলাম। সে আমার সালামের উত্তর দিল। আমি বলিলাম, তুমি কে? জ্বিন, না মানুষ? সে বলিল, আমি জ্বিন। আমি বলিলাম, আমাকে তোমার হাত দেখাও। সে আমাকে তাহার হাত দেখাইল। আমি দেখিলাম তাহার হাত কুকুরের ন্যায় এবং পশমগুলিও কুকুরের ন্যায়। আমি বলিলাম, জ্বিনদের আকৃতি কি এরূপ হয়? সে বলিল, সমস্ত জ্বিনরা জানে যে, আমার ন্যায় শক্তিশালী তাহাদের মধ্যে আর কেহ নাই। আমি বলিলাম, তুমি (খামার হইতে খেজুর চুরির) এই কাজ কেন করিলে? সে বলিল, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি সদকা করাকে পছন্দ করেন। অতএব চাহিলাম যে, আপনার খেজুর

হইতে আমরাও কিছু পাই। আমি বলিলাম, কোন জিনিস তোমাদের (ক্ষতি) হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারে? সে বলিল, আয়াতুল কুরসী, যাহা সূরা বাকারাতে আছে। যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে সে সকাল পর্যন্ত আমাদের (ক্ষতি) হইতে নিরাপদ থাকিবে, আর যে সকালে পাঠ করিবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের (ক্ষতি) হইতে নিরাপদ থাকিবে। হযরত উবাই (রাঃ) সকালবেলা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খবীস সত্য কথা বলিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রাঃ) বলেন, আমি হেমস হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রিবেলায় জমিনের একটি বিশেষ এলাকায় পৌঁছিলাম। সেখানকার জ্বিনগণ আমার নিকট আসিল। আমি সূরা আ'রাফের এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলাম—

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - الاية

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ তায়ালাই, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি আচ্ছন্ন করিয়া দেন রাত্রি দ্বারা দিবসকে, এইরূপে যে, সেই রাত্রি সেই দিবসের পানে দ্রুত পৌঁছে এবং সূর্য ও চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্ররাজিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এমনভাবে যে, সকলেই তাহার আদেশের অনুবর্তী। স্মরণ রাখিও, আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে স্রষ্টা হওয়া এবং আদেশ প্রদান করা ; সকল গুণে পরিপূর্ণ আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।'

ইহা শুনিয়া জ্বিনগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, এখন তো সকাল পর্যন্ত এই ব্যক্তিকে পাহারা দাও। (সুতরাং তাহারা সকাল পর্যন্ত আমার পাহারাদারী করিল।) সকাল হইলে আমি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া গেলাম।

কবরে দাফনের পর সূরা বাকারার শুরু ও শেষের আয়াতগুলি পাঠ করা

আলা ইবনে লাজলাজ (রহঃ) আপন ছেলেদেরকে বলিলেন, তোমরা আমাকে কবরে রাখার সময়

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

বলিয়া কবরে রাখিও এবং আমার কবরে আস্তে আস্তে মাটি ঢালিও। আর আমার মাথার দিকে সূরা বাকারার শুরু ও শেষের আয়াতগুলি পাঠ করিও। কেননা আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি এরূপ করাকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর আমল

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার আজর ও সওয়াব বড় ও পরিপূর্ণ মাপার পাত্রে মাপা হউক সে যেন এই আয়াতগুলি তিনবার পাঠ করে—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ ঃ 'আপনার রব, যিনি মহামহিমান্বিত, ঐ সমস্ত কথা হইতে পবিত্র—যাহা এই সমস্ত (কাফের)রা বলিয়া থাকে। এবং রাসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।'

আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন নিজ ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন ঘরের সমস্ত কোণে আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন।

কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর যিকির

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে কাহারা আপনার শাফায়াত দ্বারা সর্বাধিক ভাগ্যবান হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হোরায়রা! হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার ধারণা এই ছিল যে, এই বিষয়ে আমাকে তোমার পূর্বে আর কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভের সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্য তাহারই হইবে, যে খাঁটি দিলে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলিবে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ বলিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এই কালিমার এখলাস কি? তিনি বলিলেন, ইহার এখলাস এই যে, এই কালিমা উহার পাঠকারীকে আল্লাহর হারাম করা কাজ হইতে বিরত রাখে। (তারগীব)

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তায়ালার পাক দরবারে আরজ করিলেন, হে আমার রব! আমাকে এমন কোন অজীফা শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ পড়িতে থাক। তিনি আরজ করিলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার, ইহা তো আপনার সকল বান্দাগণই পড়িয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলিলেন, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাহিতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করিবেন। এরশাদ হইল, হে মূসা! সাত তবক

আসমান এবং সাত তবক জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়, তবে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ—ওয়ালা পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, যদি সাত তবক আসমান ও আমি ব্যতীত উহার সমস্ত আবাদকারীগণ এবং সাত তবক জমিন এক পাল্লায় হয় আর অপর পাল্লায় লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ হয়, তবে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ—ওয়ালা পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে।

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নিজ ছেলের প্রতি অসিয়ত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম তাহার ছেলেকে কি অসিয়ত করিয়াছিলেন, আমি কি তাহা তোমাদেরকে বলিব না? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁহার ছেলেকে এই অসিয়ত করিয়াছিলেন, হে আমার বেটা, আমি তোমাকে দুইটি বিষয়ে অসিয়ত করিতেছি এবং দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি। আমি তোমাকে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলার অসিয়ত করিতেছি, কেননা যদি এই কালিমা এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সমগ্র আসমান ও জমিন রাখা হয় তবে কালিমাওয়ালা পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমগ্র আসমান ও জমিন একটি হালকা অর্থাৎ গোলাকার হইয়া এক হইয়া যায় তবুও এই কালেমা উহাকে ভাঙ্গিয়া আল্লাহতায়ালা পর্যন্ত পৌছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় এই আদেশ করিতেছি—

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ

পাঠ করিবে, কারণ ইহা সমস্ত মাখলুকের এবাদত এবং ইহারই বরকতে তাহাদিগকে রুযী দেওয়া হয়। তোমাকে দুইটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি। একটি শির্ক ও অপরটি অহংকার। কেননা এই দুইটি বিষয় আল্লাহর নিকট পৌছিতে বাধা দেয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! ইহা কি অহংকারের মধ্যে শামিল হইবে যে, এক ব্যক্তি খাবার প্রস্তুত করিয়া একদল লোককে ডাকিয়া খাওয়ায় অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। বরং অহংকার হইল, তুমি মাখলুক (অর্থাৎ মানুষ)কে বেওকুফ বানাও আর লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, যদি সমগ্র আসমান ও জমিন এবং উহাতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত কিছু মিলিয়া এক হালকা (অর্থাৎ একটি গোলাকার বস্তুতে পরিণত) হয়, আর উহার উপর লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ–কে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে এই কালেমা এই সমস্ত কিছুকে ভাঙ্গিয়া দিবে।

মাগফিরাতের সুসংবাদ প্রদান

ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) যখন আমাকে এই ঘটনা শুনাইতেছিলেন তখন সেখানে হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি আমার পিতার কথাকে সত্য বলিতেছিলেন। আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন যে, একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অপরিচিত (অর্থাৎ আহলে কিতাব) কেহ আছে কি? আমরা আরজ করিলাম, কেহ নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বল, লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখিলাম (এবং লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ বলিলাম)। অতঃপর বলিলেন, আল হামদুলিল্লাহ, আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং উহা পাঠ করার আপনি আমাকে হুকুম দিয়াছেন এবং এই কালেমার উপর আপনি আমার সহিত জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন, আপনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। তারপর বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

সর্বোত্তম নেকী

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বলিলেন, যখন তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ কোন নেক আমল করিয়া লইও। ইহাতে সেই খারাপ অর্থাৎ গুনাহ মিটিয়া যাইবে। আমি আরজ করিলাম, লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ পড়াও কি নেক আমলের মধ্যে শামিল? তিনি বলিলেন, ইহা তো সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেক আমল।

তাকওয়ার কালেমা

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলিতে দেখিয়া বলিলেন, কা'বার রবের কসম, ইহাই, ইহাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহাই তাকওয়ার কালেমা, মুসলমানগণই ইহার অধিক হকদার এবং ইহার উপযুক্ত।

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى

(অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে তাকওয়ার কালেমার উপর মজবুত রাখিয়াছেন।) এই ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, এইখানে তাকওয়ার কালেমা দ্বারা উদ্দেশ্য লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। ইবনে জারীরের রেওয়ায়াতে ইহার পর 'আল্লাহু আকবার'ও উল্লেখ করা হইয়াছে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ এর যিকির

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বাকীয়াতে সালেহাত (অর্থাৎ স্থায়ী নেক আমলসমূহ) অধিক পরিমাণে পাঠ কর। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাকীয়াতে সালেহাত কি? তিনি বলিলেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

পাঠ করা।

জাহান্নাম হইতে হেফাজত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজ নিজ হেফাজতের সামান লইয়া লও। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দুশমন আসিয়া পড়িয়াছে কি? তিনি বলিলেন, না, আগুন হইতে হেফাজতের সামান লইয়া লও এবং

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পড়, কেননা এই কালেমাগুলি সামনে যাইয়া আখেরাতে তোমার কাজে আসিবে এবং তোমার জন্য উত্তম পরিণতির কারণ হইবে। আর এইগুলিই হইল সেই নেক আমলসমূহ যাহার সওয়াব চিরকাল বাকি থাকিবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এইগুলি নাজাতদানকারী কালেমা। তাবারানীর রেওয়ায়াতে উপরোক্ত কালেমাগুলির সহিত 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'ও অতিরিক্ত উল্লেখ করা হইয়াছে।

ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াব

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ কি প্রত্যহ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ নেক আমল করিতে পারে না? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যহ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ নেক আমল কে করিতে পারে? তিনি বলিলেন, সকলেই করিতে পারে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কিরূপে? তিনি বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ' বলা ওহুদ পাহাড় হইতে বড়, 'আলহামদুলিল্লাহ'

বলা ওহুদ পাহাড় হইতে বড়, 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ওহুদ পাহাড় হইতে বড়। 'আল্লাহু আকবার' বলা ওহুদ পাহাড় হইতে বড়।

জান্নাতের চারাগাছ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি গাছের চারা লাগাইতেছিলাম, এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, কি লাগাইতেছ? আমি আরজ করিলাম, চারা লাগাইতেছি। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা হইতে উত্তম চারার কথা বলিব না?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

বল, ইহার প্রত্যেকটি কালেমার বিনিময়ে জান্নাতে একটি করিয়া গাছ লাগিয়া যাইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগান দিয়া অতিক্রম কর তখন সেখানে খুব বিচরণ করিও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগান কি? তিনি বলিলেন, মসজিদসমূহ। আমি আরজ করিলাম, সেখানে বিচরণের কি অর্থ? তিনি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পাঠ করা।

গুনাহ ঝরিয়া যাওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ডাল ধরিয়া উহাকে নাড়া দিলেন, যাহাতে উহার পাতা ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু কোন পাতা ঝরিল না। তিনি উহাকে পুনরায় নাড়া দিলেন, এইবারও কোন পাতা ঝরিল না। তিনি তৃতীয় বার নাড়া দিলে উহার পাতা ঝরিতে লাগিল। অতঃপর তিনি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

বলার দ্বারা গুনাহসমূহ এইভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতাগুলি ঝরিয়া গেল।

একজন গ্রাম্যলোককে যিকির শিক্ষা দান

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, একজন গ্রাম্যলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আপনি আমাকে এমন কালাম শিখাইয়া দিন যাহা আমি পাঠ করিতে থাকিব। তিনি বলিলেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

পড়িতে থাক। সে বলিল, এই সমস্ত কালেমার দ্বারা আমার রবের প্রশংসা হইল, আমার জন্য কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই দোয়া কর—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার উপর রহম করুন, আর আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রুযী দান করুন।'

আবু মালেক আশজায়ী (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে 'ওয়া আফানী' শব্দও বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ আমাকে আফিয়াত দান করুন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,) এই দোয়াতে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই সমবেত হইয়া গিয়াছে।

হযরত ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, একজন গ্রাম্যলোক আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোরআন শিক্ষা করার অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু শিখিতে পারি না। আপনি আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দিন যাহা কোরআনের স্থলে হইয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পড়িতে থাক। উক্ত ব্যক্তি আঙ্গুলে গুণিয়া কালেমাগুলি পড়িল।

তারপর আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সমস্ত কালেমাগুলির দ্বারা আমার রবের প্রশংসা হইল, আমার নিজের জন্য কি? তিনি বলিলেন, তুমি এই দোয়া কর—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي

ইহা শুনিয়া সেই গ্রাম্যলোকটি চলিয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই গ্রাম্যলোকটি উভয় হাত ভরিয়া কল্যাণ লইয়া যাইতেছে।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে ইহার সহিত 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'ও সংযুক্ত হইয়াছে।

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কালাম

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে সেই কালাম বলিব না যাহা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবশ্যই সেই কালাম বলিয়া দিন যাহা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। তিনি বলিলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কালাম হইল—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে 'সুবহানা রাব্বি ওয়া বিহামদিহী' বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন, সেই কালাম যাহা আল্লাহ্ তায়ালা আপন ফেরেশতাদের অথবা বান্দাদের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর সওয়াব

হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলিবে সে

অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথবা বলিয়াছেন, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি একশত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলিবে তাহার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হইবে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, তবে তো (কেয়ামতের দিন) আমাদের মধ্যে কেহ ধ্বংস হইবে না। তিনি বলিলেন, তারপরও কিছু লোক ধ্বংস হইবে। (আর কেনই বা ধ্বংস হইবে না)— কিছুসংখ্যক লোক এত বেশী নেকী লইয়া আসিবে যে, উহা পাহাড়ের উপর রাখিলে পাহাড় ধসিয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মোকাবেলায় সেই সমস্ত নেকী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও দয়ার দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। (তারগীব)

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তিনি বলিলেন, তোমরা কি প্রত্যহ এক হাজার নেকী উপার্জন করিতে অক্ষম? উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কিভাবে এক হাজার নেকী উপার্জন করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি একশতবার সুবহানাল্লাহ বলিলে তাহার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হইবে অথবা তাহার এক হাজার গুনাহ দূর করিয়া দেওয়া হইবে।

তারগীব গ্রন্থে আছে, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আও শব্দ আসিয়াছে, যাহার অর্থ হয় 'অথবা'। কিন্তু তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে ওয়াও বর্ণিত হইয়াছে, যাহার অর্থ হয় 'এবং তাহার এক হাজার গুনাহ দূর করিয়া দেওয়া হইবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
এর ফযীলত

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেদমতের জন্য পেশ করিলেন। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়া বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে পা মোবারক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজার কথা বলিয়া দিব না? আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(অর্থ ঃ খারাপ কাজ হইতে বাঁচা ও নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই লাভ হয়।)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবু যার, আমি কি তোমাকে জান্নাতের খাজানাসমূহ হইতে একটি খাজানার কথা বলিব না? আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিখাইয়া দিব না যাহা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইয়াছেন? আমি বলিলাম, হে চাচাজান, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার মেহমান হইলেন তখন একদিন তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের খাজানাসমূহ হইতে একটি খাজানা বলিয়া দিব না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অধিক পরিমাণে পাঠ করিও।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পয়গাম

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, মে'রাজের রাত্রে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্রাঈল! তোমার সঙ্গে ইনি কে? জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, ইনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপন উম্মাতকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন জান্নাতের চারা বেশী করিয়া লাগায়। কেননা জান্নাতের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং জমিন অত্যন্ত প্রশস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের চারা কি? হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বলিলেন—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

তাবারানীর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আমাকে সালাম দিলেন ও মারহাবা বলিলেন। তারপর বলিলেন, আপন উম্মতকে বলিয়া দিন.......।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত এমরান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলিল, সে আল্লাহর যিকির করিল, আর যে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিল, সে আল্লাহর শোকর আদায় করিল। আর যে 'আল্লাহু আকবার' বলিল, সে আল্লাহর আযমত বর্ণনা করিল, আর যে 'লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ' বলিল, সে আল্লাহর তৌহীদ বর্ণনা করিল। আর যে 'লা–হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলিল, সে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিল, সে ইহার বিনিময়ে জান্নাতে শোভা ও ধনভাণ্ডার লাভ করিবে।

মুতারিফ (রহঃ) বলেন, হযরত এমরান (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আজ আমি তোমাকে একটি হাদীস বলিব যাহা দ্বারা পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপকার করিবেন। জানিয়া রাখ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম বান্দা তাহারাই হইবে যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার অত্যাধিক হামদকারী (অর্থাৎ প্রশংসাকারী) হইবে।

হাম্দ ও তাসবীহ্ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে তো আমাদের জানা আছে, কিন্তু 'আলহামদুলিল্লাহ' কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহা এমন একটি কথা যাহা আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা বলাকে পছন্দ করেন।

আবু যাবইয়ান (রহঃ) বলেন, ইবনে কাউওয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে 'সুবহানাল্লাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা এমন একটি কথা যাহা আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা সকল দোষ-ত্রুটি হইতে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়।

সুবহানাল্লাহ পাঠকারীর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর আচরণ

একবার হযরত ওমর (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে পিটাইবার হুকুম দিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি (মারার সময়) 'বিসমিল্লাহ' বলিতে লাগিল, আর অপর ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ' বলিতে লাগিল। হযরত ওমর (রাঃ) পিটানেওয়ালাকে বলিলেন, তোমার ভাল হউক। যে 'সুবহানাল্লাহ' বলিতেছে তাহার মারকে হালকা কর। কারণ আল্লাহ তায়ালার সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র হওয়া একমাত্র মুমিনের অন্তরেই স্থান লাভ করিয়া থাকে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, আমি যখনই কোন কথা বলি তখনই আমি আল্লাহর কিতাব হইতে সেই আয়াত পেশ করিয়া থাকি যাহা আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে। মুসলমান বান্দা যখন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ

বলে তখন একজন ফেরেশতা এই শব্দগুলি নিজের পাখার নিচে লইয়া লয়, তারপর সে এইগুলি লইয়া উপরে উঠিতে থাকে। উক্ত

ফেরেশতা এইগুলি লইয়া যে কোন ফেরেশতার জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করে ফেরেশতাগণ পাঠকারীর জন্য ইস্তেগফার (অর্থাৎ গুনাহ মাফির দোয়া) করিতে থাকে। অবশেষে এই শব্দগুলি লইয়া উক্ত ফেরেশতা বরকতময় রাহমান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এই কথার স্বপক্ষে এই আয়াত পাঠ করিলেন—

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থ ঃ সৎ বাক্য তাঁহার দরবারেই পৌঁছে এবং সৎকর্ম উহাকে (অর্থাৎ সৎ বাক্যকে আল্লাহর নিকট) পৌঁছায় (অর্থাৎ কবুল করায়)।

অধিক যিকিরের পরিবর্তে কম শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক যিকির অবলম্বন করা

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। (তিনি তখন আপন মুসল্লায় বসিয়া যিকির করিতেছিলেন।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামাযের পর (দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে) ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তিনি একইভাবে (মুসল্লায়) বসিয়া আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তুমি কি সেই অবস্থায়ই বসিয়া আছ? হযরত জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করিয়াছি। তুমি সকাল হইতে এই পর্যন্ত যাহা কিছু পড়িয়াছ যদি উহার মোকাবেলায় এই চারটি কালেমাকে ওজন করা হয় তবে এই চার কালেমাই ভারী হইবে। সেই কালেমাগুলি এই—

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَاءَ نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেছি তাঁহার মাখলুক পরিমাণ, তাঁহার সন্তুষ্টি পরিমাণ এবং তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁহার কালিমাসমূহ পরিমাণ।'

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَاءَ نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে ইহার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' একইভাবে চার বার বর্ণিত হইয়াছে। নাসাঈ শরীফের অপর রেওয়ায়াতে এই কালেমাগুলি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رِضَاءَ نَفْسِهٖ وَ زِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

একজন মহিলাকে যিকির শিক্ষাদান

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একজন মহিলা সাহাবীর নিকট গেলেন। উক্ত মহিলার সম্মুখে অনেকগুলি খেজুরের দানা অথবা কংকর রাখা ছিল। উহা দ্বারা তিনি তসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহা এই খেজুরের দানা গণনা করা অপেক্ষা সহজ হইবে? অথবা বলিলেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম হইবে?

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ -

অর্থ ঃ সুবহানাল্লাহ তাঁহার ঐ সমস্ত মাখলুক পরিমাণ যাহা তিনি আসমানে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ তাহার ঐ সমস্ত মাখলুক পরিমাণ যাহা তিনি জমিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ তাঁহার ঐ সমস্ত মাখলুক পরিমাণ যাহা তিনি জমিন ও আসমানের মাঝখানে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ তাহার ঐ সমস্ত মাখলুক পরিমাণ যাহা তিনি করিবেন, আল্লাহু আকবার এই সমস্ত পরিমাণ, আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত পরিমাণ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এই সমস্ত পরিমাণ, এবং লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই সমস্ত পরিমাণ। (তারগীব)

হযরত আবু উমামা (রাঃ)কে যিকির শিক্ষাদান

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঠোঁট নাড়াইয়া কিছু পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু উমামা! তুমি ঠোঁট নাড়াইয়া কি পড়িতেছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন যিকির বলিয়া দিব যাহা তোমার দিনরাত্র যিকির করা হইতে বেশী ও উত্তম হইবে? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তুমি এই কালেমাগুলি পাঠ কর—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهٗ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهٗ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ كُلِّ شَيْءٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ مَا خَلَقَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তাহার মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ, আল্লাহর পবিত্রতা তাহার মাখলুক ভরা, আল্লাহর পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহা জমিনে ও আসমানে আছে, আল্লাহর পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ যাহাকে তাহার কিতাব গণনা করিয়া রাখিয়াছে, আল্লাহর পবিত্রতা ঐ সমস্ত জিনিস ভরা যাহাকে তাঁহার কিতাব গণনা করিয়া রাখিয়াছে। আল্লাহর পবিত্রতা প্রতিটি জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ এবং আল্লাহর পবিত্রতা প্রতিটি জিনিস ভরা। (এমনিভাবে আল্লাহর প্রশংসা উল্লেখিত চার জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ এবং উহা ভরা পরিমাণ)

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন বিশাল জিনিস বলিয়া দিব না? যাহা পাঠ করার দ্বারা তুমি এই পরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে যে, যদি তুমি দিবারাত্র এবাদত করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যাও তবুও উহার সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। উপরোক্ত পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত। তবে কালেমাগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর বলিলেন, সুবহানাল্লাহ উপরোক্ত নিয়মে এবং আল্লাহু আকবার উপরোক্ত নিয়মে।

তাবারানীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই কালেমাগুলি শিক্ষা করিয়া লও এবং তোমার পরবর্তী সন্তানগণকে শিক্ষা দাও।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে যিকির শিক্ষাদান

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঠোঁট নাড়াইয়া কিছু পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু দারদা! কি পড়িতেছ? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন যিকির শিখাইয়া দিব না যাহা রাত্রের শুরু হইতে দিন পর্যন্ত এবং দিনের শুরু হইতে রাত পর্যন্ত অনবরত যিকির করা হইতে উত্তম? আমি

বলিলাম, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللهِ مِلْأَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهُ -

একটি বিশেষ কালেমার ফযীলত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একটি মজলিসে বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলিয়া সালাম দিল—আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি উত্তরে বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। উক্ত ব্যক্তি মজলিসে বসার পর বলিল—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا اَنْ يُّحْمَدَ وَيَنْبَغِىْ لَهُ -

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার এমন প্রশংসা করিতেছি, যাহা অনেক বেশী ও উত্তম ও বরকতময় হয় এবং এমন যেমন আমাদের রব পছন্দ করেন ও তাঁহার শান অনুযায়ী হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি বলিলে? সে পুনরায় এই কালেমাগুলি বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, দশজন ফেরেশতা এই কালেমাগুলির প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকে উহা লিখিতে চাহিতেছিল ; কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কিভাবে লিখিবে। অতএব তাহারা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে পৌঁছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমার বান্দা যেইভাবে বলিয়াছে সেইভাবে লিখিয়া দাও।

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মজলিসে এক ব্যক্তি বলিল—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কালেমা কে বলিল? উক্ত ব্যক্তি চুপ করিয়া রহিল এবং মনে করিল, হঠাৎ তাহার মুখ হইতে এই কালেমা উচ্চারিত হওয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কে সেই ব্যক্তি? সে সঠিক কথাই বলিয়াছে। ইহা শুনিয়া উক্ত ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলিয়াছি এবং নেকীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পবিত্র যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি তেরজন ফেরেশতাকে দেখিয়াছি যে, তাহারা তোমার এই কালেমাকে লইয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

এক ব্যক্তির তাসবীহ লইয়া যিকির করা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে তাসবীহ লইয়া আল্লাহর যিকির করিতে দেখিয়া বলিলেন, তাসবীহ লইয়া দীর্ঘ সময় যিকির করার পরিবর্তে তাহার জন্য এই কালেমাগুলি পাঠ করাই যথেষ্ট। (কারণ ইহাতে শব্দ কম কিন্তু অর্থ ব্যাপক)

سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَ مِلْأَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

(অর্থ ঃ আমি এই পরিমাণ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যাহা আসমানসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং জমিনকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং উহার পর আল্লাহ যাহাকে চাহেন, পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।)

এমনিভাবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

বলিবে। এমনিভাবে

اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شَآءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

বলিবে।

নামাযের পর ও ঘুমাইবার সময়ের যিকির

গরীব সাহাবা (রাঃ)দেরকে যিকির শিক্ষাদান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ধনীরা সকল উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা কেমন করিয়া? তাহারা আরজ করিলেন, আমরা যেমন নামায পড়ি তাহারাও পড়ে, আমরা যেমন রোযা রাখি তাহারাও রাখে। কিন্তু তাহারা (ধনী হওয়ার কারণে) সদকা করে, আমরা তাহা করিতে পারি না, তাহারা গোলাম আযাদ করে আমরা তাহা করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার উপর আমল করিয়া তোমরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধরিয়া ফেলিবে এবং পরবর্তী লোকদের হইতে আগে বাড়িয়া যাইবে? আর এই আমলগুলি করা ব্যতীত কেহ তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না। তাহারা আরজ করিলেন, অবশ্য বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার করিয়া পড়িতে থাক। (তাহারা পড়িতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই যুগের ধনীগণ একই ধরনের ছিলেন, জানিতে পারিয়া তাহারাও পড়িতে আরম্ভ করিলেন।) গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধনী ভাইয়েরাও ইহা শুনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।

বর্ণনাকারী সুমাই বলেন, আমি আমার পরিবারের লোকদেরকে এই হাদীস শুনাইলে তাহারা বলিল, আপনি বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। আপনার উস্তাদ হয়ত এরূপ বলিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার করিয়া পড়িবে। সুতরাং আমি আমার উস্তাদ হযরত আবু সালেহ এর নিকট যাইয়া পরিবারের লোকদের কথা বলিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহু আকবার ও সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ— একবার, আল্লাহু আকবার ও সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ এই দুই বার। এমনিভাবে তেত্রিশবার গণিয়া দিলেন। (অর্থাৎ এই হাদীসে আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বর্ণিত হইয়াছে, চৌত্রিশবার নহে।)

আবু দাউদ শরীফে এই হাদীস এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা তো সমস্ত আজর ও সওয়াব লইয়া গেল। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই হাদীসে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, সুবাহানাল্লাহ তেত্রিশবার বলিবে এবং সর্বশেষ এই কালেমা পড়িবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

যখন তুমি কালেমাগুলি পড়িয়া শেষ করিবে তখন তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে এই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরীব মুহাজিরগণকে বলিলেন, তোমরা যখন নামায শেষ করিবে তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার এবং লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ দশবার পড়িবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর হাদীস

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর ঘরে একজন মেহমান আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি যদি এখানে অবস্থান করিতে চাও তবে তোমার সাওয়ারী (জানোয়ার)কে চরিবার জন্য পাঠাই দিব। আর যদি এখনই চলিয়া যাইতে চাও তবে তোমার সওয়ারী জানোয়ারের খাদ্য সঙ্গে দিয়া দিব। সে বলিল, না, আমি এখনই চলিয়া যাইব। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে এমন পাথেয় দান করিব, যদি উহা হইতে উত্তম পাথেয় পাইতাম তবে তোমাকে তাহা দান করিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা তো দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই লইয়া গেল। আমরাও নামায পড়ি, তাহারাও পড়ে। আমরাও রোযা রাখি, তাহারাও রাখে। তাহারা সদকা করে আমরা সদকা করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন আমল বলিয়া দিব না? যাহা করিলে পূর্ববর্তী কেহ তোমার আগে যাইতে পারিবে না এবং পরবর্তীদের কেহ তোমাকে ধরিতে পারিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি এই আমল করিবে সে তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িয়া লইও।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কতিপয় গরীব মুসলমান আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা তো সমস্ত আজর ও সওয়াব লইয়া গেল। তাহারা সদকা করে, আমরা করিতে পারি না, তাহারা খরচ করে, আমরা করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল দেখি, যদি দুনিয়ার সমস্ত মালদৌলত একটার উপর আরেকটা রাখা হয় তবে আসমান পর্যন্ত পৌঁছিবে কি? তাহারা বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব কি? যাহার মূল জমিনে আর উহার শাখা প্রশাখা আসমানে? তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

দশবার পড়িবে। এই কালেমাগুলির মূল জমিনে ও উহার শাখা-প্রশাখা আসমানে রহিয়াছে। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে যিকির শিক্ষাদান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার সহিত হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ দিলেন তখন তিনি তাহার সহিত একটি চাদর, একটি চামড়ার গদি, যাহাতে খেজুরের ছাল ভরা ছিল। দুইটি যাঁতা, একটি মশক ও দুইটি ঘড়া পাঠাইলেন। আমি একদিন হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলাম, কূয়া হইতে বালতি টানিতে টানিতে আমার বুকে ব্যথা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতার নিকট কিছু কয়েদী আনিয়া দিয়াছেন। তুমি যাও এবং তাঁহার নিকট হইতে খাদেম চাহিয়া আন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমিও এই পরিমাণ যাঁতা চালাইয়াছি যে, আমার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার বেটি, কি জন্য আসিয়াছ? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আপনাকে সালাম করিতে আসিয়াছি। তিনি লজ্জায় খাদেম চাহিতে পারিলেন না এবং ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি তো লজ্জায় খাদেম চাহিতে পারিলাম না। অতঃপর আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। এবং আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কূয়া হইতে পানি উঠাইতে উঠাইতে আমার বুকে ব্যথা হইয়া গিয়াছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, যাঁতায় আটা পিষিতে পিষিতে আমার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে

কয়েদী দান করিয়াছেন এবং সচ্ছলতা দিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদেরকে একজন খাদেম দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, আহলে সুফ্ফাগণ অত্যাধিক ক্ষুধার্তাবস্থায় দিন কাটাইতেছে, তাহাদের উপর খরচ করার মত আমার নিকট আর কিছু নাই, আমি তাহাদেরকে ছাড়িয়া তোমাদেরকে দিতে পারিব না। এই সমস্ত গোলাম বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য আমি তাহাদের উপর খরচ করিব। (অতএব আমি তোমাদেরকে খাদেম দিতে পারিব না।)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের নিকট ছোট্ট একটি কম্বল ছিল। উহা দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা বাহির হইয়া যাইত, আর পা ঢাকিলে মাথা বাহির হইয়া যাইত। রাত্রে আমরা উভয়ে উহার ভিতরে শুইয়াছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা উঠিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তোমরা নিজ স্থানে শুইয়া থাক। তারপর বলিলেন, তোমরা আমার নিকট খাদেম চাহিয়াছ, আমি কি তোমাদেরকে উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিব? আমরা বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমাকে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এই কয়েকটি কালেমা শিখাইয়াছেন। তোমরা উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করিও। আর যখন বিছানায় শয়ন কর তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করিও।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই তাসবীহগুলি যেইদিন শুনিয়াছি সেইদিন হইতে কখনও উহা পড়া ছাড়ি নাই। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে কাউয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধের রাত্রেও কি ছাড়েন নাই? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইরাকবাসী, আল্লাহ তোমাদেরকে মারুক, সিফ্ফীনের যুদ্ধের রাত্রেও আমি উহা ছাড়ি নাই।

হযরত আলী (রাঃ)এর এই হাদীস ইবনে আবি শাইবা হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের জন্য খাদেম হইতে উত্তম হইবে? তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করিও। এইভাবে একশতবার হইয়া যাইবে। আর রাত্রে যখন বিছানায় শয়ন করিবে তখনও এই কালেমাগুলি পাঠ করিবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাংসারিক কাজকর্মে কষ্টের কথা জানাইবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার হাতে গিঁট পড়িয়া গিয়াছে। আমার নিজেকেই যাঁতা ঘুরাইতে হয়, নিজেকেই আটা মথিতে হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কিছু দান করিতে চাহেন তবে তিনি নিজেই তাহা তোমাদের নিকট লইয়া আসিবেন। কিন্তু আমি তোমাকে উহা অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিব। তুমি যখন বিছানায় শয়ন করিবে তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে। এইভাবে একশতবার পূর্ণ হইবে। ইহা তোমার জন্য খাদেম অপেক্ষা উত্তম। ফজরের নামাযের পর ও মাগরিবের নামাযের পর দশবার করিয়া এই কালেমাগুলি পাঠ করিবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ
وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –

ইহার প্রতিটি কালেমার বিনিময়ে দশটি নেকী লেখা হইবে। দশটি গুনাহ ঝরাইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রতিটি কালেমার বিনিময়ে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদ হইতে একজন করিয়া গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করা হইবে এবং সেই দিনের শিরক

ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। তুমি যখন সকালবেলা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

পাঠ করিবে তখন সন্ধ্যায় পুনরায় পাঠ করা পর্যন্ত প্রত্যেক শয়তান ও সর্বপ্রকার খারাপ অবস্থা হইতে তোমাকে হেফাজত করা হইবে।

প্রত্যেক নামাযের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পাঠ করিতেন

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করিতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, সমস্ত রাজত্ব তাহারাই এবং সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য। তিনি জীবন দান করেন তিনি মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান, আয় আল্লাহ! আপনি যে নেয়ামত দান করেন তাহা কেহ রুখিতে পারে না, আর আপনি যাহা রুখিয়া দেন তাহা কেহ দান করিতে পারে না, আর আপনি যাহা ফয়সালা করেন তাহা কেহ টলাইতে পারে না এবং আপনার সম্মুখে কোন ধনী ব্যক্তির ধনসম্পদ কাজে আসে না।

সকাল–সন্ধ্যার যিকির

বনু হাশেমের আযাদকৃত গোলাম আবদুল হামীদের মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক কন্যার খেদমত করিতেন। তিনি তাহার ছেলের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা আমাকে বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই কালেমাগুলি শিক্ষা দিতেন এবং বলিতেন, তুমি সকালবেলা এই কালেমাগুলি পাঠ করিও—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا -

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি, নেক কাজ করার শক্তি একমাত্র আল্লাহই দান করিতে পারেন, আল্লাহ যাহা চাহিয়াছেন তাহাই ঘটিয়াছে, আর যাহা তিনি চাহেন নাই তাহা ঘটে নাই। আমি জানি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

যে ব্যক্তি সকালবেলা এই কালেমাগুলি পাঠ করিবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেফাজতে থাকিবে আর যে সন্ধ্যায় পাঠ করিবে সে সকাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকিবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই কালেমাগুলি সাতবার পড়িবে—

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

অর্থ ঃ 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাঁহারই উপর ভরসা করিলাম, আর তিনি আরশে আযীমের রব।'

আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত পেরেশানী দূর করিয়া দিবেন, চাই সে সত্য দিলে পড়ুক বা মিথ্যা মনে করিয়া পড়ুক।

বাজারে ও গাফলতের স্থানে আল্লাহর যিকির করা

হযরত ইসমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হইল 'সুবহাতুল হাদীস', আর সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় আমল হইল

'তাহরীফ'। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সুবহাতুল হাদীস এর কি অর্থ? তিনি বলিলেন, সুবহাতুল হাদীস এই যে, লোকেরা কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে আর (তাহাদের মধ্যে) এক ব্যক্তি তাসবীহ তাহলীলে ও আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহরীফ কি? তিনি বলিলেন, তাহরীফ এই যে, লোকেরা ভাল আছে এবং ভাল অবস্থায়ই আছে, কিন্তু প্রতিবেশী কেহ বা সঙ্গীদের কেহ্ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমাদের অবস্থা ভাল না।

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ) বলিয়াছেন, তুমি হয়ত এমন লোকদের সঙ্গে বসিবে যাহারা বসিয়া অবশ্যই আজেবাজে কথা আরম্ভ করিয়া দিবে। যখন তুমি দেখ, তাহারা (বাজে কথায় লিপ্ত হইয়া) গাফেল হইয়া গিয়াছে তখন তুমি পরম আগ্রহের সহিত আপন রবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিও।

বর্ণনাকারী ওলীদ বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবের (রাঃ)এর নিকট এই হাদীস আলোচনা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই কথা একেবারেই সঠিক এবং আমাকে আবু তালহা হাকীম ইবনে দীনার (রহঃ) বলিয়াছেন, সাহাবা (রাঃ) বলিতেন, দোয়া কবুল হওয়ার চিহ্ন এই যে, যখন তুমি লোকদেরকে গাফেল দেখ তখন আপন রবের দিকে মনোযোগী হও।

হযরত আবু কেলাবাহ (রাঃ) বলেন, বাজারে দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একজন অপরজনকে বলিল, লোকেরা এখন (আল্লাহ হইতে) গাফেল হইয়া আছে, আস, আমরা আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার (অর্থাৎ গুনাহমাফির দোয়া) করি। সুতরাং তাহারা উভয়ে এই কাজ করিল। অতঃপর একজন ইন্তেকাল হইয়া গেলে অপরজন তাহাকে স্বপ্নে দেখিল। সে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি) বলিল, তুমি জান কি, সেদিন যখন বাজারে আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখনই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছিলেন।

সফরের যিকির

হযরত আবু লাস খুযাঈ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হজ্জের সফরের জন্য সদকার উট দান করিলেন।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের ধারণা হইতেছে যে, এই উটগুলি আমাদেরকে বহন করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক উটের কুঁজের উপর একটি শয়তান থাকে। তোমরা যখন উহার উপর আরোহণ কর—যেমন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন—তোমরা আল্লাহর নাম লইও, তারপর উহাদিগকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করিও, তাহারা আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে বহন করিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপন সওয়ারীর পিছনে বসাইলেন। যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিক হইয়া বসিলেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবার, তিনবার সুবহানাল্লাহ ও একবার লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ বলিলেন, তারপর আমার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহা করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে চাহিয়া এরূপ হাসেন যেরূপ আমি তোমার দিকে চাহিয়া হাসিয়াছি।

সওয়ারীর জানোয়ার হোঁচট খাইলে কি যিকির করিবে

আবু মালীহ ইবনে উসামা (রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত উসামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সওয়ারীতে বসিয়াছিলাম, এমন সময় আমার উটটি হোঁচট খাইল। আমি বলিলাম, শয়তান ধ্বংস হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'শয়তান ধ্বংস হউক' এরূপ বলিও না, কারণ ইহাতে শয়তান (গর্বে) ফুলিয়া ঘরের মত হইয়া যাইবে। (সে মনে করিবে আমি কিছু করিতে পারি মনে করে বলিয়াই ইহারা আমার ধ্বংস চায়) আর সে বলিবে, আমার শক্তিতেই এরূপ হইয়াছে। বরং তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বল। ইহাতে সে মাছির ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতির হইয়া যাইবে।

উঁচু স্থানে উঠার ও কোন স্থানে অবতরণ করার দোয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উঁচু স্থানে উঠিলে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, তোমার জন্যই উচ্চতা সকল উচ্চস্থানের উপর এবং তোমার জন্যই সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন কোন মনযিলে অবতরণ করিতাম তখন (উটের পিঠ হইতে) হাওদা খোলা পর্যন্ত 'সুবহানাল্লাহ' পড়িতে থাকিতাম।

এই অধ্যায়ের কতিপয় ঘটনা পূর্বে জেহাদের সফরে যিকির করার বর্ণনায় অতিবাহিত হইয়াছে।

ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া

আওফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন নিজ ঘর হইতে বাহির হইতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিলাম, গুনাহ হইতে বাঁচার ও নেক কাজ করার শক্তি একমাত্র আল্লাহর নিকট হইতেই লাভ হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাজী (রহঃ) বলেন, এই দোয়া কোরআনেও আছে—

اِرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ এই নৌকায় আরোহণ কর, আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। (সূরা হুদ)

আর তিনি 'আলাল্লাহি তাওয়াক্কালনা' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, যখন রাত্রের দুই–তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া যাইত তখন তিনি উঠিয়া যাইতেন এবং বলিতেন, হে লোকেরা! আল্লাহর যিকির কর, আল্লাহর যিকির কর। প্রকম্পিতকারী আসিয়া পড়িয়াছে (অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গার ফুৎকার) অতঃপর পশ্চাতে আসিবে পশ্চাতগামী (অর্থাৎ দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকার) মৃত্যু তাহার মধ্যেকার সকল যন্ত্রণা সহকারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করিতে চাই। অতএব আমি যিকির ও দোয়ার জন্য যে পরিমাণ সময় নির্ধারণ করিয়াছি উহা হইতে কি পরিমাণ দরূদ শরীফের জন্য নির্দিষ্ট করিব? তিনি বলিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও। আমি বলিলাম, এক–চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করিব কি? তিনি বলিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও, তবে আরো বেশী করিলে ভাল। আমি বলিলাম, অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট করিব কি? তিনি বলিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও, তবে আরো বেশী করিলে ভাল। আমি বলিলাম, দুই–তৃতীয়াংশ করিব কি? তিনি বলিলেন, তুমি যে পরিমাণ চাও, তবে আরো বেশী করিলে ভাল। আমি বলিলাম, তবে তো সম্পূর্ণ সময়ই দরূদ শরীফের জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত ইবনে আওফ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য হইতে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে চার-পাঁচজন দিনে রাত্রে সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিত। তাঁহার নিকট হইতে কখনও পৃথক হইত না। যাহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে খেদমত করিতে পারে। একদিন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি বাহিরে যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পিছনে চলিলাম। তিনি আনসারদের

একজন বড় সর্দারের বাগানে প্রবেশ করিলেন এবং নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেজদায় গেলেন এবং অনেক দীর্ঘ সেজদা করিলেন। আমি কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মনে করিলাম, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রূহ কবজ করিয়া লইয়াছেন। তারপর তিনি সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই দীর্ঘ সেজদার কারণে আমার মনে এই আশংকা পয়দা হইয়াছে যে, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূলের রূহ কবজ করিয়া লইয়াছেন, অতএব আমি আর কখনও আপনাকে জীবিত দেখিতে পাইব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার রব আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার উপর বিশেষ দয়া করিয়াছেন। উহার শোকর হিসাবে আমি এত দীর্ঘ সেজদা করিয়াছি। সেই বিশেষ দয়া এই যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে কেহ আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মুছিয়া দিবেন।

আহমাদ ও বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ শুনাইব না? আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পাঠ করিবে আমি তাহার উপর রহমত নাযিল করিব। আর যে আপনার উপর সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার উপর সালাম পাঠাইব। এইজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর করার উদ্দেশ্যে এত দীর্ঘ সেজদা করিয়াছি।

দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কে অপর একটি হাদীস

হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন এবং তাঁহার চেহারায় খুশীর ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আপনার চেহারায় খুশীর ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বলিলেন, হাঁ। আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়া বলিয়াছেন, আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার উপর একবার দরূদ

পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ মুছিয়া দিবেন এবং তাহার দশটি মর্তবা উন্নত করিয়া দিবেন, আর উহার উত্তরে তাহার উপর সেই পরিমাণ রহমত নাযিল করিবেন।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মিম্বারের নিকটবর্তী হইয়া যাও। আমরা মিম্বারের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি যখন মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখিলেন তখন বলিলেন, আমীন। যখন দ্বিতীয় ধাপে পা রাখিলেন তখন পুনরায় বলিলেন, আমীন। তারপর যখন তৃতীয় ধাপে পা রাখিলেন তখন আবার বলিলেন, আমীন। যখন তিনি খুতবা ও বয়ান শেষ করিয়া মিম্বার হইতে নামিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম, আজ আমরা আপনাকে মিম্বারে উঠিবার সময় এমন কিছু কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। তিনি বলিলেন, এইমাত্র জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়াছিলেন। (আমি যখন প্রথম ধাপে পা রাখিলাম তখন) তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে রমজানের মোবারক মাস পাইল, তারপরও তাহার গুনাহ মাফ হইল না। আমি বলিলাম, আমীন। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় ধাপে পা রাখিলাম তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আপনার নাম উচ্চারণ করা হইল আর সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না। আমি বলিলাম, আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় ধাপে পা রাখিলাম তখন তিনি বলিলেন, ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাহাদের কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইল, আর তাহারা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইল না। আমি বলিলাম, আমীন।

সর্বাপেক্ষা কৃপণ ব্যক্তি

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, একদিন আমি বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ব্যক্তির কথা বলিব না? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

অবশ্য বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার সম্মুখে আমার আলোচনা হয়, আর সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না, এই ব্যক্তি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ব্যক্তি।

সাহাবা (রাঃ)দের দরূদ শিক্ষাদান

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং আমাদের সহিত হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর মজলিসে বসিলেন। হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ)এর পিতা হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলিয়া দিন, আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করিব? তিনি এত দীর্ঘ সময় চুপ করিয়া রহিলেন যে, আমাদের মনে হইল, তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা না করিলেই ভাল হইত। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এরূপ বল-----

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পরিবারবর্গের উপর এরূপ দরূদ প্রেরণ করুন যেমন আপনি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)এর দরূদ প্রেরণ করিয়াছেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পরিবারবর্গের উপর এরূপ বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উপর সমগ্র জাহানব্যাপী বরকত নাযিল করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি সর্বপ্রকার

প্রশংসার উপযুক্ত ও সর্বপ্রকার মর্যাদার অধিকারী।'

আর আমার উপর সালাম পাঠ করার নিয়ম তোমরা তাশাহহুদের মধ্যে জানিয়াছ। (কান্য)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক দরূদ শিক্ষাদান

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা যখন দরূদ পাঠ কর তখন তাহা উত্তমরূপে পাঠ করিও! কারণ তোমাদের জানা নাই, হয়ত তোমাদের দরূদ (ফেরেশতাদের মাধ্যমে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হইবে। লোকেরা বলিল, আপনি আমাদেরকে শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, এইভাবে বল—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপন বিশেষ রহমত ও দয়া ও আপন বরকতসমূহ সেই সত্তার উপর অবতীর্ণ করুন যিনি সমস্ত রাসূলগণের সর্দার সমস্ত মুত্তাকীদের ইমাম, ও আখেরী নবী যাঁহার নাম মুহাম্মাদ। যিনি আপনার বান্দা ও রাসূল, যিনি কল্যাণের ইমাম ও অগ্রনায়ক ও রহমতের রাসূল। আয় আল্লাহ! তাঁহাকে সেই মাকামে মাহমূদের উপর উঠান যাহার উপর অগ্র পশ্চাতের সকল মানুষ ঈর্ষা করিবে।)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

দরূদ শরীফ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, পানি যেমন আগুনকে নিভাইয়া দেয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ উহা অপেক্ষা বেশী গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত গোলাম আযাদ করা ও আল্লাহর রাস্তায় তলোয়ার চালানো অপেক্ষা অধিক উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ তুমি আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ না কর, ততক্ষণ দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে থামিয়া থাকে, কোন কিছুই উপরে উঠে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা হয় ততক্ষণ সমস্ত দোয়া আসমানের নীচে থামিয়া থাকে। যখন দরূদ আসে তখন দোয়া উপরে উঠাইয়া লওয়া হয়।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ না হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা হয় ততক্ষণ প্রত্যেক দোয়া থামিয়া থাকে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, তাহার চেহারায় বিশেষ একপ্রকার নূর হইবে। লোকেরা উহা দেখিয়া বলিবে, এই ব্যক্তি কি আমল করিত? (যে কারণে সে এই নূর লাভ করিয়াছে?)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবীগণ ব্যতীত অন্য কাহারো উপর দরূদ পাঠ করা উচিত নয়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারো পক্ষ হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারো উপর দরূদ পাঠ করা উচিত নয়।

ইস্তেগফার
অর্থাৎ গুনাহ্ মাফ চাওয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফার

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা একই মজলিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত বার এই ইস্তেগফার পাঠ করা গণনা করিয়াছি—

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমার তওবা কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনিই তওবা কবুলকারী ও অত্যন্ত দয়ালু।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মুখ খারাপের অভিযোগ

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের মুখ খারাপের অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি ইস্তেগফার হইতে কোথায় গাফেল হইয়া পড়িয়া আছ? আমি তো প্রত্যহ আল্লাহর নিকট একশত বার ইস্তেগফার করি।

আবু নুআঈম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবারের প্রতি আমার জবান অত্যন্ত তেজ হইয়া যায়। আমার ভয় হয় যে, ইহা আমাকে আগুনে অর্থাৎ দোযখে লইয়া যাইবে। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিদিন সত্তরবার ইস্তেগফার করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার কর। আমরা ইস্তেগফার করিলাম। তিনি বলিলেন, সত্তর বার কর। আমরা সত্তরবার করিলাম। তারপর বলিলেন, যে কোন বান্দা অথবা বান্দী একদিনে সত্তরবার আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সাতশত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আর সেই বান্দা অথবা বান্দী প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত, যে দিনরাত্রিতে সাত শতের অধিক গুনাহ করে। (তারগীব)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

আলী ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত আলী (রাঃ) আপন সওয়ারীর পিছনে বসাইয়া 'হার্‌রা' এর দিকে লইয়া গেলেন। অতঃপর আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিন, কেননা আপনি ব্যতীত আর কেহ গুনাহ মাফকারী নাই। তারপর আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! প্রথম আপনি আপনার রবের নিকট গুনাহ মাফ চাহিলেন, তারপর আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে পিছনে বসাইয়া হাররা এর দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। তারপর আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিন, কেননা আপনি ব্যতীত আর কেহ গুনাহ মাফকারী নাই। অতঃপর আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রথম আপনি আপনার রবের নিকট গুনাহ মাফ চাহিলেন, তারপর আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য মুচকি হাসিতেছি যে, আমার রব বান্দার প্রতি আশ্চর্য হইয়া হাসেন, (আর বলেন,) বান্দা জানে যে, আমি ব্যতীত গুনাহ মাফকারী আর কেহ নাই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহাকেও তাহার অপেক্ষা অধিক

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

বলিতে শুনি নাই।

অধিক গুনাহ্‌কারীর জন্য বিশেষ ইস্তেগফার

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) আপন পিতা আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি আপন দাদা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া দুইবার অথবা তিনবার বলিল, হায় আমার গুনাহ! হায় আমার গুনাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এরূপ বল—

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনার মাগফিরাত আমার গুনাহ্ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত, আর আমি আমার আমল অপেক্ষা আপনার রহমতের অধিক আশা রাখি।

সে ব্যক্তি ইহা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবার বল। সে বলিল। তিনি বলিলেন, আবার বল। সে আবার বলিল। তিনি বলিলেন, আবার বল। সে আবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উঠিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর ইস্তেগফারের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন—

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাহিতেছি এবং তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার ভাল হউক, ইহার পিছনে ইহার ভগ্নিকেও আন, অর্থাৎ ইহার পর ইহাও বল—

فَاغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ

অর্থাৎ, আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন এবং আমার তওবা কবুল করুন।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য হই, যে ধ্বংস হইয়া যায়, অথচ তাহার নিকট নাজাতের উপায় রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, নাজাতের উপায় কি? তিনি বলিলেন, ইস্তেগফার।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাহার আমলনামায় সামান্য পরিমাণও ইস্তেগফার পাওয়া যায়। (কানয)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি তিনবার

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাহিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি সদা জীবিত ও সবকিছুর ধারক, আর আমি তাহার নিকট তওবা করিতেছি।'

বলিবে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমরা আমার গুনাহসমূহ জানিতে তবে দুই ব্যক্তিও আমার পিছনে চলিতে না। এবং আমার মাথায় তোমরা মাটি দিতে। আর আল্লাহ তায়ালা যদি আমার গুনাহসমূহ হইতে একটি গুনাহও মাফ করিয়া দেন আর আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পরিবর্তে) আবদুল্লাহ ইবনে রাওছাহ (অর্থাৎ গোবরের বেটা আবদুল্লাহ) বলিয়া ডাকা হয় তবে ইহাতেও আমি রাজী আছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত বারা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি প্রত্যহ বার হাজার বার তওবা ও ইস্তেগফার করি। আর ইহা আমার (গুনাহের) ঋণ পরিমাণ। অথবা বলিয়াছেন, তাহার (অর্থাৎ আল্লাহর) আমার উপর ঋণ পরিমাণ। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, ইহা আমার গুনাহ পরিমাণ।

এক ব্যক্তি হযরত বারা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু উমারাহ!

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থঃ 'নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না।'

ইহার দ্বারা কি সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে দুশমনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যায়? তিনি বলিলেন, না, বরং এই আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে গুনাহ করে আর বলে, আল্লাহ তাহাকে মাফ করিবেন না।

কোন্ আমল যিকিরের মধ্যে শামিল

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কোন কোন কাওমকে হাশরের ময়দানে এইভাবে উঠাইবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মোতির মিম্বারে উপবিষ্ট থাকিবে। লোকেরা তাহাদেরকে দেখিয়া ঈর্ষা করিবে। তাহারা নবীও হইবে না, শহীদও হইবে না। একজন গ্রাম্যলোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিন, যাহাতে আমরা

তাহাদেরকে চিনিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন খান্দানের ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মহব্বত করে এবং এক স্থানে সমবেত হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়।

হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রহমানের ডান পার্শ্বে এমন সমস্ত লোক হইবে যাহারা নবীও নয় শহীদও নয়, আর রহমানের উভয় হাতই ডান। তাহাদের চেহারার শুভ্রতা দর্শকের চোখ ধাঁধাইয়া দিবে। তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট যে স্থান ও নৈকট্য লাভ করিবে উহাতে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা কাহারা হইবে? তিনি বলিলেন, ইহারা বিভিন্ন গোত্রের ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং ইহারা ভাল ভাল কথা এমনভাবে বাছিয়া লয় যেমন খেজুর ভক্ষণকারী ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া খায়।

সাহাবা (রাঃ)দের মজলিস ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবাদের নিকট আসিলেন। তাহারা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা পরস্পর জাহিলিয়াত যুগের কথা আলোচনা করিতেছিলাম যে, আমরা কিরূপ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কিরূপে হেদায়াত দান করিলেন। তাহাদের এই কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পছন্দ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা খুব ভাল কাজ করিয়াছ, এইভাবেই থাকিও, এইভাবেই করিতে থাকিও।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আলোচনা যিকিরের মধ্যে শামিল

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর আলোচনা বেশী বেশী কর। কেননা, যখন হযরত ওমর

(রাঃ)এর আলোচনা হইবে তখন ইনসাফেরও আলোচনা হইবে। আর যখন ইনসাফের কথা আলোচনা হইবে তখন আল্লাহর কথাও আলোচনা হইবে। (আর আল্লাহর কথা আলোচনাই যিকির।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ ও হযরত ওমর (রাঃ)এর আলোচনার দ্বারা তোমাদের মজলিসগুলিকে সজ্জিত কর।

যিকিরের প্রভাব ও উহার হাকীকত

আউলিয়ার পরিচয়

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর ওলী ও দোস্ত কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

হযরত হানযালা (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হানযালা কাতেব উসাইদী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখকদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের এমনভাবে আলোচনা করিলেন যেন আমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখিতেছি। তারপর আমি উঠিয়া স্ত্রী-পুত্রদের নিকট চলিয়া গেলাম এবং তাহাদের সহিত হাসি-খেলায় লিপ্ত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকাকালীন দুনিয়াকে ভুলিয়া গিয়া জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে ভাসিয়া উঠার) যেই অবস্থা হইয়াছিল উহার কথা মনে হইল। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনয়নের বর্ণনায় উল্লেখিত সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের শেষে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে হানযালা! আমার নিকট তোমার যে অবস্থা হইয়া থাকে তাহা যদি তোমার পরিবারের নিকট

যাওয়ার পরও বিদ্যমান থাকিত তবে তো ফেরেশতাগণ বিছানায় ও রাস্তায় তোমার সহিত মুসাফাহা করিতে আরম্ভ করিত। তবে হে হানযালা, (এরূপ অবস্থা) কখনও কখনও (হইয়া থাকে)। (এরূপ অবস্থা) কখনও কখনও (হইয়া থাকে)।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আমার নিকট থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি তাহা তোমাদের পরিবারের নিকট যাওয়ার পরও বিদ্যমান থাকিত তবে ফেরেশতাগণ তোমাদেরকে আপন পাখার দ্বারা ছায়া করিত। (কান্য)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার নিকট থাকি তখন আমাদের দিল নরম হইয়া যায়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হইয়া যায়। (কিন্তু আমরা যখন আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাই তখন আর এই অবস্থা থাকে না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিকট থাকাকালীন তোমাদের যেই অবস্থা হয় তাহা যদি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও বিদ্যমান থাকিত তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত এবং রাস্তায় তোমাদের সহিত মোসাফাহা করিত। যদি তোমরা গুনাহ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা এমন জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা এত গুনাহ করিবে যে, তাহাদের গুনাহ্ আসমানের মেঘ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাহিবে, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, কোন পরোয়া করিবেন না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর তওয়াফের সময় আল্লাহর ধ্যান করা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমরা তওয়াফ করিতেছিলাম। আমি তওয়াফের মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে তাহার কন্যার সহিত বিবাহের পয়গাম দিলাম। তিনি চুপ রহিলেন এবং আমার পয়গামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি ভাবিলাম, যদি তিনি রাজী থাকিতেন তবে অবশ্য উত্তর দিতেন।

আল্লাহর কসম, আমি এই ব্যাপারে তাহার সহিত আর কোন কথা বলিব না। আল্লাহরই ইচ্ছা, তিনি আমার পূর্বেই মদীনায় পৌছিয়া গেলেন। আমি তাহার পরে মদীনায় আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং যথোপযুক্ত তাঁহার হক আদায় করার চেষ্টা করিলাম। অতঃপর আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, এইমাত্র পৌছিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমরা যখন তওয়াফ করিতেছিলাম, আর আল্লাহ তায়ালাকে নিজের চোখের সামনে মনে করিয়া ধ্যান করিতেছিলাম তখন তুমি (আমার মেয়ে) সাওদা বিনতে আবদুল্লাহ এর কথা আলোচনা করিয়াছিলে, অথচ তুমি এই ব্যাপারে অন্য কোন স্থানেও আমার সহিত আলোচনা করিতে পারিতে। আমি বলিলাম, তকদীরে এরূপ হওয়ার ছিল বলিয়া হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, এখন এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি বলিলাম, এখন তো পূর্বাপেক্ষা অধিক চাহিদা হইতেছে। সুতরাং তিনি নিজের দুই ছেলে হযরত সালেম ও হযরত আবদুল্লাহকে ডাকিয়া আমার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন।

নীচু স্বরে যিকির করা ও উচ্চস্বরে যিকির করা

নীচু স্বরে যিকির করার ফযীলত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, যেই নামাযের জন্য মেসওয়াক করা হয় উহা ঐ নামাযের উপর সত্তর গুণ ফযীলত রাখে যাহার জন্য মেসওয়াক করা হয় নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, নীচুস্বরে যিকির যাহা অন্য কেহ শুনে না (উচ্চস্বরে যিকিরের উপর) সত্তর গুণ ফযীলত রাখে। তিনি বলিতেন, যখন কেয়ামতের দিন কায়েম হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে হিসাবের জন্য একত্রিত করিবেন এবং আমলনামা লেখক ফেরেশতাগণ তাহাদের লিখিত দফতর লইয়া হাজির হইবে তখন আল্লাহ

তায়ালা ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণকে বলিবেন, এই বান্দার কোন আমল লেখা হইতে রহিয়া গিয়াছে কি? তাহারা বলিবেন, হে আমাদের রব! আমরা তাহার যে সমস্ত আমল জানিতে পারিয়াছি তাহা সবই লিখিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বলিবেন, তোমার একটি গোপন আমল আমার নিকট রহিয়াছে, যাহা তুমিও জান না। আমি উহার বিনিময় দান করিব, আর তাহা হইল নীচুস্বরে যিকির।

উচ্চস্বরে যিকিরকারী এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (মদীনার গোরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে আলো দেখিতে পাইলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে নামিয়া বলিতেছেন, এই ব্যক্তিকে আমার হাতে দাও। লোকেরা কবরের পায়ের দিক হইতে জানাযা আগাইয়া দিল। আমি দেখিলাম লোকটি সেই সাহাবী যিনি উচ্চস্বরে যিকির করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন (রাঃ)এর দাফনের ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) মুযাইনা গোত্রের লোক ছিলেন। তাহাকে যুল বিজাদাইন অর্থাৎ দুই চাদরওয়ালা বলা হইত। তিনি এতীম ছিলেন। আপন চাচার নিকট লালিত পালিত হইয়াছেন। চাচা তাহার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিত। চাচা সংবাদ পাইল যে, হযরত আবদুল্লাহ মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পাওয়ার পর চাচা নিজের দেওয়া সমস্ত কিছু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট হইতে কাড়িয়া লইল এবং একেবারে উলঙ্গ করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তিনি এই অবস্থায় নিজের মায়ের নিকট আসিলে মা তাহাকে নিজের একটি ডোরাকাটা চাদর দুই টুকরা করিয়া দিলেন। তিনি এক টুকরা লুঙ্গির ন্যায় পরিধান করিলেন এবং অপর টুকরা চাদর হিসাবে গায়ে জড়াইয়া লইলেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে চলিয়া আসিলেন। নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন। (অর্থাৎ দুই চাদর বিশিষ্ট আবদুল্লাহ) তুমি আমার দ্বারে পড়িয়া থাকিও। সুতরাং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে পড়িয়া রহিলেন। তিনি উচ্চস্বরে যিকির করিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি কি রিয়াকার? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং সে তো কোমলমনা অধিক ক্রন্দনকারী লোকদের একজন।

তাইমী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বয়ান করিতেন, তবুকের যুদ্ধে একবার আমি অর্ধরাত্রিতে উঠিয়া সৈন্য শিবিরের এক কোণে আগুন জ্বলিতে দেখিলাম। আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে আছেন। হযরত আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং লোকেরা তাহার জন্য কবর খনন করিয়া ফেলিয়াছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কবরে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা যখন তাহার দাফনকার্য শেষ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট আছি, আপনিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি যাহাকে যুল বিজাদাইন বলা হইত—তাহার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি কোমলমনা অধিক ক্রন্দনকারী। আর তিনি তাহার ব্যাপারে এই কথা এইজন্য বলিয়াছেন যে, সে কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে ও উচ্চ আওয়াজে করিত।

যিকির ও তসবীহ্ গণনা করা এবং তসবীহ্ ব্যবহারের প্রমাণ

হযরত সাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার সম্মুখে চার হাজার দানা রাখা ছিল যাহা দ্বারা আমি 'সুবহানাল্লাহ' পড়িতেছিলাম। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে সুবহানাল্লাহ পড়িবার এমন পদ্ধতি বলিয়া দিব কি, যাহা এই পর্যন্ত তুমি যে পরিমাণ সুবহানাল্লাহ পড়িয়াছ তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে? আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ।'

হাকেম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার সম পরিমাণ 'সুবহানাল্লাহ'।

পূর্বে শব্দ কম কিন্তু অর্থ ব্যাপক যিকিরের বর্ণনায়ও এই ধরনের কতিপয় যিকিরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আবু সাফিয়্যাহ (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর কংকর দ্বারা তসবীহ পাঠ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু সাফিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার সম্মুখে একটি চামড়ার বিছানা বিছানো হইত এবং কংকর ভরা একটি টুকরি রাখা হইত। তিনি উহা দ্বারা জোহর পর্যন্ত সুবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিতেন। তারপর উহা উঠাইয়া রাখা হইত। জোহরের নামায আদায় করার পর পুনরায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সুবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিতেন। (বিদায়াহ)

ইউনুস ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) আপন মাতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মাতা বলেন, আমি মুহাজিরদের মধ্য হইতে একজন হযরত আবু সাফিয়্যাহ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি খেজুর দানা দ্বারা তসবীহ পড়িতেছিলেন।

আবু নোআইম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নিকট একটি সুতা ছিল যাহাতে দুই হাজার গিরা

ছিল। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গিরাগুলি দ্বারা তসবীহ্ পাঠ শেষ না করিতেন ততক্ষণ ঘুমাইতেন না।

আবু নাযরাহ (রহঃ) বলেন, আমাকে তুফাওয়াহ গোত্রের বৃদ্ধ একব্যক্তি নিজের ঘটনা এরূপ শুনাইয়াছেন যে, আমি মদীনাতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর মেহমান হইলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীকে তাহার অপেক্ষা অধিক এবাদতে মেহনতকারী ও মেহমানের খাতির যত্নকারী দেখি নাই। একদিন আমি তাহার নিকট ছিলাম। তিনি নিজের চৌকির উপর বসিয়াছিলেন। তাহার নিকট কংকর অথবা খেজুর দানা ভরা একটি থলি ছিল। আর তাহার চৌকির নীচে তাহার একজন কালো বর্ণের বাঁদি বসিয়াছিল। তিনি সেই কংকর দ্বারা তসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। যখন থলির সমস্ত কংকর শেষ হইয়া গেল তখন তিনি সেই থলি বাঁদির সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। সে সমস্ত কংকর থলিতে ভরিয়া পুনরায় তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকীম ইবনে দাইলামী (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) কংকর দ্বারা সুবহানাল্লাহ পাঠ করিতেন।

যিকিরের আদব ও নেকী বৃদ্ধি হওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি যদি পার তবে শুধু পবিত্র অবস্থায়ই আল্লাহর যিকির করার পূর্ণ চেষ্টা করিবে।

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর পক্ষ হইতে এই কথা পৌছিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌছিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাকে এক নেকীর বিনিময়ে দশ লক্ষ নেকী দান করিবেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) (শুনিয়া) বলিলেন, কখনও নয়, (বরং) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বিশ লক্ষ নেকী দান করিবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ ঃ 'তবে ইহাকে কয়েক গুণে বর্ধিত করিয়া দিবেন এবং নিজ পক্ষ হইতে আরো মহান বিনিময় প্রদান করিবেন।'

অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন উহাকে আজরে আযীম অর্থাৎ মহান বিনিময় বলিতেছেন তখন উহার পরিমাণ কে নির্ধারণ করিতে পারে?

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নিকট হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আমার নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, আপনি বলিয়া থাকেন, নেকী দশ লক্ষ গুণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তিনি বলিলেন, তুমি এই কথায় আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি.....। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) কিরূপে আল্লাহর নিকট দোয়াতে আহাজারি করিতেন এবং কি বিষয়ে দোয়া করিতেন ও কোন্ সময় দোয়া করিতেন এবং তাহাদের দোয়া কেমন হইত?

দোয়ার আদব

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে এরূপ দোয়া করিতেছিল, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সবর করার তৌফিক চাহিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তো আল্লাহ তায়ালার নিকট মুসীবত চাহিয়াছ। (কেননা সবর তো মুসীবতের পর হইয়া থাকে।) আল্লাহ তায়ালার নিকট নিরাপদ জীবন চাও।

অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন। সে এই দোয়া করিতেছিল, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ নেয়ামত চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আদমের বেটা! তুমি জান কি, পরিপূর্ণ নেয়ামত কি? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই দোয়া কল্যাণ কামনা করিয়াই চাহিয়াছি। (আমি জানি না পরিপূর্ণ নেয়ামত কি?) তিনি বলিলেন, পরিপূর্ণ নেয়ামত হইল জাহান্নাম হইতে নাজাত পাওয়া ও জান্নাতে প্রবেশ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে এরূপ বলিতেছিল—

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

তিনি বলিলেন, তোমার দোয়া কবুল হওয়া নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, তুমি চাও। (কানয)

অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে রোগের কারণে দুর্বল হইয়া একেবারে পালকবিহীন পাখীর ছানার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিশেষ কোন দোয়া করিতে কি?

সে বলিল, আমি দোয়া করিতাম যে, আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আখেরাতে যেই শাস্তি দিবেন তাহা দুনিয়াতেই আমাকে দিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এরূপ কেন দোয়া করিলে না যে, আয় আল্লাহ! আপনি দুনিয়াতেও আমাকে কল্যাণ দান করুন, এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন। অতএব সে আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিল, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শেফা দান করিলেন।

হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে রাবীআহ কাশআম গোত্র হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছেন। অতঃপর তোমাকে আল্লাহর রাসূলের হাতে মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে আপনার পূর্বে মৃত্যু দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এরূপ দোয়া আমি কাহারো জন্য করিতে পারি না। (মুনতাখাব)

নিজের জন্য প্রথম দোয়া করা এবং দোয়াতে ছন্দ অবলম্বন না করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করিতেন তখন প্রথম নিজের জন্য করিতেন। একবার তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করিতে যাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার রহমত আমাদের উপর হউক এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর হউক, তিনি যদি ধৈর্যধারণ করিতেন তবে আপন উস্তাদ (হযরত খিযির আলাইহিস সালাম)এর পক্ষ হইতে আরো বহু আশ্চর্য বিষয় দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا

অর্থ ঃ 'ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখিবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি আমার পক্ষ হইতে আপত্তির সীমানায় পৌঁছিয়াছেন।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনার ওয়াজকারী ইবনে আবি সায়েব (রহঃ)কে বলিলেন, দোয়াতে ইচ্ছাকৃত ছন্দ করা হইতে বাঁচিবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে দেখিয়াছি, তাহারা এরূপ করিতেন না।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক দোয়ার আদব শিক্ষাদান

হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে ফেৎনা হইতে পানাহ চাহিতে শুনিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির দোয়ার শব্দগুলি হইতে পানাহ চাহিতেছি। অতঃপর উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট ইহা চাহিতেছ, যেন তিনি তোমাকে স্ত্রী পুত্র ও মাল না দেন? অপর রেওয়ায়াতে আছে, তুমি কি চাও যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাল ও আওলাদ না দেন। যে কেহ ফেৎনা হইতে পানাহ চায় সে যেন পথভ্রষ্টকারী ফেৎনা হইতে পানাহ চায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর শেষ রাত্রের দোয়া

মুহারিব ইবনে দিসার (রহঃ)এর চাচা বলেন, আমি শেষ রাত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ঘরের নিকট যাওয়ার সময় তাহাকে এই দোয়া করিতে শুনিতাম, আয় আল্লাহ, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন, আর আমি সাড়া দিয়াছি, আপনি আমাকে হুকুম দিয়াছেন, আমি তাহা মান্য করিয়াছি, আর এখন রাত্রির শেষ প্রহর, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন, অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে বলিলাম, আমি আপনাকে শেষ রাত্রে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি এবং তাহাকে দোয়ার শব্দগুলি

শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাহার ছেলেদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট মাগফিরাত চাহিব। সুতরাং তিনি শেষরাত্রে তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়াছিলেন।

দোয়াতে উভয় হাত উঠানো এবং দোয়া শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখ মুছিয়া লওয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করিতেন তখন আপন উভয় হাত উঠাইতেন, আর যখন দোয়া শেষ করিতেন তখন উভয় হাত আপন চেহারায় মুছিয়া লইতেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত উঠাইতেন তখন তাহা আপন চেহারায় না মুছিয়া নামাইতেন না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুযযাইত (মসজিদে নববীর নিকট একটি স্থান)এর নিকট দোয়া করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার উভয় হাতের তালু মুখের দিকে ছিল। যখন তিনি দোয়া শেষ করিলেন তখন উভয় তালু আপন মুখের উপর মুছিয়া লইলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে এত দীর্ঘ সময় হাত উঠাইয়া রাখিতেন যে, আমি ক্লান্ত হইয়া যাইতাম।

আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَذِّبْنِيْ بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمْتُهُ اَوْاٰذَيْتُهُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষই, আমি যদি কাহাকেও গালি দিয়া থাকি বা কষ্ট দিয়া থাকি তবে এই কারণে আমাকে

আযাব দিবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) দেখিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিতেছেন, আমি তো একজন মানুষই, অতএব যে কোন মুমিনকে আমি কষ্ট দিয়া থাকি অথবা মন্দ বলিয়া থাকি, এই কারণে আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গ্রামের নিকট দিয়া গেলেন। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কাফের বাহিনী তাহাদের এলাকাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠাইয়া আপন চেহারা বরাবর সামনের দিকে প্রসারিত করিলেন। একজন গ্রাম্য ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি হাতকে আরো প্রসারিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতকে চেহারা বরাবর সামনের দিকে আরো প্রসারিত করিলেন, কিন্তু আসমানের দিকে বেশী উপরে উঠাইলেন না।

আবু নুআঈম ওহব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে দোয়া করিতে দেখিয়াছি। দোয়ার পর তাহারা নিজের হাতের তালু আপন চেহারার উপর মুছিয়া লইয়াছেন।

সম্মিলিত দোয়া, উচ্চস্বরে দোয়া ও আমীন বলা

কায়েস মাদানী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট আসিয়া কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি এই বিষয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা একবার আমি ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও অপর এক ব্যক্তি সহ আমরা তিন জন মসজিদে দোয়া করিতেছিলাম এবং আপন রবের যিকির করিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত বসিলেন। আমরা চুপ হইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহা

করিতে থাক। সুতরাং আমি ও আমার সঙ্গী—আমরা উভয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর পূর্বে দোয়া করিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দোয়াতে 'আমীন' বলিতে থাকিলেন। অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমার এই দুই সঙ্গী যাহা কিছু আপনার নিকট চাহিয়াছে আমিও তাহা আপনার নিকট চাহিতেছি এবং এমন এলেম চাহিতেছি যাহা কখনও ভুলিয়া যাওয়া না হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' বলিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাও আল্লাহর নিকট এমন এলেম চাই যাহা কখনও ভুলিয়া যাওয়া না হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দাওসী যুবক (অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)) তোমাদের উপর অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর দোয়া

জামে' ইবনে শাদ্দাদ (রহঃ)এর একজন আত্মীয় বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি তিনটি দোয়া করিব, তোমরা উহাতে 'আমীন' বলিবে। আয় আল্লাহ! আমি দুর্বল, আপনি আমাকে শক্তি দান করুন। আয় আল্লাহ! আমি কঠোর স্বভাবের, আপনি আমাকে নরম করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমি কৃপণ, আপনি আমাকে দানশীল করিয়া দিন।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি রামাদাহ্ নামক দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি সকালবেলা সাধারণ কাপড় পরিধান করিয়া মিসকীনের ন্যায় বিনয়ের সহিত যাইতেছেন। তাহার পরিধানে একটি ছোট্ট চাদর ছিল, যাহা কোনক্রমে তাহার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল। উচ্চস্বরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন আর তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে গালের উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহার ডান পার্শ্বে হযরত আব্বাস (রাঃ) রহিয়াছেন। সেইদিন তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া আসমানের দিকে উভয় হাত উঠাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপন রবের নিকট দোয়া করিলেন এবং লোকেরাও তাহার সহিত দোয়া করিতেছিল। অতঃপর তিনি হযরত

আব্বাস (রাঃ)এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের চাচাকে আপনার সম্মুখে সুপারিশ করার জন্য পেশ করিতেছি। হযরত আব্বাস (রাঃ)ও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ)এর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দোয়া করিতে থাকিলেন এবং তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল।

হযরত ওমর (রাঃ)এর এক মজলিসে বসা ও সম্মিলিত দোয়া করা

হযরত আবু উসাইদ (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু সঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এশার পর মসজিদে ঘুরিয়া দেখিতেন এবং মসজিদে যাহাকেই পাইতেন বাহির করিয়া দিতেন। যদি কাহাকেও দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে দেখিতেন তবে তাহাকে কিছু বলিতেন না। এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার ঘরের কয়েকজন লোক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নামাযের পর তোমরা এখনো এইখানে কেন বসিয়া রহিয়াছ? হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমরা বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)ও তাহাদের সহিত বসিয়া গেলেন এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটে ছিল, তাহাকে বলিলেন, তুমি দোয়া আরম্ভ কর। সে দোয়া করিল। অতঃপর এক একজন করিয়া প্রত্যেককে দিয়া দোয়া করাইলেন, সকলে দোয়া করার পর আমার পালা আসিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, এইবার তুমি দোয়া কর। আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল এবং শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আর কিছু না পার অন্ততঃ এইটুকু বল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) দোয়া আরম্ভ করিলেন, দেখা গেল তিনিই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অশ্রু প্রবাহিতকারী ও ক্রন্দনকারী হইলেন। দোয়া শেষে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এইবার তোমরা চুপ কর এবং ছড়াইয়া পড়।

হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর দোয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফাহরী (রাঃ) ঐ সমস্ত সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহাদের দোয়া কবুল হইত। তাহাকে এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হইল। তিনি রোম দেশে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করিলেন। তারপর যখন শত্রুর মুখামুখী হইলেন তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে জামাত একস্থানে একত্রিত হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন দোয়া করে আর সকলে আমীন বলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দোয়াকে অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর হযরত হাবীব (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আমাদের রক্তের হেফাজত করুন এবং আমাদেরকে শহীদদের ন্যায় আজর ও সওয়াব দান করুন।' তিনি এই দোয়া করিতে না করিতেই শত্রুর সেনাপতি যাহাকে রুমী ভাষায় হাম্বাত বলা হইত, সে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হযরত হাবীব (রাঃ)এর তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অর্থাৎ সে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।

পূর্বে শাহাদাতের আকাংখা ও শাহাদাতের জন্য দোয়ার বর্ণনায় হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) বলিলেন, এখন আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিব। তোমাদেরকে তাকীদ করিতেছি যেন প্রত্যেকে অবশ্যই 'আমীন'

বলে। অতঃপর তিনি এরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আজ নো'মানকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন এবং মুসলমানদেরকে সাহায্য করুন ও বিজয় দান করুন।

হযরত যুলবিজাদাইন (রাঃ)এর উচ্চস্বরে দোয়া করা

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, একজন সাহাবী যাহাকে যুলবিজাদাইন বলা হইত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, এই ব্যক্তি কোমল হৃদয় উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী। তিনি তাহার ব্যাপারে এই কথা এইজন্য বলিয়াছেন যে, তিনি অত্যাধিক তেলাওয়াতকারী ও আল্লাহর যিকিরকারী ছিলেন এবং উচ্চস্বরে দোয়া করিতেন।

নেক লোকদের দ্বারা দোয়া করানো

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওমরা করার অনুমতি চাহিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন, হে আমার ছোট ভাই! আপন দোয়াতে আমাদেরকে ভুলিও না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপন ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা এমন একটি কথা যাহার বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়া পাইলেও আমার আনন্দ হইবে না।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে আসিয়া অনুভব করিলেন যে, আমরা চাহিতেছি যেন তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেন। সুতরাং তিনি এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন, আমাদের উপর রহম করুন এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আমাদের

(আমলসমূহ)কে কবুল করুন, আমাদেরকে জান্নাতে দাখেল করুন ও (জাহান্নামের) আগুন হইতে মুক্তিদান করুন এবং আমাদের সমস্ত অবস্থাকে ঠিক করিয়া দিন। অতঃপর তিনি অনুভব করিলেন যে, আমরা চাহিতেছি, তিনি আমাদের জন্য আরো দোয়া করেন। তিনি বলিলেন, এই দোয়াগুলির মধ্যে আমি তোমাদের সমস্ত বিষয়ের জন্য দোয়া করিয়া দিয়াছি।

এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি একদিন বাহিরে গেল এবং কাপড় খুলিয়া গরম জমিনের উপর গড়াগড়ি খাইতে লাগিল, আর নিজের নফসকে বলিতে লাগিল, জাহান্নামের আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর। রাত্রভর মরার মত পড়িয়া থাকিস, আর দিনের বেলা বেকার সময় কাটাস। এমন সময় সে দেখিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া আছেন। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমার নফস আমার উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, (তোমার নফসকে শাস্তি দেওয়ার এই অভিনব পদ্ধতিকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন।) এই কারণে তোমার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যাপারে ফেরেশতাদের সহিত গর্ব করিতেছেন।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, তোমাদের এই ভাইয়ের নিকট হইতে দোয়ার পাথেয় সংগ্রহ কর। (অর্থাৎ তাহার এই অবস্থার কারণে আল্লাহর নিকট তাহার দোয়া কবুল হইবে, সুতরাং তোমরা তাহাকে দিয়া দোয়া করাও।) অতএব এক ব্যক্তি বলিল, হে অমুক, আমার জন্য দোয়া কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুধু একজনের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য দোয়া কর। সে এরূপ দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! তাকওয়া তাহাদের পাথেয় বানাইয়া দিন এবং সমস্ত বিষয়ে তাহাদের পূর্ণ পথপ্রদর্শন করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই দোয়া করিতে থাকিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে সঠিক দোয়া

করার তৌফিক দান করুন। অতঃপর সে এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! জান্নাতকে তাহাদের ঠিকানা বানাইয়া দিন।

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে গরম জমিনের উপর গড়াগড়ি করিতেছে আর বলিতেছে, হে আমার নফ্স! রাত্রভর ঘুমাইয়া থাকিস আর দিনভর বেকার সময় কাটাস, আবার জান্নাতের আশা করিস। সে যখন নফসকে শাস্তি দিয়া অবসর হইল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে ধর। (অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে দোয়া লও।) সুতরাং আমরা বলিলাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। অতএব সে এরূপ দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! সমস্ত বিষয়ে আপনি তাহাদের পূর্ণ পথপ্রদর্শন করুন। আমরা বলিলাম, আরো দোয়া করুন। সে বলিল, আয় আল্লাহ! তাকওয়া তাহাদের পাথেয় বানাইয়া দিন। আমরা বলিলাম, আরো দোয়া করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের জন্য আরো দোয়া করিয়া দাও এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে তৌফিক দান করুন। সুতরাং সে বলিল, আয় আল্লাহ! জান্নাতকে তাহাদের ঠিকানা বানাইয়া দিন।

উয়াইস কারনী (রহঃ)এর নিকট দোয়া চাওয়া

উসাইর ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) উয়াইস (রহঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। উয়াইস (রহঃ) বলিলেন, আমি আপনার জন্য কিরূপে মাগফিরাতের দোয়া করিব? অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সকল তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাঁহাকে উয়াইস বলা হইবে।

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অতএব উয়াইস (রহঃ)এর সহিত তোমাদের যে

কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় সে যেন নিজের জন্য তাহার নিকট মাগফিরাতের দোয়া চায়।

হযরত আনাস (রাঃ)এর নিজ সঙ্গীদের জন্য দোয়া করা

আবদুল্লাহ রুমী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) যাবিয়া নামক এলাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাকে বলা হইল, বসরা হইতে আপনার ভাইয়েরা আপনার নিকট দোয়ার জন্য আসিয়াছে। অতএব তিনি এরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন, আমাদের উপর রহম করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন আর দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন। তাহারা আরো দোয়ার আবেদন করিলে তিনি পুনরায় একই দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, যদি তোমাদেরকে এই সকল জিনিস দান করা হয় তবে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করিবে।

গুনাহগারদের জন্য দোয়া করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর দোয়া করা

ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম (রহঃ) বলেন, সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসা যাওয়া করিত। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে কিছুদিন যাবৎ দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুকের বেটা অমুকের কি হইল? লোকেরা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, সে তো শারাব পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনবরত শরাব পান করিয়া যাইতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) আপন মুনশীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই মর্মে চিঠি লেখ—

'এই চিঠি ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ হইতে অমুকের বেটা অমুকের নামে—সালামুন আলাইকা, আমি তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি গুনাহ মার্জনাকারী ও তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, অনুগ্রহকারী,

যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই তাহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।'

অতঃপর সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কর, যেন আল্লাহ তাহার অন্তরকে ফিরাইয়া দেন এবং তাহাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন। তারপর যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি তাহার নিকট পৌঁছিল তখন সে উহা বারবার পড়িতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, তিনি গুনাহ ক্ষমাকারী তওবা কবুলকারী, এবং কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (এই আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপন শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন এবং ক্ষমা করার ওয়াদাও করিয়াছেন।

আবু নুআঈমের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে উহা বারবার পড়িতে লাগিল আর কাঁদিতে লাগিল। তারপর সে শারাব পান করা ছাড়িয়া দিল এবং সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাহার অবস্থা জানিতে পারিলেন তখন বলিলেন, এইভাবে করিও, যখন দেখ তোমার ভাইয়ের পদস্খলন হইয়াছে তখন তাহাকে সরলপথে লইয়া আসিবে এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার প্রতি আশান্বিত করিবে এবং তাহাকে আশ্বাস দিবে। আর আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে, যেন তাহাকে তওবার তৌফিক দান করেন। তোমরা তাহার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হইও না। (এবং তাহাকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ করিও না।)

যে সমস্ত কালেমার দ্বারা দোয়া আরম্ভ করা হয়

ইসমে আ'জম দ্বারা দোয়া আরম্ভ করা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই উসিলায় চাহিতেছি

যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আপনি একা, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কেহ তাহাকে জন্ম দেয় নাই এবং তাহার সমকক্ষ কেহ নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার সেই ইসমে আ'জম দ্বারা চাহিয়াছ, যাহা দ্বারা যখনই কিছু চাওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দান করেন এবং উহা দ্বারা যখনই আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করা হয় তিনি অবশ্যই কবুল করেন।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন—

يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

তিনি বলিলেন, তোমার জন্য কবুলের দরজা খুলিয়া গিয়াছে, এখন তুমি চাও।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু আইয়াশ যায়েদ ইবনে সামেত যুরাকী (রাঃ)এর নিকট দিয়া গেলেন। তিনি নামায পড়িতেছিলেন এবং এরূপ বলিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই উসিলায় চাহিতেছি যে, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, হে অত্যন্ত মেহেরবান, অত্যাধিক দানকারী, পূর্ব নমুনা ব্যতীত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে মহত্ব ও দয়ার অধিপতি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আল্লাহর নিকট তাহার ইসমে আ'জমের উসিলায় চাহিয়াছ, যাহার উসিলায় দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্য তাহা কবুল করেন এবং যখন উহার উসিলায় তাঁহার নিকট চাওয়া হয় তখন অবশ্যই তিনি দান করেন।

অপর রেওয়ায়াতে 'ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম' শব্দও উল্লেখ করা

হইয়াছে। অর্থাৎ হে চিরঞ্জীব, হে সংরক্ষণকারী।

হাকেমের রেওয়ায়াতে উক্ত দোয়ার এই শব্দগুলিও উল্লেখ করা হইয়াছে—

اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ আমি আপনার নিকট জান্নাত চাহিতেছি এবং দোযখ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

একজন গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন। সে নিজের নামাযের মধ্যে দোয়া করিতেছিল আর বলিতেছিল—

يَا مَنْ لَاتَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُوْنَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَمَا تُوَارِيْ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا اَرْضٌ اَرْضًا وَلَابَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِيْ وَعْرِهِ اِجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ ـ

অর্থ ঃ হে ঐ সত্তা, যাহাকে কোন চক্ষু দেখিতে পারে না এবং যাহাকে কেহ ধারণা করিতে পারে না, না কোন গুণ বর্ণনাকারী তাহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে, আর না যুগের আবর্তন তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, আর না যুগের আবর্তনে তাহার কোন আশংকা হয়, যিনি পাহাড়সমূহের ওজন, সমুদ্রের পরিমাপ ও বৃষ্টির ফোটাসমূহের সংখ্যা ও গাছের পাতাসমূহের সংখ্যা জানেন এবং ঐ সমুদয় জিনিসকে জানেন যাহাকে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং যে সকল জিনিসকে দিন আলোকিত করে। তাহার দৃষ্টি হইতে না এক আসমান

অপর আসমানকে আড়াল করিতে পারে, না এক জমিন অপর জমিনকে আড়াল করিতে পারে, আর না সমুদ্র উহার তলদেশে যাহা আছে উহাকে গোপন করিতে পারে, আর না পাহাড় তাহার মধ্যেকার কঠিন পাথরে অবস্থিত কোন জিনিসকে গোপন করিতে পারে। আপনি আমার জীবনের শেষ সময়কে সর্বোত্তম সময় বানাইয়া দিন, এবং শেষ আমলকে সর্বোত্তম আমল বানাইয়া দিন এবং আমার সর্বোত্তম দিন সেই দিনকে বানাইয়া দিন, যেদিন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিলেন যে, গ্রাম্য লোকটি যখন নামায শেষ করিবে তখন তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। লোকটি নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন এক খনি হইতে কিছু স্বর্ণ হাদিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে সেই স্বর্ণ হাদিয়া স্বরূপ দিলেন। তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গ্রাম্য ব্যক্তি! তুমি কোন্ গোত্রের লোক? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনু আমের ইবনে সা'সাআহ গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান কি, আমি তোমাকে এই স্বর্ণ কেন হাদিয়া দিলাম? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সহিত আমার আত্মীয়তার কারণে হাদিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আত্মীয়তারও হক রহিয়াছে, তবে তুমি যেহেতু অতি উত্তম রূপে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছ, সেইজন্য এই স্বর্ণ দান করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিলাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِّ اِلَيْكَ الَّذِىْ اِذَا دُعِيْتَ بِهٖ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلْتَ بِهٖ اَعْطَيْتَ وَاِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهٖ رَحِمْتَ وَاِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهٖ فَرَّجْتَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার সেই নামের উসিলায় চাহিতেছি, যাহা পবিত্র ও উত্তম ও বরকতময় এবং আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যাহা দ্বারা আপনার নিকট দোয়া করিলে আপনি উহা কবুল করেন এবং কিছু চাহিলে আপনি উহা দান করেন, আপনার নিকট রহম চাহিলে আপনি রহম করেন, আপনার নিকট বিপদমুক্তি চাহিলে আপনি বিপদমুক্ত করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি? আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই নাম বলিয়া দিয়াছেন যাহার উসিলায় দোয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সেই দোয়া কবুল করেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আমাকে সেই নাম শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! তোমাকে শিখানো উচিত হইবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এক পার্শ্বে যাইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তারপর উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক চুম্বন করিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সেই নাম শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! তোমাকে শিখানো উচিত হইবে না। কেননা উহা দ্বারা দুনিয়ার কোন জিনিস চাওয়া তোমার জন্য উচিত হইবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি উঠিয়া অযূ করিলাম এবং দুই রাকাত নামায পড়িলাম। অতঃপর এরূপ দোয়া করিলাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَدْعُوكَ اللّٰهَ وَاَدْعُوكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَاَدْعُوكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ –

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহ বলিয়া ডাকিতেছি এবং আপনাকে রহমান বলিয়া ডাকিতেছি এবং আপনাকে পুণ্যবান ও পরম দয়ালু বলিয়া ডাকিতেছি এবং আপনাকে আপনার ঐ সমস্ত উত্তম নামে ডাকিতেছি যাহা আমি জানি এবং ঐ সমস্ত উত্তম নামে ডাকিতেছি

যাহা আমি জানি না, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার উপর রহম করুন।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার দোয়া শুনিয়া) হাসিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি যেই সমস্ত নামে আল্লাহকে ডাকিয়াছ উহার মধ্যে সেই বিশেষ নামটিও রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে দোয়া শুরু করিতেন ও শেষ করিতেন?

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দোয়া করিতে শুনিয়াছি তখনই তাঁহাকে শুরুতে এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ

অর্থ ঃ 'আমি আপন রবের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি উন্নত, সর্বাধিক উন্নত, অত্যাধিক দানকারী।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশত দোয়া করিলেও দোয়ার শুরুতে, মাঝে ও শেষে এই দোয়া অবশ্যই করিতেন—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

দুই ব্যক্তির ঘটনা

হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি (মসজিদে) প্রবেশ করিয়া নামায পড়িল এবং এই দোয়া করিল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার উপর

রহম করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে নামাযী, তুমি দোয়া করিতে তাড়াহুড়া করিয়াছ। তুমি যখন নামায শেষ করিয়া বস, তখন প্রথম আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা কর এবং আমার উপর দরূদ পাঠ কর, তারপর দোয়া কর। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া নামায পড়িল। নামাযের পর সে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে নামাযী, এখন তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া অবশ্যই কবুল হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ দোয়া করিতে চাহে তখন তাহার উচিত যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী তাঁহার হামদ ও সানা বর্ণনা করে, তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে, তারপর আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করে। এইভাবে করার দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার বেশী আশা করা যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন উম্মতের জন্য দোয়া করা

আরাফাতের ময়দানে দোয়া

হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের (অর্থাৎ জিলহজ্জের নয় তারিখ) সন্ধ্যায় আপন উম্মতের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করিয়াছেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে, আমি আপনার দোয়া কবুল করিয়াছি এবং তাহাদের যে সকল গুনাহ আমার সহিত সম্পর্কিত হইবে আমি

তাহা মাফ করিয়া দিয়াছি, তবে তাহারা পরস্পর একে অপরের উপর যে সকল জুলুম করিয়াছে তাহা মাফ হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনি এরূপ করার ক্ষমতা রাখেন যে, নিজ পক্ষ হইতে মজলুমকে তাহার উপর কৃত জুলুমের উত্তম বদলা দান করিয়া জালিমকে মাফ করিয়া দেন। সেদিন সন্ধ্যায় তো আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করেন নাই, তবে মুযদালিফার সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এই দোয়া করিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহা কবুল করিলেন এবং বলিলেন, আমি জালিমদেরকেও মাফ করিয়া দিলাম। দোয়া কবুল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিতে লাগিলেন। কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সময় তো আপনি হাসেন না, আজ কেন এই সময় হাসিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি এইজন্য হাসিতেছি যে, আল্লাহর দুশমন ইবলীস যখন জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের (জালিমদের) ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল করিয়াছেন তখন সে হায় ধ্বংস, হায় বরবাদী বলিয়া চিৎকার করিতেছে এবং নিজের মাথার উপর ধুলা দিতেছে। (আমি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছিলাম।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই উক্তি তেলাওয়াত করিলেন—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ - الاية

অর্থ ঃ 'হে আমার পরওয়ারদিগার! এই মূর্তিগুলি বহু মানুষকে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলিবে, সে তো আমারই, আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে—আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।'

এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই উক্তি তেলাওয়াত করিলেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ ঃ 'আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

অতঃপর তিনি উভয় হাত উত্তোলন করিয়া উম্মতের জন্য দোয়া আরম্ভ করিলেন, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত—আর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, হে জিব্রাঈল! তোমার রব সর্ববিষয়ে জ্ঞাত—তদুপরি তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন কাঁদিতেছেন? সুতরাং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্নার কারণ বলিলেন (যে, উম্মতের চিন্তায় কাঁদিতেছি)। (হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ফিরিয়া যাইয়া আল্লাহ তায়ালাকে কারণ বলিলেন।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব এবং আপনাকে এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করিব না।

উম্মতের জন্য ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর জন্য দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের জন্য দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ عَلٰى طَاعَتِكَ وَحُطْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِرَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! তাহাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের

দিকে ঝুকাইয়া দিন এবং আপন রহমত দ্বারা তাহাদের পিছন দিক হইতে ঘিরিয়া লউন (অর্থাৎ হেফাজত করুন)।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন অত্যন্ত খুশী দেখিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আয়েশার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং যাহা সে গোপনে করিয়াছে ও প্রকাশ্যে করিয়াছে তাহাও মাফ করিয়া দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) আনন্দে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাহার মাথা নিজের কোলের ভিতর চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার দোয়ার কারণে তোমার আনন্দ হইতেছে কি? আমি বলিলাম, আপনার দোয়াতে আমি কেন আনন্দিত হইব না? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই দোয়া তো আমি আমার উম্মতের জন্য প্রতি নামাযের পর করিয়া থাকি।

চার খলীফার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, 'আয় আল্লাহ! আবু বকরকে কেয়ামতের দিন আমার সহিত আমার মর্তবায় রাখিবেন।'

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব ও আবু জাহল ইবনে হিশাম হইতে যে আপনার নিকট অধিক প্রিয় তাহার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! বিশেষভাবে ওমর ইবনে খাত্তাব দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব দ্বারা

ইসলামকে সাহায্য করুন।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি লাল কালো বর্ণের উটনী পাঠাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে পুলসিরাতের উপর দিয়া (দ্রুত ও সহজে) পার করিয়া দিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)এর জন্য এই দোয়া করিয়াছেন, আয় অল্লাহ! আমি ওসমানের উপর সন্তুষ্ট আছি, আপনিও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! ওসমানের অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ এবং যাহা সে গোপনে করিয়াছে ও প্রকাশ্যে করিয়াছে এবং যাহা সে একাকী করিয়াছে ও যাহা সে লোকসম্মুখে করিয়াছে—তাহার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার আমি অসুস্থাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে নিজের স্থানে বসাইয়া নিজে উঠিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন এবং নিজের কাপড়ের এক কিনারা আমার উপর দিলেন। অতঃপর নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, হে ইবনে আবি তালেব! এখন তুমি সুস্থ হইয়া গিয়াছ, তোমার আর কোন অসুবিধা নাই। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের জন্য যাহা কিছু চাহিয়াছি, তোমার জন্যও তাহা চাহিয়াছি, এবং আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছি তিনি আমাকে তাহা দান করিয়াছেন, তবে আমাকে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে, আপনার পরে কেহ নবী হইবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সেখান হইতে এরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলাম, যেন আমি অসুস্থই ছিলাম না।

যায়েদ ইবনে ইউসায়ে', সাঈদ ইবনে ওহব ও আমর ইবনে যি মুররাহ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, আমি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, যে

(বিদায় হজ্জ হইতে ফিরার সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাদীরে খুম (নামক স্থানে অবস্থান)এর দিন কিছু এরশাদ করিতে শুনিয়াছে, সে যেন দাঁড়াইয়া যায়। ইহাতে তেরজন দাঁড়াইল এবং তাহারা সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইদিন বলিয়াছিলেন, আমি কি মুমিনীনদের সহিত তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক সম্পর্ক রাখি না। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই রাখেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি যাহার বন্ধু এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) তাহার বন্ধু। আয় আল্লাহ! যে ব্যক্তি তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে আপনি তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখুন, আর যে তাহার সহিত শত্রুতা রাখে আপনি তাহার সহিত শত্রুতা রাখুন। যে তাহার সহিত মহব্বত রাখে আপনি তাহার সহিত মহব্বত রাখুন আর যে তাহার সহিত বিদ্বেষ রাখে আপনি তাহার সহিত বিদ্বেষ রাখুন, যে তাহাকে সাহায্য করে আপনি তাহাকে সাহায্য করুন। যে তাহার সাহায্য পরিত্যাগ করে আপনি তাহার সাহায্য পরিত্যাগ করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হযরত আলী (রাঃ)এর জন্য এই দোয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আলীকে সাহায্য করুন, এবং তাহার দ্বারা (অন্যদেরকে) সাহায্য করুন, তাহার উপর রহম করুন এবং তাহারা দ্বারা অন্যদের উপর রহম করুন, তাহাকে সাহায্য করুন এবং তাহার দ্বারা (অন্যদেরকে) সাহায্য করুন। আয় আল্লাহ, যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে আপনি তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখুন, আর যে তাহার সহিত শত্রুতা রাখে আপনি তাহার সহিত শত্রুতা রাখুন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! তাহার যবানকে (হকের উপর) মজবুত করিয়া দিন এবং তাহার দিলকে হেদায়াত দান করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এরূপ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে, আয় আল্লাহ! তাহাকে ফয়সালা করার সঠিক পথ দেখাইয়া দিন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) ও হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর জন্য দোয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত সা'দ (রাঃ)এর জন্য এরূপ দোয়া করিতে শুনিয়াছি, আয় আল্লাহ! তাহার তীরকে সঠিক নিশানায় লাগাইয়া দিন এবং তাহার দোয়া কবুল করুন এবং তাহাকে নিজের প্রিয় বানাইয়া নিন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! সা'দ যখন আপনার নিকট দোয়া করে আপনি তাহা কবুল করিবেন।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য ও আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করিয়াছেন।

আপন পরিবারের জন্য দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার স্বামী ও তোমার দুই ছেলেকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তিনজনকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার হইতে পাওয়া খাইবারী চাদর যাহা আমি নীচে বিছাইতাম, উহা তাহাদের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পরিবার। আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পরিবারের উপর এরূপ রহমত ও বরকত নাযিল করুন যেরূপ আপনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারের উপর নাযিল করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে আপনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও বুযুর্গীওয়ালা।

আবু আম্মার (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় কতিপয় লোক হযরত আলী (রাঃ)এর সম্পর্কে আলোচনা করিল এবং তাহার ব্যাপারে মন্দ কথা

বলিল। যখন তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একটু বস, আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা বলিব যাহাকে তাহারা মন্দ কথা বলিয়াছে। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হাসান, হুসাইন (রাঃ) আসিলেন। তিনি তাহাদের উপর চাদর মেলিয়া দিয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহারা আমার পরিবারের লোক, ইহাদের উপর হইতে নাপাকী দূর করিয়া দিন এবং ইহাদেরকে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র করিয়া দিন। আমি আরজ করিলাম, আমিও শামিল আছি। তিনি বলিলেন, তুমিও শামিল আছ। হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার উপর আমার সমস্ত আমল অপেক্ষা অধিক ভরসা রাখি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওয়াসেলা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার উপর আমি সর্বাপেক্ষা বেশী আশা পোষণ করি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি একটি চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ও আমি ও হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত হাসান, হুসাইন (রাঃ) আমরা সকলে সেই চাদরের উপর বসিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরের চার কোণ ধরিয়া আমাদের উপর গিট লাগাইয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি যেমন ইহাদের উপর সন্তুষ্ট আপনিও তেমন ইহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান।

হযরত হাসান-হুসাইন (রাঃ)এর জন্য দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ)এর জন্য এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আমি এই দুইজনকে মহব্বত করি। আপনিও ইহাদেরকে মহব্বত করুন।' আর যে ব্যক্তি এই দুইজনকে

মহব্বত করিল, সেই আমাকে প্রকৃত মহব্বত করিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে উক্ত দোয়ার শব্দগুলি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আয় আল্লাহ! আমি এই দুইজনকে মহব্বত করি, আপনিও ইহাদেরকে মহব্বত করুন।

নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান গ্রন্থে হযরত উসামা (রাঃ) হইতে এই দোয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহার শেষাংশ এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি ইহাদেরকে মহব্বত করে আপনি তাহাকে মহব্বত করুন।' আর ইহার প্রথমাংশে আছে, 'এই দুইজন আমার ছেলে এবং আমার মেয়ের ছেলে।'

ইবনে আবি শাইবা ও তায়ালিসীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে এই দোয়ার শেষে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আর যে ব্যক্তি ইহাদের সহিত শত্রুতা রাখে আপনিও তাহার সহিত শত্রুতা রাখুন।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে এবং তাবারানীতে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আমি হাসানকে মহব্বত করি, আপনিও তাহাকে মহব্বত করুন। আর যে তাহাকে মহব্বত করে, তাহাকেও মহব্বত করুন।

ইবনে আসাকির মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আয় আল্লাহ! আপনি তাহাকে রক্ষা করুন এবং তাহার দ্বারা (অন্যদেরকেও) রক্ষা করুন।'

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, হযরত হুসাইন (রাঃ)কে কাঁধে লইয়া এই দোয়া করিয়াছেন, 'আয় আল্লাহ! আমি ইহাকে মহব্বত করি, আপনিও তাহাকে মহব্বত করুন।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাহার সন্তানদের জন্য দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আব্বাস ও তাহার সন্তানদের জাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং

তাহার সন্তানদের জন্য আপনি তাহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হইয়া যান।

ইবনে আসাকিরে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আব্বাসের ঐ সকল গুনাহ যাহা তিনি গোপনে করিয়াছেন বা প্রকাশ্যে করিয়াছেন, সকলে সম্মুখে করিয়াছেন বা আড়ালে করিয়াছেন, সমস্তই মাফ করিয়া দিন এবং আগামীতে তাহার দ্বারা বা তাহার সন্তানদের দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত যে সকল গুনাহ হইবে তাহা সবই মাফ করিয়া দিন।

ইবনে আসাকির ও খতীব (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আব্বাস ও তাহার সন্তানদেরকে এবং যে ব্যক্তি তাহাদেরকে মহব্বত করে সকলকে মাফ করিয়া দিন।

ইবনে আসাকিরে আসেম (রহঃ)এর পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আব্বাস আমার চাচা এবং আমার পিতার ন্যায়, আমার বাপ–দাদার বংশে একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। আয় আল্লাহ! তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহার নেক আমলগুলিকে কবুল করুন এবং খারাপ আমলগুলিকে ক্ষমা করিয়া দিন, এবং তাহার (কল্যাণের) জন্য তাহার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বানাইয়া দিন। (মুন্তাখাব)

হযরত আবু উসাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে বলিলেন, আগামীকাল আমি আপনার ঘরে আসা পর্যন্ত আপনি ও আপনার ছেলেরা কোথাও যাইবেন না। আপনাদের সহিত আমার কিছু কাজ আছে। সুতরাং পরের দিন তাহারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি চাশতের পর তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। তাহারা উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি অবস্থায় সকাল করিয়াছেন? তাহারা

বলিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি (অর্থাৎ উত্তম অবস্থায় সকাল করিয়াছি)। তিনি বলিলেন, আপনারা একত্র হইয়া বসুন এবং একে অপরের সহিত মিলিয়া বসুন। তাহারা যখন এইভাবে বসিলেন তখন তিনি তাহাদের উপর একটি চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, হে আমার রব! ইনি আমার চাচা, আমার পিতা সমতুল্য এবং ইহারা সকলে আমার পরিবারভুক্ত, সুতরাং আমি যেমন তাহাদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করিয়াছি আপনি তাহাদেরকে তেমন আগুন হইতে আবৃত করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়ার উপর দরজার চৌকাঠ ও ঘরের দেয়ালসমূহ তিনবার আমীন, আমীন, আমীন বলিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার খালা হযরত মাইমুনা (রাঃ)এর ঘরে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অযূর পানি রাখিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার জন্য এই পানি কে রাখিয়াছে? হযরত মাইমুনা (রাঃ) আরজ করিলেন, আবদুল্লাহ। তিনি খুশী হইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং তাহাকে কোরআনের তফসীর শিখাইয়া দিন।

ইবনে নাজ্জারের রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই দোয়া এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আয় আল্লাহ! তাহাকে কিতাব শিক্ষা দিন এবং তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করুন।

ইবনে মাজাহ, ইবনে সা'দ ও তাবারানীর রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই দোয়া এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আয় আল্লাহ! তাহাকে হেকমত ও কিতাবের তফসীর শিখাইয়া দিন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে এই দোয়া এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আয় আল্লাহ! তাহার মধ্যে বরকত দান করুন, তাহারা দ্বারা কিতাবের প্রসার করুন।

হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ও তাহার সন্তানদের জন্য, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) ও হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর জন্য দোয়া

তাবারানী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে

এবং আহমাদ ও ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! জা'ফরের সন্তানদের জন্য আপনি তাহার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হইয়া যান।

তায়ালিসী ও ইবনে সা'দ ও আহমাদ প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! জা'ফরের পরিবার পরিজনের জন্য আপনি তাহারে খলীফা হইয়া যান এবং (তাহার ছেলে) আবদুল্লাহ এর ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করুন।

ইবনে আবি শাইবা হযরত শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালকা এলাকায় মূতার যুদ্ধে হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আজ পর্যন্ত আপনি যত নেক লোকের খলীফা হইয়াছেন তন্মধ্যে জা'ফরের পরিবারের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম খলীফা হইয়া যান।

আবু মাইসারা (রহঃ) বলেন, যখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) ও হযরত জা'ফর (রাঃ) ও হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছিল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া এই তিনজনের অবস্থা বর্ণনা করিলেন এবং সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ (রাঃ)এর নাম লইয়া দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! যায়েদকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ! যায়েদকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ! যায়েদকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ! জা'ফরকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত ইয়াসির (রাঃ)এর খান্দান ও হযরত আবু সালামাহ (রাঃ) ও হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর জন্য দোয়া

আহমাদ ও ইবনে সা'দ (রহঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)

হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আপনি ইয়াসিরের খান্দানকে মাফ করিয়া দিন, আর আপনি তো তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আম্মারের মধ্যে বরকত দান করুন। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করিয়া দিন এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তাহার মর্তবাকে বুলন্দ করিয়া দিন। এবং তাহার পরে অবশিষ্টদের জন্য আপনি তাহার খলীফা হইয়া যান। আর হে রাব্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাহাকে মাফ করিয়া দিন, তাহার কবরকে প্রসারিত করিয়া দিন এবং নূর দ্বারা ভরিয়া দিন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরিয়া আপন উরুর উপর বসাইতেন এবং হযরত হাসান (রাঃ)কে বাম উরুর উপর বসাইতেন। অতঃপর আমাদের উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া এরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! আমি এই দুইজনের উপর দয়া করি আপনিও তাহাদের উপর দয়া করুন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আয় আল্লাহ! আমি এই দুইজনকে মহব্বত করি, আপনিও তাহাদেরকে মহব্বত করুন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, (আমি বাহিনী প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মদীনার বাহিরে জুরুফ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম।) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বাড়িয়া গেল তখন আমি মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার সহিত যাহারা ছিল তাহারাও ফিরিয়া আসিল। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি নিশ্চুপ ছিলেন, কোন কথা বলিতেছিলেন না। তিনি বারবার উভয় হাত আমার উপর রাখিয়া উপরের দিকে উঠাইতেছিলেন। যদ্দ্বারা আমি বুঝিতে ছিলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করিতেছেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ), হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ), হযরত জারীর (রাঃ) ও হযরত বুছ্র (রাঃ)এর খান্দানের জন্য দোয়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমর ইবনে আসকে মাফ করিয়া দিন। কেননা আমি যখনই তাহাকে সদকার জন্য ডাকিয়াছি তখনই সে সদকা লইয়া আমার নিকট হাজির হইয়াছে।

হযরত হাকীম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এই দোয়া করিয়াছেন, আয় আল্লাহ! আপনি তাহার হাতের কাজ কারবারে বরকত দান করুন। হযরত হাকীম (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি দীনার দিয়া কোরবানীর জানোয়ার খরীদ করিতে পাঠাইলেন। আমি এক দীনারে জানোয়ার খরীদ করিয়া দুই দীনারে বিক্রয় করিলাম। অতঃপর এক দীনারে একটি বকরী খরীদ করিয়া অপর এক দীনার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিলাম। তিনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যে দীনার আনিয়াছ উহা সদকা করিয়া দাও।

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি ঘোড়ার পিঠে জমিয়া বসিতে পারিতাম না, পড়িয়া যাইতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলাম। তিনি আমার বুকের উপর আপন হাত মারিলেন। আমি বুকের ভিতর তাঁহার হাতের (বরকতের) আছর অনুভব করিলাম। অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে ঘোড়ার পিঠে জমাইয়া দিন এবং তাহাকে (অন্যদের জন্য) হাদী অর্থাৎ হেদায়াতের পথে আহ্বানকারী ও স্বয়ং হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাইয়া দিন। সুতরাং এই দোয়ার পর আমি কখনও ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়ি নাই।

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি 'যিলখালাছাহ'এর মন্দির ভাঙ্গিয়া আমাকে শান্তি দিবে না? ইহা জাহিলিয়াতের যুগে খাসআম গোত্রের একটি ঘর ছিল, যাহাকে ইয়ামানী কা'বা বলা হইত। আমি আরজ

করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাই। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুছ্র (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার পিতা আমাদের ঘরের দরজায় বসিয়াছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন খচ্চরে চড়িয়া সামনের দিক হইতে আসিলেন। আমার পিতা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ঘরে আসিয়া যদি খানা খাইতেন ও আমাদের জন্য বরকতের দোয়া করিয়া দিতেন। অতএব তিনি আমাদের ঘরে আসিলেন এবং খানা খাওয়ার পর এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহাদের উপর রহম করুন এবং ইহাদেরকে মাফ করিয়া দিন এবং ইহাদের রিযিকে বরকত দান করুন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই দোয়ার পর হইতে আমরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে রিযিকে সচ্ছলতাই দেখিতে রহিলাম।

হযরত বারা ইবনে মা'রুর (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর জন্য দোয়া

হযরত নাযলা ইবনে আমর গিফারী (রাঃ) বলেন, গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, মুহান। (যাহার শাব্দিক অর্থ হইল, অপমানিত) তিনি বলিলেন, তুমি মুকরাম। (অর্থাৎ সম্মানিত) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর হযরত বারা ইবনে মা'রুর (রাঃ)এর জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! বারা ইবনে মা'রুর এর উপর রহমত নাযিল করুন এবং কেয়ামতের দিন তাহাকে নিজ হইতে পর্দার অন্তরালে রাখিবেন না, এবং তাহাকে জান্নাতে দাখিল করুন। আর আপনি প্রকৃতই এরূপ করিয়া দিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম হযরত

বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ)এর জন্য রহমতের দোয়া করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে লইয়া সেখানে গেলেন। সাহাবা (রাঃ) তাহার সম্মুখে কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে মাফ করিয়া দিন, তাহার উপর রহমত নাযিল করুন, তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আপনি প্রকৃতই এরূপ করিয়া দিয়াছেন।

হযরত কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! সা'দ ইবনে ওবাদাহ ও তাহার খান্দানের উপর আপনি আপনার বিশেষ রহমত ও সাধারণ রহমত নাযিল করুন।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। তিনি (ঘুমের দরুণ) সওয়ারী হইতে একদিকে ঝুকিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে ঠেক দিলাম। যাহাতে তাঁহার চোখ খুলিয়া গেল। পুনরায় তাঁহার ঘুম আসিয়া গেল এবং তিনি একদিকে ঝুকিয়া পড়িলেন। আমি আবার ঠেক দিলাম, যাহাতে তাঁহার চোখ খুলিয়া গেল। তিনি আমাকে এই দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ! আবু কাতাদাহকে এরূপ হেফাজত করুন যেরূপ আজ রাত্রিভর সে আমাকে হেফাজত করিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আমার মনে হয়, আমার কারণে তোমাকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের জন্য দোয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, (আমার মা) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাসের জন্য দোয়া করুন। সুতরাং তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহার মাল-আওলাদ বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং তাহার মাল-আওলাদে বরকত দান করুন। সামনে হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, হারমালা নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান এইখানে এবং জিহ্বার দিকে ইশারা করিল। আর মুনাফেকী এইখানে এবং দিলের দিকে ইশারা করিল। আল্লাহর যিকির অতি সামান্য পরিমাণ করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে যিকিরকারী জিহ্বা ও শোকরকারী দিল দান করুন এবং যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে সে যেন তাহাকে মহব্বত করে এই তৌফিক দান করুন এবং প্রত্যেক কাজে তাহার পরিণামকে উত্তম করুন।

হযরত তালেব (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে যখন তোমার জন্য দোয়া করার অনুমতি পাইব তখন দোয়া করিব। অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমার জন্য তিনবার এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তালেবকে মাফ করিয়া দিন, তাহার উপর রহম করুন। তারপর তিনি আপন চেহারা মোবারকের উপর হাত মুছিলেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! এই ছোট্ট বান্দা আবু আমেরের মর্তবাকে কেয়ামতের দিন বেশীর ভাগ মানুষের উপরে করিয়া দিন।

হযরত হাসসান ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমার মা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে এইজন্য হাজির হইয়াছি, যাহাতে আপনি আমার এই ছেলের জন্য দোয়া করিয়া দেন, এবং তাহাকে বড় ও উত্তম বানাইয়া দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করিলেন এবং অযূর অবশিষ্ট পানি আমার চেহারার উপর মুছিয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! এই মহিলার জন্য তাহার ছেলের মধ্যে বরকত দান করুন এবং তাহাকে বড় ও উত্তম বানাইয়া দিন।

দুর্বল সাহাবাদের জন্য দোয়া

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাইয়া কেবলামুখী বসা অবস্থায় মাথা উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবি রাবীআহ, ওলীদ ইবনে ওলীদ ও ঐ সমস্ত দুর্বল মুসলমানদেরকে (জালিম কাফেরদের হাত হইতে) মুক্ত করিয়া দিন যাহারা কোন উপায় করিতে পারিতেছে না এবং পথও পাইতেছে না।

ইবনে সা'দের অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন তখন এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ওলীদ ইবনে ওলীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবি রাবীআহ ও মক্কার সমস্ত দুর্বল মুসলমানদেরকে (কাফেরদের হাত হইতে) নাজাত দান করুন। আয় আল্লাহ! মুযার গোত্রকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন এবং তাহাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষে নিপতিত করুন যেমন হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)এর যুগে (সাত বৎসর পর্যন্ত) দুর্ভিক্ষে নিপতিত করিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের পর দোয়াসমূহ

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছেন, হে মুআয! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে মহব্বত করি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আল্লাহর কসম, আমিও আপনাকে মহব্বত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর কখনও এই দোয়া ছাড়িও না—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির করিতে, আপনার শোকর আদায় করিতে ও উত্তমরূপে আপনার এবাদত করিতে সাহায্য করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) আপন ছাত্র সুনাবেহী (রহঃ)কে ও সুনাবেহী (রহঃ) আবদুর রহমান (রহঃ)কে ও তিনি ওকবা ইবনে মুসলিম (রহঃ)কে এই দোয়া সম্পর্কে অসিয়ত করিয়াছেন।

হযরত আওন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ওতবা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর পার্শ্বে নামায পড়িল। নামাযের সালাম ফিরাইবার পর সে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে এই দোয়া পড়িতে শুনিল—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! তুমিই নিরাপত্তাদানকারী, তোমার পক্ষ হইতেই নিরাপত্তা, তুমি অত্যন্ত বরকতময়, হে আযমত ও জালাল এর অধিকারী, একরাম ও এহসান এর অধিকারী।

অতঃপর উক্ত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর পার্শ্বে নামায পড়িল। সে তাহাকেও নামাযের সালাম ফিরাইবার পর এই দোয়া পড়িতে শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন হাসিতেছ? সে বলিল, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর পার্শ্বে নামায পড়িয়াছি এবং তাহাকেও এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই দোয়া পড়িতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান হাত আপন মাথার উপর বুলাইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ -

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ

নাই, তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু, হে আল্লাহ! আপনি আমার সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করিয়া দিন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি ডান হাত আপন কপালের উপর বুলাইতেন এবং এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْغَمَّ وَالْحَزَنَ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! আপনি আমার সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে দূর করিয়া দিন।'

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি যখন তোমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িয়াছি, তখন নামায শেষে তাঁহাকে এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِى كُلَّهَا ، اَللّٰهُمَّ وَانْعَشْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার সকল অপরাধ ও গুনাহকে মাফ করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে উন্নত করিয়া দিন এবং আমার ত্রুটিসমূহকে দূর করিয়া দিন এবং আমাকে নেক আমল ও উত্তম আখলাক দান করুন। কেননা, নেক আমল ও উত্তম আখলাক আপনি ব্যতীত কেহ দান করিতে পারে না এবং খারাপ আমল ও খারাপ আখলাক আপনি ব্যতীত কেহ দূর করিতে পারে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যখনই তোমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িয়াছি, নামায শেষ করিয়াই তাঁহাকে এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَئِىْ وَعَمْدِىْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ اِنَّهُ لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَايَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত সকল

গুনাহকে মাফ করিয়া দিন। (বাকি অংশের অর্থ উপরে বর্ণিত হইয়াছে।)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا -

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পবিত্র রুযী, উপকারী এলেম ও কবুল আমলের তৌফিক চাই।'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِيْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের রব, আমাকে জাহান্নামের গরম ও কবরের আযাব হইতে পানাহ দান করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি কুফর, অভাব ও কবরের আযাব হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায শেষ করিয়া এই দোয়া পড়িতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি যাহা দান করেন উহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না, আর যাহা রুখিয়া দেন তাহা কেহ দান করিতে পারে না, আর কোন ধনী ব্যক্তির ধনসম্পদ তাহাকে আপনার আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অযূর পানি লইয়া আসিলাম। তিনি অযূ করিয়া নামায পড়িলেন, তারপর এই দোয়া পড়িলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন এবং আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করেন, এবং আমার রুযীতে বরকত দান করেন। (কানয)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর এই দোয়াগুলি পাঠ করিতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ، اِجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ، حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আয় আমাদের ও প্রত্যেক জিনিসের রব, আমি এই বিষয়ে সাক্ষী যে, আপনিই রব, আপনি একা, আপনার কোন অংশীদার নাই। আয় আল্লাহ! আয় আমাদের ও প্রত্যেক জিনিসের রব, আমি এই বিষয়ে সাক্ষী যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ! আয় আমাদের ও প্রত্যেক জিনিসের রব, আমি এই বিষয়ে সাক্ষী যে, বান্দাগণ সকলে পরস্পর ভাই ভাই। আয় আল্লাহ! আয় আমাদের ও প্রত্যেক জিনিসের রব, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজে প্রতি মুহূর্ত আমাকে ও আমার

পরিবার–পরিজনকে মুখলিস বানাইয়া দিন, হে সম্মান ও আযমতের অধিকারী, হে একরাম ও এহসানের অধিকারী, শুনুন ও কবুল করুন। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, সর্বাপেক্ষাই বড়। আয় আল্লাহ! আয় আসমান ও জমিনের নূর, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, সর্বাপেক্ষাই বড়। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্যনির্বাহক। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় সর্বাপেক্ষাই বড়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাইয়া এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার অগ্র–পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং যে সকল গুনাহ গোপনে করিয়াছি ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যে সকল সীমালংঘন করিয়াছি ও আমার যে সকল গুনাহ সম্পর্কে আপনি আমার অপেক্ষা ভাল জানেন, এরূপ সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দিন। আপনি আগে বাড়াইবার মালিক, পিছু হটাইবার মালিক। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাল–সন্ধ্যার দোয়াসমূহ

আবদুল্লাহ ইবনে কাসেম (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রতিবেশীনী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের সময় (অর্থাৎ সুবহে সাদেক) শুরু হইলে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের আযাব ও কবরের পরীক্ষা (অর্থাৎ মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন) হইতে আশ্রয়

চাহিতেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, সকাল হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পাঠ করিতেন—

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

অর্থ ঃ আমরা ও সমস্ত (দুনিয়ার) রাজত্ব আল্লাহর (বন্দেগীর) জন্য সকাল করিয়াছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, মৃত্যুর পর তাহারই নিকট উত্থিত হইতে হইবে।

যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি এই দোয়া পাঠ করিতেন—

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

অর্থ ঃ আমরা ও সমস্ত (দুনিয়ার) রাজত্ব আল্লাহর (বন্দেগীর) জন্য সকাল করিয়াছি.....।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সন্ধ্যা হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পাঠ করিতেন—

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ -

অর্থ ঃ আমরা ও সমস্ত (দুনিয়ার) রাজত্ব আল্লাহর (বন্দেগীর) জন্য সন্ধ্যা করিয়াছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত কোন

মা'বুদ নাই। তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাঁহারই জন্য সমস্ত বাদশাহী ও সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হে আমার রব! আমি আপনার নিকট ঐ সকল কল্যাণ কামনা করি যাহা এই রাত্রির মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহা এই রাত্রির পর রহিয়াছে। এবং আমি আপনার নিকট ঐ সকল অকল্যাণ হইতে পানাহ্ চাহিতেছি যাহা এই রাত্রির মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহা এই রাত্রির পর রহিয়াছে। হে আমার রব! আমি অলসতা ও অশুভ বার্ধক্য হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি, হে আমার রব, আমি জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

যখন সকাল হইত তখনও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পাঠ করিতেন। তবে

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ এর পরিবর্তে أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ বলিতেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল–সন্ধ্যা এই দোয়া পড়িতেন—

أَصْبَحْنَا عَلٰى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، أَوْ أَمْسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلٰى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

অর্থ ঃ আমরা মিল্লাতে ইসলাম ও ফিতরাতে ইসলামের উপর ও কলেমায়ে এখলাসের উপর এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপর ও আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাতের উপর সকাল –অথবা– সন্ধ্যা করিলাম। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সকল দিক মুখ ফিরাইয়া এক আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

আবু সাল্লাম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হিমস এর মসজিদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছে। আমি উঠিয়া তাহার নিকট গেলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি আমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শুনিয়াছেন, আপনার ও তাঁহার মধ্যে কেহ মাধ্যম হয় নাই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমান বান্দা সকাল–সন্ধ্যা তিনবার করিয়া এই শব্দগুলি বলিবে, কেয়ামতের দিন তাহাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ তায়ালার উপর হক হইয়া যাইবে—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا -

অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মানিয়া লইয়াছি ও সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকাল–সন্ধ্যার দোয়াসমূহের মধ্য হইতে এই দোয়া সর্বদা পড়িতে শুনিয়াছি এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো এই দোয়া ছাড়েন নাই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের আফিয়াত চাহিতেছি এবং আমি আপনার নিকট মাফ চাহিতেছি এবং আপন দ্বীন, দুনিয়া ও আপন পরিবার–পরিজন ও ধনসম্পদে আফিয়াত ও নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আমার দোষ–ত্রুটি ঢাকিয়া দিন,

আমার ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! সম্মুখ হইতে, পিছন হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে ও উপর দিক হইতে আমাকে হেফাজত করুন এবং আকস্মিকভাবে নীচের দিক হইতে (জমিনে ধ্বসাই) ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইতে আপনার আযমতের আশ্রয় চাহিতেছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন সকাল-সন্ধ্যা ও রাত্রে বিছানায় শয়নের সময় এই দোয়া পাঠ করি—

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত, আপনি প্রত্যেক জিনিসের রব ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি একা, আপনার কোন অংশীদার নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার বান্দা ও রাসূল। আর আমি আমার নফসের ক্ষতি হইতে ও শয়তানের ক্ষতি ও তাহার শিরক হইতে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি, আর এই ব্যাপারেও আপনার আশ্রয় চাহিতেছি যে, আমি নিজে কোন খারাপ কাজ করি বা কোন মুসলমানের উপর অপবাদ আরোপ করি।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমার নিজের জান নিজের পরিবার ও সন্তানাদির ও নিজের মালের ব্যাপারে আমার অন্তরে সর্বদা ভয় লাগিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করিতে থাক—

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ وَوَلَدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

অর্থ ঃ আমি আমার দ্বীন, আমার জান, আমার সন্তানাদি ও পরিবার এবং মালের উপর আল্লাহর নাম পাঠ করিলাম।

উক্ত ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই ভয় লাগার কি হইল? সে বলিল, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমার সেই ভয় একেবারেই দূর হইয়া গিয়াছে।

ঘুমানো ও ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যাইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ ـ

অর্থ ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়াইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, এবং আমাদের সকল প্রয়োজনকে মিটাইয়াছেন এবং আমাদেরকে (রাত্রিযাপনের জন্য) আশ্রয় দিয়াছেন অথচ বহু লোক এমনও রহিয়াছে যাহাদের না প্রয়োজন মিটাইবার কেহ আছে, আর না তাহাদের কোন আশ্রয়দাতা আছে।'

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلَ، وَاَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার সকল প্রয়োজনকে

মিটাইয়াছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং আমাকে খাওয়াইছেন, পান করাইয়াছেন, যিনি আমার উপর অনেক বেশী এহসান করিয়াছেন, এবং আমাকে অনেক নেয়ামত দান করিয়াছেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রশংসা। আয় আল্লাহ! হে সমস্ত জিনিসের রব ও মালিক, আমি আল্লাহর নিকট আগুন হইতে পানাহ চাহিতেছি।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাইবার এরাদা করিতেন তখন নিজের হাত মাথার নিচে রাখিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ - او تَبْعَثُ - عِبَادَكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাগণকে সমবেত করিবেন বা উঠাইবেন সেদিন আমাকে আপনার আযাব হইতে রক্ষা করুন।

হযরত আবু আযহার আনসারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِىِّ الْاَعْلٰى

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে আমার পার্শ্ব (শয়ন করার জন্য বিছানার উপর) রাখিলাম। আয় আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন, আমার শয়তানকে আমার নিকট হইতে দূর করিয়া দিন এবং আমার ঘাড়কে (সকল দায়িত্ব হইতে) মুক্তি করিয়া দিন এবং আমাকে উচ্চ মজলিসওয়ালাদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় শয়ন করার সময় এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ

كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার কব্জায় রহিয়াছে এমন প্রত্যেক জানোয়ারের ক্ষতি হইতে আপনার সম্মানিত সত্তা ও আপনার পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আপনিই (বান্দার) ঋণ ও গুনাহকে দূর করেন (সুতরাং আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিন, আমার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন)। আয় আল্লাহ! আপনার বাহিনী পরাজিত হয় না, আপনার ওয়াদা খেলাফ হয় না, আর কোন ধনী ব্যক্তির ধনসম্পদ আপনার আযাব হইতে তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। আয় আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাইবার এরাদা করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ. اَوْ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনসমূহের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত, হে প্রত্যেক জিনিসের রব, প্রত্যেক জিনিসের মা'বুদ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি একা, আপনার কোন অংশীদার নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল, ফেরেশতাগণও উক্ত দুই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, আয় আল্লাহ, আমি শয়তান হইতে ও

তাহার শিরক হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আর এই ব্যাপারেও আপনার আশ্রয় চাহিতেছি যে, আমি নিজে কোন খারাপ কাজ করি বা কোন মুসলমানের উপর আপবাদ আরোপ করি।

বর্ণনাকারী আবু আবদুর রহমান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিজেও শয়ন করার সময় এই দোয়া পড়িতেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে সেই দোয়া শিক্ষা দিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে শয়নের সময় পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন? অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় শয়ন করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

بِاسْمِكَ رَبِّيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমি আপনার নামে শয়ন করিতেছি, আমার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এক রাত্রি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাপন করিয়াছি। নামায শেষ করিয়া বিছানায় শয়ন করার সময় তাঁহাকে এই দোয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ اِللّٰهُمَّ لَا اَسْتَطِيْعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ وَلٰكِنْ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার শাস্তি হইতে আপনার মাফির আশ্রয় চাহিতেছি এবং আপনার গোস্বা হইতে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাহিতেছি এবং আপনার হইতে আপনারই আশ্রয় চাহিতেছি। আর আমি

যতই আগ্রহ ও চেষ্টা করি না কেন আপনার প্রশংসার হক আদায় করিতে পারি না, আপনি তো তেমনই যেমন আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করিয়াছেন।

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ وَاِلَيْكَ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ وَاِلَيْكَ اَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ .

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ আপনার নিকট সমর্পণ করিলাম, আপন চেহারা আপনার দিকে ফিরাইলাম, আপন বিষয় আপনার সোপর্দ করিলাম এবং আপনার রহমতের আশায় ও আপনার আযাবের ভয়ে আপনাকে আমার আশ্রয়স্থল বানাইলাম। আপনার রহমত ব্যতীত আপনার ধরা হইতে বাঁচার আর কোন আশ্রয় নাই। আমি আপনার সেই কিতাবের উপর ঈমান আনিলাম যাহা আপনি নাযিল করিয়াছেন এবং আপনার সেই নবীর উপর ঈমান আনিলাম যাঁহাকে আপনি প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَحْيَا وَاَمُوْتُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নামে জীবিত হই ও আপনারই মৃত্যুবরণ করিব।

যখন সকাল হইত তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করিয়াছেন, আর মৃত্যুর পর তাহারই নিকট যাইতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে জাগ্রত হইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

অর্থ ঃ আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আয় আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিতেছি, আপনার নিকট নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি এবং আপনার নিকট আপনার রহমত প্রার্থনা করিতেছি, আয় আল্লাহ! আমাকে আরো এলেম দান করুন এবং হেদায়াত দান করার পর আমার অন্তরকে (পথভ্রষ্ট করিয়া) বাঁকা করিয়া দিবেন না এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাকে বিশেষ রহমত দান করুন, নিঃসন্দেহে আপনি অনেক বড় দাতা।

মজলিসে ও মসজিদে ও ঘরে প্রবেশ করিতে ও বাহির হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল দোয়া পাঠ করিতেন

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এরূপ খুবই কম হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস হইতে উঠিবার সময় আপন সঙ্গীগণের জন্য এই দোয়া না করিয়াছেন। (বরং অধিকাংশই এই দোয়া করিতেন।)

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا

وَلَا مُبَلِّغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে আপনার এই পরিমাণ ভয় দান করুন, যাহা আমাদের মধ্যে ও আপনার নাফরমানীর মধ্যে বাধা হইয়া যায়, আপনার এই পরিমাণ ফরমাবরদারী ও আনুগত্য দান করুন যাহা দ্বারা আপনি আমাদিগকে আপনার জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেন, এবং এই পরিমাণ একীন দান করুন যাহা দ্বারা দুনিয়ার আপদ বিপদ সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ হইয়া যায়। আর আপনি আমাদেরকে যতদিন জিন্দেগী দান করেন ততদিন আমাদের কান চোখ ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করেন, এবং এই সকল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে আমাদের জীবনকাল পর্যন্ত বাকী রাখেন। আর আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা শুধু তাহাদের নিকট হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করি যাহারা আমাদের প্রতি জুলুম করিয়াছে। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন যাহারা আমাদের সহিত শত্রুতা রাখে। আর আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মুসীবতে ফেলিবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের বড় উদ্দেশ্য বানাইয়া দিবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের এলেম ও জ্ঞানের পরিসীমা বানাইয়া দিবেন না, আর যাহারা আমাদের উপর দয়া করে না এমন লোকদেরকে আমাদের উপর শক্তি প্রদান করিবেন না।

এই অধ্যায়ের আরো কিছু দোয়া মজলিসের কাফফারা এর বর্ণনায় অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর হইতে বাহির হইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا –

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহর নামে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, আর আল্লাহর উপর ভরসা করিতেছি, আয় আল্লাহ্, আমরা আপনার নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, আমাদের নিজেদের পদস্খলন ঘটে বা আমরা কাহাকেও গোমরাহ করি বা আমরা কাহারো উপর জুলুম করি বা

আমাদের উপর কেহ জুলুম করে, আমরা কাহারো সহিত মূর্খ আচরণ করি বা আমাদের সহিত কেহ মূর্খ আচরণ করে।

হযরত ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ কালে এই দোয়া পড়িতেন—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আযমতওয়ালা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার সম্মানিত সত্তা ও তাঁহার অনাদি রাজত্বের আশ্রয় চাহিতেছি।

মানুষ যখন এই দোয়া পাঠ করে তখন শয়তান বলে, অবশিষ্ট সারাদিনের জন্য এই ব্যক্তিকে আমার ক্ষতি হইতে নিরাপদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফাতেমা বিনতে হোসাইন (রহঃ) আপন দাদী হযরত ফাতেমাতুল কোবরা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন প্রথম নিজের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করিতেন। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিতেন—

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ আয় আমার রব, আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন এবং আপন রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলিয়া দিন।

আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখন নিজের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন এবং আমার জন্য আপন ফজল এর দরজাসমূহ খুলিয়া দিন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, মসজিদে প্রবেশ করিতে ও মসজিদ হইতে বাহির হইতে

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ سَلَّمَ

এর পরিবর্তে

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরের দোয়াসমূহ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার এরাদা করিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি তোমারই সাহায্যে আক্রমণ করিব এবং তোমারই সাহায্যে কৌশল অবলম্বন করিব এবং তোমারই সাহায্যে চলিব।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহিরে সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উটের পিঠে আরোহণ করিয়া বসিয়া যাইতেন তখন তিনবার আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলিতেন, তারপর এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْاَرْضِ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ. وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

অর্থ ঃ তিনি পবিত্র যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য বাধ্য করিয়া

দিয়াছেন এবং আমরা তো (তাঁহার সাহায্য ব্যতীত) ইহাকে বাধ্য করিতে সক্ষম ছিলাম না এবং আমাদিগকে আমাদের রবের দিকে অবশ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আয় আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট নেকী, পরহেযগারী ও এমন সমস্ত আমলের তৌফিক চাহিতেছি যাহা দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হন। আয় আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন, এবং ইহার দূরত্বকে দ্রুত অতিক্রম করাইয়া দিন। আয় আল্লাহ! আপনি সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) স্থলাভিষিক্ত ও নায়েব। আয় আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট ও কষ্টদায়ক দৃশ্য ও পরিবার পরিজনের ও ধনসম্পদের প্রতি খারাপ প্রত্যাবর্তন হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

সফর হইতে ফিরিবার সময় উক্ত দোয়াগুলির সহিত অতিরিক্ত এই দোয়াও পড়িতেন—

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী (আল্লাহর) এবাদতকারী ও আপন রবের সম্মুখে সেজদাকারী।

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ بَلَاغًا يَّبْلُغُ خَيْرًا مَّغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْاَرْضَ. اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন উপায় প্রার্থনা করিতেছি যাহা কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে, এবং আপনার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি চাহিতেছি, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে নিঃসন্দেহে আপনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আয় আল্লাহ! সফরে আপনি সঙ্গী ও

পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) স্থলাভিষিক্ত। আয় আল্লাহ! আমাদের জন্য সফরকে সহজ করিয়া দিন এবং আমাদের জন্য জমিনকে গুটাইয়া দিন (অর্থাৎ অল্প সময়ে অধিক পথ অতিক্রম করাইয়া দিন।) এবং সফরের কষ্ট ও কষ্টদায়ক প্রত্যাবর্তন হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় যখন সাহরীর সময় হইত তখন এই দোয়া করিতেন—

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَافْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ -

অর্থ ঃ শ্রবণকারী আমাদের পক্ষ হইতে আল্লাহর হামদ ও সানা এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আমাদের উত্তম পরীক্ষাকে শুনিয়াছে। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সঙ্গী হইয়া যান এবং আমাদের উপর ফজল (দয়া) করুন, জাহান্নাম হইতে পানাহ চাহিয়া (এই দোয়াগুলি করিলাম)।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফর করিতাম। যখন সেই গ্রাম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত যাহাতে তিনি প্রবেশ করিবেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই গ্রামে বরকত নসীব করুন।

এই দোয়া তিন বার বলিয়া অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاهَا وَ حَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَ حَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদিগকে এই গ্রামের সজীবতা দান করুন, গ্রামবাসীর অন্তরে আমাদের প্রতি মহব্বত ঢালিয়া দিন এবং গ্রামের নেক লোকদের মহব্বত আমাদের অন্তরে পয়দা করিয়া দিন।

হযরত সুহাইব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই গ্রামে প্রবেশ করিতে চাহিতেন উহা দেখা মাত্র এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَرْنَ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হে সাত আসমান ও ঐ সকল মাখলুকের রব, যাহাদের উপর এই আসমান ছায়া করিয়া আছে, এবং হে বাতাস ও ঐ সকল জিনিসের রব, যাহাকে বাতাস উড়াইয়াছে, আমরা আপনার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর কল্যাণ কামনা করিতেছি, এবং এই গ্রাম ও গ্রামবাসী ও যাহা কিছু এই গ্রামে বিদ্যমান আছে উহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের দোয়ার এহতেমাম করার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরের আরো অনেক দোয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দেরকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

কাযাআহ (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেইভাবে বিদায় জানাইয়াছিলেন আমিও তোমাকে সেইভাবে বিদায় জানাই। অতঃপর তিনি এই দোয়া পাঠ করিলেন—

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

অর্থ ঃ আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতদারীর গুণ ও তোমার প্রত্যেক আমলের শেষাংশকে আল্লাহর সোপর্দ করিতেছি।

সালেম (রহঃ) বলেন, যখন কেহ সফরে যাওয়ার এরাদা করিত

তখন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিতেন, আমার নিকট আস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে যেইভাবে বিদায় জানাইতেন আমিও তোমাকে সেইভাবে বিদায় জানাই। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত দোয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। (অর্থাৎ আমার জন্য দোয়া করিয়া দিন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন। সে আরজ করিল, আরো কিছু দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন। সে পুনরায় আরজ করিল, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউন, আরো কিছু দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেখানেই থাক তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করিয়া দিন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে আমার কাওমের আমীর নিযুক্ত করিলেন তখন আমি তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বিদায় জানাইলাম। তিনি (আমার জন্য) এই দোয়া করিলেন—

جَعَلَ اللّٰهُ التَّقْوٰى زَادَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাকওয়াকে তোমার পাথেয় বানাইয়া দেন, তোমার গুনাহকে মাফ করিয়া দেন, এবং তুমি যেখানেই যাও, তোমাকে কল্যাণের তৌফিক দান করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি, আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর ভয় ও প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠিতে তাকবীর বলাকে নিজের জন্য

জরুরী বানাইয়া লও।

অতঃপর উক্ত ব্যক্তি যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার জন্য) এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তাহার সফরের দূরত্বকে দ্রুত অতিক্রম করাইয়া দিন এবং তাহার সফরকে সহজ করিয়া দিন।

খাওয়া, পান করা ও কাপড় পরিধানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখ হইতে যখন দস্তরখান উঠানো হইত তখন তিনি এই দোয়া পড়িতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যাহা অনেক বেশী ও পবিত্র ও বরকতময় ; আমাদের এই প্রশংসা যথেষ্ট (ও আপনার শান অনুযায়ী) নহে, আর না আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে পারি, আর না উহা হইতে অমুখাপেক্ষী হইতে পারি, হে আমাদের রব!

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইতেন বা পান করিতেন তখন এরূপ বলিতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করিতেন প্রথম উক্ত কাপড়ের

নাম কোর্তা, পাগড়ী বা চাদর ইত্যাদি উল্লেখ করিতেন। অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْ هٰذَا اَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনিই আমাকে এই কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, আমি আপনার নিকট এই কাপড়ের কল্যাণ ও যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার কল্যাণ চাহিতেছি, এবং ইহার অকল্যাণ ও যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

চাঁদ দেখা, বজ্রের আওয়াজ শুনা, মেঘ দেখা ও জোর বাতাসের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

চাঁদ দেখার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ—

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি এই চাঁদকে আমাদের উপর বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সহিত উদিত করুন। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার রব আল্লাহ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) দোয়ার শব্দগুলি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاَمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ –

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আয় আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের উপর নিরাপত্তা, শান্তি ও ইসলামের সহিত ও আপনার পছন্দনীয় ও প্রিয় আমলের তৌফিকের সহিত উদিত করুন, (হে চাঁদ) আমাদের ও তোমার রব, আল্লাহ।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন এরূপ বলিতেন—

هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ

অর্থ ঃ ইহা কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ।

অতঃপর তিনবার এই দোয়া পাঠ করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই মাসের কল্যাণ ও তকদীরের কল্যাণ চাহিতেছি, আর ইহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

বজ্র, মেঘ ও জোর বাতাসের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বজ্রপাতের আওয়াজ শুনিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ –

করিবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করিবেন না এবং আমাদেরকে উহার পূর্বেই নিরাপত্তা দান করুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন জোর বাতাস ছুটিত তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ ও যাহা কিছু এই বাতাসের ভিতর রহিয়াছে, উহার কল্যাণ ও যাহা কিছু দিয়া এই বাতাস প্রেরিত হইয়াছে, উহার কল্যাণ চাহিতেছি। আর আমি এই বাতাসের অকল্যাণ ও যাহা কিছু এই বাতাসের ভিতর রহিয়াছে উহার অকল্যাণ ও যাহা কিছু দিয়া এই বাতাস প্রেরিত হইয়াছে উহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসমানের কিনারা দিয়া মেঘ উঠিতে দেখিতেন তখন কাজকর্ম ছাড়িয়া দিতেন, নামাযরত থাকিলে উহা সংক্ষেপ করিতেন। অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই মেঘের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

তারপর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেলে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! ইহাকে অধিক বর্ষণকারী, বরকতময় ও উপকারী বানাইয়া দিন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসমানের কিনারায় ঘন মেঘ দেখিতেন তখন যে কোন কাজে মশগুল থাকিতেন উহা ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি নামাযে থাকিলেও। অতঃপর মেঘের প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং এই দোয়া

পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا أُرْسِلَ بِهٖ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সেই জিনিসের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা দিয়া এই মেঘ প্রেরিত হইয়াছে।

অতঃপর যদি বৃষ্টি হইয়া যাইত তবে তিনবার এই দোয়া করিতেন—

صَيِّبًا نَافِعًا

অর্থ ঃ ইহাকে অধিক বর্ষণকারী ও উপকারী বানাইয়া দিন।

আর যদি বৃষ্টি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা এই মেঘকে সরাইয়া দিতেন তবে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিতেন।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, যখন জোর বাতাস চলিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন

اَللّٰهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيْمًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! এমন বাতাস চালান যাহা দ্বারা গাছে গাছে খুব ফল ধরে, বন্ধ্যা নহে (যাহা কোন উপকারে আসে না)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সমস্ত দোয়া যাহার জন্য কোন সময় নির্ধারিত ছিল না

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়াত ও তাকওয়া ও চারিত্রিক পবিত্রতা ও অন্তরের ধনী হওয়া চাহিতেছি।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ، وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ، وَمَا أَنْتَ

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَ خَطَئِيْ وَ عَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার ভুল আমার মূর্খতাপূর্ণ কাজ ও কাজেকর্মে আমার সীমালংঘনকে এবং ঐ সকল গুনাহকে যাহা আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন মাফ করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমার ঐ সকল গুনাহ যাহা স্ব ইচ্ছায় সত্যি সত্যিভাবে করিয়াছি বা ঠাট্টাচ্ছলে করিয়াছি বা ভুলক্রমে করিয়াছি বা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃত করিয়াছি সবই মাফ করিয়া দিন, আর এই সমস্ত গুনাহই আমার রহিয়াছে। আয় আল্লাহ! আমার পূর্ব–পরের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন। আর যে গুনাহ গোপনে করিয়াছি ও প্রকাশ্যে করিয়াছি তাহাও মাফ করিয়া দিন এবং যে সকল গুনাহ আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন তাহাও মাফ করিয়া দিন। আপনিই আগে বাড়ানেওয়ালা, পিছনে হটানেওয়ালা এবং আপনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার দ্বীনকে ঠিক করিয়া দিন, যাহা দ্বারা আমার সর্ববিষয়ের হেফাজত হয়, আর আমার দুনিয়াকেও ঠিক করিয়া দিন, যাহার সহিত আমার জীবিকার সম্পর্ক রহিয়াছে, আমার আখেরাতকেও ঠিক করিয়া দিন যেখানে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে,

এবং জীবনকে আমার জন্য সর্বপ্রকার নেককাজ অধিক পরিমাণে করার উপায় বানাইয়া দিন, আর মৃত্যুকে সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে আরাম লাভের উপায় বানাইয়া দিন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ، اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার অনুগত হইয়া গিয়াছি, এবং আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি, এবং আপনার উপর ভরসা করিয়াছি এবং আপনার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছি এবং আপনার সাহায্যেই আমি (বাতিলওয়ালাদের সহিত) ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়াছি। আয় আল্লাহ! আমি এই বিষয়ে আপনার ইজ্জতের পানাহ চাহিতেছি যে, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেন, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনার সত্তাই চিরঞ্জীব যাহার মৃত্যু হইবে না, আপনি ব্যতীত সমস্ত জ্বীন-ইনসান মৃত্যুবরণ করিবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এরূপ দোয়া করিতেন—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ ঃ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর জমাইয়া রাখুন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ جَسَدِيْ، وَعَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ

الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে আমার শরীর ও দৃষ্টিতে সুস্থতা দান করুন এবং এই দৃষ্টিশক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত বাকী রাখুন। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনি ধৈর্যশীল, দানশীল। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি আরশে আযীমের রব এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে দোয়া করিতেন—

رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَاتَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَاتَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَايَ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا - اَوْ مُنِيْبًا - تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমাকে সহযোগিতা করুন এবং আমার বিরুদ্ধে কাহাকেও সহযোগিতা করিবেন না এবং আমাকে সাহায্য করুন, আর আমার বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করিবেন না, এবং আমার জন্য তদবীর করুন আর আমার বিরুদ্ধে তদবীর করিবেন না, এবং আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং হেদায়াতের উপর দৃঢ় থাকা আমার জন্য সহজ করিয়া দিন। আর যে আমার উপর জুলুম করে তাহার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। হে আমার রব, আমাকে আপনার শোকরকারী, আপনার যিকিরকারী, আপনাকে ভয় করনেওয়ালা, আপনার অনুগত, আপনার প্রতি মনোযোগী বানাইয়া দিন, আমার তওবা কবুল করুন, আর আমার গুনাহকে ধৌত করিয়া দিন, আর আমার দোয়াকে কবুল করুন। আমার দলীল–প্রমাণকে মজবুত করিয়া দিন এবং আমার অন্তরকে হেদায়াত দান করুন এবং আমার জিহ্বাকে সোজা রাখুন এবং আমার অন্তরের হিংসা–বিদ্বেষকে দূর করিয়া দিন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এমন আমল এবং আপনার মাগফিরাতকে জরুরী করিয়া দেয় এমন উপকরণ এবং প্রত্যেক গুনাহ হইতে হেফাজত আর প্রত্যেক নেক কাজের তৌফিক, আর জান্নাতে প্রবেশের সফলতা ও দোযখ হইতে নাজাত চাহিতেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ ظُلْمَنَا وَ هَزْلَنَا وَ جِدَّنَا وَ عَمْدَنَا وَ كُلَّ ذٰلِكَ عِنْدَنَا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদের সমস্ত গুনাহকে মাফ করিয়া দিন, আমাদের জুলুম, আমাদের হাসি-তামাশার গুনাহ এবং আমাদের সত্যকার গুনাহ ও ইচ্ছাকৃত গুনাহ—এই সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দিন। এরূপ প্রত্যেক গুনাহ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا اَخْطَاْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ، وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার ঐ সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন যাহা আমার দ্বারা ভুলে সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ইচ্ছাকৃত হইয়াছে এবং যাহা আমি গোপনে করিয়াছি ও প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যাহা আমি না জানিয়া করিয়াছি আর যাহা জানিয়া শুনিয়া করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার চেহারাকে সুন্দর বানাইয়াছেন অতএব আমার চরিত্রকেও সুন্দর করিয়া দিন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِيْ السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ

অর্থ ঃ হে আমার রব, মাফ করিয়া দিন, রহম করুন এবং আমাকে সরল ও মজবুত পথে পরিচালিত করুন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

يَا وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِيْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ

অর্থ ঃ হে ইসলাম ও মুসলমানদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী, আমাকে আপনার সাক্ষাৎলাভ পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) ইসলামের উপর মজবুত রাখুন।

হযরত বুস্‌র ইবনে আবি আরতাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا، وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! সকল কাজে আমাদের পরিণতিকে ভাল করিয়া দিন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপদস্থতা ও আখেরাতের আযাব হইতে নিরাপদ রাখুন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া করিতে

থাকিবে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিবে।

হযরত আবু সিরমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ غِنَایَ وَ غِنٰی مَوْلَایَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নিজের জন্য ও আমার সহিত সম্পর্কযুক্ত এরূপ সকলের জন্য সচ্ছলতা চাহিতেছি।

হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الطَّیِّبَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ، وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَیَّ وَاِنْ اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِیْ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পবিত্র জিনিস চাহিতেছি এবং খারাপ কাজ পরিত্যাগ করার তৌফিক চাহিতেছি, মিসকীনদের মহব্বত চাহিতেছি এবং ইহাও চাহিতেছি যে, আপনি আমার তওবা কবুল করেন আর যদি কখনও আপন বান্দাগণকে পরীক্ষায় ফেলিতে চাহেন তবে আমাকে পরীক্ষা ব্যতিরেকেই আপনার নিকট উঠাইয়া লইবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَیَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّیْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِیْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! বৃদ্ধ বয়সে ও শেষ বয়সে আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত রুযী দান করুন।

জামে' দোয়াসমূহ
অর্থাৎ কম শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে' (অর্থাৎ কমশব্দ, কিন্তু অর্থ ব্যাপক এরূপ) দোয়া পছন্দ করিতেন আর অন্যান্য দোয়া ছাড়িয়া দিতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে আমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়া কোন কথা বলিলেন। আমি নামায পড়িতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আয়েশা, কামেল ও জামে' দোয়া করিও। নামায শেষ করিয়া আমি সেই (কামেল ও জামে') দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, (এরূপ) বল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ
وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ
وَمَالَمْ اَعْلَمْ، وَاَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ،
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاَسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট সর্বপ্রকার কল্যাণ চাহিতেছি, জলদী আগমনকারী হউক বা দেরীতে আগমনকারী হউক, জানা হউক বা অজানা হউক এবং আপনার নিকট সর্বপ্রকার অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি, উহা জলদী আগমনকারী হউক বা দেরীতে আগমনকারী হউক, জানা হউক বা অজানা হউক। আমি আপনার নিকট

জান্নাত ও এমন কথা ও কাজের তৌফিক চাহিতেছি যাহা জান্নাতের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। আর আমি আপনার নিকট এরূপ সকল কল্যাণ চাহিতেছি যাহা আপনার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট চাহিয়াছেন এবং এমন সমস্ত জিনিস হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি যাহা হইতে আপনার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট পানাহ চাহিয়াছেন, আর আমি চাহিতেছি যে, আপনি যে কোন বিষয়ে আমার জন্য ফয়সালা করেন উহার পরিণতিকে উত্তম বানাইয়া দিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নামায পড়িতেছিলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসিলেন। তাহার কোন কাজ ছিল, আমার নামায শেষ করিতে দেরী হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক জামে' দোয়া কর। আমি নামায শেষ করিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক জামে' দোয়া কি? তিনি বলিলেন, বল, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের দোয়াটি উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দোয়া করিলেন, যাহার কিছুই আমাদের মনে রহিল না। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনেক দোয়া করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের উহা হইতে কিছুই স্মরণ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদেরকে এরূপ জামে' দোয়া বলিয়া দিব কি? যাহার মধ্যে এই সমস্ত দোয়া শামিল হইয়া যায়? তোমরা এরূপ দোয়া কর—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সমস্ত কল্যাণ চাহিতেছি, যাহা আপনার নিকট আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিয়াছেন, এবং ঐ সমস্ত জিনিস হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি, যেই সমস্ত জিনিস হইতে আপনার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট পানাহ চাহিয়াছেন, আপনিই সেই সত্তা, যাহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয়, এবং (মকসুদ পর্যন্ত) পৌঁছানো (এর দায়িত্ব আপনার দয়ায়) আপনারই উপর রহিয়াছে, গুনাহ হইতে বাঁচার ও নেককাজ করার শক্তি অর্জন একমাত্র আপনার তৌফিকেই হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট পানাহ ও আশ্রয় চাওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِیْ رِوَایَةٍ وَضَلَعِ الدَّیْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি অক্ষম হইয়া যাওয়া হইতে, অলসতা হইতে, কাপুরুষতা হইতে, অতি বার্ধক্য হইতে, কৃপণতা হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি। কবরের আযাব হইতে, জীবন মৃত্যুর ফেৎনা হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি। অপর রেওয়ায়াতে আছে—ঋণের বোঝা হইতে এবং লোকদের পীড়ন ও চাপ হইতে (আপনার নিকট হইতে পানাহ চাহিতেছি)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দোয়াতে এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ اَعْمَلْ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি যে সকল আমল আজ পর্যন্ত করিয়াছি

উহার অকল্যাণ হইতে এবং যে আমল করি নাই উহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া ইহাও ছিল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার দেওয়া নেয়ামত দূর হইয়া যাওয়া হইতে এবং আপনার দেওয়া সুস্থতা ও নিরাপদ অবস্থা হটিয়া যাওয়া হইতে ও আপনার আকস্মিক ধরা ও পাকড়াও হইতে ও আপনার সর্বপ্রকার গোসসা ও নারাজী হইতে পানাহ চাহিতেছি।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে সেই দোয়াই বলিতেছি, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَمِّ، وَ عَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দুঃখ-চিন্তা ও কবরের আযাব হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আমার নফসকে তাকওয়া দান করুন এবং উহাকে পাকপবিত্র করিয়া দিন, আপনিই উহাকে উত্তমভাবে পাককারী আর আপনিই উহার মালিক ও মনিব। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি এমন এলেম হইতে যাহা উপকারে না আসে, এবং এমন দিল হইতে যাহাতে খুশূ' না থাকে এবং এমন (লোভী) নফস

হইতে যে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, এবং এমন দোয়া হইতে যাহা কবুল হয় না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আগুনের ফেৎনা হইতে, আগুনের আযাব হইতে সচ্ছলতা ও অভাব অনটনের অনিষ্ট হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত কুতবা ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি খারাপ চরিত্র, খারাপ আমল এবং নফসের খারাপ খাহেশ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি শ্বেতরোগ হইতে, উন্মাদ হওয়া হইতে, কুষ্ঠরোগ হইতে এবং সর্বপ্রকার খারাপ ও কষ্টদায়ক রোগ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আবুল ইয়াসার সাহাবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ

الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি দেয়াল চাপা পড়িয়া মৃত্যুবরণ হইতে, উঁচুস্থান হইতে পড়িয়া মৃত্যুবরণ হইতে, পানিতে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ হইতে, আগুনে পুড়িয়া মৃত্যুবরণ হইতে এবং অতি বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ হইতে আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি এবং আপনার নিকট ইহা হইতে পানাহ্ চাহিতেছি যে, মৃত্যুর সময় শয়তান আমার বিবেক নষ্ট করিয়া আমাকে গোমরাহ করিয়া দেয় এবং আপনার রাস্তায় যুদ্ধের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া মৃত্যুবরণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি এবং সাপ ইত্যাদি প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ হইতে আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি ক্ষুধা হইতে আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি, কেননা ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দ সঙ্গী এবং আপনার নিকট খেয়ানত হইতে পানাহ্ চাহিতেছি, কেননা খেয়ানত অতীব মন্দ স্বভাব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ও মুনাফেকী ও মন্দ আখলাক হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

اَلْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَ سَيِّىءِ الْاَسْقَامِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি এবং অন্তরের কাঠিন্য ও অমনোযোগিতা, ও অভাব ও অপমান ও অপদস্থতা হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি এবং পাপকর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ ও মুনাফেকী, যশ-খ্যাতি ও রিয়াকারী হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি। এবং বধির ও বাকশক্তিহীন হওয়া হইতে, পাগল হওয়া ও কুষ্ঠরোগ হইতে ও সর্বপ্রকার খারাপ ও কষ্টদায়ক রোগ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ، وَ مِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! খারাপ দিন, খারাপ রাত্র, খারাপ মুহূর্ত, খারাপ সঙ্গী ও স্থায়ী আবাসস্থলে খারাপ প্রতিবেশী হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ জিনিস হইতে পানাহ্ চাহিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَ سُوْءِ الْعُمُرِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি কৃপণতা ও কাপুরুষতা, সীনা (ও বুকের ভিতরকার) ফেৎনা হইতে এবং কবরের আযাব ও বয়সের অনিষ্ট অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ হইয়া কষ্ট পাওয়া হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে এই কালেমাগুলির মাধ্যমে আল্লাহর পানাহতে দিতেন—

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ -

অর্থ ঃ আমি তোমাদের উভয়কে শয়তান হইতে ও কষ্টদায়ক বিষাক্ত প্রাণী হইতে এবং সর্বপ্রকার বদনজর হইতে আল্লাহর পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয়ে দিতেছি।

জ্বীন জাতি হইতে আল্লাহর পানাহ চাওয়া

আবু তাইয়াহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে খানবাশ তামীমী (রাঃ) বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, যেই রাত্রে জ্বীনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল সেই রাত্রে তিনি কি (ব্যবস্থা গ্রহণ) করিয়াছিলেন? হযরত আবদুর রহমান ইবনে খানবাশ (রাঃ) বলিলেন, সেই রাত্রে শয়তানেরা ময়দান ও পাহাড়ী পথের দিক হইতে নামিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতে এক শয়তানের হাতে একটি অগ্নিশিখা ছিল যাহা দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক জ্বালাইয়া দিতে চাহিতেছিল। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নামিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি বলিব? জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, বলুন—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، يَارَحْمٰنُ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আল্লাহর কামেল ও পরিপূর্ণ কলেমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ঐ সমস্ত জিনিসের অকল্যাণ হইতে যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন ও অস্তিত্ব দান করিয়াছেন এবং এরূপ প্রত্যেক জিনিসের অকল্যাণ হইতে যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় ও এরূপ প্রত্যেক জিনিসের অকল্যাণ হইতে যাহা আসমানে উঠিয়া যায়। রাত্র দিনের ফেৎনাসমূহ হইতে এবং রাত্রিকালে সর্বপ্রকার আগমনকারীর অকল্যাণ হইতে, তবে রাত্রের সেই আগমনকারী ব্যতীত, যে কল্যাণ বহন করিয়া আনে, হে রাহমান!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই কালেমাগুলি পাঠ করিলেন তখন শয়তানের আনিত আগুন নিভিয়া গেল এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁহার নিকট একজন গ্রাম্য ব্যক্তি আসিল এবং সে আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী, আমার এক ভাই আছে, তাহার একটি কষ্ট আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই কষ্ট? সে বলিল, জিনের আছর। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। গ্রাম্য লোকটি তাহার ভাইকে লইয়া আসিল এবং তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বসাইয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা ও নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া তাহাকে আল্লাহ তায়ালার পানাহতে দিলেন। আয়াতসমূহ এই—সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, তারপর এই দুই আয়াত—ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহেদ এবং আয়াতুল কুরসী। অতঃপর সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত এবং সূরা আলে এমরানের এক আয়াত—শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা এলাহা ইল্লা হু ও সূরা আরাফের এক আয়াত—ইন্না রব্বাকুমুল্লাহ এবং সূরা মুমিনূনের শেষ আয়াত— ফাতাআলাল্লাহুল মালিকুল হাক ও সূরা জিনের এক আয়াত—ওয়াআন্নাহু তাআলা জাদ্দু রব্বিনা এবং সূরা সাফফাতের প্রথম দশ আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষ

তিন আয়াত, আর সূরা এখলাস—কুল হুআল্লাহু আহাদ ও সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। অতঃপর লোকটি সেখান হইতে এমনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল যেন তাহার কখনও কোন কষ্টই ছিল না।

রাত্রে ঘুম না আসিলে বা ভয় পাইলে কি পড়িবে?

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন যে, তিনি রাত্রে কিছু ভীতিকর জিনিস দেখিতে পান, যে কারণে তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খালেদ ইবনে ওলীদ, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিখাইয়া দিব না? যাহা তিনবার পাঠ করিলে আল্লাহ তায়ালা তোমার এই কষ্টকে দূর করিয়া দিবেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। আমি তো এই আশায় আপনাকে জানাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই কলেমাগুলি পাঠ কর—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ.
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁহার শাস্তি এবং তাঁহার বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানদের কুমন্ত্রণা ও তাহাদের আমার নিকট আগমন হইতে আল্লাহর পরিপূর্ণ ও কামেল কলেমাসমূহের পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মাত্র কয়েক রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত খালেদ (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি আমাকে যে কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমি মাত্র তিনবার পাঠ করিতেই আল্লাহ তায়ালা আমার সেই কষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন, এখন আমার অবস্থা এমন যে, আমি রাত্রিবেলা সিংহের ঝোপেও নির্ভয়ে ঢুকিয়া পড়িতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পায় তখন সে যেন এই কলেমাগুলি পাঠ করে—

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ ......

পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) তাহার সন্তানদের যে কেহ বুঝের বয়সে উপনীত হইত তাহাকে এই দোয়া শিখাইয়া দিতেন, আর যাহারা অবুঝ, তাহাদের জন্য কাগজে লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

নাসায়ীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ঘুমের মধ্যে ভয় পাইতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যখন বিছানায় শয়ন কর তখন এই দোয়া পাঠ করিও—

بِسْمِ اللّٰهِ ......

দোয়ার পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) মুআত্তা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই দোয়া পাঠ করিও। অতঃপর উপরোক্ত দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ওলীদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভয় ভয় লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যখন বিছানায় শয়ন কর তখন এই দোয়া পাঠ করিও। অতঃপর উপরোক্ত দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কষ্ট-পেরেশানী, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সময় দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যখন কোন পেরেশানী বা কষ্টের সম্মুখীন হও তখন এইগুলি পাঠ করিও—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দানশীল। আল্লাহ্ পবিত্র ও বরকতময় যিনি মহান আরশের রব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বিষয়ে পেরেশান হইতেন তখন এরূপ বলিতেন—

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব, হে সংরক্ষণকারী, আপনার রহমতের উসিলায় ফরিয়াদ করিতেছি।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পেরেশানী বা দুঃখ-কষ্ট আসিলে তিনি এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّيْ لَا أُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

অর্থ ঃ আল্লাহ্, আল্লাহ আমার রব, আমি তাঁহার সহিত কোন জিনিসকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না।

ইবনে জারীর ও ইবনে আবি শাইবা হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত আসমা (রাঃ)এর উক্ত হাদীস এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পেরেশানীর সময় পড়িবার জন্য এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর উপরোক্ত দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা সকলে ঘরের ভিতর ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার উভয় চৌকাঠ ধরিয়া বলিলেন, হে বনু আবদিল মুত্তালিব, যখন তোমাদের উপর কোন পেরেশানী বা কঠিন অবস্থা বা অভাব অনটন আসে তখন তোমরা এই দোয়া পাঠ করিও—

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبُّنَا لَا نُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পেরেশানীর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পাঠ করিতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই যিনি মহান ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই যিনি মহান আরশের রব, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আসমান ও জমিনের রব, এবং সম্মানিত আরশের রব।

হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যাপারে ভীত হইতেন তখন এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যে কোন বান্দা সাতবার এই দোয়া পাঠ করিবে, তাহা সত্য মনে হউক বা মিথ্যা মিথ্যি হউক আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে দূর করিয়া দিবেন। দোয়া এই—

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি তাহারই উপর ভরসা করিলাম, আর তিনি মহান আরশের রব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে চিন্তিত হয় বা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় বা কোন বাদশাহের পক্ষ হইতে

শংকিত হয় এবং এই কলেমাগুলি দ্বারা দোয়া করে তবে তাহার দোয়া অবশ্যই কবুল হইবে—

أَسْئَلُكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَأَسْئَلُكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَأَسْئَلُكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ. إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ ঃ আমি আপনার নিকট এই কথার উসিলায় চাহিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, হে সপ্ত আসমানের ও মহান আরশের রব, এবং আমি আপনার নিকট এই কথার উসিলায় চাহিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, হে সপ্ত আসমানের ও সম্মানিত আরশের রব, এবং আমি আপনার নিকট এই কথার উসিলায় চাহিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, হে সপ্ত আসমান ও সপ্ত জমিনের ও যে সকল জিনিস উহাতে বিদ্যমান আছে উহার রব, নিঃসন্দেহে আপনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

অতঃপর তুমি তোমার প্রয়োজন প্রার্থনা কর।

জালিম বাদশাহের পক্ষ হইতে ভয়ের সময় দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জালেম বাদশাহের নিকট (হইতে ভয়) ও যে কোন ভীতিকর অবস্থায় পাঠ করার জন্য এই দোয়া শিখাইয়াছেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ -

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত দানশীল, আল্লাহ পাক ও পবিত্র যিনি সপ্ত আসমান ও মহান

আরশের রব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, আমি আপনার বান্দাগণের অনিষ্ট হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

আবু রাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) (বাধ্য হইয়া) নিজ কন্যাকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কন্যাকে বলিয়াছিলেন, যখন হাজ্জাজ তোমার নিকট ভিতরে প্রবেশ করিবে তখন তুমি এই দোয়া পাঠ করিবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অত্যন্ত দানশীল, আল্লাহ পবিত্র যিনি মহান আরশের রব, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের রব।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হইতেন তখন উপরোক্ত দোয়া পাঠ করিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)এর কন্যা এই দোয়া পাঠ করার কারণে) হাজ্জাজ তাহার নিকট আসিতে পারে নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন তুমি কোন প্রতাপশালী বাদশাহের নিকট যাও, এবং তোমার ভয় হয় যে, সে তোমার উপর অত্যাচার করিবে, তখন তুমি তিনবার এই দোয়া পড়িও—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ اَنْ يَّقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَ جُنُوْدِهِ وَاَتْبَاعِهِ وَاَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ، اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّىْ جَارًا، مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ - (ثلاث

مـرات)

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ আপন সমস্ত মাখলুক অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও প্রবল, আল্লাহ তাহাদের সকল হইতে অধিক সম্মানিত ও প্রবল, যাহাদিগকে আমি ভয় করি ও যাহাদের হইতে আমি বাঁচিতে চাই, আমি আল্লাহর পানাহ চাহিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, এবং যিনি আপন আদেশ দ্বারা সপ্ত আসমানকে জমিনের উপর পতিত হইতে রুখিয়া রাখিয়াছেন। আপনার অমুক বান্দার অনিষ্ট হইতে এবং তাহার লশকর ও তাহার অনুসারী ও তাহার অনুগতদের অনিষ্ট হইতে, তাহারা জিন হউক বা মানুষ হউক। আয় আল্লাহ আপনি আমার জন্য এই সকলের অনিষ্ট হইতে আশ্রয়দাতা হইয়া যান, আর আপনার সানা সুমহান, আপনার আশ্রয় গ্রহণকারী বিজয়ী হয়, আপনার নাম বরকতময়, আর আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের কেহ যখন কোন শাসকের ক্রোধ ও তাহার অত্যাচারের আশংকা করে তখন সে যেন এই দোয়া পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلَانٍ وَاَحْزَابِهِ وَاَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَنْ يَّفْرُطُوْا عَلَيَّ وَاَنْ يَّطْغَوْا، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! সপ্ত আসমান ও মহান আরশের রব, আপনি আমার জন্য অমুকের অনিষ্ট হইতে ও তাহার সাহায্যকারী দলের অনিষ্ট ও তাহার অনুগত জিন ও মানুষের অনিষ্ট হইতে আশ্রয়দাতা হইয়া যান। যেন তাহারা আমার উপর কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করিতে না পারে। আপনার আশ্রয় গ্রহণকারী বিজয়ী হয় এবং আপনার সানা (প্রশংসা) সুমহান আর আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

যখন তোমরা এই দোয়া পাঠ করিবে তখন সেই জালেম শাসকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় তোমাদেরকে স্পর্শ করিতে

পারিবে না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন কোন জালেম বাদশাহকে ভয় করে তখন সে এই দোয়া পাঠ করিবে। অতঃপর উপরোক্ত দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তবে এই রেওয়ায়াতে এরূপ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে—

كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ - يَعْنِي الَّذِيْ يُرِيْدُ - وَ شَرِّ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَاَتْبَاعِهِمْ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

অর্থাৎ, আপনি আমার জন্য অমুকের বেটা অমুকের অনিষ্ট হইতে (এইখানে উক্ত জালেম বাদশাহের নাম উল্লেখ করিবে) এবং জিন ও মানুষের ও তাহাদের অনুসারীদের অনিষ্ট হইতে আশ্রয়দাতা হইয়া যান, যাহাতে তাহাদের কেহ আমার উপর অত্যাচার করিতে না পারে। আপনার আশ্রয় গ্রহণকারী বিজয়ী হয় এবং আপনার সানা অতি মহান এবং আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

ঋণ পরিশোধের দোয়া

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, একজন মুকাতিব গোলাম (অর্থাৎ যে গোলামের সহিত তাহার মনিব মুক্তিপণ আদায়ের বিনিময়ে তাহাকে গোলামী হইতে মুক্তিদানের চুক্তি করিয়াছে।) হযরত আলী (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি মুক্তিপণের মাল আদায় করিতে অক্ষম হইয়া গিয়াছি, আপনি আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাকে সেই কলেমাগুলি শিখাইয়া দিব না, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখাইয়াছিলেন? যদি তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় পরিমাণ ঋণও হয়, আল্লাহ তায়ালা তোমার সেই ঋণকে পরিশোধ করিয়া দিবেন।

তুমি এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে আপনার হালাল রুযী দান করিয়া হারাম হইতে রক্ষা করুন এবং আপন দয়ায় আমাকে আপনি ব্যতীত অপর সকল হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়িল, যাহাকে আবু উমামা বলিয়া ডাকা হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু উমামা, কি ব্যাপার! তুমি আজ নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদে বসিয়া রহিয়াছ? হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন কালাম শিখাইয়া দিব না, তুমি যখন উহা পাঠ করিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সকাল–সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করিতে থাক—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুশ্চিন্তা ও দুঃখ হইতে পানাহ চাহিতেছি, এবং অক্ষমতা ও অলসতা হইতে আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি এবং কাপুরুষতা ও কৃপণতা হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি, এবং ঋণের আধিক্য ও আমার উপর লোকদের চাপ সৃষ্টি হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি এই দোয়া পাঠ করিলাম,

আর আল্লাহ তায়ালা আমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিলেন এবং ঋণও পরিশোধ করিয়া দিলেন।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমুআর দিন হযরত মুআয (রাঃ)কে দেখিতে পাইলেন না। নামায শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে মুআয, কি ব্যাপার? আজ জুমুআর নামাযে তোমাকে দেখিলাম না? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর এক ইহুদীর এক উকিয়া স্বর্ণ ঋণ রহিয়াছে। আপনার খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর পথে ইহুদীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে মুআয! আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিক্ষা দিব না, যাহা পাঠ করিলে তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহা পরিশোধ করিয়া দিবেন? হে মুআয, তুমি এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ، وَ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا، تُعْطِىْ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَ تَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ، اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হে সমস্ত রাজত্বের মালিক, আপনি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনাইয়া লন এবং আপনি যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা

—১৩

বে-ইজ্জত করেন, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে, নিঃসন্দেহে আপনি সকল জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, আপনি রাত্রকে দিনের ভিতর প্রবেশ করান এবং দিনকে রাত্রের ভিতর প্রবেশ করান, (কখনও রাত্র বড় হয় কখনও দিন বড় হয়) এবং আপনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং আপনি যাহাকে চাহেন বে-হিসাব রুযি দান করেন। হে দুনিয়া আখেরাতের রহমান এবং উভয় জাহানের রহীম, আপনি দুনিয়া আখেরাতে যাহাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা না দিয়া রুখিয়া দেন। আপনি আমার উপর এরূপ বিশেষ রহমত নাযিল করুন যাহার পর আমার আর কাহারো রহমতের প্রয়োজন না থাকে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাইয়া দিব না, যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণও তোমার উপর ঋণ থাকে তবে তাহা আল্লাহ তায়ালা পরিশোধ করিয়া দিবেন? হে মুআয, তুমি এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ .....

অতঃপর উপরোক্ত দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই রেওয়ায়াতে 'তুলিযুল লায়লা' হইতে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ নাই এবং অতিরিক্ত এই অংশ রহিয়াছে—

رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ -

দোয়ার পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

কোরআন হেফয করার দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া

আরজ করিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আমার সীনা হইতে এই কোরআন বাহির হইয়া গিয়াছে, আমার মনে হইতেছে আমি কোরআনকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না এবং উহাকে মুখস্থ রাখিতে পারিতেছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কলেমা শিক্ষা দিব যাহা দ্বারা তোমারও উপকার হইবে এবং যাহাকে তুমি শিক্ষা দিবে তাহারও উপকার হইবে এবং যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা তোমার সীনার মধ্যে জমিয়া থাকিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই, শিখাইয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন জুমুআর রাত্র হইবে, তখন যদি তুমি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিতে পার (তবে ইহা অতি উত্তম) কেননা এই সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং এই সময় দোয়া কবুল হয় এবং আমার ভাই ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আপন ছেলেদেরকে বলিয়াছিলেন—

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ

(অর্থ ঃ অতিসত্বর আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা চাহিব।) আর এই অতিসত্বর দ্বারা জুমুআর রাত্রিই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি তুমি শেষ তৃতীয়াংশে উঠিতে না পার তবে মধ্যরাত্রে উঠিবে। আর যদি ইহাও করিতে না পার তবে রাত্রের প্রথমাংশে উঠিয়া চার রাকাত নামায পড়িবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা ইয়াসীন পড়িবে, এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা হা–মীম দুখান ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল সেজদা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা তাবারাকাল্লাযি পড়িবে। তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত শেষ করিয়া অধিক পরিমাণে ও উত্তমরূপে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করিবে, অতঃপর আমার উপর ও সমস্ত নবীদের উপর দরূদ পাঠ করিবে, তারপর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ও তোমার যে সকল ভাই ঈমানের সহিত তোমার পূর্বে দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সকলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিবে। এই সমস্ত কিছুর পর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ وَارْحَمْنِىْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِىْ وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ. اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَ نُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ اَتْلُوَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَ نُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ، وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِىْ، وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ، وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ، وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِىْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার উপর মেহেরবানী করুন, যেন যতদিন জীবিত থাকি গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকি এবং আমার উপর মেহেরবানী করুন যেন বেফায়েদা কাজে আমি লিপ্ত না হই, এবং আমাকে তৌফিক দান করুন, যেন আমি সেই সকল কাজের ব্যাপারে উত্তমরূপে ফিকির করি যাহাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আয় আল্লাহ! হে পূর্ব নমুনাবিহীন আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে আযমত ও জালালওয়ালা, হে একরাম ও এহসানওয়ালা, এবং এরূপ ইজ্জতের মালিক যাহা অর্জন করার কেহ কল্পনা করিতে পারে না। আয় আল্লাহ! আয় রাহমান, আমি আপনার আযমত ও জালাল ও আপনার সত্তার নূরের উসিলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, যেমনভাবে আপনি আমাকে আপনার কিতাবের এলেম দান করিয়াছেন তেমনভাবে আমার অন্তরকে উহা ইয়াদ রাখার তৌফিক দান করুন, এবং আমাকে উহা

এরূপভাবে তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন যাহাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আয় আল্লাহ! হে পূর্ব নমুনাবিহীন আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে আযমত ও জালাওয়ালা, হে একরাম ও এহসানওয়ালা, এবং এরূপ ইজ্জতের মালিক যাহা অর্জন করার কেহ কল্পনা করিতে পারে না। হে আল্লাহ! হে রহমান, আমি আপনার আযমত ও জালাল ও আপনার সত্তার নূরের উসিলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপনার কিতাব দ্বারা আমার দৃষ্টিকে নূরানী করিয়া দিন এবং উহাকে আমার জবানে জারী করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের দুঃখ-চিন্তাকে দূর করিয়া দিন এবং বক্ষকে উন্মুক্ত করিয়া দিন, এবং উহা দ্বারা আমার শরীরকে (গুনাহ হইতে) ধৌত করিয়া দিন। কেননা হকের উপর (মজবুত থাকিতে) আপনি ব্যতীত আমাকে আর কেহ সাহায্য করিতে পারে না, এবং আপনি ব্যতীত আর কেহ আমার এই আকাংখা পূরণ করিতে পারে না, মন্দ হইতে বাঁচার ও নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহই দান করেন, যিনি অতি উচ্চ ও সুমহান।

হে আবুল হাসান, তুমি তিন জুমুআহ অথবা পাঁচ জুমুআহ অথবা সাত জুমুআহ পর্যন্ত এই আমল কর, আল্লাহর হুকুমে তোমার দোয়া অবশ্যই কবুল হইবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আমাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কোন মুমিনের এই দোয়া রদ অর্থাৎ ফেরত দেওয়া হয় নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, পাঁচ অথবা সাত জুমুআহ অতিবাহিত হইতেই হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত পড়িতাম তাহাও আমার মুখস্থ থাকিত না, আর এখন প্রায় চল্লিশ আয়াত পড়ি আর তাহা এমনভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যে, যখন আমি উহা পড়ি তখন মনে হয়, আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন মজীদ যেন আমার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে। আর পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, কিন্তু যখন পুনরায় পড়িতে চাহিতাম তখন ভুলিয়া যাইতাম আর এখন আমি অনেকগুলি হাদীস শুনি, পুনরায় যখন উহা বর্ণনা করি তখন একটি

হরফও ছুটে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, হে আবুল হাসান, কা'বার রবের কসম, তুমি মুমিন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের দোয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দোয়া

হাসান (রহঃ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন দোয়ায় এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فِىْ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَا تُعْطِيْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ،

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার প্রত্যেক কাজের পরিণতিতে কল্যাণ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে যে কোন কল্যাণের তৌফিক দান করেন উহাকে আপনার সন্তুষ্টির ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে উচ্চ মর্তবা হাসিলের উপায় বানান।

মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন দোয়ায় এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ وَ خَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِمَهٗ وَ خَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ উহার শেষাংশকে বানান, এবং আমার জীবনের সর্বশেষ আমলকে সর্বোত্তম আমল বানান, এবং আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন সেইদিনকে বানান, যেদিন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।

আবদুল আযীয ইবনে আবি সালামা মাজেশুন (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এমন ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যাহাকে আমি সত্যবাদী মনে করি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আপন দোয়াতে এরূপ বলিতেন—

أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِيْ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَ بَعْدَ الرِّضَا، وَالْخِيَرَةَ فِيْ جَمِيْعِ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الْخِيَرَةُ بِجَمِيْعِ مَيْسُوْرِ الْأُمُوْرِ كُلِّهَا لَا بِمَعْسُوْرِهَا يَا كَرِيْمُ -

অর্থ ঃ আমি আপনার নিকট ইহা চাহিতেছি যে, আপনি সমস্ত জিনিসের মধ্যে আপনার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়া দিন এবং ঐ সকল জিনিসের উপর এই পরিমাণ শোকর আদায় করার তৌফিক দান করুন যে, আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। অতঃপর যে সকল বিষয়ে দুইটি পন্থার একটি অবলম্বন করার অবকাশ থাকে সেই সকল বিষয়ে যেন আমি সহজ পন্থা অবলম্বন করি, কঠিন পন্থা অবলম্বন না করি, এই তৌফিক চাহিতেছি, হে দয়াময়।

আবু ইয়াযীদ মাদায়েনী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একটি দোয়া ইহাও ছিল—

اَللّٰهُمَّ هَبْ لِيْ إِيْمَانًا وَّ يَقِيْنًا وَّ مُعَافَاةً وَّ نِيَّةً

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে ঈমান ও একীন ও নিরাপদ জীবন সত্য নিয়ত দান করুন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর দোয়া

হযরত ওমর (রাঃ) এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِيْ عَلٰى غِرَّةٍ أَوْ تَذَرَنِيْ فِيْ غَفْلَةٍ أَوْ تَجْعَلَنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি এই বিষয়ে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি যে, আকস্মিকভাবে আপনি আমাকে পাকড়াও করিয়া বসেন বা আমাকে গাফলতের মধ্যে ফেলিয়া রাখেন বা আমাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِىْ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِاَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার আমলকে নেক বানান এবং আমার আমলকে আপনার জন্য খালেছ করুন এবং আমার আমলের মধ্যে অন্য কাহারো জন্য সামান্যতম অংশও রাখিবেন না।

আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আপন দোয়াতে এরূপও বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِىْ مَعَ الْاَبْرَارِ، وَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْاَشْرَارِ وَ قِنِىْ عَذَابَ النَّارِ، وَاَلْحِقْنِىْ بِالْاَخْيَارِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে নেক লোকদের মধ্যে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে মন্দ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না, এবং জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করুন, এবং ভাল লোকদের সহিত শামিল করিয়া দিন।

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, আমি অধিকাংশ সময় হযরত ওমর (রাঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপদ জীবন দান করুন ও আমাদেরকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা (হযরত ওমর (রাঃ))কে এরূপ দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ قَتْلًا فِىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً فِىْ بَلَدِ نَبِيِّكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তার শাহাদাত নসীব করুন ও আপনার নবীর শহরে মৃত্যু দান করুন। (হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, এই উভয় জিনিস কিরূপে সম্ভব হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন ফয়সালাকে যেখানে ইচ্ছা অস্তিত্ব দান করিতে পারেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এরূপ দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ظُلْمِيْ وَكُفْرِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার জুলুম ও কুফরিকে মাফ করিয়া দিন।

এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, জুলুম তো বুঝে আসিয়াছে, কিন্তু কুফুরী দ্বারা কি উদ্দেশ্য? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন—

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

অর্থ ঃ সত্য কথা এই যে,মানুষ বড় অবিচারী অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। (অর্থাৎ কুফরী দ্বারা নাশোকরী ও অকৃতজ্ঞতা উদ্দেশ্য)।

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ فِي السَّعَادَةِ فَأَثْبِتْنِيْ فِيْهَا وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ فِي الشَّقَاوَةِ فَامْحُنِيْ مِنْهَا وَأَثْبِتْنِيْ فِي السَّعَادَةِ فَإِنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যদি আপনি আমার নাম ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে লিখিয়া থাকেন তবে আমার নাম উহার মধ্যে বিদ্যমান রাখুন, আর যদি আমার নাম দুর্ভাগাদের মধ্যে লিখিয়া থাকেন তবে সেখান হইতে মুছিয়া ভাগ্যবানদের মধ্যে লিখিয়া দিন। কেননা আপনি যাহা ইচ্ছা মুছিয়া দিতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা বিদ্যমান রাখিতে পারেন এবং আপনার নিকট লওহে মাহফুজ রহিয়াছে।

ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে রামাদার দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে অর্ধ রাত্রিতে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি এই দোয়া করিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا بِالسِّنِيْنَ وَارْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদেরকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করিবেন না এবং আমাদের উপর হইতে এই মুসীবত দূর করিয়া দিন।

তিনি অনবরত এই দোয়া করিতেছিলেন।

ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, রামাদার দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর শরীরে একটি চাদর দেখিয়াছি, যাহাতে ষোলটি তালি লাগানো ছিল এবং তাহার চাদর পাঁচ হাত ও এক বিঘত লম্বা ছিল। তিনি এই দোয়া করিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَلَكَةَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلٰى رِجْلَىَّ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ধ্বংস আমার যুগে করিবেন না।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এই দোয়া করিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِىْ بِيَدِ رَجُلٍ صَلّٰى رَكْعَةً اَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِىْ بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! এমন লোকের হাতে আমাকে কতল করাইবেন না, যে এক রাকাত (নামায) হইলেও পড়িয়াছে বা একটি সেজদা হইলেও করিয়াছে আর সে কেয়ামতের দিন আপনার নিকট সেই নামায ও সেজদার কারণে আমার সহিত বিবাদ করে। (অর্থাৎ আমার হত্যাকারী যেন কোন মুসলমান না হয়।)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কংকর দ্বারা একটি স্তূপ তৈয়ার করিলেন। অতঃপর উহার উপর নিজ কাপড়ের এক কোণা রাখিয়া উহার উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। তারপর আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّىْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِىْ وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِىْ فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে এবং

আমার শক্তি সামর্থ্য কমজোর হইয়া গিয়াছে এবং আমার প্রজাগণ ছড়াইয়া গিয়াছে, অতএব এখন আমাকে আপনার নিকট এমনভাবে উঠাইয়া লউন যে, আমি না কাহারো হক নষ্ট করি আর না কাহারো হক আদায়ে ত্রুটি করি।

আসওয়াদ ইবনে হেলাল মুহারেবি (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল ! মনোযোগ দিয়া শুন, আমি দোয়া করিব, তোমরা সকলে আমীন বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ غَلِیْظٌ فَلَیِّنِّیْ وَ شَحِیْحٌ فَسَخِّنِیْ وَضَعِیْفٌ فَقَوِّنِیْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি কঠিন, আমাকে নরম করিয়া দিন, আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানাইয়া দিন। আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী করিয়া দিন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) কাহারো জানাযার নামায পড়াইবার পর বলিতেন, আপনার এই বান্দা দুনিয়া হইতে রেহাই পাইয়াছে এবং দুনিয়াকে দুনিয়াওয়ালাদের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন সে আপনার মুখাপেক্ষী হইয়াছে,তাহাকে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, সে এই কথার সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ! তাহাকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাকে মার্জনা করুন এবং তাহাকে তাহার নবীর সহিত মিলাইয়া দিন।

কাসীর ইবনে মুদরিক (রহঃ) বলেন, কবরের উপর মাটি দেওয়া শেষ হইলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمَهُ اِلَيْكَ الْاَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيْرَةُ وَذَنْبُهُ عَظِيْمٌ فَاغْفِرْ لَهُ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! পরিবার পরিজন ও মাল ও আত্মীয়-স্বজন তাহাকে তোমার সোপর্দ করিয়াছে, তাহার গুনাহ অনেক বিশাল, আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

হযরত আলী (রাঃ)এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) এরূপ দোয়া করিতেন—

أَعُوذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السِّجْنِ وَالْقَيْدِ وَالسَّوْطِ -

অর্থ ঃ (আয় আল্লাহ,) বালা মুসীবতের কাঠিন্য ও দুর্ভাগ্যের ধরা হইতে এবং শত্রুদের আনন্দিত হওয়া হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি এবং জেল, বেড়ী ও চাবুক হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি।

সাওরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِيْ لاَ تَضُرُّكَ وَإِنَّ رَحْمَتَكَ إِيَّايَ لاَتَنْقُصُكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার গুনাহ আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং আপনি যদি আমার উপর রহম করেন, তবে আপনার ভাণ্ডারে কোন কম হইবে না।

হযরত আলী (রাঃ) যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন তখন বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَرِزْقَهُ وَ نُوْرَهُ وَ طُهُوْرَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই মাসের কল্যাণ উহার বিজয়, উহার সাহায্য, উহার বরকত, উহার রুযী, উহার নূর উহার পবিত্রতা ও উহার হেদায়াত চাহিতেছি, এবং উহার অকল্যাণ এবং যাহা কিছু উহাতে আছে উহার অকল্যাণ ও যাহা কিছু এই মাসের পর আছে উহার অকল্যাণ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি।

ওমর ইবনে সঈদ নাখ্ঈ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর সহিত ইবনে মুকনিক এর জানাযার নামায পড়িয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) চার বার তাকবীর বলিলেন এবং একদিকে

সালাম ফিরাইলেন। অতঃপর তিনি ইবনে মুকনিককে কবরে নামাইলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি আপনার বান্দা ও আপনার বান্দার ছেলে, আপনার মেহমান হইয়াছে আর আপনি অতি উত্তম মেযবান। আয় আল্লাহ, যেই কবরে সে প্রবেশ করিয়াছে উহাকে প্রসারিত করিয়া দিন এবং তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন। আমরা তো তাহার ব্যাপারে ভালই জানি, তবে আপনি আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন। সে কলেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পাঠ করিত।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর দোয়া

আবু হাইয়াজ আসাদী (রহঃ) বলেন, আমি বাইতুল্লাহ এর তওয়াফ করিতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, শুধু এই দোয়া করিতেছে—

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ شُحَّ نَفْسِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার নফসের কৃপণতা ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা করুন।

আর কিছুই বলিতেছে না। আমি তাহাকে শুধ্ এই দোয়া করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, আমাকে যখন আমার নফসের কৃপণতা ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা হইবে তখন আমি না চুরি করিব, না যেনা করিব, আর না অন্য কোন খারাপ কাজ করিব। আমি তাহার ব্যাপারে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর দোয়া

আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন, (আমার পিতা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি সেই রাত্রে কোন্ দোয়া করিয়াছিলেন যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আপনাকে বলিয়াছিলেন, চাহ, যাহা চাহিবে, তোমাকে দেওয়া হইবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি এই দোয়া করিয়াছিলাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَايَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ،

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাহিতেছি যাহা সর্বদা অটল থাকে এবং এমন নেয়ামত চাহিতেছি যাহা কখনও শেষ না হয়, এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অতি উচ্চ মর্তবায় আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য চাহিতেছি।

আবু ওবায়দাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, একদা রাত্রিতে আমি নামায পড়িতেছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাহ, যাহা চাহিবে তোমাকে দেওয়া হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি পরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি দোয়া করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, আমার একটি দোয়া আছে, যাহা আমি কখনও ছাড়ি না, আর তাহা এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا لَا يَبِيْدُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাহিতেছি যাহা কখনও ধ্বংস ও নষ্ট হইবে না।

দোয়ার পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই শব্দও অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন—

وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ

অর্থ ঃ এবং এমন চক্ষু শীতলতা চাহিতেছি যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন,

তুমি যেই দোয়া করিতেছিলে তাহা আমাকেও একটু শুনাও। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা ও তাঁহার আযমত বর্ণনা করিয়াছি, অতঃপর বলিয়াছি—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَرُسُلُكَ حَقٌّ، وَكِتَابُكَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقٌّ،

অর্থ ঃ আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আপনার ওয়াদা হক ও সত্য, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক, আপনার রসূলগণ হক, আপনার কিতাব হক, সমস্ত নবীগণ হক, হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক।

শাকীক (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এই দোয়া অধিক পরিমাণে করিতেন—

رَبَّنَا اَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْاِسْلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَائِلِيْنَ بِهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا -

অর্থ ঃ হে আমাদের রব, আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম করিয়া দিন এবং আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখান এবং আমাদেরকে অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়া আলোর দিকে পথ দেখান এবং আমাদের হইতে জাহেরী ও বাতেনী মন্দকাজ দূর করিয়া দিন এবং আমাদের কান, চোখ ও দিলকে এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে আমাদের জন্য বরকতময় করুন, আর আমাদের তওবা কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি অত্যাধিক তওবা কবুলকারী, মেহেরবান, আর আমাদেরকে আপনার নেয়ামতের শোকরকারী ও উহার প্রশংসাকারী ও লোকদের সম্মুখে উহার

বর্ণনাকারী বানান এবং সেই নেয়ামতসমূহকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিন।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে এরূপ দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِغَةِ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ بِهَا وَبَلَائِكَ الَّذِیْ ابْتَلَیْتَنِیْ وَبِفَضْلِكَ الَّذِیْ اَفْضَلْتَ عَلَیَّ اَنْ تُدْخِلَنِی الْجَنَّةَ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِفَضْلِكَ وَمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার সেই পরিপূর্ণ নেয়ামতের উসিলায় যাহা আপনি আমাকে দান করিয়াছেন এবং সেই পরীক্ষার উসিলায় যাহা আপনি আমাকে করিয়াছেন এবং আপনার সেই দয়ার উসিলায় যাহা আপনি আমার প্রতি করিয়াছেন আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিন। আয় আল্লাহ্! আপন দয়া ও এহসান ও রহমতের দ্বারা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিন।

আবু কেলাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দোয়ার মধ্যে এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِیْ فِیْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَامْحُنِیْ وَاَثْبِتْنِیْ فِیْ اَهْلِ السَّعَادَةِ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার নাম যদি আপনি দুর্ভাগাদের মধ্যে লিখিয়া থাকেন তবে সেখান হইতে মুছিয়া দিন এবং আমাকে ভাগ্যবানদের মধ্যে লিখিয়া দিন।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ زِدْنِیْ اِیْمَانًا وَیَقِیْنًا وَ فِقْهًا – اوقال عِلْمًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার ঈমান ও একীনকে ও আমার বুঝ অথবা বলিয়াছেন, আমার এলেমকে বৃদ্ধি করিয়া দিন।

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, আমি একদিন ফজরের নামায শেষ করিয়া হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খেদমতে গেলাম। আমরা তাহার নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন, ভিতরে আস। আমরা ভাবিলাম, একটু অপেক্ষা করি, হয়ত পরিবারের কাহারো কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে। (তিনি অবসর হইয়া যান।) ইতিমধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাসবীহ্ পাঠ করিতে করিতে আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা হয়ত ভাবিয়াছ, আবদুল্লার পরিবারের লোকেরা এই সময় গাফেল থাকিবে। অতঃপর বলিলেন, হে বাঁদী, দেখ, সূর্যোদয় হইয়াছে কি? সে বলিল, না। তারপর যখন তিনি তাহাকে তৃতীয়বার বলিলেন, তখন সে উত্তর দিল, হাঁ সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَنَا هٰذَا الْيَوْمَ وَاَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَاتِنَا –
احسبه قال وَلَمْ يُعَذِّبْنَا بِالنَّارِ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আজকের এইদিন দান করিয়াছেন এবং আজকের দিনে আমাদের সমস্ত গুনাহকে মাফ করিয়া দিয়াছেন (এই কারণেই আমাদের গুনাহ সত্ত্বেও আমাদেরকে জীবিত রাখিয়াছেন)।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয়, তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, তিনি আমাদেরকে (গুনাহের কারণে) আগুন দ্বারা আযাব দেন নাই।

সুলাইম ইবনে হানযালা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বাজারের দরজার নিকট আসিয়া এই দোয়া পড়িলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ اَهْلِهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাজারের ও বাজার ওয়ালাদের কল্যাণ চাহিতেছি এবং এই বাজারের ও বাজারওয়ালাদের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন

কোন বস্তি বা জনপদে প্রবেশ করিতে চাহিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَتْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যিনি সমস্ত আসমান ও আসমান যত জিনিসের উপর ছায়া করিয়াছে সকলের রব, যিনি সমস্ত শয়তান ও শয়তানরা যাহাদিগকে গোমরাহ করিয়াছে তাহাদের সকলের রব, এবং যিনি বাতাস ও বাতাস যত জিনিসকে উড়াইয়াছে উহাদের সকলের রব, আমি আপনার নিকট এই বস্তি বা জনপদের কল্যাণ ও যাহা কিছু এই বস্তিতে বা জনপদে আছে উহার কল্যাণ চাহিতেছি, এবং এই বস্তির বা জনপদের অকল্যাণ ও যাহা কিছু উহাতে আছে উহার অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি।

হযরত মুআয (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ)এর দোয়া

সওর ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ قَدْ نَامَتِ الْعُيُوْنُ وَغَارَتِ النُّجُوْمُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ اَللّٰهُمَّ طَلَبِيْ لِلْجَنَّةِ بَطِيْءٌ وَهَرَبِيْ مِنَ النَّارِ ضَعِيْفٌ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ عِنْدَكَ هُدًى تَرُدُّهُ اِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! চক্ষুসমূহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তারকারাজি ডুবিয়া গিয়াছে, আপনি চিরঞ্জীব, সমস্ত জগতের ধারক, আয় আল্লাহ! আমার মধ্যে জান্নাতের তলব খুবই ধীরগতি এবং দোযখ হইতে পলায়নের চেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল। আয় আল্লাহ! আমার জন্য আপনার

নিকট এমন হেদায়াত রাখেন যাহা কেয়ামতের দিন আমাকে দান করিবেন। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

বনু নাজ্জারের একজন মহিলা বলেন, মসজিদের আশেপাশের ঘরগুলির মধ্যে আমার ঘর সর্বাপেক্ষা উঁচা ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) আমার ঘরের ছাদের উপর প্রত্যহ ফজরের আযান দিতেন। সাহরীর সময় আসিয়া ছাদের উপর বসিতেন এবং সুবহে সাদেকের জন্য অপেক্ষা করিতেন। সুবহে সাদেক দৃষ্টিগোচর হইলে আড়মোড়া দিয়া এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُقِيْمُوْا دِيْنَكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করিতেছি এবং কোরাইশের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে তাহারা আপনার দ্বীনকে কায়েম করে।

অতঃপর তিনি আযান দিতেন। হযরত বেলাল (রাঃ) (আযানের পূর্বে) কোন রাত্রে এই দোয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

হযরত বেলাল (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত হিন্দ বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) যখন রাত্রে বিছানায় শুইতেন তখন এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِيْ وَاعْذِرْنِيْ بِعِلَّاتِيْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার গুনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার অসুস্থতার কারণে আমার অপারগতাকে কবুল করুন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর দোয়া

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) যখন বিছানায় শুইতেন তখন এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ غِنَى الْاَهْلِ وَالْمَوْلٰى وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَدْعُوَ عَلَيَّ

رَحِمٌ قَطَعْتُهَا -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিবার–পরিজন ও সমস্ত আত্মীয়–স্বজনদের সচ্ছলতা ও অমুখাপেক্ষিতা কামনা করিতেছি এবং আপনার নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, আমি কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করি আর সেই আত্মীয়তা আমার জন্য বদ দোয়া করে।

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ هَبْ لِىْ حَمْدًا وَهَبْ لِىْ مَجْدًا لَا مَجْدَ اِلَّا بِفِعَالٍ وَلَا فِعَالَ اِلَّا بِمَالٍ اَللّٰهُمَّ لَا يُصْلِحُنِى الْقَلِيْلُ وَلَا اَصْلُحُ عَلَيْهِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে প্রশংসা দান করুন এবং আমাকে সম্মান দান করুন। আর সম্মান কোন বড় কাজের দ্বারাই হাসিল হইয়া থাকে, আর বড় কাজ মাল দ্বারাই হইয়া থাকে। আয় আল্লাহ! অল্প মাল আমার অবস্থা ঠিক করিতে পারিবে না, আর না অল্প মাল দ্বারা আমি ঠিক থাকিতে পারিব। (অতএব আয় আল্লাহ, আপনার শান অনুযায়ী আপন খাজানা হইতে দান করুন।)

বেলাল ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অন্তর বিক্ষিপ্ত হওয়া হইতে পানাহ চাহিতেছি।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল, অন্তর বিক্ষিপ্ত হওয়ার কি অর্থ? তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে আমার জন্য বিভিন্ন ময়দানে মাল রাখিয়া দেওয়া হয়। (আর সেই মাল একত্র করার জন্য আমাকে প্রত্যেক ময়দানে দৌড়াইতে হয়।)

ইসমাঈল ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ)

এরূপ দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنِيْ مَعَ الْاَبْرَارِ وَلَا تُبْقِنِيْ مَعَ الْاَشْرَارِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে নেক লোকদের সহিত মৃত্যু দান করুন, আর মন্দ লোকদের সহিত আমাকে অবশিষ্ট রাখিবেন না।

লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) এরূপ বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَبْتَلِنِيْ بِعَمَلِ سَوْءٍ فَأُدْعٰى بِهٖ رَجُلَ سَوْءٍ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে খারাপ আমলে লিপ্ত করিবেন না, যাহাতে আমি খারাপ লোক হিসাবে পরিচিত হই।

হাস্সান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَلْعَنَنِيْ قُلُوْبُ الْعُلَمَاءِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, ওলামাদের অন্তর আমাকে লা'নত করে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ওলামাদের অন্তর কিভাবে লা'নত করিবে? তিনি বলিলেন, তাহাদের অন্তর আমাকে অপছন্দ করিতে আরম্ভ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াযীদ ইবনে রাবীআহ দিমাশকী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রে মসজিদে গেলাম। মসজিদে প্রবেশ করিয়া সেজদারত এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। সে সেজদারত অবস্থায় বলিতেছিল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ خَائِفٌ مُسْتَجِيْرٌ فَاَجِرْنِيْ مِنْ عَذَابِكَ وَسَائِلٌ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِيْ مِنْ فَضْلِكَ لَامُذْنِبٌ فَاَعْتَذِرَ، وَلَاذُوْ قُوَّةٍ فَاَنْتَصِرَ وَلٰكِنْ مُذْنِبٌ مُسْتَغْفِرٌ-

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি ভীত আশ্রয় প্রার্থী, অতএব আমাকে আপনার আযাব হইতে আশ্রয় দান করুন, আর আমি ভিক্ষাপ্রার্থী

অভাবী, অতএব আমাকে আপন দয়ায় রুযী দান করুন। আমার দ্বারা যে গুনাহ হইয়াছে উহার স্বপক্ষে আমার নিকট কোন ওজর নাই, যাহা আপনার নিকট পেশ করিতে পারি, আর না আমি এমন শক্তিশালী যে, নিজেকে আপনার নিকট হইতে রক্ষা করিতে পারি। বরং আমি একজন গুনাহগার ক্ষমাপ্রার্থী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট এই দোয়া অত্যন্ত পছন্দ লাগিল, সুতরাং সকালবেলা তিনি নিজ সঙ্গীদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সুমামা ইবনে হাযন (রহঃ) বলেন, আমি একজন বৃদ্ধলোককে উচ্চ আওয়াজে বলিতে শুনিলাম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَخْلِطُهُ شَیْءٌ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি, যাহাতে সামান্যতম কল্যাণও মিশ্রিত নাই। (অর্থাৎ শুধুই অকল্যাণ।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বৃদ্ধ লোকটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত আবু দারদা (রাঃ)।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই বিষয়ে পানাহ চাহিতেছি যে, আমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এর সম্মুখে আপনি আমার এমন কোন আমল পেশ করেন যাহাতে তিনি লজ্জিত হন। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সহিত ভ্রাতৃসম্পর্ক ছিল এবং তাহারই দাওয়াতে তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর দোয়া

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সাফা পাহাড়ের উপর এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِیْ بِدِيْنِكَ وَ طَوَاعِيَتِكَ وَ طَوَاعِيَةِ رَسُوْلِكَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِیْ حُدُوْدَكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ،

وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَ يُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنِيْ إِلَيْكَ وَإِلٰى مَلَائِكَتِكَ وَإِلٰى رُسُلِكَ وَإِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنِيْ لِلْيُسْرٰى، وَجَنِّبْنِيَ الْعُسْرٰى وَاغْفِرْ لِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، اَللّٰهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِيْ لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِيْ مِنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَقْبِضَنِيْ وَأَنَا عَلَيْهِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপন দ্বীনের দ্বারা, আপন ও আপন রাসূলের আনুগত্যের দ্বারা আমাকে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ! আমাকে আপন হারামকৃত কাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখুন। আয় আল্লাহ! আমাকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাহারা আপনাকে ও আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার রসূলগণকে ও আপনার নেক বান্দাগণকে মহব্বত করে। আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার ও আপনার ফেরেশতাগণের ও আপনার রাসূলগণের ও আপনার নেক বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানান। আয় আল্লাহ! আমাকে নেক আমলের তৌফিক দান করুন এবং মন্দকাজ হইতে রক্ষা করুন এবং দুনিয়া আখেরাতে আমাকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানান। আয় আল্লাহ! আপনি (কোরআনে) বলিয়াছেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দোয়াকে কবুল করিব। আর আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। আয় আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন তখন আমাকে ইসলাম হইতে বাহির করিবেন না এবং উহা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিবেন না। বরং আপনি যখন আমার রূহকে বাহির করিয়া নিবেন তখন যেন আমি ইসলামের উপর থাকি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সাফা ও মারওয়াতে, আরাফাতে মুযদালাফাতে ও মীনার দুই পাথর নিক্ষেপের মধ্যবর্তী স্থানে ও তওয়াফের সময় দীর্ঘ দোয়ার সহিত উপরোক্ত দোয়া করিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সকাল হইলে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ اَعْظَمِ عِبَادِكَ عِنْدَكَ نَصِيْبًا فِىْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ الْغَدَاةَ، وَنُوْرًا تَهْدِىْ بِهٖ، وَرَحْمَةً تَنْشُرُهَا، وَرِزْقًا تَبْسُطُهٗ، وَضُرًّا تَكْشِفُهٗ، وَبَلَاءً تَرْفَعُهٗ، وَفِتْنَةً تَصْرِفُهَا.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার ঐ সমস্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাহারা আজ সকালে আপনি যত কল্যাণ বন্টন করিবেন তন্মধ্যে আপনার নিকট সর্বাধিক অংশ লাভ করিবে—যে নূর দ্বারা আপনি হেদায়াত দান করেন উহা হইতে ও যে রহমত আপনি বিস্তারিত করেন উহা হইতে ও যে রিযিক আপনি প্রসারিত করেন উহা হইতে ও যে কষ্ট আপনি দূর করেন উহা হইতে ও যে পরীক্ষা আপনি উঠাইয়া লন উহা হইতে এবং যে ফেৎনার আপনি দিক পরিবর্তন করিয়া দেন উহা হইতে সর্বাধিক যাহারা অংশ লাভ করিবে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর দোয়া

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) (দোয়াতে এরূপ) বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اَنْ تَجْعَلَنِىْ فِىْ حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتَ كَنَفِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ!আমি আপনার সত্তার সেই নূরের উসিলায় যাহার দ্বারা সমস্ত আসমান জমিন আলোকিত হইয়া গিয়াছে, আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপনি আমাকে আপনার হেফাজতে ও আপনার নিরাপত্তায় ও আপনার আশ্রয়ে ও আপনার ছায়ার নীচে লইয়া লউন।

সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) (দোয়াতে এরূপ) বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহাতে আমাকে তুষ্ট করিয়া দিন ও উহাতে আমার জন্য বরকত দান করুন, এবং আমার অনুপস্থিত সকল জিনিসে কল্যাণের সহিত আপনি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। (অর্থাৎ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন।)

তাউস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرٰى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَاَعْطِهٖ سُؤْلَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى كَمَا اٰتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর শাফাআতে কুবরাকে কবুল করুন, এবং তাঁহার উচ্চ মর্তবাকে আরো উচা করিয়া দিন। এবং তিনি যাহা কিছু আপনার নিকট চাহিয়াছেন তাহা দুনিয়া আখেরাতে তাঁহাকে দান করুন, যেমন আপনি হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর দোয়া

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ. وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَافِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ইহা চাহিতেছি যে, আমি যেন আপনার তকদীর ও ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকি এবং মৃত্যুর পর আমি যেন উত্তম জীবন লাভ করি, এবং আপনার দীদারের স্বাদ আস্বাদন করি। এবং আপনার সাক্ষাতের আগ্রহ যেন আমার নসীব হয়,

আর এই সকল বিষয় এমনভাবে হাসিল হয়, যেন আমাকে কোন কষ্ট মুসীবতের সম্মুখীন ও পথভ্রষ্টকারী কোন ফেতনায় পতিত হইতে না হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর দোয়া

মাকবুরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন মারওয়ান তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, হে আবু হোরায়রা, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শেফা দান করুন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّ لِقَائَكَ فَاَحِبَّ لِقَائِیْ

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার সাক্ষাৎ পছন্দ করি, আপনিও আমার সাক্ষাৎকে পছন্দ করুন।

অতঃপর মারওয়ান সেখান হইতে বাহির হইয়া আসহাবুল কাতা নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে হেশাম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) নতুন বৎসর বা মাস শুরু হইলে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ رِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ وَ جِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ -

অর্থঃ আয় আল্লাহ! এই বৎসর ও মাসকে নিরাপত্তা ও ঈমান, ও শান্তি ও ইসলাম ও রহমানের সন্তুষ্টি ও শয়তান হইতে পানাহ এর সহিত আমাদের উপর আরম্ভ করুন।

আবু উমামাহ ইবনে সাহল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সাহাবা (রাঃ) যখন কোন জনবসতির নিকট পৌঁছিতেন অথবা উহাতে প্রবেশ করিতেন তখন এই

দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! এই জনবসতিতে আমাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করিয়া দিন।

তাহারা এই দোয়া কিসের আশংকায় পড়িতেন? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, উহার শাসক কর্তৃক জুলুমের ও অনাবৃষ্টির আশংকায় এই দোয়া পড়িতেন।

সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) যখন তাহার ভাইয়ের জন্য দোয়া করিতেন তখন এরূপ বলিতেন, আল্লাহ্ তাহার উপর নেক লোকদের ন্যায় রহমত নাযেল করেন, যাহারা জালেম ও বদকার নয়, রাত্রিভর এবাদত করে ও দিনভর রোযা রাখে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনিতেন তখন কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

অর্থ ঃ পাক ও পবিত্র সেই সত্তা যাহার ভয়ে রা'দ ফেরেশতা ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাহার হাম্‌দ এর সহিত তাসবীহ্ পাঠ করে।

অতঃপর বলিতেন, ইহা জমিনবাসীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে কঠিন ধমক!

সাহাবা (রাঃ)দের পরস্পর একে অপরের জন্য দোয়া

মুহাম্মাদ, তালহা, মুহাল্লাব, আমর ও সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত সেমাক ইবনে মাখরামা, হযরত সেমাক ইবনে ওবায়েদ ও হযরত সেমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের মধ্যে বরকত দান করুন, আয় আল্লাহ্! ইহাদের দ্বারা ইসলামকে উন্নত করুন এবং ইহাদের দ্বারা ইসলামকে মজবুত করুন।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) যখন অন্ধ হইয়া গেলেন তখন আমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিতাম। আমি যখন তাহার সহিত জুমুআর

উদ্দেশ্যে যাইতাম এবং তিনি আযান শুনিতেন তখন তিনি আবু উমামাহ আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর জন্য মাগফিরাত চাহিতেন এবং দোয়া করিতেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান, কি ব্যাপার, আপনি যখন আযান শুনেন তখন আবু উমামার জন্য মাগফিরাত চাহেন এবং তাহার জন্য কল্যাণ ও রহমতের দোয়া করেন? তিনি বলিলেন, হে আমার বেটা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (মদীনা) আগমনের পূর্বে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জুমুআর নামায পড়াইয়াছিলেন। সেদিন তিনি বাকীউল খাযেমাত নামক বস্তিতে বনু বায়াযাহ গোত্রের প্রস্তরময় ময়দানের সেই অংশে জুমুআর নামায পড়াইয়াছিলেন যেখানে নাবীত গোত্রের পরাজয় ঘটিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেদিন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা চল্লিশজন ছিলাম।

বনু বকর ইবনে ওয়ায়েলের এক ব্যক্তি বলেন, আমি সাজিস্তানে হযরত বুরাইদা আসলামী (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। আমি হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে তাহার মতামত যাচাই করার উদ্দেশ্যে এই সকল হযরতগণের কিছু দোষ আলোচনা করিতে লাগিলাম। শুনিয়া হযরত বুরাইদা (রাঃ) কেবলামুখী হইয়া উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ ওসমানকে মাফ করিয়া দিন, আলী ইবনে আবি তালেবকে মাফ করিয়া দিন, তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে মাফ করিয়া দিন এবং যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে মাফ করিয়া দিন। অতঃপর আমার দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, তোমার পিতা না হউক, তুমি কি আমাকে হত্যা করিতে চাহ? আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে হত্যা করিতে চাই না, বরং এই সকল হযরতগণ সম্পর্কে আপনার মতামত জানিতে চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, তাহারা ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহর মেহেরবানীতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন। (পরবর্তীকালে তাহাদের দ্বারা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে) আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাদের সেই কৃতিত্বমূলক কাজের কারণে তাহাদের (ছোটখাট ভুল-ভ্রান্তি)কে মাফ করিয়া দিবেন, আর ইচ্ছা করিলে তাহাদেরকে আযাব দিবেন। তাহাদের হিসাব তো আল্লাহর দায়িত্বে (আমাদের দায়িত্বে নহে)।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) জুমুআতে, জামাতে, হজ্বে ও জেহাদের সফরে ও সকল পরিস্থিতিতে কিভাবে বয়ান করিতেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর হুকুম মানার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতেন? যদিও সেই হুকুম প্রত্যক্ষ দর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত হয়। আর কিভাবে মানুষের অন্তরে দুনিয়া ও উহার অস্থায়ী ভোগবিলাসের প্রতি অনাগ্রহ এবং আখেরাত ও উহার চিরস্থায়ী ভোগবিলাসের প্রতি পরম আগ্রহ সৃষ্টি করিতেন, তাহারা যেন গোটা উম্মতে মুসলিমার ধনী-গরীব, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ লোকদেরকে এইজন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন যে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে আগত যে কোন হুকুমকে তাহারা যেন আপন জান খাটাইয়া ও আপন ধনসম্পদ খরচ করিয়া পালন করে। আর তাহারা উম্মতে মুসলিমাকে (দুনিয়ার) ধ্বংসশীল ধনসম্পদ ও অস্থায়ী সামানপত্রের প্রতি মোটেও উৎসাহিত করিতেন না।

হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বপ্রথম বয়ান

হযরত আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে সর্বপ্রথম বয়ান করিলেন। আর তাহা এইভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া প্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, অতঃপর বলিলেন, আম্মাবাদ, হে লোকসকল! নিজেদের (আখেরাতের) জন্য (নেক আমলের সঞ্চয়) অগ্রে প্রেরণ কর, তোমরা ভাল করিয়া জানিয়া রাখ, তোমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং আপন বকরির পালকে রাখালবিহীন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, অতঃপর তাহার ও তাহার রবের মাঝে না কোন দোভাষী হইবে, আর না কোন দারোয়ান হইবে, যে তাহার ও তাহার রবের মাঝে বাধা হইতে পারে। তাহার রব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার নিকট কি আমার রাসূল আসিয়া আমার দ্বীন পৌঁছায় নাই? আমি কি তোমাকে ধনসম্পদ দেই নাই? আমি কি তোমার উপর দয়া ও এহসান করি নাই? এখন বল, তুমি নিজের জন্য অগ্রীম কি পাঠাইয়াছ? সুতরাং সে ডানে–বামে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই দেখিতে পাইবে না, তারপর সে সম্মুখপানে তাকাইয়া জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব তোমাদের যে কেহ একটি খেজুরের টুকরা দিয়াও জাহান্নাম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। সে যেন একটি খেজুরের টুকরা দিয়া হইলেও আত্মরক্ষা করিয়া লয়। আর যদি কিছু না পায় তবে সে একটি ভাল কথা বলিয়া নিজেকে রক্ষা করে। কেননা আখেরাতে এক নেকীর বিনিময়ে দশ হইতে সাতশত গুণ করিয়া দেওয়া হইবে। ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকবার বয়ান করিলেন এবং বলিলেন—

নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আমরা আপন নফসের ও মন্দ আমলের অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি।

আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত দান করেন, তাহাকে পথভ্রষ্টকারী কেহ নাই, আর যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে হেদায়াত দানকারী কেহ নাই, আর আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, সর্বোত্তম কালাম হইল আল্লাহর কিতাব। সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে যাহার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে কুফরের পর ইসলামে প্রবেশ করাইয়াছেন, এবং সে মানুষের কথা পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন করিয়া লইয়াছে। এই আল্লাহর কিতাব সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত কালাম, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে তোমরা তাহাকে মহব্বত কর, আল্লাহকে পূর্ণ অন্তকরণ দ্বারা মহব্বত কর। আল্লাহর কালাম ও তাঁহার যিকির হইতে বিতৃষ্ণ হইও না এবং কোরআন হইতে বিমুখ হইও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠিন হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা (আমল সম্পর্কিত) যাহা কিছু সৃষ্টি করেন, তন্মধ্য হইতে কতিপয় (আমল)কে বাছাই করিয়া লন, পছন্দ করিয়া লন, সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে পছন্দনীয় আমল ও পছন্দনীয় বান্দাগণের উল্লেখ করিয়াছেন। নেক কালাম বা কথা ও হালাল ও হারাম সম্বলিত যে দ্বীন মানুষকে দিয়াছেন উহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, এবং তাহার সহিত কোন জিনিসকে অংশীদার করিও না এবং তাহাকে এরূপ ভয় কর যেরূপ তাহাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুখ দ্বারা যে সমস্ত ভাল ও নেক কথা বল, উহাতে তোমরা আল্লাহর সহিত সত্য বল, আর আল্লাহ তায়ালার রহমত যাহা তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রহিয়াছে উহার কারণে পরস্পর একে অপরকে মহব্বত কর। আল্লাহ তায়ালার সহিত কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুমুআর খোতবা

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান জুমাহী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মদীনাতে বনু সালেম ইবনে আওফের মহল্লায় সর্বপ্রথম যে জুমুআর নামায পড়াইয়াছিলেন উহাতে তিনি এই খোতবা দিয়াছিলেন—

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার নিকট মাগফিরাত কামনা করিতেছি, এবং তাহার নিকট হেদায়াত চাহিতেছি, এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিতেছি এবং তাহাকে অস্বীকার করি না, বরং যে তাহাকে অস্বীকার করে তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করি। আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে হেদায়াত ও নূর ও নসীহত দিয়া এমন সময় প্রেরণ করিয়াছেন যখন রাসূলগণের আগমন বন্ধ ছিল এবং এলেম অতি অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখনকার যুগে কোন কল্যাণ ও বরকত ছিল না এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিল এবং দুনিয়ার নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি তাহাদের উভয়ের নাফরমানী করিবে সে পথ হারাইবে ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে লিপ্ত হইবে এবং বহু দূর ভ্রান্তিতে যাইয়া পতিত হইবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, এক মুসলমান অপর মুসলমানকে যে সকল বিষয়ে তাকীদ করিবে তন্মধ্যে সর্বোত্তম বিষয় হইল, তাহাকে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করিবে এবং আল্লাহকে ভয় করার আদেশ করিবে। অতএব তোমরা ঐ সকল কাজ হইতে বাঁচিয়া থাক যে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন উপদেশ নাই এবং ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন স্মরণ করাইবার বিষয় নাই। আপন রবকে ভয় করিয়া তাকওয়ার উপর আমল করা ঐ সমস্ত জিনিস হাসিলের জন্য সত্যিকার সাহায্যকারী যাহা তোমরা আখেরাতে পাইতে চাহ। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহার ও তাহার রবের মধ্যেকার বিষয়কে

ঠিক করিয়া লইবে ইহা তাহার জন্য দুনিয়াতে প্রশংসার কারণ ও মৃত্যুর পরের জন্য সঞ্চয় হইবে, যখন মানুষ তাহার অগ্রে প্রেরিত নেক আমলের অত্যাধিক প্রয়োজন অনুভব করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহার ও তাহার রবের মধ্যেকার বিষয়কে ঠিক করিবে না, সে এই আকাংখা করিবে, হায়! আমার ও আমার অগ্রে প্রেরিত বদ আমলের মধ্যে যদি বহু দূরত্ব সৃষ্টি হইয়া যাইত! আল্লাহ তোমাদেরকে আপন সত্তার ভয় দেখাইতেছেন (গোস্বা ও শাস্তির) ব্যাপারে সতর্ক করিতেছেন। আর আল্লাহ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। আর আল্লাহ তাঁহার কথাকে সত্য প্রমাণ করিয়া দেখান। তিনি আপন ওয়াদাকে পূর্ণ করেন, তাঁহার ওয়াদা ভঙ্গ হইতে পারে না। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

অর্থঃ আমার দরবারে (উপরোক্ত আযাবের) কথা পরিবর্তিত হইবে না, আর (এই ব্যাপারে) আমি বান্দাদের প্রতি অবিচারক নহি।

অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বিষয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ তাহার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দিবেন এবং তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করিবে, সে বড় সফলতা লাভ করিবে, আর আল্লাহর ভয়ই তাঁহার গোস্বা ও তাঁহার শাস্তি ও তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচাইতে পারে। আল্লাহর ভয়ই (কেয়ামতের দিন) চেহারাসমূহকে উজ্জ্বল করিবে ও রবকে রাজি করিবে ও মর্তবা বুলন্দ করিবে। অতএব তোমরা তাকওয়া (অর্থাৎ আল্লাহর ভয়) হইতে নিজেদের পূর্ণ অংশ লও এবং আল্লাহর দরবারে কোন ত্রুটি করিও না। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁহার কিতাব দান করিয়াছেন এবং তিনি আপন পথকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে তিনি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে জানিয়া লন।

লোকদের উপর এহসান কর যেমন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এহসান করিয়াছেন। আর আল্লাহর দুশমনদের সহিত দুশমনি রাখ এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য খুব মেহনত কর যেমন মেহনত করা আবশ্যক।

তিনি তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করিয়াছেন, তিনি তোমাদের নাম রাখিয়াছেন—মুসলমান। যাহাতে যে ব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার সে দলীল ও নিদর্শন দেখার পর ধ্বংস হয়, আর যে ব্যক্তি (হেদায়াত লাভ করিয়া) জীবিত হওয়ার সেও নিদর্শন দেখার পর জীবিত হয়। একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই নেক আমলের শক্তি অর্জন হইয়া থাকে। আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে কর, এবং আজকের পর (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের পর আখেরাতের) যে জীবন আসিতেছে উহার জন্য আমল কর। যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মধ্যেকার সম্পর্ককে ঠিক করিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে ঠিক করিয়া দিবেন, কেননা আল্লাহর ফয়সালা মানুষের উপর চলে, মানুষের ফয়সালা আল্লাহর উপর চলে না। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের সকল বিষয়ের মালিক, আর মানুষ আল্লাহর কোন বিষয়ের মালিক নয়। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ হইতেই নেক আমলের শক্তি অর্জন হয়।

জেহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত জিদার (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক জেহাদের সফরে গেলাম। আমরা যখন দুশমনের মুখামুখী হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা সবুজ, হলুদ ও লাল বিভিন্ন রঙের নেয়ামতের অধিকারী হইয়াছ এবং তোমাদের ঘরে ও অবস্থানস্থলে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমরা যখন দুশমনের সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হইবে তখন তোমরা পায়ে পায়ে অগ্রসর হইবে। কেননা যখনই কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুশমনের উপর আক্রমণ করে তখন দুইজন ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর তাহার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয় এবং যখন সে শহীদ হয় তখন রক্তের প্রথম ফোটা জমিনে পড়িতেই আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দেন। আর সেই দুইজন হুর তাহার মুখমণ্ডল হইতে

ধুলাবালি পরিস্কার করিয়া দেয় এবং বলে, তোমার (আমাদের সহিত সাক্ষাতের) সময় আসিয়া গিয়াছে, আর সে বলে তোমাদেরও (আমার সহিত সাক্ষাতের) সময় আসিয়া গিয়াছে।

তবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের নবীর নিকট মো'জেযা দাবী করিও না। এই স্থান হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কাওমের আবাসভূমি। তাহারা আপন নবীর নিকট মো'জেযা দাবী করিল যে, তিনি যেন তাহাদের জন্য (মো'জেযা স্বরূপ) একটি উটনী পাঠান। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাহাদের দাবী পূরণ করিলেন। সেই উটনী এই প্রশস্ত রাস্তা দিয়া পানি পান করার জন্য আসিত। নিজের পালার দিন সে তাহাদের সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিত এবং যেদিন পানি পান করিত না সেদিন যেই পরিমাণ দুধ দিত, সেই পরিমাণ দুধ পানি পান করার দিনও দিত। অতঃপর এই প্রশস্ত রাস্তা দিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইত। তারপর কাওমের লোকেরা উটনীর পা কাটিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে তিন দিন সময় দিলেন। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা মিথ্যা হয় না। তারপর তাহাদের উপর এক ফেরেশতা বিকট আওয়াজ দিল আর সেই কাওমের যত লোক আসমান ও জমিনের মাঝে ছিল তাহাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়া দিলেন। শুধু এক ব্যক্তি বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে তখন আল্লাহর হরমে অবস্থান করিতেছিল। আল্লাহর হরমের কারণে সে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা পাইল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ব্যক্তি কে ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু রিগাল।

অপর এক বয়ান

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, তবুকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠিলেন এবং

আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে শুধু উহারই হুকুম দিতেছি, যাহার হুকুম আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দিয়াছেন এবং শুধু উহা হইতে নিষেধ করিতেছি যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব রুযীর তালাশে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আবুল কাসেম (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে। তোমাদের প্রত্যেককে তাহার রুযী এমনভাবে তালাশ করে যেমন তাহার মৃত্যু তাহাকে তালাশ করে। যদি তোমরা রুযীতে কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হও তবে আল্লাহ তায়ালার এতাআত ও আনুগত্য (অর্থাৎ নামায, দোয়া, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ পাঠ ও তওবা ইস্তেগফার) দ্বারা উহার সুবিধা ও সচ্ছলতা তালাশ কর।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা জয় করিলেন তখন বলিলেন, এখন তোমরা অস্ত্র সংবরণ কর, কাহারো উপর আর অস্ত্র চালাইও না। তবে খোযাআহ গোত্রের লোকেরা বনু বকর গোত্রের উপর অস্ত্র চালাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোযাআহ গোত্রকে অস্ত্র চালাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন আসরের নামায শেষ করিলেন তখন খোযাআহ গোত্রকে বলিলেন, এখন তোমরাও অস্ত্র সংবরণ করিয়া লও। পরের দিন মুযদালাফায় খোযাআর এক ব্যক্তি বনু বকরের এক ব্যক্তিকে পাইল এবং সে বনু বকরের উক্ত ব্যক্তিকে কতল করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সংবাদ পাইলেন তখন তিনি বয়ান করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কোমর দ্বারা বাইতুল্লার দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এরশাদ করিলেন, লোকদের মধ্যে আল্লাহর নিকট

সর্বাপেক্ষা অধিক দুশমন সেই ব্যক্তি, যে হারমের মধ্যে কাহাকেও কতল করে বা আপন হত্যাকারী ব্যতীত অপর কাহাকেও কতল করে বা জাহিলিয়াতের কোন কতলের বিনিময়ে কাহাকেও কতল করে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, নিঃসন্দেহে অমুক আমার পুত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলামে কাহাকেও নিজের পুত্র বানাইয়া লওয়া (জায়েয) নাই। জাহিলিয়াতের সকল প্রথা খতম হইয়া গিয়াছে। সন্তান স্ত্রীলোকের স্বামীর হইবে (যদি সেই স্ত্রীলোক কাহারো বাঁদি হয় তবে তাহার সন্তান তাহার মালিকের হইবে।) আর ব্যভিচারী পুরুষের জন্য আসলাব। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আসলাব কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পাথর। (অর্থাৎ ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইবে।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায পড়া উচিত নহে। এমনিভাবে আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন নামায না পড়া উচিত। কোন মেয়ের খালা বা ফুফু কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে সেই পুরুষের জন্য উক্ত মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয নাই।

মক্কা বিজয়ের পর অপরে এক বয়ান

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লার সিড়ির উপর দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আপন ওয়াদাকে পালন করিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন। মনোযোগ দিয়া শুন, ভ্রমবশতঃ নিহত ব্যক্তি সে হইবে যে চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হইয়াছে। তাহার রক্তবিনিময় একশত উট, তন্মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, জাহেলিয়াতের গর্ব ও প্রথা এবং সকল খুন (এর দাবী) আমার এই দুই পদতলে দলিত, তবে বাইতুল্লার খেদমত ও হাজীদেরকে পানি পান করাইবার কাজ জাহিলিয়াতে যাহাদের উপর ন্যস্ত

ছিল তাহা আমি পূর্বের ন্যায় তাহাদের হাতেই বহাল রাখিলাম।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাসওয়া নামক আপন উটনীর উপর বসিয়া বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ছড়ি ছিল, যাহার অগ্রভাগ বাঁকা ছিল। তিনি উহা দ্বারা বাইতুল্লার কোণসমূহের ইস্তেলাম (অর্থাৎ চুম্বন) করিতেছিলেন। মসজিদে হারামের ভিতর তিনি উটনীকে বসাইবার জায়গা পাইলেন না। এই কারণে তিনি যখন উটনী হইতে নামিলেন তখন লোকেরা তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নামাইল। অতঃপর উটনীকে (ঢল বা বৃষ্টির) পানি প্রবাহের স্থানে লইয়া গেলেন এবং সেখানে বসাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সওয়ারীতে আরোহনপূর্বক লোকদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা জাহিলিয়াত যুগের গর্ব ও অহংকার ও বাপ-দাদার নামে বড়াইকে খতম করিয়া দিয়াছেন। এখন মানুষ দুই প্রকার—একজন নেক ও মুত্তাকী পরহেযগার, যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত। অপরজন পাপী ও দুর্ভাগা, আল্লাহর নিকট যাহার কোনই মূল্য নাই।

আল্লাহ এরশাদ করিতেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ ঃ হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি। যাহাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আমার এই বক্তব্য বলিতেছি আর আমার জন্য ও তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করিতেছি।

রমযানের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের শেষ তারিখে আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন—

হে লোকসকল, তোমাদের উপর একটি মাস আগমন করিতেছে, অতি মহান ও বরকতময় মাস। উহাতে এমন একটি রাত্র (শবে কদর) রহিয়াছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তায়ালা উহার রোযাকে ফরজ করিয়াছেন এবং উহার রাত্রের কেয়াম (অর্থাৎ তারাবীর নামায)কে সওয়াবের কাজ বানাইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশে কোন নফল কাজ করিল, সে যেন রমযান ব্যতীত অন্য মাসে একটি ফরজ হুকুম পালন করিল। আর যে এই মাসে একটি ফরজ আদায় করিল সে যেন রমযান ব্যতীত অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ হুকুম পালন করিল। এই মাস সবর করার মাস, আর সবরের বিনিময় হইল জান্নাত। এই মাস লোকদের সহিত সহানুভূতির মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, ইহা তাহার জন্য গুনাহমাফী ও (দোযখের) আগুন হইতে মুক্তির উপায় হইবে এবং সে রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু উক্ত রোযাদারের সওয়াব হইতে কোনরূপ কম করা হইবে না।

সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে এমন সামর্থ্য রাখে না যে রোযাদারকে ইফতার করাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (পেট ভরিয়া খাওয়ানো জরুরী নহে) এই সওয়াব তো আল্লাহ তায়ালা একটি খেজুর দ্বারা কেহ ইফতার করাইয়া দেয় বা এক ঢোক পানি পান করাইয়া দেয় বা এক ঢোক লাচ্ছি পান করাইয়া দেওয়ার উপরও দান করেন।

ইহা এমন এক মাস যাহার প্রথম অংশ আল্লাহর রহমত এবং দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাত এবং শেষাংশ আগুন হইতে মুক্তি। যে ব্যক্তি এই মাসে আপন গোলাম (ও কর্মচারী বা খাদেম)এর (কাজের) বোঝা হালকা

করিয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন এবং আগুন হইতে মুক্তিদান করিবেন। এই মাসে চারটি কাজ অধিক পরিমাণে কর। দুইটি দ্বারা তোমরা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করিবে, অপর দুইটি এমন যে, উহা না করিয়া তোমাদের কোন উপায় নাই। যে দুইটি দ্বারা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করিবে তাহা হইল, অধিক পরিমাণে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা ও ইস্তেগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়া। আর যে দুইটি ব্যতীত উপায় নাই তাহা হইল, আল্লাহ তায়ালার নিকট জান্নাত চাওয়া ও (দোযখের) আগুন হইতে পানাহ চাওয়া। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি পান করাইবে আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) আমার হাউজ হইতে তাহাকে এমন পানি পান করাইবেন, যাহার পর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাহার আর পিপাসা লাগিবে না।

রমযান উপলক্ষে অপর একটি বয়ান

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রমযানের মাস নিকটবর্তী হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সময় সংক্ষিপ্তাকারে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে রমযান আসিয়া পড়িয়াছে। আর তোমরাও উহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছ। মনোযোগ দিয়া শুন, রমযানের প্রথম রাত্রিতে আহলে কেবলা (অর্থাৎ মুসলমান)দের প্রত্যেককে মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

রমযান সম্পর্কে অপর একটি বয়ান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন রমযানের প্রথম রাত্রি আরম্ভ হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুশমন জিন (শয়তান)দের ব্যাপারে স্বয়ং যথেষ্ট হইয়া গিয়াছেন। (অর্থাৎ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া দিয়াছেন) এবং তোমাদের সহিত দোয়া কবুল করার ওয়াদা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ ঃ 'তোমরা আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।'

মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের উপর সাতজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়াছেন। রমযান মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ছুটিতে পারিবে না। মনোযোগ দিয়া শুন, রমযানের প্রথম রাত্র হইতে সর্বশেষ রাত্র পর্যন্ত আসমানের সমস্ত দরজা খোলা থাকিবে। আর এই মাসে প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়।

রমযানের শেষ দশদিনের প্রথম রাত্রি আরম্ভ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিয়া লইতেন এবং স্ত্রীগণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া এতেকাফ করিতেন এবং এবাদতে রাত্রি জাগরণ করিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিয়া লওয়ার কি অর্থ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই দিনগুলিতে স্ত্রীগণ হইতে পৃথক থাকিতেন।

জুমুআর নামাযের তাকীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে বলিলেন, হে লোকসকল, মৃত্যুর পূর্বে তওবা করিয়া লও। ব্যস্ততা আসার পূর্বে তাড়াতাড়ি নেক আমল করিয়া লও। আল্লাহ তায়ালার সহিত তোমাদের যে সম্পর্ক রহিয়াছে উহাকে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরের দ্বারা এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সদকা করার দ্বারা বজায় রাখ। এইরূপে তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হইবে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করা হইবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তায়ালা আমার এই দাঁড়াইবার স্থানে আমার এই মাসের এই দিনে এই বৎসর হইতে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য তোমাদের উপর জুমুআর নামায ফরজ করিয়া দিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় বা আমার পরে এবং তাহার উপর ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হউক

বা জালেম বাদশাহ হউক, জুমুআর নামাযকে হালকা ভাবিয়া বা অস্বীকার করিয়া পরিত্যাগ করিবে আল্লাহ তায়ালা যেন তাহার বিক্ষিপ্ত কাজ একত্রিত না করেন এবং তাহার অবস্থাকে ঠিক না করেন এবং তাহার কোন বিষয়ে বরকত দান না করেন।

মনোযোগ দিয়া শুন, যতক্ষণ সে এই গুনাহ হইতে তওবা করিবে না, ততক্ষণ না তাহার কোন নামায কবুল হইবে আর না যাকাত, না হজ্ব, না রোযা, আর না অন্য কোন নেক আমল। যে তওবা করিবে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিবেন। মনোযোগ দিয়া শুন, কোন মহিলা কখনও কোন পুরুষের ইমামতি করিবে না, আর না গ্রাম্য ব্যক্তি কোন মুহাজিরের উপর ইমাম হইবে, আর না কোন বদকার লোক কোন মুমিনের উপর ইমাম হইবে। হাঁ যদি উক্ত বদকার লোক বলপ্রয়োগে তাহাকে বাধ্য করে এবং সে তাহার তলোয়ার ও চাবুককে ভয় করে। (তবে ভিন্ন কথা)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি মদীনা হইতে এক মাইল দূরে থাকে আর জুমুআর দিন আসিয়া পড়ে কিন্তু সে জুমুআর নামায পড়িতে না আসে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি মদীনা হইতে দুই মাইল দূরে থাকে আর জুমুআর দিন আসিয়া পড়ে, কিন্তু সে জুমুআর নামায পড়িতে না আসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন। অতঃপর তৃতীয় বারে বলিলেন, যে ব্যক্তি মদীনা হইতে তিন মাইল দূরে থাকে, আর জুমুআর দিন আসিয়া পড়ে, কিন্তু সে জুমুআর নামায পড়িতে না আসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে মোহর মারিয়া দিবেন।

হজ্বের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান ও খোত্‌বা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং

বলিলেন, শয়তান এই ব্যাপারে তো নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, তোমাদের জমিনে তাহার এবাদত করা হইবে, (অর্থাৎ মূর্তিপূজা হইবে) কিন্তু সে এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট আছে যে, শিরক ব্যতীত অন্যান্য এমন বিষয়ে তাহার আনুগত্য কর যাহাকে তোমরা অতি সাধারণ মনে কর। (অর্থাৎ কাফের যেহেতু কুফর ও শিরকের ন্যায় বড় গুনাহতে লিপ্ত আছে, অতএব শয়তান তাহাকে ছোট ছোট গুনাহতে লিপ্ত করার কোন প্রচেষ্টা চালায় না, কিন্তু মুসলমানকে কুফর ও শিরক অপেক্ষা ছোট গুনাহ, যেমন হত্যা করা, মিথ্যা বলা, খেয়ানত করা ইত্যাদিতে লিপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।) অতএব তোমরা হুশিয়ার থাক।

হে লোকসকল, আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ তবে কখনও গোমরাহ হইবে না। আর তাহা হইল, আল্লাহর কিতাব ও তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এবং সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কোন মুসলমানের জন্য তাহার অপর মুসলমান ভাইয়ের মাল তাহার সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি ব্যতীত হালাল নহে। জুলুম করিও না এবং আমার পর তোমরা কাফের হইয়া একে অপরের গর্দান উড়াইতে আরম্ভ করিও না। (অথবা ইহার অর্থ এই যে, আমার পর তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ হইয়া একে অপরের গর্দান মারিতে আরম্ভ করিও না।)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মীনায় অবস্থিত) মসজিদে খাইফে আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা করিবে এবং উহাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাইয়া লইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার বিক্ষিপ্ত কাজকে গুটাইয়া দিবেন এবং অমুখাপেক্ষিতাকে তাহার চোখের সামনে করিয়া দিবেন এবং দুনিয়া অপদস্ত হইয়া তাহার নিকট আসিবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাইয়া উহার চিন্তায় মগ্ন হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুটানো কাজকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাহার

চোখের সামনে করিয়া দিবেন এবং দুনিয়া হইতে সে ঐ পরিমাণেই পাইবে যেই পরিমাণ তাহার ভাগ্যে লেখা আছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মীনায় অবস্থিত মসজিদে খাইফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার চেহারাকে তরতাজা রাখেন যে আমার কথাকে শুনিল এবং চেষ্টা করিয়া আপন ভাইকে সেই কথা বয়ান করিয়া শুনাইল। তিনটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহাতে কোন মুসলমানের অন্তর খেয়ানত ও ত্রুটি করে না, এক—আমলকে আল্লাহর জন্য খালেস করা, দুই—শাসক ও আমীরদের হিত কামনা করা, তিন—মুসলমানদের জামাতের সহিত লাগিয়া থাকা। কেননা, মুসলমানদের দোয়া তাহাদেরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখে (এবং শয়তানের ধোকা ও ষড়যন্ত্র হইতে তাহাদেরকে হেফাজত করে।)

হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্ব সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীনা হইতে রওয়ানা হইলেন এবং মুযদালাফা অতিক্রম করিয়া আরাফাতে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাহার তাঁবু নামেরাতে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি উহাতে অবস্থান করিলেন। যখন সূর্য ঢলিয়া গেল তখন তাঁহার আদেশে কাসওয়া নামক উটনীর পিঠে হাওদা লাগানো হইল। অতঃপর তিনি উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আসিলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ খোতবা প্রদান করিলেন।

উক্ত খোতবায় তিনি বলিলেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য এরূপ সম্মানিত, যেরূপ তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস ও তোমাদের এই শহর তোমাদের জন্য সম্মানিত। মনোযোগ দিয়া শুন, জাহিলিয়াতের সমস্ত কুপ্রথা আমার এই পায়ের নীচে রাখা রহিল। অর্থাৎ উহাকে রহিত করা হইল। জাহিলিয়াতের সমস্ত খুন (এর দাবী) দাবীও রহিত করা হইল এবং আমাদের খুন হইতে সর্বপ্রথম খুন যাহা আমি রহিত করিতেছি, তাহা হইল রাবীআহ ইবনে হারেসের খুন। রাবীআহ্ ইবনে হারেস বুন সা'দের নিকট দুগ্ধ পানের জন্য দেওয়া

হইয়াছিল এবং হুযাইল গোত্র তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছিল। জাহিলিয়াতের সুদও রহিত করা হইল। আর আমি আমাদের সুদ হইতে সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ মাফ করিয়া দিলাম। এখন উহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া গেল। আর স্ত্রীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছ। (তোমরা তাহাদের মালিক নও বরং আমানতদার) আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে বিবাহের মাধ্যমে তাহারা তোমাদের জন্য হালাল হইয়াছে।

তাহাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তোমাদের অপছন্দনীয় কাহাকেও তোমাদের ঘরে আসিতে দিবে না, যদি এই কাজ করে তবে তাহাদেরকে হালকা মারপিট কর। আর তোমাদের উপর তাহাদের হক এই যে, তাহাদেরকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খোরপোষ দিবে। আর আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা উহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ তবে কখনও গোমরাহ্ হইবে না। আর তাহা হইল, আল্লাহর কিতাব। তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি (আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং উম্মতের হিতকামনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর আমানত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উত্তোলন করিলেন তারপর লোকদের দিকে নীচে ঝুকাইলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী হইয়া যান, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী হইয়া যান, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী হইয়া যান। এইভাবে তিনবার বলিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোরবানীর দিন অর্থাৎ দশই জিলহজ্জ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, ইহা কোন্ দিন? লোকেরা বলিল, সম্মানিত দিন। তিনি বলিলেন, ইহা কোন্ শহর? লোকেরা বলিল, সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ মাস? লোকেরা উত্তর দিল, ইহা সম্মানিত মাস। তিনি বলিলেন, তোমাদের

খুন, তোমাদের মাল, তোমাদের ইজ্জত এরূপ সম্মানিত যেরূপ তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর এবং তোমাদের এই মাস সম্মানিত। এই কথা তিনি কয়েকবার বলিলেন। অতঃপর মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আয় আল্লাহ! আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মাতকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করিয়াছেন যে, উপস্থিতগণ অনুপস্থিত সকলকে (আমার এই দ্বীন) পৌঁছাইয়া দিবে। আমার পর তোমরা কাফের হইয়া একে অপরের গর্দান উড়াইতে আরম্ভ করিও না।

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকদেরকে চুপ করাও। অতঃপর তিনি বলিলেন, এখন তো আমি তোমাদের অবস্থা ভাল দেখিতেছি, কিন্তু পরবর্তীতে যেন আমি জানিতে না পারি যে, তোমরা কাফের হইয়া একে অপরের গর্দান উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছ।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন, হে জারীর! লোকদেরকে চুপ করাও। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াতে অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উম্মুল হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জ করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, হযরত উসামা (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ) হইতে একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছেন আর অপরজন তাঁহাকে (রৌদ্রের) গরম হইতে রক্ষা করার জন্য আপন কাপড় দ্বারা ছায়া করিয়া রাখিয়াছেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায়ে আকাবাহ অর্থাৎ বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তারপর আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি তোমাদের উপর নাক কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং সে কালো বর্ণের হয়,

আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তোমরা তাহার প্রত্যেক কথা শুনিবে ও মানিবে। (বিদায়াহ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বের বৎসর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোতবার মধ্যে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক স্বয়ং দান করিয়াছেন। অতএব এখন কোন ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা চলিবে না, আর সন্তান বিছানার মালিকের (অর্থাৎ স্বামী বা জননী বাঁদী হইলে তাহার মালিকের) আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর আর তাহাদের সকলের হিসাব আল্লাহর নিকট হইবে। যে কেহ আপন পিতা ব্যতীত অন্য কাহারো সন্তান বলিয়া দাবী করিবে বা কোন গোলাম আপন মালিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের মালিক বলিয়া দাবী করিবে তাহার উপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অনবরত আল্লাহর লা'নত পতিত হইতে থাকিবে। কোন স্ত্রী নিজের ঘর হইতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত খরচ করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্যসামগ্রীও কি দিতে পারিবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাদ্যসামগ্রী তো আমাদের ঘরের সর্বোত্তম জিনিস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ধারকৃত জিনিস ফেরত দিতে হইবে। যে জানোয়ার দুধপান করার জন্য কাহাকেও দেওয়া হইয়াছিল তাহাও ফেরত দিতে হইবে। ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং জরিমানা দায়িত্ব গ্রহণকারীর উপর বর্তাইবে।

আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান শুনিয়াছি।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদআ নামক উটনীর উপর বসা ছিলেন। তিনি উহার পা-দানির উপর ভর দিয়া নিজেকে উঁচা করিতেছিলেন, যাহাতে লোকেরা তাঁহার কথা শুনিতে পায়। আমি তাঁহাকে উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা কি আমার আওয়াজ শুনিতে পাইতেছ? সমবেত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কি বিষয়ে নসীহত করিতে চাহিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তোমাদের রবের এবাদত কর এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর এবং এক মাসের রোযা রাখ, আর তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর, তোমরা (যদি এই কাজগুলি কর তবে) তোমাদের রবের জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে মুআয তাইমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীনায় আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অতএব আমরা আমাদের নিজ নিজ অবস্থান স্থলে থাকিয়াই তাঁহার বয়ান শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে হজ্বের আহকাম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি যখন জামরাতের (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের) স্থানে পৌঁছিলেন তখন নিজের উভয় কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, ছোট ছোট কংকর মার। অতঃপর তাঁহার আদেশে মুহাজিরগণ মসজিদে খাইফের সম্মুখে ও আনসারগণ মসজিদের পিছনে অবস্থান করিলেন। তারপর অবশিষ্ট লোকজন নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিল।

হযরত রাফে' ইবনে আমের মুযানী (রাঃ) বলেন, সূর্য বেশ উপরে উঠার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মীনায় ছাই রংয়ের খচ্চরের উপর চড়িয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহার কথাকে সম্মুখে লোকদের নিকট পৌঁছাইতে ছিলেন। আর লোকদের মধ্যে কিছু দাঁড়াইয়া ও কিছু বসিয়াছিল।

আবু হাররাহ্ রাক্কাশী (রহঃ) তাহার আপন চাচা হইতে বর্ণনা করেন। চাচা বলিয়াছেন, আমি আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর লাগাম ধরিয়াছিলাম এবং লোকদেরকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা কি জান, ইহা কোন্ মাস? কোন্ দিন? এবং কোন্ শহর? সাহাবা (রাঃ) আরজ

করিলেন—সম্মানিত দিন, সম্মানিত মাস, সম্মানিত শহর। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত তোমাদের জন্য এরূপ সম্মানিত যেরূপ এইদিন, এই মাস ও এই শহর সম্মানিত। আর এই হুকুম আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্তের জন্য বহাল থাকিবে। অর্থাৎ জীবনভরের জন্য। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার কথা শুন, জীবিত থাকিবে।

খবরদার, জুলুম করিও না, খবরদার, জুলুম করিও না, খবরদার, জুলুম করিও না। কোন মুসলমানের মাল (কোন জিনিস) তাহার খুশী মনে দেওয়া ব্যতীত লওয়া জায়েয নাই। শুনিয়া রাখ, জাহিলিয়াতের সমস্ত রক্তের দাবী, সকল মাল ও গর্বযোগ্য সকল বিষয় কেয়ামত পর্যন্তের জন্য আমার এই পদতলে রহিল। অর্থাৎ চিরদিনের জন্য রহিত করা হইল। আর সর্বপ্রথম রবীআহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী শেষ করিয়া দেওয়া হইল। যাহাকে বনু সা'দ গোত্রে দুধপানের জন্য দেওয়া হইয়াছিল এবং হুযাইল গোত্র তাহাকে হত্যা করিয়া দিয়াছিল। মনোযোগ দিয়া শুন, জাহিলিয়াতের সমস্ত সুদ রহিত করা হইল। আর আল্লাহ্ তায়ালা এই ফয়সালা করিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করা হউক। তোমরা তোমাদের আসল মূলধন পাইয়া যাইবে, না তোমরা কাহারো উপর জুলুম করিবে আর না তোমাদের উপর কেহ জুলুম করিবে। মনোযোগ দিয়া শুন, যেদিন আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেদিন যে অবস্থা ছিল যামানা ঘুরিয়া পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ -

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় (চন্দ্র) মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে আল্লাহর নিকট বার মাস, যাহা আল্লাহর কিতাবে রহিয়াছে, তাঁহার আসমানসমূহ ও

জমিন সৃষ্টির দিন হইতেই। তন্মধ্যে চারিটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, অতএব তোমরা এই মাসগুলি সম্বন্ধে (দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া) নিজেদের ক্ষতি করিও না।'

মনোযোগ দিয়া শুন, আমার পর তোমরা কাফের হইয়া একে অপরের গর্দান মারিতে আরম্ভ করিও না। মনোযোগ দিয়া শুন, শয়তান এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, নামাযী লোকেরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) তাহার এবাদত করিবে। অবশ্য সে তোমাদেরকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করার পূর্ণ চেষ্টা করিতে থাকিবে। স্ত্রীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাহারা তোমাদের নিকট বন্দিনী। তাহারা নিজেদের ব্যাপারে কোন অধিকার রাখে না। তোমাদের উপর তাহাদের হক রহিয়াছে, এবং তাহাদের উপরও তোমাদের হক রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, তোমাদের ব্যতীত অপর কাহাকেও তোমাদের বিছানায় আসিতে না দেয়, এবং তোমাদের অপছন্দনীয় কাহাকেও তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। যদি তোমরা তাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তবে তাহাদেরকে বুঝাও, নসীহত কর এবং তাহাদেরকে বিছানায় ত্যাগ কর অর্থাৎ তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দাও। আর তাহাদেরকে হালকাভাবে মারধর কর। আর নিয়মমত খোরপোষ তাহাদের হক। তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছ। অর্থাৎ তোমরা তাহাদের আমানতদার মালিক নও, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নিয়মে তাহারা তোমাদের জন্য হালাল হইয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, যাহার নিকট কাহারো আমানত রহিয়াছে, সে উহাকে যে আমানত রাখিয়াছে তাহার নিকট ফেরত দিবে। অতঃপর তিনি উভয় হাত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি (আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছাইয়া দিয়াছি। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছি। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি পৌঁছাইয়া দিয়াছি। উপস্থিত সকলে অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। কেননা অনেক সময় যাহাকে পৌঁছানো হয় সে সরাসরি শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হয়।

বর্ণনাকারী হুমাইদ (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) যখন

হাদীসের এই অংশের উপর পৌঁছিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহর কসম, সাহাবা (রাঃ) এমন লোকদের নিকট দ্বীন পৌঁছাইয়াছেন যাহারা এই দ্বীনের কারণে অত্যাধিক ভাগ্যবান হইয়াছেন।

বাযযারের রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে উপরোক্ত একই বিষয়ের উপর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহার শুরুতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, বিদায় হজ্বের সফরে মীনায় অবস্থানকালে আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি দিনগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই সূরা অর্থাৎ সূরা—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় আসিয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহার আদেশে তাঁহার কাসওয়া নামক উটনীর উপর হাওদা বাঁধা হইল। তিনি উহাতে আরোহণ করিয়া গিরিপথের নিকট আসিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে থামিলেন। অসংখ্য মুসলমান সেখানে তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। তিনি হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, হে লোকসকল, জাহিলিয়াতের সকল রক্তের দাবী রহিত করা হইয়াছে। এই হাদীসের পরবর্তী অংশে ইহাও আছে যে, হে লোকসকল, শয়তান এই বিষয়ে নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, তোমাদের দেশে শেষ যুগ পর্যন্ত তাহার এবাদত করা হইবে। কিন্তু সে ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে যে, তোমরা ছোট খাট গুনাহ কর, অতএব তোমরা শয়তান হইতে সতর্ক থাক, আপন দ্বীনের উপর পরিপক্ক থাক এবং ছোটখাট গুনাহ করিয়া তাহাকে খুশী করিও না।

এই রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে, হে লোকসকল, আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি যদি তোমরা উহাকে ধরিয়া রাখ তবে কখনও গোমরাহ হইবে না। আর তাহা হইল, আল্লাহর কিতাব। অতএব তোমরা উহার উপর আমল কর। এই রেওয়ায়াতের শেষে আছে, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমাদের উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদেরকে পৌঁছাইয়া দিবে। আমার পর কোন নবী নাই,

আর তোমাদের পর কোন উম্মাত নাই। অতঃপর তিনি হাত উঠাইয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদায়ী বয়ান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন, অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম। মনোযোগ দিয়া শুন, কোন আরবের জন্য অনারবের উপর এবং কোন অনারবের জন্য আরবের কোন সম্মান নাই। আর কোন লালবর্ণ মানুষের জন্য কালবর্ণের উপর এবং কোন কালেবর্ণের জন্য লালবর্ণের উপর কোন সম্মান নাই। একজন মানুষ অপর মানুষের উপর শুধুমাত্র তাকওয়ার দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারে। তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক তাকওয়াওয়ালা হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি কি (আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছাইয়া দিয়াছি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, এইবার উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছাইয়া দিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আরাফাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কান কাটা উটনীর উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা কোন্ দিন? ইহা কোন্ মাস? ইহা কোন্ শহর? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইহা সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমাদের মাল, তোমাদের রক্ত তোমাদের জন্য এরূপ সম্মানিত যেরূপ তোমাদের এই মাস, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই দিন সম্মানিত। আমি তোমাদের প্রয়োজনে তোমাদের পূর্বে যাইতেছি এবং হাউজে (কাওসার)এর নিকট তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আর আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অন্য উম্মাতের উপর গর্ব করিব। অতএব তোমরা (খারাপ আমল করিয়া কাল কেয়ামতের দিন) আমার মুখ কালো করিও না। মনোযোগ দিয় শুন, (কাল কেয়ামতের দিন) আমি বহু লোককে (সুপারিশ করিয়া দোযখ হইতে) ছুটাইয়া লইব। কিন্তু কিছু

লোককে (আমার হাত হইতে) ছুটাইয়া লওয়া হইবে। (ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে আমার হাত হইতে ছুটাইয়া দূরে সরাইয়া দিবে।) আমি বলিব, হে আমার রব, ইহারা তো আমার সাহাবী। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনি জানেন না, তাহারা আপনার পরে কি সমস্ত কর্মকাণ্ড করিয়াছে। (ইহা দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলমান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ইন্তেকালের পর মোরতাদ হইয়া (অর্থাৎ ইসলাম হইতে ফিরিয়া) গিয়াছিল।

দাজ্জাল, মুসাইলামা কায্যাব, ইয়াজুজ মাজুজ ও জমিন ধ্বসাইয়া দেওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

দাজ্জাল সম্পর্কে খোতবা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্ব সম্পর্কে (হজ্বের পূর্ব হইতেই) আলোচনা করিতেছিলাম, (যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হজ্ব করিব) কিন্তু আমরা জানিতাম না যে, তিনি (আপন উম্মাতকে) বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে এই হজ্ব করিতেছেন। সুতরাং এই বিদায় হজ্বের এক বয়ানে তিনি মসীহ দাজ্জালের আলোচনা করিলেন। আর এই ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবী পাঠাইয়াছেন, তিনি আপন উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে অবশ্যই ভয় দেখাইয়া (সতর্ক করিয়া)ছেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁহার পরবর্তী সমস্ত নবীগণ দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহার একটি বিষয় এখন পর্যন্ত তোমাদের অজানা রহিয়াছে। আর তাহা তোমাদের অজানা থাকা উচিত নয় যে, (সে কানা—এক চক্ষুবিশিষ্ট হইবে, আর) তোমাদের রব তাবারাকা ওয়া তাআলা কানা নহেন।

হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবী তাহার উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখাইয়াছেন। তাহার বাম চক্ষু কানা হইবে এবং তাহার ডান চক্ষুর বাম কোণে একটি বড় গোশতের টুকরা হইবে, যাহা তাহার চোখের মণিকে ঢাকিয়া দিবে। তাহার উভয় চোখের মাঝে কাফের লেখা থাকিবে। তাহার সহিত দুইটি উপত্যকা বা ময়দান থাকিবে। একটিকে জান্নাত মনে হইবে এবং অপরটিকে দোযখ মনে হইবে। কিন্তু তাহার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হইবে এবং তাহার দোযখ জান্নাত হইবে। আর তাহার সহিত দুইজন ফেরেশতা থাকিবেন, যাহারা নবীগণের মধ্য হইতে দুইজন নবীর সাদৃশ্য হইবেন। একজন দাজ্জালের ডান দিকে থাকিবেন, অপরজন তাহার বাম দিকে থাকিবেন। আর ইহা দ্বারা লোকদের পরীক্ষা হইবে। দাজ্জাল বলিবে, আমি কি তোমাদের রব নহি? আমি মৃত্যু দান করি, জীবিত করি। তাহার এই কথার উপর একজন ফেরেশতা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। এই কথা তাহার সঙ্গী অপর ফেরেশতা শুনিতে পাইবে, আর কেহ শুনিতে পাইবে না। সুতরাং দ্বিতীয় ফেরেশতা উত্তরে বলিবেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তাহার এই কথা সকল মানুষ শুনিতে পাইবে। ইহাতে লোকেরা মনে করিবে, এই ফেরেশতা দাজ্জালকে সত্যবাদী বলিতেছে। ইহাও পরীক্ষার একটি পন্থা হইবে।

অতঃপর দাজ্জাল চলিবে এবং চলিতে চলিতে মদীনায় পৌঁছিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার জন্য মদীনার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি হইবে না। তারপর সে বলিবে, ইহা তো সেই মহান ব্যক্তির (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বস্তি। তারপর সে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সিরিয়ায় পৌঁছিবে এবং আফীক নামক গিরিপথের নিকট আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধ্বংস করিবেন।

জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া আযদী (রহঃ) বলেন, আমিও একজন আনসারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর নিকট গেলাম এবং আরজ করিলাম, আপনি আমাদিগকে এমন একটি হাদীস শুনান যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন এবং তিনি উহাতে দাজ্জাল সম্পর্কে

বলিয়াছেন। উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি উহাতে বলিলেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছি (ও সতর্ক করিতেছি)। এই কথাটি তিনবার বলিলেন। তারপর বলিলেন, এমন কোন নবী আসেন নাই, যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় না দেখাইয়াছেন। হে আমার উম্মাত, সে তোমাদের মধ্য হইতে হইবে। সে কোঁকড়া চুলওয়ালা, গৌর বর্ণের হইবে। তাহার বাম চক্ষু কানা ও সমান হইবে। তাহার সহিত জান্নাত ও দোযখ হইবে এবং তাহার সহিত রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে। সে বৃষ্টিপাত ঘটাইবে, কিন্তু বৃক্ষ জন্মাইতে পারিবে না, এবং এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে কতল করিবে, তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও কতল করিতে পারিবে না, সে জমিনে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে এবং প্রতিটি পানির ঘাটে পৌঁছিবে। চারটি মসজিদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না—মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে তূর ও মসজিদে আকসা। আর তোমরা দাজ্জালের বিষয়ে ধাঁধায় পতিত হইও না, কারণ (সে কানা হইবে, আর) তোমাদের রব কানা নহেন।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানের অধিকাংশই তিনি দাজ্জালের কথা আলোচনা করিলেন। আর যখন দাজ্জালের আলোচনা শুরু করিলেন তখন শেষ পর্যন্ত তাহার ব্যাপারেই বলিতে থাকিলেন। সেদিন তিনি আমাদেরকে যাহাকিছু বলিয়াছেন উহাতে ইহাও ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবী পাঠাইয়াছেন তিনি আপন উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে অবশ্যই ভয় দেখাইয়াছেন। আমি আখেরী নবী এবং তোমরা আখেরী উম্মাত। সে তোমাদের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিবে। যদি সে আত্মপ্রকাশ করে, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি তবে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ হইতে আমি স্বয়ং দলীল-প্রমাণ সহ তাহার মোকাবিলা করিব। আর যদি সে আমার পর তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং নিজের পক্ষ হইতে তাহার মোকাবিলা করিবে এবং আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পক্ষ হইতে খলীফা বা

স্থলাভিষিক্ত হইবেন। ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এক পথে দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে এবং ডানে বামে বাহিনী প্রেরণ করিয়া ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মজবুত থাকিও। কেননা সে প্রথম বলিবে, আমি নবী, অথচ আমার পরে কোন নবী আসিবে না। তারপর সে বলিবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যুর পূর্বে তোমরা তোমাদের রবকে দেখিতে পারিবে না। তাহার উভয় চোখের মাঝখানে কাফের লেখা থাকিবে, যাহা প্রত্যেক মুমিন পাঠ করিবে। অতএব তোমাদের যে কেহ তাহার সাক্ষাৎ পায় সে যেন তাহার চেহারায় থু থু দেয় এবং সূরা কাহাফের শুরুর আয়াতগুলি পাঠ করে। সে এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া প্রথম তাহাকে কতল করিবে, অতঃপর তাহাকে জীবিত করিবে, কিন্তু এই ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও সহিত সে এরূপ করিতে পারিবে না। তাহার একটি ফেৎনা এই হইবে যে, তাহার সহিত জান্নাত ও দোযখ থাকিবে। তাহার দোযখ জান্নাত হইবে এবং তাহার জান্নাত দোযখ হইবে। সুতরাং তোমাদের কেহ যদি তাহার দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে সে যেন চক্ষু বন্ধ করিয়া লয় এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এরূপ করার দ্বারা সেই দোযখের আগুন তাহার জন্য এরূপ ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হইয়া যাইবে যেরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জন্য হইয়া গিয়াছিল।

তাহার একটি ফেৎনা এই হইবে যে, সে এক গোত্রের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে, আর গোত্রের সকলে তাহার উপর ঈমান আনয়ন করিবে এবং তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে। সে তাহাদের জন্য দোয়া করিবে, আর সেইদিনই তাহাদের জন্য আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং সেইদিনই তাহাদের সমস্ত জমিন সবুজ শ্যামল হইয়া যাইবে। আর সেইদিন সন্ধ্যায় যখন তাহাদের জানোয়ারগুলি চরিয়া ফিরিয়া আসিবে তখন সেইগুলি অত্যন্ত মোটাতাজা হইবে এবং উহাদের পেট খুব ভরা হইবে। এবং উহাদের স্তনগুলি হইতে দুধ ঝরিতে থাকিবে। সে অপর এক গোত্রের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। সে তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া

করিবে, যদ্দরুন তাহাদের সমস্ত জানোয়ার মরিয়া যাইবে এবং তাহাদের নিকট একটি জানোয়ারও অবশিষ্ট থাকিবে না। সে এই দুনিয়াতে চল্লিশদিন অবস্থান করিবে, তন্মধ্যে একদিন এক বৎসরের সমান হইবে, আর একদিন এক মাসের সমান হইবে। একদিন এক সপ্তাহের সমান হইবে এবং একদিন সাধারণ দিনগুলির সমান হইবে। আর তাহার শেষ দিন মরিচিকার ন্যায় অতি সংক্ষিপ্ত হইবে। এই পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হইবে যে, এক ব্যক্তি সকালবেলা মদীনার এক দরজায় হইবে এবং অপর দরজা পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ ছোট দিনগুলিতে আমরা নামায কিরূপে পড়িব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সেই ছোট দিনগুলিতে এমনভাবে সময়ের আন্দাজ করিয়া নামায পড়িয়া লইবে যেমন বড় দিনগুলিতে সময়ের আন্দাজ করিয়া পড়িয়া থাক।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে আসমান হইতে আগত কোন খবরের কারণে একত্রিত করি নাই। অতঃপর তিনি জাস্সাসাহ (অর্থাৎ দাজ্জালের গুপ্তচর) সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, সে মাসীহ, তাহার জন্য চল্লিশ দিনে সমস্ত জমিন (এর দূরত্ব)কে গুটাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সে তাইবাহ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাইবাহ হইল, মদীনা। মদীনার প্রত্যেক দরজায় খোলা তলোয়ার হাতে একজন ফেরেশতা থাকিবে, যে তাহাকে উহাতে প্রবেশ করিতে বাধা দিবে। মক্কায়ও এরূপ হইবে।

বসরানিবাসী সা'লাবা ইবনে এবাদ আবদী (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ)এর বয়ানে অংশগ্রহণ করিলাম। তিনি নিজ বয়ানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন এবং সূর্যগ্রহণের হাদীসও উল্লেখ করিলেন। উক্ত হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি ইহাও বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয়

রাকাতে বসিলেন তখন সূর্য পরিস্কার হইয়া গেল এবং গ্রহণ শেষ হইয়া গেল। সালাম ফিরাইবার পর তিনি হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং এই কথার সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমাদের জানামতে আমি আমার রবের পয়গাম পৌছাইতে কোন প্রকার ত্রুটি করিয়া থাকি তবে তোমরা অবশ্য আমাকে জানাও। এই কথা শুনিয়া অনেক মানুষ দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আপনার রবের সমস্ত পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন এবং আপন উম্মতের হিতকামনা করিয়াছেন এবং যে সকল কাজ আপনার দায়িত্বে ছিল তাহা পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আম্মাবাদ, অনেক লোকের ধারণা এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ এবং তারকাসমূহের আপন উদয়স্থল হইতে সরিয়া যাওয়া জমিনে কোন বড় মানুষের মৃত্যুর কারণে হইয়া থাকে। তাহাদের এই ধারণা ভুল। এই গ্রহণ তো আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্য হইতে একটি নিদর্শন, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তিনি দেখিতে চাহেন যে, কে এই নিদর্শন দেখিয়া কুফর ও গুনাহ হইতে তওবা করে। আর দাঁড়াইয়া গ্রহণের নামায পড়িবার এই সময়ের মধ্যে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হইবে তাহা সমস্তই আমি দেখিয়া লইয়াছি।

আল্লাহর কসম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটিবে। উহাদের মধ্যে সর্বশেষ কানা দাজ্জাল হইবে। তাহার বাম চক্ষু কানা হইবে, দেখিতে একেবারে আবু ইয়াহইয়ার চক্ষুর ন্যায়। হযরত আবু ইয়াহইয়া (রাঃ) একজন আনসারী বৃদ্ধলোক ছিলেন। তিনি এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হুজরার মাঝে বসিয়াছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন সে আত্মপ্রকাশ করিবে তখন বলিবে, আমি আল্লাহ। যে ব্যক্তি তাহার উপর ঈমান আনিবে, তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে এবং তাহার

অনুসরণ করিবে তাহার বিগত কোন আমলই কাজে আসিবে না। আর যে ব্যক্তি তাহাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিবে তাহাকে তাহার কোন (বদ) আমলের উপর শাস্তি দেওয়া হইবে না।

হারাম শরীফ ও বাইতুল মোকাদ্দাস ব্যতীত সমস্ত জমিনের প্রত্যেক স্থানে যাইবে এবং মুসলমানগণ বাইতুল মোকাদ্দাসে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে। তাহাদের উপর ভীষণ আকারে ভূমিকম্প হইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এমনকি দেয়াল ও গাছের মূল ডাকিয়া বলিবে, হে মুমিন! অথবা হে মুসলিম! এই ব্যক্তি ইহুদী, এই ব্যক্তি কাফের, আস, ইহাকে হত্যা কর। আর এই সমস্ত কিছু ততক্ষণ ঘটিবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু বিষয় দেখিয়া লও যাহা তোমাদের নিকট অনেক বড় মনে হইবে এবং তোমরা পরস্পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদের নবী কি এই বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন? আর (এরূপ অবস্থা ততক্ষণ হইবে না) যতক্ষণ না কতিপয় পাহাড় আপন স্থান হইতে সরিয়া যায়। ইহার পরপরই সাধারণভাবে সকলের মৃত্যু ঘটিবে। (অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হইবে।)

সা'লাবা (রহঃ) বলেন, ইহার পর আমি হযরত সামুরা (রাঃ)এর আরেকটি বয়ান শুনিয়াছি। উহাতে তিনি এই হাদীসই উল্লেখ করিয়াছেন এবং একটি শব্দও আগে পিছে করেন নাই।

আহমাদ ও বায্যারের রেওয়ায়াতে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুত করিয়া ধরিবে এবং বলিবে, আমার রব আল্লাহ যিনি জীবিত আছেন, তাহার মৃত্যু হইতে পারে না তাহার উপর দাজ্জালের আযাবের কোন আছর হইবে না। যে ব্যক্তি (দাজ্জালকে) বলিবে, তুমি আমার রব সে ফেৎনায় পতিত হইয়া গিয়াছে।

মুসাইলামা কায্যাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার পূর্বেই লোকেরা মুসাইলামা সম্পর্কে অনেক কথা বলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করার জন্য দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আম্মা বাদ, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা

অনেক কথা বলিয়াছ। সে মিথ্যাবাদী, এবং সেই ত্রিশজন মিথ্যাবাদীদের একজন, যাহারা কেয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিবে। আর প্রত্যেক শহরে মাসীহ (দাজ্জাল)এর ভীতি ছড়াইয়া পড়িবে।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিন্তু মদীনাতে মাসীহ দাজ্জাল প্রবেশ করিবে না, কেননা সেদিন মদীনার প্রত্যেক রাস্তার উপর দুইজন ফেরেশতা থাকিবে, তাহারা দাজ্জালের ভয়ভীতি মদীনায় প্রবেশ করিতে বাধা দিবে।

ইয়াজুজ মাজুজ ও ধ্বস সম্পর্কে বয়ান

খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারমালা (রহঃ) তাহার আপন খালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার খালা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচ্ছুর দংশনের কারণে মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা বলিতেছ এখন আর কোন শত্রু অবশিষ্ট নাই। অথচ (এমন একদিন আসিবে যখন) তোমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে এমন সময় ইয়াজুজ মাজুজ এর আবির্ভাব ঘটিবে। তাহাদের চেহারাগুলি চেপ্টা, চক্ষুগুলি ছোট ছোট এবং চুলগুলি লালচে হইবে। তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে দ্রুত ছুটিয়া আসিবে। তাহাদের চেহারাগুলি চামড়া দ্বারা আবৃত ঢালের ন্যায় হইবে।

হযরত কা'কা' (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত বুকাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি মহিলাদের ছাপরাতে বসিয়া ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি বাম হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিতেছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা যখন শুনিবে এইদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কিছু লোক জমিনে ধ্বসিয়া গিয়াছে তখন মনে করিবে, কেয়ামত আসিয়া গিয়াছে। (আহমাদ ও তাবারানী)

গীবতের নিন্দা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এত উচ্চ আওয়াজে বয়ান করিলেন, যাহাতে ঘরে পর্দানশীন মেয়েরাও শুনিতে পায়। তিনি বলিয়াছেন, হে ঐ সমস্ত লোকেরা, যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানদের গীবত করিও না এবং তাহাদের দোষ তালাশ করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ তালাশ করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহার দোষ তালাশ করিতে আরম্ভ করিবেন তাহাকে তাহার নিজ ঘরের ভিতরে অপদস্ত করিয়া ছাড়িবেন। তাবারানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের শব্দ এরূপ যে, ঈমানদারদেরকে কষ্ট দিও না, এবং তাহাদের গোপন দোষ-ত্রুটি তালাশ করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার পর্দা ছিড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে অপদস্ত করিয়া দিবেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমি তাঁহার চেহারা মোবারকের অবস্থা দেখিয়া অনুভব করিলাম যে, নিশ্চয় বিশেষ কিছু একটা ঘটিয়াছে। তিনি কাহারো সহিত কোন কথা বলিলেন না, বরং অযূ করিয়া মসজিদে গেলেন। আমি হুজরার দেয়ালের সহিত লাগিয়া শুনিতে দাঁড়াইয়া গেলাম যে, কি এরশাদ করেন। তিনি মিম্বারের উপর বসিলেন এবং হামদ ও সানার পর বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বলিতেছেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিতে থাক, এমন সময় আসিবার পূর্বে যখন তোমরা দোয়া কর আর আমি তোমাদের দোয়া কবুল না করি, তোমরা আমার নিকট চাহ, আর আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ না করি। তোমরা নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য চাও, আর আমি তোমাদেরকে সাহায্য না করি। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি মিম্বার হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

মন্দ চরিত্র হইতে সতর্ককরণের উপর বয়ান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে বলিলেন, জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ কেয়ামতের দিন এই জুলুম বিশাল অন্ধকারে পরিণত হইবে। অশ্লীল স্বভাব ও অশ্লীল কথাবার্তা হইতে দূরে থাক, লোভ হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ লোভের কারণে ধ্বংস হইয়াছে। লোভের কারণে তাহারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। এই লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা কৃপণতা করিয়াছে আর এই লোভের কারণে তাহারা মন্দ কাজে লিপ্ত হইয়াছে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের মধ্যে কোন আমল সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জবান ও হাত হইতে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ থাকে। উক্ত ব্যক্তি অথবা অপর কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ হিজরত সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার রব যাহা অপছন্দ করেন তাহা পরিত্যাগ কর। (ইহাই সর্বোত্তম হিজরত) হিজরত দুই প্রকার, এক—শহরবাসীদের হিজরত। দুই—গ্রামবাসীদের হিজরত। গ্রামবাসীদের হিজরত এই যে, (সে গ্রামেই থাকে কিন্তু) যখন তাহাকে (কোন কাজের জন্য) ডাকা হয় তখনই সে সাড়া দেয় এবং যখন তাহাকে কোন হুকুম করা হয় তখনই সে তাহা পালন করে। আর শহরবাসীদের হিজরতে পরীক্ষায়ও বড়, আজর ও সওয়াবও বেশী। (কারণ মৃত্যু পর্যন্তের জন্য তাহাকে নিজ শহর পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়া থাকিতে হইবে, আর সর্বাবস্থায় দ্বীনের কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।)

তাবারানীতে হযরত হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রাঃ) হইতে সংক্ষিপ্তাকারে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার শুরুতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, খেয়ানত হইতে বাঁচিয়া থাক, কারণ ইহা ভিতরগত একটি অত্যন্ত মন্দ স্বভাব।

কবীরা গুনাহ হইতে সতর্ককরণের উপর বয়ান

হযরত আইমান ইবনে খুরাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। তিনি বয়ানে বলিলেন, হে লোক সকল, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহর নিকট শিরক (গুনাহের)' সমান। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

অর্থ ঃ 'অতএব তোমরা অপবিত্রতা হইতে তথা মূর্তিসমূহ হইতে সরিয়া থাক এবং মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাক।'

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং তিনি সুদের কথা আলোচনা করিলেন এবং উহা অনেক বড় গুনাহ বলিয়া বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন যে, কোন ব্যক্তি সুদের এক দেরহাম গ্রহণ করে তাহা আল্লাহর নিকট ছত্রিশবার যেনা করা অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম সুদ হইল মুসলমান ব্যক্তির মানহানি করা।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, শিরক হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা শিরক পিপড়ার চলা অপেক্ষা অধিক অজ্ঞাত। কেহ বলিতে পারে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা উহা হইতে কিরূপে বাঁচিতে পারি অথচ উহা পিপড়ার চলা অপেক্ষা অধিক অজ্ঞাত? বলিলেন, তোমরা এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ ـ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, শিরক জানিয়াও আপনার সহিত শিরক করি এরূপ শিরক হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আর অজ্ঞাতে শিরক করা হইতেও আপনার নিকট মাফ চাহিতেছি।

শোকর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মিম্বারের কাঠের উপর (উঠিয়া) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অল্পের উপর শোকর করে না, সে বেশীর উপরও শোকর করিতে পারে না। আর যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর আদায় করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহকে বয়ান করাও শোকর, আর উহা বয়ান না করা না–শোকরী। পরস্পর একতা রহমত, আর পরস্পর অনৈক্য আযাব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলিয়াছেন, সাওয়াদে আ'যম (অর্থাৎ আহলে হকদের বড় জামাত)এর সহিত মিলিয়া থাক। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, সাওয়াদে আ'যম কি? হযরত আবু উমামা (রাঃ) উচ্চস্বরে বলিলেন, সূরা নূরের এই আয়াত—

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

অর্থ ঃ অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, রাসূলের কর্তব্য তো তাহাই—যে (তবলীগের) ভার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, আর তোমাদের কর্তব্য তাহাই যাহার ভার তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। আর যদি তোমরা তাঁহার অনুগত থাক, তবে সুপথ প্রাপ্ত হইবে। আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

(অর্থাৎ না মানার কারণে মুনাফিকদের নিজেরই ক্ষতি হইবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি হইবে না।)

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বয়ানে এই আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি—

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

অর্থ ঃ 'হে দাউদের বংশধরগণ, তোমরা সকলে শোকরানা স্বরূপ নেক কাজ কর, বস্তুতঃ আমার বান্দাগণের মধ্যে শোকরগুযার লোক কমই হইয়া থাকে।'

অতঃপর তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি তিনটি গুণ লাভ করিয়াছে সে এতখানি পাইয়াছে যতখানি দাউদ আলাইহিস সালাম পাইয়াছিলেন। (এক) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, (দুই) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ইনসাফ করা, (তিন) অভাব ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

উত্তম জীবন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বয়ান করিলেন। তিনি উহাতে বলিলেন, একমাত্র দুই ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ রহিয়াছে। এক—যে শুনিয়া সংরক্ষণ করিয়া রাখে, দুই—সেই আলেম যে হক কথা বলে। হে লোকসকল, বর্তমানে তোমরা (কাফেরদের সহিত) সন্ধির যামানায় (শান্তিতে) আছ। তোমরা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছ। তোমরা দেখিয়াছ যে, দিবা-নিশির চক্র প্রত্যেক নতুনকে পুরাতন করিয়া দিতেছে এবং দূরের জিনিসকে নিকটবর্তী করিয়া দিতেছে এবং প্রত্যেক ওয়াদার সময়কে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। (যেহেতু জান্নাতের জন্য) প্রতিযোগিতার ময়দান অনেক দীর্ঘ ও প্রশস্ত (সেহেতু) উহার জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! সন্ধির যামানা দ্বারা কি উদ্দেশ্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (কাফেরদের সহিত সন্ধির কারণে) পরীক্ষার দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। যখন তোমাদের বিষয়গুলি অন্ধকার রাত্রের টুকরার ন্যায় জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়া যাইবে (ঠিক-বেঠিক বিচার করা কঠিন হইয়া যাইবে।) তখন কোরআনকে মজবুত করিয়া ধরিও। (কোরআন যাহাকে ঠিক বলে উহাকে অবলম্বন করিও) কেননা কোরআন এমন সুপারিশকারী, যাহার সুপারিশ কবুল করা হইয়াছে এবং (মানুষের পক্ষ হইতে) এমন বিবাদকারী যাহার কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি কোরআনকে নিজের সম্মুখে রাখিবে (অর্থাৎ উহার উপর আমল করিবে) কোরআন তাহাকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উহাকে

পিছনে ফেলিয়া রাখিবে, তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যাইবে। আর এই কোরআন কল্যাণের পথে সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। (সত্য–মিথ্যার মধ্যে) মীমাংসাকারী বাণী, উপহাস নহে। উহার জাহের (অর্থাৎ বাহিরের দিক) রহিয়াছে এবং বাতেন (ভিতরের দিক) রহিয়াছে। জাহের হইল শরীয়তের হুকুম–আহকাম, আর বাতেন হইল, একীন। উহার সমুদ্র অত্যন্ত গভীর, উহার আশ্চর্য বিষয়গুলি অগণিত। ওলামাগণ উহার এলেম হইতে কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কোরআন আল্লাহর মজবুত রশি, উহাই সোজা পথ, উহাই সেই হক কালাম যাহা শুনামাত্র জিনেরা বলিয়া উঠিয়াছিল—

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

অর্থ ঃ 'আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনিয়াছি, যাহা সরলপথ প্রদর্শন করে, সুতরাং আমরা তো উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।'

যে কোরআনের কথা বলে সে সত্য কথা বলে, যে উহার উপর আমল করে সে আজর ও সওয়াব লাভ করে, যে উহা অনুযায়ী ফয়সালা করে সে ইনসাফ করে, আর যে উহার উপর আমল করে সে সরল পথের হেদায়াত লাভ করে, উহার মধ্যে হেদায়াতের চেরাগ রহিয়াছে এবং উহা হেকমতের মিনার ও সরলপথের দিশারী। (কানয)

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির বয়ান

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি উক্ত বয়ানে বলিয়াছেন, হে লোকসকল, আমাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় মৃত্যু তো অন্যদের তকদীরে লেখা হইয়াছে (আমাদের তকদীরে নয়)। আর হককে কবুল করিয়া উহার উপর আমল করা অন্যদের দায়িত্ব, আমাদের নয়। আর এমন মনে হয় যে, যে সকল মৃতদেরকে আমরা বিদায় দিতেছি তাহারা অল্প কিছুদিনের জন্য সফরে গিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। মৃতদের মিরাস সম্পত্তি আমরা এমনভাবে খাইতেছি

যেন তাহাদের পর আমরা চিরকাল এখানে থাকিব। আমরা সর্বপ্রকার নসীহতকে ভুলিয়া গিয়াছি। আগত বিপদ আপদ হইতে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করিতেছি।

সুসংবাদ তাহার জন্য, যে নিজের দোষ-ত্রুটির তালাশে এমনভাবে লিপ্ত হয় যে, অন্যের দোষ দেখার সময়ই পায় না। আর সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাহার কামাই রোযগার পবিত্র হয় এবং তাহার ভিতরগত অবস্থাও ঠিক হয় আর বাহ্যিক আমলও ভাল হয়। আর তাহার রাস্তাও সোজা হয়। আর সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাহার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে এবং এমন মাল হইতে খরচ করে যাহা সে কোন গুনাহ ব্যতীত হালাল উপায়ে জমা করিয়াছে এবং দ্বীনের বুঝ রাখে এমন লোক ও হেকমত ও জ্ঞানবান লোকদের সহিত মেলামেশা রাখে, মিসকীন ও দুর্বল লোকদের প্রতি রহম করে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল অন্যদের উপর খরচ করে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে, এবং সর্বাবস্থায় সুন্নাতের উপর আমল করে এবং সুন্নাত ছাড়িয়া কোন বেদআতকে অবলম্বন না করে। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে শুরুতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জাদআ নামক উটনীর উপর আরোহণ করিয়া আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, হে লোকসকল, এই রেওয়ায়াতের শেষে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা মৃতদেরকে কবরে দাফন করি, তারপর তাহাদের মীরাস খাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে, সে সুন্নাতের অনুসরণ করিল, সুন্নাত ছাড়িয়া বেদআতের দিকে গেল না।

বাযযারের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আদবা নামক উটনীর উপর ছিলেন, উহা জাদআ ছিল না। আর এই রেওয়ায়াতে আছে, আর আমরা তাহাদের মৃতদেহকে কবরস্থ করি। এই রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, সে দ্বীনের বুঝ রাখে এমন লোকদের সহিত মেলামেশা রাখে এবং সন্দেহ পোষণকারী ও

বেদআত অবলম্বনকারীদের হইতে পৃথক থাকে। আর তাহার বাহ্যিক আমল ঠিক হয় এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে আলাদা রাখে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে বসিয়াছিলেন। লোকজন তাঁহার চারিপার্শ্বে বসিয়াছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালাকে এরূপ লজ্জা কর যেরূপ তাঁহাকে লজ্জা করা উচিত। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহ তায়ালাকে অবশ্য লজ্জা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জ করে সে যেন এমনভাবে রাত্র কাটায় যে, তাহার মৃত্যু তাহার চোখের সামনে থাকে এবং আপন পেট ও পেটের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অঙ্গ (যেমন দিল, লজ্জাস্থান ইত্যাদি)কে হেফাজত করে এবং মাথা ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন নাক কান চোখ মুখ ইত্যাদি)কে হেফাজত করে। মৃতকেও কবরে যাইয়া বিলীন হওয়াকে স্মরণ রাখে এবং দুনিয়ার সাজসজ্জাকে পরিত্যাগ করে।

হাশর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, তোমরা নগ্নপায়ে, নগ্ন শরীরে ও খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হইবে। এক রেওয়ায়াতে আছে, পায়দল উপস্থিত হইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া আমাদেরকে নসীহত করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদেরকে নগ্ন পায়ে, নগ্ন শরীরে খত্‌নাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার দরবারে সমবেত করা হইবে। (আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,)—

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থ ঃ আমি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেইরূপ আরম্ভ করিয়াছিলাম সেইরূপেই উহাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিব, ইহা আমার অবশ্য পালনীয় ওয়াদা, আমি অবশ্য (পূরণ) করিব।

মনোযোগ দিয়া শুন, কেয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে কাপড় পরিধান করানো হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোককে আনা হইবে। তারপর তাহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আমি বলিব, হে আমার রব, ইহারা তো আমার সঙ্গী। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আপনার জানা নাই, ইহারা আপনার পরে কি কর্মকাণ্ড করিয়াছে। তখন আমি ঐ কথা বলিব যাহা আল্লাহর নেক বান্দা (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) বলিবেন—

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ - الى - الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থ ঃ 'আমি তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ তাহাদের মধ্যে ছিলাম, অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠাইয়া লইয়াছেন তখন আপনিই তাহাদের সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন, আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তবে ইহারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

অতঃপর আমাকে বলা হইবে যে, আপনি যখন তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছেন তখন তাহারা উল্টা পায়ে ফিরিয়া চলিতে চলিতে দ্বীন হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি বলিব, দূর হইয়া যাও, দূর হইয়া যাও।

তকদীরের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে উঠিয়া প্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, একটি রেজিষ্টার এমন আছে

যাহাতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতি লোকদের নাম ও বংশ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

উহার শেষে তাহাদের সর্বমোট সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেয়ামত পর্যন্ত উহাতে কোন পকার কমবেশী হইবে না। তারপর বলিলেন, একটি রেজিষ্টার এমন আছে, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা দোযখী লোকদের নাম ও বংশ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহার শেষে তাহাদের সর্বমোট সংখ্যা ও লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেয়ামত পর্যন্ত উহাকে কোন প্রকার কম–বেশী হইবে না।

জান্নাতী ব্যক্তি জীবনভর যেই আমলই করিতে থাকুক না কেন তাহার শেষ জান্নাতী লোকদের আমলের উপর হইবে। আর দোযখী ব্যক্তি জীবনভর যেই আমলই করিতে থাকুক না কেন তাহার শেষ দোযখীদের আমলের উপর হইবে। কখনও সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি (অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে জান্নাতে যাওয়া লেখা হইয়াছে) হতভাগাদের পথে এমনভাবে চলিতে থাকে যে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ বলা হইয়া থাকে, এই ব্যক্তি তো হতভাগাদের ন্যায় বরং তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সৌভাগ্য আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে, আর তাহাকে (হতভাগাদের পথ হইতে) উদ্ধার করিয়া লয়।

আর কখনও হতভাগা লোক (অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে দোযখে যাওয়া লেখা হইয়াছে) সৌভাগ্যবানদের পথে এমনভাবে চলিতে থাকে যে, তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে, এই ব্যক্তি তো সৌভাগ্যবানদের ন্যায়, বরং তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে আর তাহাকে (সৌভাগ্যবানদের পথ হইতে) বাহির করিয়া (হতভাগাদের পথে) লইয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজে যাহাকে ভাগ্যবান (অর্থাৎ জান্নাতী) লিখিয়াছেন তাহাকে দুনিয়া হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত বাহির করেন না যতক্ষণ তাহার দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে সৌভাগ্যের আমল না করাইয়া লন। যদিও তাহা উটনীর দুধ দোহনের মাঝে সামান্য বিরতি পরিমাণ—মৃত্যুর অতি অল্প সময় পূর্বেই হউক না কেন।

আর আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজে যাহাকে হতভাগা (অর্থাৎ দোযখী) লিখিয়াছেন, তাহাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া হইতে বাহির করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে দুর্ভাগ্যের আমল না করাইয়া লন। যদিও তাহা উটনীর দুধ দোহনের মাঝে সামান্য বিরতি পরিমাণ, মৃত্যুর অতি অল্পসময় পূর্বেই হউক না কেন। সর্বশেষ আমলই ধর্তব্য হইবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক উপকারে আসার বয়ান

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা এরূপ বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আত্মীয়তা কেয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহর কসম, আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে যুক্ত থাকিবে। উভয় জাহানে উপকারে আসিবে। আর হে লোকসকল, আমি (তোমাদের প্রয়োজনের খাতিরে) তোমাদের পূর্বে যাইতেছি। কেয়ামতের দিন হাউজে (কাউসার)এর নিকট (তোমাদের সহিত) মিলিত হইব। কতিপয় লোক (সেখানে) বলিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুকের বেটা অমুক (আপনার আত্মীয়)। আমি বলিব, বংশ পরিচয়ে তো আমি চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু তোমরা আমার পর নতুন তরীকা চালু করিয়াছিলে এবং উল্টাপায়ে কুফরের দিকে ফিরিয়া গিয়াছিলে। (আজ ঈমান–আমল ব্যতীত আমার আত্মীয়তা কাজ দিবে না, বরং ঈমান আমল সহকারে আমার আত্মীয়তা উপকারে আসিবে।)

শাসক ও সদকা উসুলকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, অতিসত্বর হয়ত আমার ডাক আসিয়া

পড়িবে, আর আমি (এই দুনিয়া হইতে) চলিয়া যাইব। আমার পর এমন লোকজন তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবে, যাহারা এমন সমস্ত আমল করিবে যাহা তোমাদের জানা আছে। তাহাদের আনুগত্যই আসল আনুগত্য। কিছুকাল এইভাবেই চলিবে, কিন্তু উহার পর এমন লোকজন তোমাদের শাসনকর্তা হইবে যাহারা এমন সমস্ত আমল করিবে যাহা তোমাদের জানা নাই। যে ব্যক্তি তাহাদের (এই সকল অন্যায় কাজে) নেতৃত্ব ও সাহায্য করিবে এবং তাহাদের (দুনিয়ার) ফায়েদা চাহিবে, সে নিজেও ধ্বংস হইবে, অন্যদেরকেও ধ্বংস করিবে। শারীরিকভাবে তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাদের অন্যায় কাজ হইতে পৃথক থাকিবে। অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ভাল আমল করে তাহাদের ভাল আমলের তোমরা সাক্ষ্য দিও, আর যাহারা খারাপ আমল করে, তাহারা খারাপ আমল করিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিও।

হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সদকা (যাকাত, ওশর ইত্যাদি) উসূল করার জন্য পাঠাইলেন। সে কাজ শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল এবং বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মাল ও জানোয়ার তো আপনার, আর এইটা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া কেন দেখ না যে, তোমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না?

অতঃপর সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করার জন্য দাঁড়াইলেন। সর্বপ্রথম কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আম্মাবা'দ, সদকা উসূলকারীর কি হইয়াছে? আমরা তাহাকে সদকা উসুল করার জন্য পাঠাই, আর সে ফিরিয়া আসিয়া আমাদেরকে বলে, এইগুলি তো আপনাদের কাজে হাসিল হইয়াছে, আর ইহা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে তাহার পিতামাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া কেন দেখে না যে, তাহাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, তোমাদের যে কেহ সদকার মালে সামান্যতম খেয়ানত করিবে এবং সদকার জানোয়ার হইতে কিছু লইবে, সে কেয়ামতের দিন উহাকে আপন ঘাড়ের উপর বহন করিয়া আনিবে। প্রত্যেক জানোয়ার তাহার নিজস্ব আওয়াজ করিতে থাকিবে। যদি উট হইয়া থাকে তবে সে তাহার আপন ডাক দিতে থাকিবে, আর যদি গাভী হইয়া থাকে তবে সে তাহার আপন ডাক দিতে থাকিবে। আর যদি বকরী হইয়া থাকে তবে সে তাহার আপন ডাক দিতে থাকিবে। আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছাইয়া দিয়াছি।

হযরত হুমাইদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত এই পরিমাণ উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন যে, আমরা তাহার বগলের শুভ্রতা দেখিতে পাইয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বয়ান আমার সহিত হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)ও শুনিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লও।

আনসারদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপর আনসারদের সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মনোযোগ দিয়া শুন, অন্যান্য লোকেরা আমার উপরের কাপড় আর আনসারগণ আমার ভিতরের কাপড়। (অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।) যদি অন্যান্য লোকজন কোন উপত্যকায় চলে আর আনসারগণ কোন গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের গিরিপথে চলিব। যদি হিজরত না হইত তবে আমি আনসারদের একজন হইতাম। অতএব যে কেহ আনসারদের শাসনকর্তা হইবে তাহার উচিত তাহাদের সৎলোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহাদের খারাপ লোকদেরকে ক্ষমা করে। যে ব্যক্তি তাহাদেরকে ভয় দেখাইবে সে যেন এই দুই পাঁজরের মাঝখানে যাহা আছে উহাকে ভয় দেখাইল। এই বলিয়া তিনি নিজের অন্তরের দিকে

ইশারা করিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সেই তিনজন সাহাবীর একজন যাহাদের তওবা কবুল হইয়াছিল। তাহার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, তাহার পিতা বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী তাহাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বয়ানের মধ্যে বলিলেন, আম্মাবা'দ, হে মুহাজিরীনদের জামাত, তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা আজ যে পরিমাণ আছে তাহাই থাকিবে। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না। আনসারগণ আমার ব্যক্তিগত কাপড়ের সিন্দুক (অর্থাৎ তাহারা আমার বিশেষ সম্পর্কের লোক।)। যাহাদের নিকট আসিয়া আমি অবস্থান করিয়াছি। তাহাদের সম্মানিত ও শরীফ লোককে সম্মান কর এবং তাহাদের খারাপ লোককে ক্ষমা কর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বয়ান

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের কাঠের উপর বলিতে শুনিয়াছি, অর্ধেক খেজুর সদকা করিয়া হইলেও দোযখের আগুন হইতে বাঁচ। কেননা এই সদকা বক্রতাকে সোজা করিয়া দেয়, অপমৃত্যু হইতে বাঁচায়, আর এই অর্ধেক খেজুর পেটভরা লোকের যেমন উপকারে আসে ক্ষুধার্ত লোকেরও উপকারে আসে। অথবা পেটভরা লোককে দিলে যেমন সওয়াব পাওয়া যাইবে তেমনি ক্ষুধার্তকে দিলেও সওয়াব পাওয়া যাইবে।

হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি বয়ানে বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করিবে, একজন ফেরেশতা ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকিবে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে। অতএব বান্দার ইচ্ছা হয় (ফেরেশতার দ্বারা) নিজের জন্য দোয়া কম করাক, আর ইচ্ছা হয় বেশী করাক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাতে খুশী হয় যে, তাহাকে আগুন হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হউক আর জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হউক তাহার যেন এমনভাবে মৃত্যু হয় যে, সে আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে এবং লোকদের সহিত এমন আচরণ করে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের মধ্যে এমন বয়ান করিলেন যে, আমি এরূপ বয়ান কখনও শুনি নাই। উক্ত বয়ানে বলিলেন, আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমাদের হাসি কম হইয়া যাইত আর কান্না বাড়িয়া যাইত। ইহা শুনিয়া সাহাবা (রাঃ) কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার সাহাবাদের ব্যাপারে কোন নালিশ পৌছিলে তিনি বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হইয়াছে। আজ আমি (জান্নাত ও জাহান্নাম দেখিয়া) যেই পরিমাণ কল্যাণ ও অকল্যাণ দেখিয়াছি এরূপ আর কখনও দেখি নাই। আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমরা কম হাসিতে, বেশী কাঁদিতে। সাহাবাদের উপর এরূপ কঠিন দিন আর কখনও আসে নাই। সমস্ত সাহাবা (রাঃ) মাথা ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বয়ান করিলেন, উক্ত বয়ানে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি (খোদাদ্রোহিতার অপরাধে) অপরাধী হইয়া নিজ রবের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য দোযখ রহিয়াছে। সে তথায় মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা প্রকৃত দোযখবাসী (এবং চিরকাল সেইখানে অবস্থান করিবে) তাহারা দোযখের মধ্যে না মরিবে, আর না (বাঁচার মত) বাঁচিবে। আর যাহারা প্রকৃত দোযখী নয় (বরং গুনাহের কারণে কিছুকালের জন্য দোযখে প্রবেশ করিবে) আগুন তাহাদেরকে সামান্য জ্বালাইবে অতঃপর সুপারিশকারীগণ দাঁড়াইবে এবং (তাহাদের জন্য) সুপারিশ করিবে। (সুপারিশের কারণে) তাহাদেরকে দলভুক্ত করিয়া দোযখ হইতে বাহির করিয়া নহরে হায়াত বা নহরে হাইওয়ানে আনা হইবে। সেই নহরে তাহারা এমনভাবে জন্মাইয়া উঠিবে যেমন ঢালের পানিতে ভাসিয়া আসা খড়কুটার মধ্যে ঘাস ইত্যাদি জন্মাইয়া উঠে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহিত ভাল ধারণা রাখ। বান্দা আপন রবের সহিত যেরূপ ধারণা রাখে তিনি তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন।

হযরত আবু যুহাইর সাকাফী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বয়ানের মধ্যে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকসকল, অতিসত্বর তোমরা জান্নাতী ও দোযখীদেরকে চিনিতে পারিবে। অথবা বলিয়াছেন, তোমাদের ভাললোকদেরকে ও খারাপ লোকদেরকে। লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কিরূপে? তিনি বলিলেন, তাহাদেরকে চিনিবার উপায় এই যে, তোমরা যাহার প্রশংসা করিবে সে জান্নাতী এবং ভাল। আর তোমরা যাহাকে খারাপ বলিবে সে দোযখী এবং খারাপ। তোমরা পরস্পর একে অপরের জন্য সাক্ষী।

হযরত সা'লাবাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং সদকায়ে ফিতর দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ হইতে এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর অথবা এক সা' যব সদকায়ে ফিত্‌র হিসাবে দেওয়া উচিত। অথবা বলিয়াছেন, মাথাপিছু—ছোট হউক, বড় হউক, স্বাধীন লোক হউক বা গোলাম হউক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামে' অর্থাৎ কম শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বয়ানসমূহ

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা তবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলাম। সেখানে পৌঁছিতে এক রাত্রের সফর বাকি থাকিতে রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হইতে জাগ্রত হইতে পারিলেন না। এমনকি যখন সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠিয়া গেল তখন জাগ্রত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বেলাল, আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, (আমরা ঘুমাইতেছি) তুমি আমাদের ফজরের নামাযের খেয়াল রাখিও? হযরত বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আপনি বলিয়াছিলেন ঠিকই, কিন্তু) আমাকেও সেই সত্তা ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছেন যিনি আপনাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে সামান্য অগ্রসর হইয়া ফজরের নামায কাযা আদায় করিলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া এরশাদ করিলেন, আম্মাবা'দ, সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হইল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত কড়া হইল তাকওয়ার কলেমা, অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাত এবং সর্বোত্তম মিল্লাত হইল (হযরত) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত। এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম তরীকা হইল (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা এবং সর্বোচ্চ কথা হইল আল্লাহর যিকির, এবং সর্বোত্তম বয়ান হইল, এই কোরআন। সর্বোত্তম কর্ম হইল ফরজ কর্ম যাহা পালন করা আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত জরুরী করিয়া দিয়াছেন। আর সর্বনিকৃষ্ট ও খারাপ কাজ হইল নব আবিষ্কৃত—বেদআদ। সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হইল নবীগণের জীবন পদ্ধতি। সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক মৃত্যু হইল শহীদের মৃত্যু। সর্বাপেক্ষা অন্ধত্ব হইল হেদায়াত লাভের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম এলেম হইল যাহা উপকার করে। সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হইল যাহার অনুসরণ করা হয়। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হইল অন্তরের অন্ধত্ব।

উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। (অর্থাৎ দান গ্রহিতার হাত

অপেক্ষা দানকারীর হাত উত্তম।) কম মাল, কিন্তু উহা দ্বারা প্রয়োজন মিটিয়া যায়, এমন অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা মানুষকে আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। আর আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়ার সর্বাপেক্ষা খারাপ সময় হইল যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট অনুতাপ যাহা কেয়ামতের দিন হইবে।

কতিপয় লোক প্রত্যেক নামাযকে কাযা করিয়া পড়ে, আর কতিপয় লোক শুধু মুখে মুখে যিকির করে, অন্তর দিয়া করে না, সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ জবানের মিথ্যা বলা, উত্তম অমুখাপেক্ষিতা হইল, অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা, উত্তম পাথেয় হইল, তাকওয়া। হেকমতের মূল হইল আল্লাহকে ভয় করা। যে সকল জিনিস অন্তরে জমিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল একীন, (ইসলামে) সন্দেহ করা কুফর।

মৃতের জন্য বিলাপ করা জাহিলিয়াতের কাজ। গনীমতের মালে খেয়ানত করা জাহান্নামের স্তূপাকৃত জিনিস। যে সঞ্চিত মালের যাকাত আদায় না করা হয় উহার শাস্তি এই যে, জাহান্নামের আগুনে (গরম করিয়া) দাগানো হইবে। কবিতা (ও গান) ইবলিসের (শয়তানের) বাঁশি। (অর্থাৎ অধিকাংশ কবিতা যাহার বিষয়বস্তু এবং যাহা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গাওয়া হয় তাহা শয়তানী কাজ।) শরাব সমস্ত গুনাহের সমষ্টি। মহিলাগণ শয়তানের জাল। (অর্থাৎ মহিলাদের মাধ্যমে শয়তান অনেক গুনাহের কাজ করায়) যৌবন হইল পাগলামীর একটি অংশ। সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন হইল সুদ, সর্বনিকৃষ্ট খাদ্য হইল এতীমের মাল, ভাগ্যবান হইল সে, যে অন্যের দ্বারা নসীহত হাসিল করে, আর হতভাগা হইল সে, যে আপন মাতৃগর্ভেই হতভাগা হইয়াছে। অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে চার হাত জমিনের ভিতর (অর্থাৎ কবরে) যাইতে হইবে। পরিণতি শেষ আমলের উপরই নির্ভর করে। শেষ আমলই নির্ভরযোগ্য আমল।

সর্বনিকৃষ্ট বর্ণনা হইল, মিথ্যা বর্ণনা। প্রত্যেক আগত জিনিস নিকটে। মুমিনকে গাল-মন্দ করার দ্বারা মানুষ ফাসেক হইয়া যায়। আর মুমিনকে হত্যা করা কুফরীর ন্যায় গুনাহ। আর মুমিনের গোশত খাওয়া অর্থাৎ গীবত করা আল্লাহর নাফরমানী। তাহার মালের সম্মান এরূপ যেরূপ তাহার রক্তের সম্মান। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর কসম খায় (অর্থাৎ এরূপ

বলে যে, আল্লাহর কসম অমুক জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।) আল্লাহ তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাহার কথার বিপরীত করিয়া দেখাইবেন।) যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

যে অন্যের অন্যায়কে মিটাইয়া দেয় আল্লাহ তাহার অন্যায়কে মিটাইয়া দিবেন। যে নিজের রাগকে দমন করিবে আল্লাহ তাহাকে পুরস্কার দিবেন। যে মুসীবতের উপর সবর করিবে আল্লাহ তাহাকে বিনিময় দান করিবেন। যে নিজের নেক আমলের দ্বারা দুনিয়ার প্রসিদ্ধি চাহিবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে শুনাইয়া দিবেন যে, এই ব্যক্তি এখলাসের সহিত আমল করে নাই, নামযশের জন্য করিয়াছে। যে ব্যক্তি সবর করিবে আল্লাহ তায়ালা সওয়াব বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে আল্লাহ তাহাকে আযাব দিবেন।

আয় আল্লাহ! আমাকে ও আমার উম্মাতকে মাফ করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে ও আমার উম্মাতকে মাফ করিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে ও আমার উম্মাতকে মাফ করিয়া দিন। আমি আমার জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি।

অপর একটি বয়ান

ইয়ায ইবনে হেমার মুজাশেয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বয়ান করিলেন এবং বয়ানে বলিলেন, আজ আমার রব আমাকে হুকুম দিয়াছেন যে, আজ আমার রব আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জান না, উহা হইতে আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দান করি। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি আমার বান্দাগণকে যে সকল ধনসম্পদ দিয়াছি তাহা তাহাদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। (সুতরাং আরবের কাফেরগণ সায়েবাহ ওসীলাহ হাম ইত্যাদি নামকরণ করিয়া যাহাকিছু নিজেদের উপর হারাম করিয়াছে তাহা হারাম নয় বরং হালাল।)

আমি আমার সমস্ত বান্দাগণকে কুফর শিরক ও গুনাহ হইতে পাক-পবিত্র দ্বীনে ইসলামের উপর পয়দা করিয়াছি। অতঃপর শয়তান

আসিয়া তাহাদেরকে দ্বীনে ইসলাম হইতে পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং যাহা আমি তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছিলাম তাহা হারাম করিয়া দিয়াছে। এবং তাহাদেরকে হুকুম করিয়াছে, যেন তাহারা এমন সমস্ত জিনিসকে আমার সহিত শরীক ও অংশীদার সাব্যস্ত করে যাহার সম্পর্কে কোন দলীল প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করি নাই।

অতঃপর (আমার নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জমিনবাসীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত আরব, অনারবদেরকে দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছেন (কারণ তাহারা সকলেই কুফর ও শির্কে লিপ্ত রহিয়াছে।) তবে কতিপয় আহলে কিতাব এমন ছিল যাহারা সত্য দ্বীনের উপর কায়েম ছিল এবং সত্য দ্বীনে তাহারা কোন পরিবর্তন ঘটাইয়া ছিল না। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, (হে আমার নবী!) আমি আপনাকে এইজন্য প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে আপনাকে পরীক্ষা করি (যে, আপনি আমার ইচ্ছা মত কাজ করেন কি না?) আর আপনার দ্বারা অন্যদেরকেও পরীক্ষা করি (যে, তাহারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে কি না?) আর আমি আপনার উপর এমন এক কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহাকে পানি ধুইয়া ফেলিতে (অর্থাৎ মুছিতে) পারিবে না। (অর্থাৎ উহা আপনার বক্ষে সংরক্ষিত থাকিবে।) আপনি উহাকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয় অবস্থায় পাঠ করিবেন। (অর্থাৎ উভয় অবস্থায় উহাকে ভুলিবেন না।)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই হুকুম দিয়াছেন যে, আমি কোরাইশকে জ্বালাইয়া দেই। (অর্থাৎ আমি তাহাদেরকে দাওয়াত প্রদান করি, যে মানিবে সে সফলকাম হইবে, আর যে অমান্য করিবে সে দোযখের আগুনে জ্বলিবে।) আমি আরজ করিলাম, হে আমার রব, তবে তো তাহারা আমার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া উহাকে রুটির ন্যায় চেপ্টা করিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আপনি তাহাদেরকে মক্কা হইতে এমনভাবে বাহির করুন যেমন তাহারা আপনাকে বাহির করিয়াছে। আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করিব। আপনি তাহাদের উপর খরচ করুন। আমি আপনার উপর খরচ করিব। আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলে আমি উহার ন্যায় (ফেরেশতাদের)

পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ করিব, আর আপনি আপনার অনুগতদেরকে লইয়া অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।

জান্নাতীগণ তিন প্রকার হয়, এক—ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে নেক আমলের তৌফিক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অধিক পরিমাণে সদকা দানকারী হয়। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে দয়াবান হয়, প্রত্যেক আত্মীয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নরম দিল হয়। তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রবান দরিদ্র ও অধিক সন্তান-সন্ততিওয়ালা, সদকাকারী।

দোযখী লোক পাঁচ প্রকার হয়। এক—এরূপ দুর্বল, যে একেবারে আকল বুদ্ধিহীন। দ্বিতীয় হইল, যাহারা তোমাদের মধ্যে কাহারো অধীনস্ত হইয়া জীবন কাটায় (অপকর্ম করিয়া বেড়ায় বলিয়া) পরিবার ও মালের প্রত্যাশী হয় না। তৃতীয় সেই খেয়ানতকারী ব্যক্তি যাহার লোভ-লালসা গোপন থাকে না এবং অতি সাধারণ জিনিসের মধ্যেও খেয়ানত করিয়া বসে। চতুর্থ সেই ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ সারাক্ষণ তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও তোমার মালের ব্যাপারে ধোকা দিতে থাকে। পঞ্চম, ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি কৃপণতা, মিথ্যা ও অসচ্চরিত্র ও অশ্লীলভাষী হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর একটি বয়ান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়িয়া বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে (দ্বীন সম্বন্ধে) এরূপ প্রতিটি জরুরী বিষয় আমাদের জানাইলেন। যে স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে সে স্মরণ রাখিয়াছে আর যে স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করে নাই সে ভুলিয়া গিয়াছে।

উক্ত বয়ানে তিনি বলিয়াছেন, আম্মাবাদ, দুনিয়া সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট, (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও সুস্বাদু অনুভূত হয়।) আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের পর জমিনের অধিকারী বানাইয়াছেন যাহাতে তিনি দেখেন, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব দুনিয়া হইতে বাঁচিয়া

থাক। (অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা আসে তাহা অন্যের উপর খরচ কর।) আর মেয়েলোকের ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া থাক। (অর্থাৎ তাহাদের কথায় বা তাহাদের মহব্বতের কারণে আল্লাহর নাফরমানী করিও না।)

বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম ফেৎনা মেয়েলোকদের কারণে হইয়াছিল। মনোযোগ দিয়া শুন, বনী আদমকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এক শ্রেণী—যাহারা মুমিন হইয়া পয়দা হয়, মুমিন অবস্থায় জীবন কাটায়, এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আরেক শ্রেণী, যাহারা কাফের হইয়া পয়দা হয়, কাফের অবস্থায় জীবন কাটায়, এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। অপর এক শ্রেণী, যাহারা মুমিন হইয়া পয়দা হয়, মুমিন অবস্থায় জীবন কাটায়, কিন্তু কাফের হইয়া মৃত্যুবরণ করে। এক শ্রেণী, যাহারা কাফের হইয়া পয়দা হয়, কাফের অবস্থায় জীবন কাটায়, কিন্তু মুমিন হইয়া মৃত্যুবরণ করে। মনোযোগ দিয়া শুন, রাগ একটি জ্বলন্ত অঙ্গার, যাহা আদম সন্তানের পেটের ভিতর জ্বলিতে থাকে। তোমরা কি দেখিতে পাও না, রাগের সময় মানুষের চক্ষু লালবর্ণ হইয়া যায় এবং গলার রগ ফুলিয়া উঠে? অতএব যখন তোমাদের কাহারো রাগ উঠে তখন সে যেন জমিনের সহিত লাগিয়া যায়। (অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকিলে বসিয়া যায় এবং বসা অবস্থায় থাকিলে মাটিতে শুইয়া পড়ে, মাটির ন্যায় বিনয় অবলম্বন করে।)

মনোযোগ দিয়া শুন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যাহার রাগ দেরীতে আসে এবং তাড়াতাড়ি প্রশমিত হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে দ্রুত রাগান্বিত হয় আর দেরীতে ঠাণ্ডা হয়। আর যে ব্যক্তি দেরীতে রাগান্বিত হয় এবং দেরীতে ঠাণ্ডা হয়, অথবা যে ব্যক্তি দ্রুত রাগান্বিত হয় এবং দ্রুত ঠাণ্ডা হয় তাহাদের বিষয়টি সমান সমান। (তাহাদের একটি গুণ ভাল ও অপরটি খারাপ। তাহাদের সর্বোত্তমও বলা যায় না আবার সর্বনিকৃষ্টও বলা যায় না।)

মনোযোগ দিয়া শুন, সর্বোত্তম ব্যবসায়ী সে, যে উত্তমরূপে আদায় করে ও উত্তমরূপে তাগাদা করে। আর সর্বনিকৃষ্ট ব্যবসায়ী সে, যে

খারাপভাবে আদায় করে ও খারাপভাবে তাগাদা করে। আর যে আদায় উত্তমরূপে করে কিন্তু তাগাদা খারাপভাবে করে অথবা খারাপভাবে আদায় করে, কিন্তু তাগাদা উত্তমরূপে করে তাহার বিষয়টি সমান সমান। (অর্থাৎ তাহার একটি গুণ ভাল ও অপরটি খারাপ। অতএব তাহাকে সর্বোত্তমও বলা যায় না, আবার সর্বনিকৃষ্টও বলা যায় না।)

মনোযোগ দিয়া শুন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীকে তাহার ওয়াদাভঙ্গ পরিমাণে ঝাণ্ডা দেওয়া হইবে। (যাহাতে সেদিন সে লোকদের মধ্যে এই দোষে দোষী হিসাবে পরিচিত হয়) মনোযোগ দিয়া শুন, সর্বাপেক্ষা বড় ওয়াদাভঙ্গ হইল, মুসলিম জনসাধারণের আমীর (যেমন খলীফা বা বাদশাহ)এর সহিত ওয়াদাভঙ্গ করা। মনোযোগ দিয়া শুন, কাহারো কোন হক কথা জানা থাকিলে লোকের ভয় যেন তাহাকে সেই হক কথা বলিতে বাধা না দেয়। মনোযোগ দিয়া শুন, সর্বাপেক্ষা উত্তম জেহাদ হইল জালেম বাদশাহের সম্মুখে হক কথা বলা। মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়ার বয়স এই পরিমাণ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যেই পরিমাণ আজকের দিন হইতে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়াছে, যেই পরিমাণ আজ দিনের বাকী রহিয়াছে।

অপর একটি বয়ান

হযরত সায়েব ইবনে মেহজান (রহঃ) সিরিয়ার অধিবাসী, সাহাবা (রাঃ)দের যুগ পাইয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় আসিলেন তখন (সেখানে বয়ান করিলেন এবং প্রথম) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং ওয়াজ ও নসীহত করিলেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিয়াছেন যেমন আমি তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিতেছি।

তিনি উক্ত বয়ানে আমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ও পরস্পর সৎসম্পর্ক কায়েম করার আদেশ করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, তোমরা জামাতের সহিত লাগিয়া থাকিও

এবং আমীরের কথা শুনিও ও মান্য করিও। কেননা জামাতের উপর আল্লাহর হাত থাকে। একাকী ব্যক্তির সহিত শয়তান থাকে এবং দুইজন হইতে শয়তান অনেক দূরে থাকে।

যখনই কোন পুরুষ কোন না–মাহরাম মহিলার সহিত একান্তে থাকে, তখন শয়তান তাহাদের সহিত তৃতীয়জন হয়। অতএব কোন না–মাহরাম পুরুষ ও মহিলা যেন একান্তে না থাকে। নতুবা তোমাদের সহিত তৃতীয়জন শয়তান হইবে। যে ব্যক্তিকে তাহার গুনাহ দুঃখীত করে ও তাহার নেক আমল আনন্দিত করে ইহা তাহার মুসলমান ও মুমিন হওয়ার চিহ্ন।

আর মুনাফিকের চিহ্ন হইল, নিজের গুনাহের কারণে তাহার কোন দুঃখ হয় না এবং নেক আমলের কারণে তাহার কোন আনন্দও হয় না। যদি সে কোন ভাল আমল করে তবে সে উহার কারণে আল্লাহর নিকট হইতে কোন সওয়াবের আশা করে না, আর যদি খারাপ কাজ করে তবে উহার কারণে সে আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন আযাবের ভয় করে না। দুনিয়ার তালাশে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে, কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকলের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রত্যেকের জন্য যে আমল করা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার সেই আমল অবশ্যই পূর্ণ হইবে। অতএব নেক আমলের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা যেই আমলকে ইচ্ছা করেন মুছিয়া দেন আর যেই আমলকে ইচ্ছা করেন বাকী রাখেন। তাহার নিকট লওহে মাহফুজ রহিয়াছে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান এই পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আপন বয়ান শেষ করার উদ্দেশ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বয়ান

হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর) একবার বলিলেন, বিভিন্ন কুয়া হইতে সাত মশক পানি আনিয়া আমার উপর ঢাল, যাহাতে (আমি একটু সুস্থ হই এবং) বাহিরে যাইয়া

লোকদেরকে অসিয়ত করিতে পারি। সুতরাং (পানি ঢালার পর তিনি একটু সুস্থতা বোধ করিলেন এবং) মাথায় পট্টি বাঁধিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্য হইতে এক বান্দাকে দুনিয়াতে অবস্থান করা বা আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহাকে গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সেই বান্দা আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহাকে গ্রহণ করিয়াছে। (এইখানে বান্দা দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে। আর তাঁহার এই কথার অর্থ হইল তিনি অতিসত্বর দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার অর্থ হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। অতএব, তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং আরজ করিলেন, আমরা আমাদের পিতা–মাতা এবং সন্তান-সন্ততি সকলকে আপনার জন্য উৎসর্গ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হে আবু বকর!) শান্ত হও (কান্নাকাটি করিও না)। সঙ্গদান ও মাল খরচ করার দিক দিয়া আমার নিকট ইবনে আবি কুহাফা (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ)) সর্বাপেক্ষা উত্তম। মসজিদে আবু বকরের দরজা ব্যতীত উন্মুক্ত সকল দরজা বন্ধ করিয়া দাও। কেননা আমি আবু বকরের দরজায় নূর দেখিয়াছি।

হযরত আইউব ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় এরশাদ করিলেন, আমার উপর পানি ঢাল। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনার পর সর্বপ্রথম ওহুদে শহীদানদের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ইস্তেগফার (অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাহিয়াছেন) এবং দোয়া করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছেন, হে মুহাজিরদের জামাত! তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, আর আনসারগণ পূর্বাবস্থায় আছে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। আনসারগণ আমার বিশেষ সম্পর্কের লোক, যাহাদের

নিকট আসিয়া আমি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। অতএব তোমরা তাহাদের সম্মানিত লোকদের সম্মান করিবে এবং তাহাদের খারাপ লোকদেরকে ক্ষমা করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহর বান্দাগণের মধ্য হইতে এক বান্দাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। এই রেওয়ায়াতে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উদ্দেশ্য লোকদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছেন। এই কারণে তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি (উক্ত বয়ানে) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এক বান্দাকে দুনিয়াতে অবস্থান করা বা আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহাকে গ্রহণ করার অধিকার দিয়াছেন। অতএব উক্ত বান্দা আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহাকে গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক বান্দা সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছেন, ইহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) কেন কাঁদিতেছেন? কিন্তু আমরা পরে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই অধিকারপ্রাপ্ত বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই। (আর তাঁহার এই কথার অর্থ হইল, তিনি অতিসত্বর দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।)

আমাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)ই তাঁহার এই কথার মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর সঙ্গদান করিয়া এবং মাল খরচ করিয়া আমার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক এহসান করিয়াছে। যদি আমি আমার রব ব্যতীত আর কাহাকেও খলীল অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধু বানাইতাম তবে আবু বকরকে বানাইতাম। তবে তাহার সহিত আমার ইসলামী বন্ধুত্ব ও মহব্বত অবশ্যই রহিয়াছে। আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মাথায় কালো রঙের পট্টি বাঁধিয়া কাঁধের উপর চাদর জড়ানো অবস্থায় মিম্বারে আসিয়া বসিলেন। বর্ণনাকারী অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়ান ও আনসারদের ব্যাপারে তাঁহার অসিয়তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইন্তেকালের পূর্বে ইহাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ মজলিস ও সর্বশেষ বয়ান ছিল।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সেই তিনজন সাহাবীর একজন যাহাদের তওবা কবুল হইয়াছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়া বলিলেন, হে মুহাজিরদের জামাত! অতঃপর পূর্ব বর্ণিত বাইহাকী হইতে হযরত আইউব ইবনে বশীর (রাঃ)এর হাদীস অনুযায়ী আনসারদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত উল্লেখ করিয়াছেন।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার শেষ বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে জামাতের সহিত নিয়মিত আদায় করিবে সে সকলের পূর্বে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার হইয়া যাইবে এবং উত্তমরূপে (নবীর) অনুসরণকারীদের প্রথম জামাতের সহিত আল্লাহ তায়ালা তাহার হাশর করিবেন। আর এমন প্রতি দিন রাত্রির বিনিময়ে যাহাতে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দি করিয়াছে, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী হাজার শহীদের ন্যায় আজর ও সওয়াব দান করিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজর হইতে মাগরিব পর্যন্ত বয়ান করা

হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে ফজরের নামায পড়াইলেন। তারপর একাধারে যোহর পর্যন্ত আমাদেরকে বয়ান করিলেন। অতঃপর মিম্বর হইতে নামিয়া যোহরের নামায পড়াইলেন। যোহরের পর হইতে পুনরায় আসর পর্যন্ত বয়ান করিলেন। তারপর মিম্বার হইতে নামিয়া আসরের নামায পড়াইলেন। আসরের পর হইতে পুনরায় মাগরিব পর্যন্ত বয়ান করিলেন এবং যাহা কিছু ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এরূপ সকল বিষয় আমাদের নিকট বয়ান করিলেন। অতএব আমাদের মধ্যে যে এই সকল কথা যত বেশী স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে সে তত বেশী এলেমওয়ালা হইয়াছে।

বয়ান করার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া যাইত, স্বর উঁচা হইয়া যাইত এবং ক্রোধাবস্থা তেজ হইয়া যাইত, যেন তিনি লোকদেরকে শত্রুসৈন্য হইতে হুঁশিয়ার করিতেছেন, আর বলিতেছেন, শত্রুসৈন্য সকালবেলা তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে বা বৈকালে তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে। অতঃপর শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি মিলাইয়া বলিতেন, আমি কেয়ামতের সহিত এইভাবে মিলিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর বলিতেন, সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হইল মুহাম্মাদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর জীবন পদ্ধতি। সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ হইল (বেদআত) যাহা নতুন আবিষ্কৃত হয়। আর প্রত্যেক বেদআত গোমরাহী।

যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিল আর মাল সম্পদ রাখিয়া গেল, সেই মালসম্পদ তাহার পরিবারের জন্য। আর যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণ করিল এবং) ঋণ অথবা ছোট ছোট অসহায় সন্তান রাখিয়া গেল, তাহার ঋণ ও সন্তান আমার দায়িত্বে থাকিবে। অর্থাৎ তাহার ঋণ আমি পরিশোধ করিব ও তাহার সন্তানদের দেখাশোনা আমি করিব।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর বয়ান

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা করিলেন। তারপর বলিলেন, আম্মাবা'দ, হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে, অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম নই। তবে কোরআন নাযিল হইয়া গিয়াছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাতসমূহ চালু করিয়া গিয়াছেন। উহা দ্বারা আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, অধিকতর বুদ্ধিমত্তা হইল তাকওয়া অবলম্বন করা। সর্বাধিক নির্বুদ্ধিতা হইল নাফরমানী করা আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইল (সেই) দুর্বল ব্যক্তি (যাহাকে কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তাহার ন্যায্য হক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।) আমি অবশ্যই তাহার হক উসূল করিয়া দিব।

আর আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল হইল (সেই) শক্তিশালী ব্যক্তি (যে কোন দুর্বলের হক আটক করিয়া রাখিয়াছে)। আমি অবশ্যই তাহার নিকট হইতে (দুর্বলের) হক উসূল করিয়া ছাড়িব। হে লোক সকল, আমি একজন (সুন্নাতের) অনুসারী, আমি নিজের পক্ষ হইতে কোন নতুন জিনিসের প্রবর্তক ও বিদআতকারী নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করিও। আর যদি বাঁকা চলি তবে তোমরা আমাকে সোজা করিয়া দিও। আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করিতেছি এবং নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে খেলাফতের বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মিম্বারে উঠিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার স্থান হইতে এক ধাপ নীচে নামিয়া বসিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা

বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, উত্তমরূপে বুঝিয়া লও, সর্বাধিক বুদ্ধিমত্তা হইল, পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন। শেষাংশে অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তোমাদের হিসাব গ্রহণের পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব লইয়া লও।

আর যে জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ছাড়িয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর অভাব ঢালিয়া দিবেন। আর যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক হইয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর বালা–মুসীবতকে ব্যাপক করিয়া দিবেন। অতএব যতক্ষণ আমি আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করিয়া চলি তোমরা আমাকে মান্য করিয়া চলিও। আর যখন আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি তখন তোমাদের উপর আমাকে মান্য করার দায়িত্ব থাকিবে না। আমি এই কথার উপর আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি এবং নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হযরত হাসান (রহঃ) পূর্বোক্ত হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি—সর্বাধিক নির্বুদ্ধিতা হইল (আল্লাহর) নাফরমানী করা—এর পর অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমার নিকট সত্য বলা হইল আমানতদারী এবং মিথ্যা বলা হইল খেয়ানত।

এমনিভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই কথা—আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম নই—এর পর হযরত হাসান (রহঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাহার প্রতিদ্বন্দী কেহ ছিল না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এইভাবে নিজেকে ছোট করিয়া থাকে। অতঃপর হাসান (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, এই খেলাফতের দায়িত্বভার তোমাদের মধ্য হইতে কেহ বহন করিত। আর আমি এই দায়িত্বভার হইতে মুক্তিলাভ করিতাম। হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার এই আন্তরিক ইচ্ছা সত্য মনেই বলিয়াছিলেন। (প্রকতই তিনি খলীফা

হইতে চাহিতেন না।) অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা এরূপ চাহ যে, যেইভাবে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে আপন নবীকে সরল পথের দিকে ফিরাইয়া আনিতেন অনুরূপ আমাকেও আনিবেন, আমার নিকট তো তাহা নাই, বরং আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। অতএব তোমরা আমার প্রতি খেয়াল রাখিবে।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন বয়ান করিলেন। বয়ানে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। আর আমি নিজের জন্য খেলাফতের পদকে অপছন্দ করিতাম, আমার মনে ইহার প্রতি কোন আকাংখা ছিল না। বরং আমার আকাংখা এই ছিল, যদি আমার পরিবর্তে তোমাদের কেহ খলীফা হইয়া যাইত। তোমাদের কি এই ধারণা হয় যে, আমি সম্পূর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর আমল করিতে পারিব? ইহা একেবারেই ভুল ধারণা। আমি এরূপ কখনও করিতে পারিব না, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো ওহীর মাধ্যমে ভুল–ভ্রান্তি হইতে হেফাজত করা হইত। তাঁহার সহিত সর্বদা বিশেষ ফেরেশতা থাকিত। আমার সহিত তো শয়তান রহিয়াছে, যে আমার নিকট আসা–যাওয়া করিতে থাকে। আমি যখন রাগান্বিত হই তখন আমার নিকট হইতে দূরে থাকিও, যাহাতে আমি তোমাদের চুল ও চামড়ায় আঘাতের চিহ্ন না লাগাইয়া দেই।

মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা আমার খেয়াল রাখিবে। যদি আমি সোজা চলি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করিবে আর যদি বাঁকা চলি, তবে আমাকে সোজা করিয়া দিবে।

হাসান (রহঃ) বলেন, ইহা এমন এক বয়ান ছিল, আল্লাহর কসম, ইহার পর এমন বয়ান আর হয় নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি একজন সাধারণ মানুষ, কখনও ঠিক করি কখনও ভুল হইয়া যায়। যদি আমি ঠিক করি তবে তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করিও (কেননা তাহারই মেহেরবানীতে কাজটি ঠিক হইয়াছে) আর যদি ভুল করি তবে আমাকে শোধরাইয়া দিও।

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের একমাস পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। অতঃপর কায়েস (রহঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত লোকদের মসজিদে নববীতে সমবেত করার জন্য এই বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল—

اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ

অর্থাৎ নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হইয়া যাও। (আজ মদীনার অন্যান্য মসজিদে কেহ নামায না পড়ে) তারপর যখন সমস্ত লোক মসজিদে সমবেত হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই মিম্বারে উঠিয়া বসিলেন যাহা তাহার বয়ানের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইসলামী যুগে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইহাই সর্বপ্রথম বয়ান ছিল।

তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলিলেন, হে লোকসকল, আমার আন্তরিক ইচ্ছা তো এই যে, আমার পরিবর্তে আর কেহ খলীফা হইয়া যায়। তোমরা যদি আমার নিকট এই দাবী কর যে, আমি পরিপূর্ণভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত অনুযায়ী চলি তবে ইহার শক্তি আমার নাই। কেননা তিনি মা'সুম ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে শয়তান হইতে সম্পূর্ণরূপে হেফাজতে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর আসমান হইতে ওহী নাযিল হইত। (আর এই সমস্ত বিষয় আমার মধ্যে নাই, অতএব আমি পরিপূর্ণভাবে তাঁহার ন্যায় হইতে পারিব না।)

পূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় ঈসা ইবনে আতিয়াহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার বয়ানে বলিয়াছেন, হে লোকসকল, লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় (উভয় প্রকারে) ইসলামে দাখেল হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রিত ও তাঁহার প্রতিবেশী। অতএব তোমরা যথাসম্ভব এই চেষ্টা কর, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের নিকট কোন কিছু দাবী না করেন। (অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কোনরূপ কষ্ট দিও না।) আমার সহিতও একজন শয়তান রহিয়াছে। তোমরা যখন আমাকে রাগান্বিত

দেখিবে তখন আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে, যাহাতে আমি তোমাদের চুল চামড়ার কোন ক্ষতি করিতে না পারি। হে লোকসকল, আপন গোলামদের উপার্জনকে (হারাম না হালাল) যাচাই করিয়া লইও। কারণ যে গোশত হারাম মাল দ্বারা গঠিত হইবে উহা জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হইবে না।

আসেম ইবনে আদি (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরের দিন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি ঘোষণা করিল যে, হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীর রওয়ানা হওয়ার কাজ সম্পন্ন হইয়া যাওয়া উচিত। মনোযোগ দিয়া শুন, হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীর কোন লোক এখন আর যেন মদীনায় বাকী না থাকে, বরং সকলেই জুরুফ নামক স্থানে যেখানে বাহিনীর ছাউনী স্থাপন করা হইয়াছে সেখানে পৌঁছিয়া যায়।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের মতই একজন, আমার জানা নাই, হয়ত তোমরা আমার উপর এমন বিষয়ের দায়িত্ব চাপাইবে যাহা একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই করিতে সক্ষম। (আমার সেই ক্ষমতা নাই।) আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সমস্ত জাহানের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। আমি তাহারই অনুসরণকারী মাত্র, নিজের পক্ষ হইতে নতুন কিছুর আবিষ্কারক নই। যদি আমি সোজা চলি তবে তোমরা আমার অনুসরণ করিবে। আর যদি আমি বাঁকা চলি তবে তোমরা আমাকে সোজা করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান তো এই ছিল যে, তিনি যখন ইন্তেকাল করিয়াছেন তখন উম্মতের কোন একজন ব্যক্তিরও একটি চাবুকের আঘাত বা উহা অপেক্ষা কম কোন জুলুমের দাবী তাঁহার উপর ছিল না।

মনোযোগ দিয়া শুন, আমার সহিত একজন শয়তান রহিয়াছে, যে আমার নিকট আসা-যাওয়া করিতে থাকে। সে যখন আমার নিকট আসে তখন তোমরা আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইও, যাহাতে আমি

তোমাদের চুল ও চামড়ায় কোন আঘাতের চিহ্ন লাগাইয়া না দেই। তোমরা সকাল সন্ধ্যা সেই মৃত্যুর মুখে রহিয়াছ, যাহার সম্পর্কে তোমাদের জানা নাই যে, কখন আসিয়া উপস্থিত হয়। যথাসম্ভব চেষ্টা কর, যাহাতে নেক আমলে লিপ্ত অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু আসে।

আর তোমরা এরূপ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই করিতে পার। অতএব মৃত্যু আসিয়া আমল করার সুযোগ শেষ করিয়া দেওয়ার পূর্বে যতক্ষণ মৃত্যু তোমাদেরকে সুযোগ দিয়া রাখিয়াছে ততক্ষণ তোমরা একে অপর হইতে নেক আমলে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। কারণ বহু লোক মৃত্যুকে ভুলিয়া রহিয়াছে এবং নিজেদের আমল অন্যের জন্য দিয়া দিয়াছে। অতএব তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না।

চেষ্টা চালাইয়া যাও, চেষ্টা চালাইয়া যাও। (অলসতা করিও না, বরং) জলদি কর, জলদি কর। কেননা মৃত্যু তোমাদের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে, তোমাদেরকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসিতেছে। মৃত্যু হইতে হুঁশিয়ার থাক, এবং বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ভাই-বেরাদার (এর মৃত্যু) হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। মৃত লোকদের যেই সকল নেক আমলের উপর তোমরা ঈর্ষা করিয়া থাক জীবিতদের সেই সকল নেক আমলের উপর ঈর্ষা কর। (অর্থাৎ জীবিতদের দুনিয়ার জিনিসের উপর ঈর্ষা করিও না।)

সাঈদ ইবনে আবি মারইয়াম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)কে যখন খলীফা বানানো হইল তখন তিনি মিম্বারে উঠিয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা বর্তমান থাকিতে তোমাদের এজতেমায়ী কাজে ক্ষতি হইবে এই আশংকা না হইলে (আমি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম না, বরং) আমি চাহিতাম, যেন তোমাদের মধ্য হইতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তির ঘাড়ে এই খেলাফতের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়। আর তাহার জন্য উহাতে কোন কল্যাণ না হয়।

মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া আখেরাতে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগা হইল বাদশাহগণ। ইহা শুনিয়া সকলে ঘাড় উঁচা করিল এবং

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দিকে তাকাইতে লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা শান্ত হইয়া বস। তোমরা তাড়াহুড়াকারী। যে কোন ব্যক্তি কোন দেশের বাদশাহ হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বাদশাহ বানাইবার পূর্ব হইতে তাহার রাজত্বকে জানেন এবং বাদশাহ হওয়ার পর তাহার অর্ধেক বয়স কমাইয়া দেন এবং তাহার উপর ভয় ও চিন্তা চাপাইয়া দেন। আর যাহা কিছু তাহার হাতে আছে উহা হইতে তাহার অন্তরকে হটাইয়া দেন এবং যাহা কিছু মানুষের নিকট আছে উহার প্রতি তাহার মধ্যে লোভ সৃষ্টি করিয়া দেন। যদিও সে উত্তম খাদ্য খায় এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে তাহার জীবন সংকীর্ণ হয়। (সুখ–শান্তি তাহার নসীব হয় না।) অতঃপর যখন তাহার ছায়া শেষ হইয়া যায়, প্রাণ বাহির হইয়া যায় তখন সে আপন রবের নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহার নিকট হইতে কঠিনভাবে হিসাব গ্রহণ করেন এবং তাহার ক্ষমার সম্ভাবনা খুবই কম হইয়া যায়।

মনোযোগ দিয়া শুন, মিসকীন লোকেরাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, মিসকীন লোকেরাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবে। (কানয)

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন, এবং বলিলেন, আম্মাবাদ—আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহ তায়ালার সম্মান অনুযায়ী যথাযথ প্রশংসা কর। আল্লাহ তায়ালার আযাবকে ভয় তো করিবেই তৎসঙ্গে তাঁহার রহমতেরও আশা করিবে। আর আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত চাহিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও তাহার পরিবারের প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ـ

অর্থ ঃ তাহারা নেক কাজে ধাবমান থাকিতেন, আর তাহারা আশা ও ভয় সহকারে আমার এবাদত করিতেন এবং আমার সম্মুখে অবনমিত থাকিতেন।

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ, জানিয়া রাখ, আল্লাহ তায়ালা আপন হকের বিনিময়ে তোমাদের প্রাণগুলি বন্ধক রাখিয়াছেন এবং তিনি ইহার উপর তোমাদের নিকট হইতে পরিপক্ক অঙ্গীকার লইয়াছেন। আর তিনি (দুনিয়ার এই) অল্প ও ধ্বংসশীল (ধনসম্পদ)কে (আখেরাতের) অধিক ও চিরস্থায়ী আজর ও সওয়াবের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর এই কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার আশ্চর্য বিষয়াবলী কখনও শেষ হইবার নহে। উহার নূর কখনও নির্বাপিত হইবার নহে। অতএব এই কিতাবের প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লও এবং উহা হইতে নসীহত গ্রহণ কর। অন্ধকার দিনের জন্য উহা হইতে আলো সংগ্রহ কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শুধুমাত্র এবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদেরকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ, ইহাও জানিয়া রাখ যে, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা সেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছ যাহার সময় নির্ধারিত আছে, কিন্তু তোমাদেরকে তাহা জানানো হয় নাই, তোমরা এই চেষ্টা কর, যাহাতে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি আল্লাহর কাজে লিপ্ত অবস্থায় কাটে। আর এরূপ তো একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। অতএব জীবনের সময় শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে সুযোগ তোমরা লাভ করিয়াছ, উহাতে নেক আমলের প্রতি একে অপর হইতে অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতা কর। নতুবা মৃত্যু তোমাদেরকে তোমাদের খারাপ আমলের দিকে লইয়া যাইবে। বহু লোক নিজের জীবনকে অপরের জন্য দিয়া রাখিয়াছে। আর নিজেকে ভুলিয়া রহিয়াছে। আমি তোমাদেরকে তাহাদের ন্যায় হইতে নিষেধ করিতেছি। জলদী কর, জলদী কর। কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের পিছনে তালাশে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার গতি অতি তীব্র।

আমর ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে বলিলেন, তোমাদের অভাব অনটনের কারণে আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয়

কর, এবং তাঁহার শান অনুযায়ী তাঁহার প্রশংসা কর এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা তিনি অতি ক্ষমাশীল। পরবর্তী অংশ আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ)এর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। অতিরিক্ত এই বিষয়টিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তোমরা ইহাও জানিয়া রাখ, তোমরা যেই পরিমাণ খালেছভাবে আল্লাহর জন্য আমল করিয়াছ সেই পরিমাণই তোমাদের রবের এবাদত করিয়াছ এবং নিজেদের হক সংরক্ষণ করিয়াছ। অতএব তোমরা তোমাদের করজ দেওয়ার দিনগুলিতে (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে) যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছ তাহা (আল্লাহকে) দিয়া দাও এবং আপন সম্মুখে (অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য) উহাকে নফল হিসাবে (অতিরিক্ত হিসাবে) রাখ। (অর্থাৎ যেই পরিমাণ খরচ করা ফরজ তাহা তো করিবেই, অতিরিক্ত নফল হিসাবেও খরচ কর।) এইভাবে তোমরা তোমাদের অত্যাধিক প্রয়োজনের সময় এবং একান্ত অভাবের সময় নিজেদের উপার্জন ও যাহা করজ দিয়াছ উহার সম্পূর্ণ বিনিময় লাভ করিবে।

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ, ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে চিন্তা কর যাহারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়াতে ছিল। তাহারা গতকল্য কোথায় ছিল, আর আজ কোথায়? ঐ সকল বাদশাহগণ কোথায়, যাহারা জমিনকে খুব চষিয়াছিল খেত–খামার করিয়াছিল এবং (সামানপত্র ও ঘরবাড়ী বানাইয়া) উহাকে আবাদ করিয়াছিল। আজ সকলে তাহাদেরকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের আলোচনাও ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অবস্থা আজ এমন হইয়াছে যেন তাহারা একেবারে কিছুই ছিল না। তাহাদের কুফর ও জুলুমের কারণে তাহাদের ঘরবাড়ী ও শহর জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। আর বাদশাহগণ কবরের অন্ধকারে পড়িয়া আছে। তুমি কি তাহাদের কাহারও সাড়া পাও, অথবা তাহাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনিতে পাও? তোমাদের সেই সঙ্গী–সাথীগণ ও ভাই–বেরাদারগণ আজ কোথায়? যাহাদেরকে তোমরা চিনিতে? তাহারা ঐ সমস্ত আমলের বিনিময় লাভের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে যাহা তাহারা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যে কোন একটি স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা ও তাহার কোন মাখলুকের মধ্যে কোন বংশীয় সম্পর্ক নাই যাহার কারণে তিনি তাহাকে কোন কল্যাণ দান করিবেন ও অকল্যাণকে দূর করিয়া দিবেন। আল্লাহর নিকট হইতে এই সমস্ত জিনিস একমাত্র তাঁহার আনুগত্য ও তাঁহার আদেশ অনুসরণ করার দ্বারাই হাসিল হইতে পারে। সেই আরাম আরাম নয় যাহার পর জাহান্নাম রহিয়াছে, আর সেই কষ্ট কষ্ট নয় যাহার পর জান্নাত রহিয়াছে। আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করিতেছি এবং নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নুআঈম ইবনে নামহা (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ)এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই কথায় কোন কল্যাণ নাই যাহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয়। আর সেই মালে কোন কল্যাণ নাই যাহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা না হয় এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যাহার মূর্খতা তাহার ধৈর্যের উপর প্রাধান্যতা লাভ করে। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই, যে আল্লাহর ব্যাপারে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে।

আসেম ইবনে আদি (রহঃ) প্রথম অপর একটি বয়ান বর্ণনা করেন যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর বলিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়। অতএব তোমরা তোমাদের আমলে একমাত্র আল্লাহকেই উদ্দেশ্য বানাও।

আর জানিয়া রাখ, তোমরা তোমাদের আমল হইতে যাহা খালেছভাবে আল্লাহর জন্য করিয়াছ, তাহাই আনুগত্য, যাহা তোমরা করিয়াছ এবং (আখেরাতে আজর ও সওয়াবের) এক বিরাট অংশ, যাহা হাসিল করিতে তোমরা সক্ষম হইয়াছ। আর ইহা তোমাদের এমন এক উপার্জন যাহা তোমরা (আল্লাহকে) দিয়া দিয়াছ। আর ইহা তোমাদের এক করজ, যাহা তোমরা ধ্বংসশীল দুনিয়ার দিনগুলি হইতে লইয়া

চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া দিয়াছ, যাহা অত্যন্ত অভাব ও প্রয়োজনের সময় তোমাদের কাজে আসিবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, আর যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল তাহাদের ব্যাপারে চিন্তা কর, তাহারা গতকল্য কোথায় ছিল এবং আজ কোথায়? জালেম ও অহংকারীগণ কোথায়? আর ঐ সমস্ত লোক কোথায়, যাহাদের যুদ্ধের ময়দানে লড়াই ও বিজয়ের আলোচনা হইত? কালের আবর্তন তাহাদেরকে অপদস্থ করিয়া দিয়াছে। আজ তাহাদের হাড়গুলি পঁচিয়া গলিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন তো তাহাদের আলোচনাও পরিত্যাক্ত হইয়া গিয়াছে। দুশ্চরিত্রা নারীগণ দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য, আর দুশ্চরিত্র পুরুষগণ দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। ঐ সকল বাদশাহগণ কোথায় যাহারা জমিনকে খুব চষিয়াছিল এবং উহাকে আবাদ করিয়াছিল? এখন তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আলোচনাও লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহারা এমন হইয়া গিয়াছে, যেন কোন কালে তাহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহের শাস্তির ধারা চালু করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের খাহেশাত ও মনের চাহিদার ধারাকে (মৃত্যুর দ্বারা) খতম করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহা কিছু আমল করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য রহিয়াছে, আর তাহাদের দুনিয়া অন্যদের জন্য হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা তাহাদের পরে আসিয়াছি। যদি আমরা তাহাদের হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি তবে নাজাত লাভ করিব, আর যদি আমরা ধোকায় পড়িয়া থাকি তবে আমরাও তাহাদের ন্যায় হইয়া যাইব।

কোথায় সেই সুন্দর ও সুশ্রী লোকেরা যাহাদের চেহারা অতি সুন্দর ছিল এবং নিজেদের যৌবনের উপর অহংকার করিত? এখন তাহারা মাটি হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল আমলের ব্যাপারে তাহারা ত্রুটি করিয়াছে সেই সমস্ত আমল তাহাদের জন্য আফসোসের কারণ হইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই সমস্ত লোক, যাহারা বহু শহর গড়িয়াছিল এবং উহাকে মজবুত দেয়াল দ্বারা ঘিরিয়াছিল? এবং উহার মধ্যে বহু

আশ্চর্যজনক জিনিস বানাইয়াছিল? তাহারা ঐ সমস্ত শহরকে পরবর্তীদের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের বাসস্থানগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। আর তাহারা কবরের অন্ধকারে পতিত হইয়াছে। তোমরা কি তাহাদের কাহারও সাড়া পাও, অথবা তাহাদের ক্ষীণতম আওয়াজ শুনিতে পাও? কোথায় তোমাদের সেই সন্তান–সন্ততি ও ভাই–বেরাদারগণ যাহাদেরকে তোমরা চিনিতে? তাহাদের জীবনকাল ফুরাইয়া গিয়াছে। আর যে সকল আমল তাহারা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিল, এখন তাহারা উহার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং উহার নিকট অবস্থান করিতেছে। মৃত্যুর পরবর্তী সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের স্থানে স্থায়ী বাস গ্রহণ করিয়াছে।

মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর সহিত কোন অংশীদার নাই, আল্লাহর সহিত তাহার কোন মাখলুকের এমন বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই যাহার কারণে তিনি তাহাকে কল্যাণ দান করিবেন ও অকল্যাণকে তাহার নিকট হইতে দূর করিয়া দিবেন। আল্লাহর সহিত সম্পর্ক একমাত্র তাহার আনুগত্য ও তাহার আদেশের অনুসরণ দ্বারাই স্থাপিত হয়। আর জানিয়া রাখ, তোমরা সকলে বান্দা যাহাদেরকে তাহাদের আমলের বিনিময় অবশ্যই দেওয়া হইবে। আর আল্লাহর নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা একমাত্র তাহার আনুগত্যের দ্বারাই হাসিল হইতে পারে। মনোযোগ দিয়া শুন, সেই আরাম আরাম নয়, যাহার পর জাহান্নাম রহিয়াছে। আর সেই কষ্ট কষ্ট নয়, যাহার পর জান্নাত রহিয়াছে।

মূসা ইবনে উকবা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) অধিকাংশ সময় বয়ানে এরূপ বলিতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, আমি আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি এবং তাহার নিকট মৃত্যু পরবর্তী সম্মান চাহিতেছি, কেননা আমার ও তোমাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হক দিয়া সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

যাহাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়াছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর যে তাঁহাদের উভয়ের নাফরমানী করিয়াছে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হইয়াছে। আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করিতেছি যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর সেই দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধর, যাহাকে তিনি তোমাদের জন্য শরীয়ত সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। আর ইহাই হইল এখলাসের কলেমা (লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদর রাসূলুল্লাহ) এর পর ইসলামের সার্বিক হেদায়াত লাভ হইল, এমন ব্যক্তির কথা শুনা ও মান্য করা যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সর্বকাজের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকর্তার আনুগত্য করিয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে এবং তাহার উপর যে হক ছিল তাহা সে আদায় করিয়াছে।

নিজের খাহেশ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, যাহাকে খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ, লোভ–লালসা ও ক্রোধ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে সে সফলকাম হইয়াছে। গর্ব করিও না। তাহার আবার গর্ব কিসের! যে মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, অতিসত্বর মাটিতে মিশিয়া যাইবে, তারপর তাহাকে পোকামাকড়ে খাইয়া ফেলিবে, যে আজ জীবিত আর কাল মৃত হইবে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত আমল করিতে থাক এবং মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাক।

নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য কর এবং ধৈর্যধারণ কর, কেননা প্রত্যেকটি আমল ধৈর্য দ্বারা সম্পাদন হয়। আর সতর্ক থাক, কেননা সতর্কতা উপকারে আসে। আর আমল কর, কেননা আমলই (আল্লাহর নিকট) কবুল হয়। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যেই আযাব হইতে ভয় দেখাইয়াছেন উহাকে ভয় কর এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত যেই রহমতের ওয়াদা করিয়াছেন উহার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হও। বুঝিতে চেষ্টা কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বুঝাইয়া দিবেন, বাঁচিতে চেষ্টা

কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বাঁচাইয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ঐ সমস্ত আমলের কথা বয়ান করিয়া দিয়াছেন, যাহার কারণে তিনি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত আমলের কথাও তোমাদেরকে বয়ান করিয়া দিয়াছেন, যাহার কারণে নাজাতপ্রাপ্তরা নাজাত পাইয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে হালাল–হারাম এবং নিজের পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সমস্ত আমল বয়ান করিয়া দিয়াছেন। আর আমি তোমাদের ব্যাপারেও আমার নিজের ব্যাপারে কোন প্রকার ক্রটি করিব না। আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। মন্দ কাজ হইতে বাঁচা ও নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই লাভ হয়।

আর জানিয়া রাখ, তোমরা যেই সমস্ত আমল আল্লাহর জন্য এখলাসের সহিত করিয়াছ, সেই সমস্ত আমলই তোমাদের রবের আনুগত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, আর উহাই তোমাদের (আখেরাতে আজর ও সওয়াবের) এক বিরাট অংশ, যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া লইয়াছ এবং ঈর্ষাযোগ্য হইয়াছ। আর ফরজ ব্যতীত যে সমস্ত আমল করিবে উহাকে তোমাদের সামনের জন্য নফল স্বরূপ বানাইয়া লও। এইভাবে তোমরা আল্লাহকে যে সকল আমলের করজ দিবে উহার সম্পূর্ণ বিনিময় আখেরাতে লাভ করিবে। যখন তোমাদের কঠিন প্রয়োজন দেখা দিবে।

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ, নিজেদের ঐ সকল ভাই–বেরাদার ও সঙ্গী–সাথীগণের কথা চিন্তা কর যাহারা দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে সকল আমল অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এখন তাহারা উহার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। আর মৃত্যুর পরবর্তী দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আল্লাহর সহিত কোন অংশীদার নাই এবং তাঁহার ও তাঁহার কোন মাখলুক ও সৃষ্টির মধ্যে কোনপ্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। যেই কারণে তিনি তাহাকে কোন কল্যাণ দান করিবেন অথবা কোন অকল্যাণকে দূর করিয়া দিবেন। বরং ইহা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা হাসিল হইতে পারে এবং তাহার আদেশের অনুসরণ দ্বারা হইতে পারে। আর সেই

আরাম আরাম নয়, যাহার পর জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে। এবং সেই কষ্ট কষ্ট নয় যাহার পর জান্নাত রহিয়াছে। আমি এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি এবং তোমাদের জন্য ও আমার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি। তোমরা আপন নবী করীমের উপর দরূদ পাঠ কর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্ সালামু আলাইহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (কানয)

ইয়াযীদ ইবনে হারুন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিন এমন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হইবে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা বহু নেয়ামত দান করিয়াছিলেন এবং তাহার রুযীতে সচ্ছলতা দান করিয়াছিলেন কিন্তু সে আপন রবের না–শোকরী করিয়াছিল। তাহাকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করানো হইবে এবং বলা হইবে যে, তুমি আজকের এই দিনের জন্য কি করিয়াছ? এবং নিজের জন্য কি আমল অগ্রে প্রেরণ করিয়াছ? সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এমন কোন নেক আমল পাইবে না।

অতঃপর সে কাঁদিতে আরম্ভ করিবে এবং এই পরিমাণ কাঁদিবে যে, তাহার চোখের পানি শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হুকুম নষ্ট করার উপর তাহাকে লজ্জা দেওয়া হইবে এবং অপদস্থ করা হইবে। ইহাতে সে রক্ত কান্না কাঁদিবে। তারপর তাহাকে পুনরায় লজ্জা দেওয়া হইবে এবং অপমান করা হইবে। ইহাতে সে নিজের উভয় হাত কনুইসহ খাইয়া ফেলিবে। পুনরায় তাহাকে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করার উপর লজ্জা দেওয়া হইবে এবং অপমান করা হইবে। ইহাতে সে উচ্চস্বরে কাঁদিবে, তাহার চক্ষুদ্বয় বাহির হইয়া তাহার গণ্ডদ্বয়ের উপর আসিয়া পড়িবে। আর তাহার উভয় চক্ষুর প্রত্যেকটি তিন মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া হইবে।

পুনরায় তাহাকে এই পরিমাণ লজ্জা দেওয়া হইবে এবং অপমান করা হইবে যে, সে অস্থির হইয়া বলিবে, হে আমার রব, আমাকে দোযখে পাঠাইয়া দিন এবং আমাকে দয়া করিয়া এই স্থান হইতে মুক্তি দান করুন। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন—

أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ -

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রহিয়াছে দোযখের আগুন এরূপভাবে যে, সে উহাতে অনন্তকাল থাকিবে, ইহা হইতেছে বিষম লাঞ্ছনা।

মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তোমরা তাকওয়া ও চারিত্রিক পবিত্রতা অবলম্বন কর তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা পেট ভরিয়া রুটি ও ঘি খাইতে পাইবে।

হযরত খুবাইব (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, হে মুসলমানদের জামাত! আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা কর। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি যখন প্রয়োজন সারিবার জন্য মাঠে যাই তখন আমি আমার রবকে লজ্জা করার কারণে নিজেকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখি।

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন বয়ানের মধ্যে বলিলেন, আল্লাহকে লজ্জা কর, আল্লাহর কসম, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছি সেদিন হইতে যখনই আমি প্রয়োজন সারিবার জন্য বাহিরে গিয়াছি আপন রবকে লজ্জা করার কারণে মাথা ঢাকিয়া লইয়াছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন মিম্বারের উপর দাঁড়াইলেন। অতঃপর কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, হিজরতের প্রথম বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে মিম্বারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং আফিয়াত (অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিপদ–আপদ হইতে মুক্তি ও নিরাপত্তা) চাও। কারণ একজন ব্যক্তিকে

ঈমান ও একীনের পর আফিয়াত হইতে উত্তম কোন নেয়ামত দেওয়া হয় নাই। (তারগীব)

আওস (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, গত বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে দাঁড়াইয়া বয়ান করিয়াছিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহর নিকট আফিয়াত (নিরাপত্তা) চাও। কারণ, কাহাকেও একীনের পর আফিয়াত হইতে উত্তম কোন নেয়ামত দান করা হয় নাই। আর সত্য বলাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক, কেননা সত্য বলা মানুষকে নেক আমল পর্যন্ত লইয়া যায়। আর সত্য ও নেক আমল জান্নাতে লইয়া যায়। মিথ্যা বলা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা মিথ্যা বলা মানুষকে ফিস্‌ক ও ফুজূর অর্থাৎ গুনাহ পর্যন্ত লইয়া যায়। আর মিথ্যা ও ফিস্‌ক ও ফুজূর দোযখে লইয়া যায়। পরস্পর হিংসা করিও না, একে অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না এবং একে অন্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না। আর আল্লাহ তায়ালা যেইভাবে তোমাদেরকে হুকুম করিয়াছেন সেইভাবে আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হইয়া থাক।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌ম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার বয়ান করিলেন এবং উক্ত বয়ানে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নেফাকযুক্ত খুশু' হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেফাকযুক্ত খুশু' কি? তিনি বলিলেন, বাহ্যিক শরীর দ্বারা খুশু' ও বিনয় প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে মুনাফেকী থাকে। (কানয)

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসাফির (চার রাকাতওয়ালা নামাযকে) দুই রাকাত পড়িবে, আর মুকীম চার রাকাত পড়িবে। আমার জন্মস্থান মক্কা ও আমার হিজরতের স্থান মদীনা। আমি যখন জুলহুলাইফা হইতে মক্কার দিকে রওয়ানা হই তখন আমি ফিরিয়া আসা

পর্যন্ত (চার রাকাতের পরিবর্তে) দুই রাকাত পড়ি।

আবু যামরা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, অতিসত্বর তোমাদের জন্য মুলকে শাম অর্থাৎ সিরিয়া বিজয় হইবে। তোমরা সেখানকার নরম জমিনে পৌঁছিবে এবং রুটি ও তৈল দ্বারা পেট ভরিয়া খাইবে। সেখানে তোমাদের জন্য মসজিদসমূহ নির্মিত হইবে। অতএব তোমরা সতর্ক থাকিবে, যেন আল্লাহ তায়ালা এরূপ জানিতে না পারেন যে, তোমরা সেই সকল মসজিদে খেল–তামাশার জন্য যাও, বরং মসজিদ তো একমাত্র যিকিরের জন্য নির্মাণ করা হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে যখন বয়ান করিতেন তখন মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা আলোচনা করিতেন এবং বলিতেন, মানুষ মূত্রনালী হইতে দুইবার অতিক্রম করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি এই বিষয়টি এমনভাবে আলোচনা করিতেন যে, আমরা নিজেদেরকে নাপাক মনে করিতাম।

পূর্বে জেহাদের অধ্যায়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উৎসাহ প্রদান, জেহাদের উৎসাহ প্রদান এবং রোমের বিরুদ্ধে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে এবং সাহাবা (রাঃ)দের সিরিয়া গমন ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অনেক বয়ান অতিবাহিত হইয়াছে। এমনিভাবে পরস্পর একতা ও ঐক্যমতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের গুরুত্ব প্রদানের অধ্যায়ে মতবিরোধ হইতে বাঁচিয়া থাকা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধরা, খেলাফতের ব্যাপারে কোরাইশদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া, খেলাফতের দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করা মুসলমানদেরকে তাহাদের বাইআত ফেরৎ দেওয়া এবং খলীফার গুণাবলী সম্পর্কেও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অনেক বয়ান পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অধ্যায়ে এই আয়াত

لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

এর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বয়ানও পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিল। উক্ত ব্যক্তি আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাফনকার্য শেষ করিয়া হাত হইতে কবরের মাটি ঝাড়িলেন এবং সেখানেই দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। উহাতে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আমার দ্বারা ও আমাকে তোমাদের দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার দুই সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ))এর পর তোমাদের মধ্যে বাকী রাখিয়াছেন।

আল্লাহর কসম, এমন হইবে না যে, তোমাদের কোন কাজ আমার নিকট উপস্থিত হয় আর আমি ব্যতীত অন্য কেহ সেই কাজ সম্পাদন করে, আর না এমন হইবে যে, তোমাদের কোন কাজ আমার অনুপস্থিতিতে সম্পাদিত হয়, আমি উহার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ও আমানতদারীতে কোন প্রকার ত্রুটি করি। লোকেরা যদি ভাল আমল করে তবে আমিও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিব। আর যদি খারাপ কাজ করে তবে আমি তাহাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিব। বর্ণনাকারী ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আপন বয়ানে উল্লেখ করা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই।

খেলাফত লাভের পর বয়ান

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন খলীফা হইলেন তখন মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন না দেখেন যে, আমি নিজেকে মিম্বারের সেই স্থানে বসার উপযুক্ত মনে করি যেইস্থানে হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিতেন। এই বলিয়া তিনি মিম্বারের এক ধাপ নীচে নামিয়া গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কোরআন পড়, উহা দ্বারা পরিচিতি লাভ করিবে। কোরআনের উপর আমল কর, উহা দ্বারা তোমরা কোরআন ওয়ালাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। আমলনামা ওজন হইবার পূর্বে নিজেদেরকে ওজন করিয়া লও। আর সেইদিনের বড় উপস্থিতির জন্য (নেক আমল দ্বারা) নিজেদেরকে সুসজ্জিত কর, যেইদিন আল্লাহর সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হইবে। তোমাদের কোন গোপন হইতে গোপন বিষয়ও সেইদিন গোপন থাকিবে না। আর কোন হকদারের এই পরিমাণ হক নাই যে, তাহার কথা মান্য করিয়া আল্লাহর নাফরমানী করা যাইতে পারে।

মনোযোগ দিয়া শুন, আমি আল্লাহর মাল অর্থাৎ বাইতুল মাল হইতে এই পরিমাণ লইব যেই পরিমাণ একজন এতীমের অভিভাবক এতীমের মাল হইতে লইতে পারে। যদি আমার ইহারও প্রয়োজন না হয়, তবে আমি ইহাও লইব না। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে (একজন কর্মচারী যেরূপ লইতে পারে আমিও সেরূপ) সঙ্গত পরিমাণে লইব।

অপর এক বয়ানে হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হিসাব লইবার পূর্বে তোমরা নিজেদের হিসাব লইয়া লও। ইহাতে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে সহজ হইবে। আমলনামা ওজন করা হইবার পূর্বে তোমরা নিজেদেরকে ওজন করিয়া লও। আর সেই দিনের বড় উপস্থিতির জন্য (নেক আমল দ্বারা) নিজেদেরকে সুসজ্জিত করিয়া লও যেই দিন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে, তোমাদের গোপন হইতে গোপন বিষয়ও সেইদিন গোপন থাকিবে না।

আবু ফেরাস (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া

শুন, পূর্বে তোমাদের ভিতরগত অবস্থা আমরা এইভাবে জানিতে পারিতাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইত। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (ওহীর মাধ্যমে) তোমাদের অবস্থা জানাইয়া দিতেন। (যেমন কে মুমিন, কে মুনাফিক, কাহার মর্তবা বেশী কাহার কম।)

মনোযোগ দিয়া শুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন এবং ওহীর ধারাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আমাদের জন্য তোমাদের অবস্থা জানার পদ্ধতি এইভাবে হইবে যাহা আমরা বলিতেছি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে ভাল কাজ প্রকাশ করিবে তাহার ব্যাপারে আমরা ভাল ধারণা রাখিব এবং এই কারণে আমরা তাহাকে মহব্বত করিব। আর যে ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে মন্দ কাজ প্রকাশ করিবে আমরা তাহার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিব এবং এই কারণে তাহার সহিত শত্রুতা রাখিব। আর তোমাদের গোপন অবস্থাগুলি তোমাদের ও তোমাদের রবের মধ্যে থাকিবে। (অর্থাৎ প্রত্যেকের বাহ্যিক অবস্থা হিসাবে আমরা বিচার করিব।)

মনোযোগ দিয়া শুন, এক সময় ছিল যখন আমার বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক কোরআন পাঠকারী একমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর নিকট যে নেয়ামত রহিয়াছে উহা হাসিল করার জন্যই কোরআন পাঠ করে, কিন্তু শেষে আসিয়া আমার ধারণা হইতেছে যে, কিছুলোক মানুষের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহা হাসিল করার জন্য কোরআন পাঠ করিতেছে। তোমরা কোরআন পাঠ দ্বারা এবং নিজের আমল দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই এরাদা কর। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, আমি আমার নিয়োজিত শাসনকর্তাদেরকে তোমাদের নিকট এইজন্য প্রেরণ করি না যে, তাহারা তোমাদের চামড়ার উপর মারপিট করে এবং তোমাদের মালসম্পদ কাড়িয়া লয়, বরং তাহাদেরকে এইজন্য প্রেরণ করি যাহাতে তাহারা তোমাদেরকে দ্বীন ও সুন্নাত শিক্ষা দেয়। কোন শাসনকর্তা যদি কাহারো সহিত ইহা ব্যতীত অন্য কোন আচরণ করিয়া থাকে তবে সেই শাসনকর্তাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি অবশ্যই সেই শাসনকর্তা

হইতে তাহার প্রতিশোধ লইয়া দিব।

মনোযোগ দিয়া শুন, মুসলমানদেরকে মারপিট করিও না। অন্যথায় তোমরা তাহাদেরকে অপমান করিবে। ইসলামী দেশের সীমান্ত (পাহারা) হইতে তাহাদেরকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বাধা দিও না। অন্যথায় তাহাদেরকে ফেৎনায় ফেলিয়া (অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত করিয়া) দিবে। তাহাদের হক হইতে তাহাদেরকে বাধা দিও না (বরং তাহাদের হক তাহাদেরকে দিয়া দাও।) অন্যথায় তাহাদেরকে না-শোকর অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ বানাইয়া দিবে। আর তাহাদেরকে লইয়া ঘন গাছপালাময় এলাকায় ছাউনী স্থাপন করিও না, অন্যথায় (তাহারা গাছের ছায়ার তালাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে এবং শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত হইবে। আর এইভাবে) তোমরা তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

আবুল আজফা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বয়ানে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা অত্যাধিক পরিমাণে ধার্য করিও না। কারণ মোহরানা বেশী হওয়া যদি দুনিয়াতে সম্মানের জিনিস বা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বিষয় হইত তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার অধিক হকদার হইতেন। তিনি নিজের কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহরানা বার উকিয়া অর্থাৎ চারশত আশি দেরহামের অধিক ধার্য করেন নাই। তোমরা অনেক বেশী মোহরানা ধার্য কর, কিন্তু যখন দেওয়ার সময় হয় তখন সেই স্ত্রীর প্রতি অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। মোহরানা আদায় করিলেও তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ বলিতে থাক যে, তোমার মোহরানার কারণে আমাকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছে, পানির মশক পর্যন্ত বহন করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা হইল, তোমাদের জেহাদে কোন ব্যক্তি নিহত হইলে তোমরা তাহাদের ব্যাপারে বলিয়া থাক যে, অমুক শহীদ হইয়া নিহত হইয়াছে বা অমুক শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। (যাচাই ব্যতীত কাহারো ব্যাপারে শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য দিও না) কারণ হয়ত সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সঙ্গে আসিয়াছিল এবং নিজ বাহনের পিছনের অংশে বা হাওদার এক পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্য বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল। (ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনকারী এই ব্যক্তি তো আল্লাহর রাস্তায় গমন করে নাই।)

অতএব এরূপ বলিও না, বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ বল, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হইয়াছে বা মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, স্ত্রীদের মোহরানা কেন অধিক পরিমাণ ধার্য কর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের যুগে মোহরানা চারশত দেরহাম অথবা উহা হইতে কম হইত। অধিক পরিমাণে মোহরানা ধার্য করা যদি আল্লাহর নিকট তাকওয়া বা সম্মানের জিনিস হইত তবে এই ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের অপেক্ষা অগ্রগামী হইতে পারিতে না। বিবাহের বর্ণনায় এই বয়ানের কয়েকটি রেওয়ায়াত আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জাবিয়া শহরে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দানকারী নাই। হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে এক পাদ্রী বসিয়াছিল। সে ফারসী ভাষায় কিছু বলিল। হযরত ওমর (রাঃ) আপন দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি বলিতেছে? দোভাষী বলিল, সে বলিতেছে, আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই মিথ্যা বলিয়াছিস। বরং আল্লাহ তায়ালা তোকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পথভ্রষ্ট করিয়াছেন। আর ইনশাআল্লাহ তিনি তোকে দোযখের আগুনে প্রবেশ করাইবেন। যদি (যিম্মী হওয়ার কারণে) তোর সহিত চুক্তিবদ্ধ না হইতাম তবে তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার সমস্ত সন্তানগণকে ছড়াইয়া দিলেন এবং জান্নাতীদের নাম ও তাহাদের আমল (লওহে মাহফুযে) তখনই লিখিয়া দিলেন। এমনিভাবে দোযখীদের নাম ও তাহাদের আমলও সেই

সময় লিখিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা বলিলেন, ইহারা ইহার জন্য (অর্থাৎ জান্নাতের জন্য), আর ইহারা ইহার জন্য (অর্থাৎ দোযখের জন্য)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং তাহারা তকদীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রহঃ) বলেন, কেহ আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, কিছু লোক তকদীর সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতগণ তকদীর সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণেই ধ্বংস হইয়াছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে ওমরের প্রাণ রহিয়াছে, যদি আগামীতে কোন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি শুনি যে, তাহারা তকদীর সম্পর্কে (নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা) পরস্পর কোন কথা আলোচনা করিতেছে তবে আমি তাহাদের উভয়ের গর্দান উড়াইয়া দিব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর এই ঘোষণা শুনার পর লোকেরা তকদীর সম্পর্কে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে আর কেহ কোন কথা বলে নাই। পরবর্তীকালে হাজ্জাজের যুগে সিরিয়ায় এক জামাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহারা সর্বপ্রথম তকদীর সম্পর্কে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাহেলী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করিলেন তখন তিনি জাবিয়া শহরে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন, তিনি উহাতে বলিলেন, তোমরা কোরআন শিক্ষা কর, উহা দ্বারা পরিচিতি লাভ করিবে। কোরআনের উপর আমল কর, তোমরা কোরআন ওয়ালাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। আর কোন হকদার এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করে নাই যে, তাহার কথা মান্য করিয়া আল্লাহর নাফরমানী করা যাইতে পারে। আর জানিয়া রাখ, হক কথা বলার দ্বারা অথবা কোন বড় মানুষকে নসীহত করার দ্বারা না মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, আর না রিযিক দূরে চলিয়া যায়।

আর ইহাও জানিয়া রাখ, বান্দা ও তাহার রিযিকের মাঝখানে একটি পর্দা রহিয়াছে। বান্দা যদি সবর ও ধৈর্যধারণ করে তবে তাহার রিযিক স্বয়ং তাহার নিকট আসিয়া পড়ে। আর যদি চিন্তা-ভাবনা না করিয়া

রুজী-রোজগারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, (হালাল-হারামের পার্থক্য না করে) তবে সে উক্ত পর্দাকে তো চিরিয়া ফেলে, কিন্তু তকদীরের রুজী হইতে অতিরিক্ত কিছুই পায় না। ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দাও, তীরন্দাজী শিক্ষা কর, জুতা পরিধান কর এবং মেসওয়াকের অভ্যাস কর। বিলাসহীন সাদাসিধা জীবন অবলম্বন কর, অনারবদের আদত অভ্যাস পরিত্যাগ কর, এবং জালেম ও অত্যাচারী লোকদের প্রতিবেশী হইও না।

আর তোমাদের মাঝে যেন ক্রশ উত্তোলন করা না হয়, এমন দস্তরখানে বসিও না যাহাতে শরাব পান করা হয়। লুঙ্গীবিহীন হাম্মামখানায় (গণস্নানাগারে) প্রবেশ করা হইতে বাঁচিয়া থাক। তোমাদের মেয়েদেরকে গণস্নানাগারে প্রবেশের জন্য ছাড়িয়া দিও না। কেননা মেয়েদের জন্য গণস্নানাগারে প্রবেশ করা জায়েয নাই। তোমরা যখন আজমী অর্থাৎ অনারব এলাকায় পৌছ এবং তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হও তখন আয়-উপার্জনের এমন পন্থা অবলম্বন করিও না যাহার কারণে তোমাদেরকে সেখানেই বসবাস অবলম্বন করিতে হয় এবং আরবে ফিরিয়া আসিতে না পার, কেননা তোমাদেরকে অতিসত্বর নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। আর তোমরা জিল্লত ও অপমান নিজেদের ঘাড়ে চাপাইও না। আরবের পশুসম্পদকে ধারণ করিয়া থাক, যেখানে যাও সেখানে উহা সঙ্গে লইয়া যাও।

আর জানিয়া রাখ, তিন জিনিস হইতে শরাব প্রস্তুত করা হয়—কিসমিস, মধু ও খেজুর। এইগুলি যদি পুরাতন হইয়া (নেশাকর হইয়া) যায় তবে তাহা শরাব, যাহা হালাল নয়। আর জানিয়া রাখ, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে (গুনাহ হইতে) পাক করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করিবেন না এবং তাহাদেরকে আপন নৈকট্য দান করিবেন না। আর তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে। প্রথম সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে ইমাম বা আমীরের হাতে বাইআত হয়। (অর্থাৎ তাহাকে মান্য করিবে বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়) অতঃপর যদি সে দুনিয়া পায় তবে অঙ্গীকারকে পালন করে, অন্যথায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) মালপত্র লইয়া আসরের

পর বাহির হয় এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাইয়া বলে, এই জিনিসের তো এত এত দাম করা হইয়াছে, আর তাহার এই মিথ্যা কসমের কারণে উক্ত মাল বিক্রয় হইয়া যায়। (তৃতীয় সেই ব্যক্তি যাহার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্বেও কোন মুসাফিরকে পানি না দেয়।—বোখারী) মুমিনকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক (গুনাহ), আর তাহাকে হত্যা করা কুফর। তোমার জন্য জায়েয নাই যে, নিজ ভাইয়ের সহিত তিন দিনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বন্দ রাখ। যে ব্যক্তি কোন জাদুকর, বা গণক বা কোন জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং সে যাহা বলে উহাকে সত্য মনে করে সে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহাকে অস্বীকার করিয়াছে।

মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জাবিয়াতে এরূপ বয়ান করিয়াছিলেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদিগকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, যিনি সদা থাকিবেন, আর তিনি ব্যতীত সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যিনি আনুগত্যের কারণে আপন বন্ধুদেরকে সম্মানিত করেন, আর অবাধ্যতার কারণে আপন শত্রুদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত কাজ করিয়া উহাকে হেদায়াতের কাজ মনে করে, আর ধ্বংস হইয়া যায় অথবা কোন হক কাজকে ভ্রান্ত কাজ মনে করিয়া পরিত্যাগ করে আর ধ্বংস হইয়া যায় তাহার এই ধ্বংস হওয়ার পক্ষে তাহার নিকট কোন ওজর অজুহাত নাই।

একজন বাদশাহের জন্য আপন প্রজাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে সর্বাধিক খেয়াল রাখা প্রয়োজন তাহা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে আপন যে দ্বীনের হেদায়াত দান করিয়াছেন তাহারা যেন সেই দ্বীনের হুকুম আহকামকে যথাযথ পালন করে। আর আমরা যাহারা খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমাদের দায়িত্ব ইহাও যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে সকল হুকুম দিয়াছেন উহা পালন করার আদেশ করি এবং যে সকল নাফরমানী হইতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করি। তোমাদের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর আল্লাহর হুকুমকে কায়েম করি। আর যে ব্যক্তি হককে ঝুকাইয়া দিতে চায় আমরা

তাহার পরওয়া করি না।

আমি জানি, অনেক লোক আপন দ্বীনের ব্যাপারে বহু আকাংখা মনে পোষণ করে। তাহারা বলে, আমরা নামাযীদের সহিত নামায পড়িব, মুজাহিদগণের সহিত জেহাদ করিব এবং হিজরতের সম্পর্ক হাসিল করিব। বহু লোক এই সকল আমল করে, কিন্তু তাহারা উহার হক আদায় করে না। বাহ্যিক অবস্থা সুন্দর করার দ্বারা ঈমান হাসিল হয় না। প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় রহিয়াছে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা শর্তরূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন। উহা ব্যতীত নামায ঠিক হয় না। ফজরের সময় তখন আরম্ভ হয় যখন রাত্র শেষ হইয়া যায় এবং রোযাদারের জন্য খাওয়া পান করা হারাম হইয়া যায়। ফজরের নামাযে অধিক পরিমাণে কোরআন পড়।

জোহরের সময় (সূর্য ঢলার পর আরম্ভ হয়, তবে) গরমের মৌসুমে এমন সময় জোহরের নামায আদায় কর যখন তোমার ছায়া তোমার সমান লম্বা হইয়া যায়। এই সময় পর্যন্ত মানুষের দ্বিপ্রহরের আরাম সম্পন্ন হইয়া যায়। আর শীতের মৌসুমে এমন সময় পড় যখন সূর্য তোমার বাম ভ্রূর বরাবর হইয়া যায়। অর্থাৎ সূর্য ঢলার অল্পক্ষণ পর পড়িয়া লও। আর অযূ রুকু ও সেজদার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে সকল শর্ত আরোপ করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে আদায় কর। আর এই সমস্ত জিনিস এইজন্য যে, যাহাতে কেহ ঘুমাইয়া নামায কাযা না করে।

আর আসরের সময় হইল, সূর্য হলুদবর্ণ হওয়ার পূর্বে এমন সময় পড়িবে যখন সূর্য তেজদীপ্ত ও পরিস্কার থাকে এবং নামাযের পর একজন মানুষ ধীরগতিসম্পন্ন উটে চড়িয়া সূর্যাস্তের পূর্বে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে।

আর মাগরিবের নামায, সূর্যাস্তের পরপরই যখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয় তখন পড়িবে। আর এশার নামায, (পশ্চিম আকাশের) লালিমা শেষ হইয়া যখন রাত্রির অন্ধকার ছাইয়া পড়ে তখন হইতে রাত্রের এক–তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়িবে। যে ব্যক্তি এশার নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার চোখে (আরামের) ঘুম না দেন। এইগুলি হইল নামাযের সময়।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

অর্থ ঃ নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরজ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

এক ব্যক্তি বলে, আমি হিজরত করিয়াছি, অথচ তাহার হিজরত কামেল হয় নাই। কামেল হিজরতকারী তাহারা যাহারা সমস্ত মন্দ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। একদল লোক বলে, আমরা জেহাদ করিতেছি, অথচ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ হইল, মানুষ দুশমনের মোকাবিলাও করে এবং হারাম কাজ হইতেও বিরত হয়। অনেক লোক দুশমনের মোকাবিলায় উত্তমরূপে যুদ্ধ করে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য না আজর ও সওয়াব হাসিল করা হয়, আর না আল্লাহর যিকির। নিহত হওয়া মৃত্যুর একটি উপায়। (অর্থাৎ নিহত হওয়াকে শাহাদাত তখন বলা হইবে যখন যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহর কলেমাকে বুলন্দ করা বা উন্নত করাই একমাত্র তাহার উদ্দেশ্য হইবে।) প্রত্যেক ব্যক্তি সেই নিয়তের মধ্যেই গণ্য হইবে যেই নিয়তে সে যুদ্ধ করিয়াছে। এক ব্যক্তি এইজন্য যুদ্ধ করে যে, তাহার স্বভাবে বাহাদুরী ও বীরত্ব রহিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়া সে পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে দুশমনের হাত হইতে রক্ষা করে।

আর এক ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে কাপুরুষ হয়। সে তো আপন পিতামাতাকেও সাহায্য করিতে পারে না, বরং তাহাদেরকেও দুশমনের হাতে তুলিয়া দেয়, অথচ কুকুরও তাহার আপনজনকে রক্ষা করার জন্য তাহাদের পিছন পিছন ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। (অর্থাৎ কাপুরুষ ব্যক্তি কুকুর হইতেও নিকৃষ্ট।) জানিয়া রাখ, রোযা একটি সম্মানিত অমল। মানুষ রোযা রাখিয়া যেমন খাওয়া পান করা ও স্ত্রী সম্ভোগ হইতে বাঁচিয়া থাকে অনুরূপ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তবেই তাহার রোযা কামেল ও পরিপূর্ণ হইবে।

আর যাকাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহর আদেশে) ফরয করিয়াছেন, উহাকে সন্তুষ্টচিত্তে আদায় কর। আর যাকাত গ্রহিতার উপর নিজের এহসান মনে করিবে না,

তোমাদেরকে যেই সমস্ত নসীহত করা হইতেছে তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লও। যাহার দ্বীন লুট হইয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত কিছুই লুট হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে। হতভাগা সে, যে মাতৃগর্ভে থাকিতেই হতভাগা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ হইল নব আবিষ্কৃত বিদআতসমূহ। আর সুন্নাত অনুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা বেদআত কাজে অনেক বেশী চেষ্টা ও মেহনত অপেক্ষা উত্তম। আর লোকদের অন্তরে তাহাদের বাদশাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় ও পানাহ চাহিতেছি যে, আমাকে ও তোমাদেরকে স্বভাবগত হিংসা-বিদ্বেষে পাইয়া বসে এবং আমাদের উভয়কে খাহেশাত ও ভোগবিলাসের অনুসরণ ও দুনিয়াকে (আখেরাতের উপর) অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতায় পাইয়া বসে।

আমার অন্তরে এই আশংকা সৃষ্টি হইতেছে যে, তোমরা না আবার জালেমদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়। ধনসম্পদের অধিকারী ব্যক্তির উপর নিশ্চিন্ত হইও না। তোমরা এই কোরআনকে মজবুত করিয়া ধর। কেননা ইহাতে নূর ও শেফা (রোগমুক্তি) রহিয়াছে। কোরআন ব্যতীত সবই দুর্ভাগ্যের জিনিস। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের যে সকল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে আমার উপর যে হক ছিল তাহা আমি আদায় করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদের হিত কামনায় তোমাদেরকে নসীহত করিয়াছি।

আমরা এই আদেশ জারি করিয়া দিয়াছি যে, (বাইতুল মাল হইতে) তোমাদের অংশ প্রদান হউক। তোমাদের বাহিনীকে আমরা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং যুদ্ধের এলাকাসমূহও নির্ণয় করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদের ছাউনীর স্থানসমূহও নির্ধারণ করিয়াছি। আর তোমরা তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করিয়া যে গনীমতের মাল হাসিল করিয়াছ উহাতে তোমাদের জন্য যথেষ্ট সচ্ছলতা প্রদান করিয়াছি। অতএব এখন আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পক্ষে তোমাদের জন্য আর কোন ওজরের সুযোগ নাই, বরং (হুকুম অমান্য করার উপর) তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সকল দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমি এইখানেই আমার কথা শেষ করিতেছি। নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

বর্ণনাকারী সাইফ (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে মদীনায় আপন খলীফা নিযুক্ত করিলেন এবং ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন, যাহাতে দ্রুত পৌছিতে পারেন। চলিতে চলিতে জাবিয়া শহরে যাইয়া পৌছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করিলেন। তিনি জাবিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভাবপূর্ণ বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে বলিলেন, হে লোকসকল, নিজেদের ভিতরগত অবস্থা ঠিক করিয়া লও, তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা আপনা আপনি ঠিক হইয়া যাইবে। তোমরা তোমাদের আখেরাতের জন্য আমল কর, তোমাদের দুনিয়ার কাজ আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনা আপনি হইয়া যাইবে।

আর জানিয়া রাখ, হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও কোন ব্যক্তির মাঝে তাহার এমন কোন পিতা জীবিত নাই, যে মৃত্যুর সময় তাহার কাজে আসিতে পারে। আর না কোন ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রকার খাতির ও সম্প্রীতি রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজের জন্য জান্নাতের রাস্তা পরিষ্কার করিতে চায়, সে যেন জামাতকে মজবুত করিয়া ধরে। কেননা শয়তান একাকী ব্যক্তির সঙ্গী হয় এবং দুইজন হইতে অনেক দূরে সরিয়া থাকে। আর কোন ব্যক্তি কোন নামাহরাম মহিলার সহিত একান্তে না থাকে, অন্যথায় শয়তান তাহাদের সহিত তৃতীয়জন হইবে। যাহাকে তাহার নেক আমল আনন্দিত করে ও মন্দকাজ দুঃখীত করে সে মুমিন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহা অনেক দীর্ঘ বয়ান, যাহাকে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জাবিয়াতে বয়ান করিলেন। উহাতে বলিলেন, আমি যেমন তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিতেছি এমনিভাবে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার সাহাবাদের সহিত সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত গ্রহণ কর এবং যাহারা তাহাদের পর আসিবে তাহাদের ব্যাপারেও এই অসিয়ত গ্রহণ কর, অতঃপর যাহারা তাহাদের পর আসিবে তাহাদের ব্যাপারেও একই অসিয়ত গ্রহণ কর। (অর্থাৎ তাবেয়ীন

ও তাবে তাবেয়ীনের ব্যাপারে।) এই তিন দলের পর মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িবে। এমনকি এক ব্যক্তির নিকট হইতে সাক্ষ্য চাওয়া হইবে না, কিন্তু সে নিজের পক্ষ হইতেই (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি জান্নাতের মাঝখানে স্থান লাভ করিতে চায় সে যেন জামাতকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখে। কেননা শয়তান একাকী ব্যক্তির সঙ্গী হয় এবং দুইজন হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়। আর তোমাদের কেহ যেন কোন নামাহরাম মহিলার সহিত একান্তে অবস্থান না করে। নতুবা শয়তান তাহাদের সহিত তৃতীয় জন হইবে। যাহাকে তাহার নেককাজ আনন্দিত করে ও মন্দকাজ দুঃখিত করে সে প্রকৃত মুমিন।

সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জাবিয়া শহরে লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন, এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুরুষদেরকে) রেশম পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, শুধু দুই বা তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন।

বর্ণনাকারী সাইফ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরী সতের সনের শেষের দিকে আমওয়াস নামক মহামারীর পর হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়াতে আসিলেন। যিলহজ্জ মাসে যখন সেখান হইতে মদীনায় ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের যে সকল বিষয়ের দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা যতখানি আল্লাহ তায়ালা চাহিয়াছেন আমি পালন করিয়াছি। আর গনীমতের মালে তোমাদের অংশকে আমি প্রসারিত করিয়াছি। তোমাদের ছাউনী স্থাপনের স্থানসমূহ ও তোমাদের যুদ্ধের ময়দানসমূহ বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে জানাইয়া দিয়াছি। যাহা কিছু আমাদের নিকট ছিল তাহা তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি। তোমাদের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং তোমাদের উন্নতির পথসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। তোমাদের আবাসস্থলও ঠিক করিয়া দিয়াছি এবং সিরিয়ার যুদ্ধে তোমরা যাহা কিছু গনীমতের মাল অর্জন

করিয়াছিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া তোমাদিগকে সচ্ছল করিয়া দিয়াছি। তোমাদের খোরাক নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ভাতা, পারিশ্রমিক ও গনীমতের মাল তোমাদেরকে প্রদান করার হুকুম জারি করিয়া দিয়াছি। যদি কাহারো জানা মতে এমন কোন বিষয় থাকে যাহা করিলে ভাল হইবে তবে আমাদেরকে যেন জানায়, আমরা উহার উপর আমল করিব। ইনশাআল্লাহ! নেককাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহর নিকট হইতেই লাভ হয়।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও অন্যান্য হযরতগণ বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের কথা স্মরণ করাইলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের শাসনকর্তা ও আমীর বানানো হইয়াছে। যদি আমার এই আশা না হইত যে, আমি তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইব এবং আগামীতে তোমাদের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উপস্থিত হইবে উহার জন্য আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক মজবুত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিব তবে আমি কখনও তোমাদের এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম না।

আর ওমরের চিন্তাযুক্ত ও মনোবেদনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহাকে সঠিক হিসাব নিকাশের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়। হিসাবের বিষয় হইল, তোমাদের নিকট হইতে কিরূপে হক উসূল করিব, এবং উহা কোথায় ব্যয় করিব আর তোমাদের সহিত চলিব তো কিরূপে চলিব? আমি আমার রবের নিকট হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যদি আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত ও সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা ওমরকে শোধরাইয়া না দেন তবে কোন শক্তি ও তদবীরের উপর ওমরের ভরসা নাই।

উপরোক্ত সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বয়ানে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের আমীর বানাইয়াছেন। তোমাদের সম্মুখে যত বিষয় আছে তন্মধ্যে যাহা তোমাদের জন্য বেশী উপকারী উহা আমি খুব ভাল করিয়া জানি। আমি

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন এবং অন্যান্য বিষয়ে যেমন তিনি আমার হেফাজত করেন এই ব্যাপারেও যেন আমার হেফাজত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা যেমন ইনসাফ করার আদেশ করিয়াছেন তেমনভাবে তোমাদের এই বন্টনের মধ্যে ইনসাফ করার আমাকে তৌফিক দান করেন।

আমি একজন মুসলমান ব্যক্তি ও দুর্বল বান্দা, কিন্তু যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করেন (তবে কোন দুর্বলতা থাকিবে না)। এই আমানত ও খেলাফত যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, ইহা ইনশাআল্লাহ আমার চরিত্র ও আখলাকের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবে না। আযমত ও বড়াই একমাত্র আল্লাহ জন্যই। বান্দাদের জন্য উহাতে কোন অংশ নাই। অতএব তোমাদের কেহ কখনও এমন কথা বলিবে না যে, যেদিন হইতে ওমর খলীফা হইয়াছে সেদিন হইতে সে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

আমি আমার নফসের হককে ভালভাবে বুঝি (অথবা আমি নিজের ব্যাপারে হক বিষয়কে ভালভাবে বুঝি) আমি নিজেই আগ বাড়িয়া নিজের কথা বলিতেছি। অতএব কাহারো কোন প্রয়োজন হইলে বা কেহ তাহার উপর জুলুম করিলে অথবা আমাদের কোন আচরণে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে আমাকে জানাইবে। কেননা আমি তোমাদেরই একজন। আর তোমরা নিজেদের বাহির ও ভিতরগত অবস্থা, নিজেদের সম্মানিত জিনিস ও ইজ্জতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং তোমাদের উপর যে সকল হক রহিয়াছে তাহা আদায় করিতে থাক এবং তোমরা একে অপরকে নিজেদের বিচার আচার আমার নিকট লইয়া আসার জন্য উৎসাহিত করিবে না। কেননা আমার মধ্যে ও লোকদের কাহারো মধ্যে কোন প্রকার নম্রতা বা পক্ষপাতিত্বের চুক্তি নাই। তোমাদের সংশোধন ও সুন্দর অবস্থা আমার নিকট প্রিয়। আর তোমাদের অসন্তোষ আমার নিকট অত্যন্ত ভারী। তোমাদের অধিকাংশ লোক শহরবাসী, আর তোমাদের শহর এলাকায় না বিশেষ কোন খেত-খামার রহিয়াছে আর না অধিক পরিমাণে দুধের জানোয়ার রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বাহির হইতে যাহা কিছু শস্যাদি ও দুধের জানোয়ার এখানে লইয়া আসেন শুধু তাহাই

পাওয়া যায়।

আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বহু সম্মান দান করার ওয়াদা করিয়াছেন। আমি আপন আমানতের দায়িত্ববান এবং আমাকে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমানতের যে অংশ আমার সম্মুখে রহিয়াছে, উহার দেখাশুনা আমি নিজে করিব, অন্য কাহারো হাতে ন্যস্ত করিব না। কিন্তু আমানতের যে অংশ আমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে, উহার দেখাশুনা আমি নিজে তো করিতে পারিব না, তবে উহার ব্যবস্থাপনার জন্য তোমাদের মধ্য হইতে এমন লোকদেরকে ব্যবহার করিব যাহারা অমানতদার ও সাধারণ লোকদের জন্য কল্যাণকামী হয়। ইনশাআল্লাহ আমি আমার আমানত এমন লোক ব্যতীত অন্য কাহারো হাতে ন্যস্ত করিব না।

ইবনে জারীর হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, এক প্রকারের লোভ মানুষকে অভাবগস্ত করিয়া দেয়। আর (লোকদের নিকট যাহা আছে উহা হইতে) এক প্রকারের নৈরাশ্যতা মানুষকে ধনী ও অমুখাপেক্ষী বানাইয়া দেয়। তোমরা এমন জিনিস জমা কর যাহা খাইতে পার না এবং এমন জিনিসের আশা কর যাহা পাইতে পার না। তোমরা ধোকার ঘরে অর্থাৎ দুনিয়াতে অবস্থান করিতেছ যেখানে তোমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তোমরা ওহীর মাধ্যমে ধরা পড়িয়া যাইতে। কেহ অন্তরে কোন কিছু গোপন করিলে (ওহীর মাধ্যমে সে) ধরা পড়িয়া যাইত। আর কেহ প্রকাশ্যে কোন অন্যায় করিলে, তাহার প্রকাশ্য অন্যায়ের উপর ধরপাকড় হইত। অতএব তোমরা আমাদের সম্মুখে তোমাদের সর্বোত্তম আখলাক প্রকাশ কর। আর তোমাদের ভিতরগত অবস্থা ও তোমাদের ভিতরের নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন।

যে ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করিবে, আর তাহার ভিতরগত অবস্থা ভাল বলিয়া দাবী করিবে, আমরা তাহার এই

দাবী সত্য বলিয়া স্বীকার করিব না। আর যে আমাদের সম্মুখে কোন ভাল কাজ প্রকাশ করিবে আমরা তাহার সম্পর্কে ভাল ধারণা করিব। আর জানিয়া রাখ, এক প্রকারের কৃপণতা নেফাকের একটি শাখা। অতএব তোমরা খরচ করিতে থাক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَانْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ ঃ আর ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে, আর যে প্রবৃত্তির লালসা হইতে রক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ লোকই (আখেরাতে) সফলকাম হইবে।

হে লোকসকল, নিজেদের বাসস্থানকে পাকপবিত্র রাখ, নিজেদের বিষয়গুলি ঠিক করিয়া লও এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় কর, আর নিজেদের স্ত্রীদিগকে কিবতী (অর্থাৎ মিসরীয় পাতলা) কাপড় পরিধান করাইও না। কেননা উহাতে ভিতরের শরীর যদিও দেখা যায় না, কিন্তু শরীরের গঠন প্রকাশিত হয়। হে লোকসকল, আমার আকাংখা এই যে, আমি সমান সমানের উপর নাজাত লাভ করি। না আমি পুরস্কার লাভ করি, আর না আমার শাস্তি হয়। আমি আশা করি, আগামীতে আমি অধিক বয়স পাই বা কম পাই, ইনশাআল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে হকের উপর আমল করিব। আর আল্লাহর মাল হইতে প্রত্যেক মুসলমানের যে অংশ রহিয়াছে উহা তাহার নিকট পৌঁছিবে, যদিও সে আপন ঘরে বসিয়া থাকে। সেই অংশ লওয়ার জন্য তাহার না নিজেকে কিছু করিতে হইবে, আর না তাহাকে উহার জন্য কোনরূপ পরিশ্রান্ত হইতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা যে মালসম্পদ তোমাদেরকে দান করিয়াছেন উহাকে ঠিক করিতে থাক, আর সহজ উপায়ে অল্প উপার্জন অত্যাধিক পরিশ্রম করিয়া অনেক উপার্জন করা হইতে উত্তম। নিহত হওয়া মৃত্যুর একটি উপায়, যাহা নেককার ও বদকার সকলের জন্য হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট শহীদ গণ্য হয় না, বরং শহীদ সেই ব্যক্তি যে আজর ও সওয়াব লাভের নিয়ত করিয়াছে। আর যখন তোমরা

উট ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবে তখন লম্বা ও বড় উট দেখিবে। উহাকে আপন লাঠি দ্বারা আঘাত করিবে। যদি উহাকে সজাগ দিলওয়ালা পাও তবে ক্রয় করিবে।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) ও অন্যান্য হযরতগণ বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) বয়ান করিলেন। উহাতে বলিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া বেহামদিহী তোমাদের উপর শোকর করাকে ওয়াজিব করিয়াছেন। তোমাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ আবেদন ও আগ্রহ ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দুনিয়া–আখেরাতের যে সম্মান দান করিয়াছেন, এই ব্যাপারে তোমাদের উপর তিনি কতিপয় দলীলও কায়েম করিয়া দিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না। তোমাদের এই সৃষ্টি তিনি নিজ সত্তার জন্য ও তাঁহার এবাদতের জন্য করিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে (মানুষ না বানাইয়া) আপন কোন নিকৃষ্টতম মাখলুক বানাইতে পারিতেন। আর তিনি আপন সমস্ত মাখলুক তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে আপন সত্তা ব্যতীত অন্য কোন মাখলুকের জন্য সৃষ্টি করেন নাই, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً –

অর্থ ঃ আসমানসমূহ ও জমিনে যাহা আছে, আল্লাহ ঐ সমস্তকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তোমাদের উপর তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নেয়ামতকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

আর তিনি তোমাদেরকে স্থলে জলে ও যানবাহনে আরোহণ করাইয়াছেন এবং উত্তম জীবনোকরণসমূহ দান করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা শোকর কর। অতঃপর তোমাদের জন্য কান ও চোখ বানাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার কতিপয় নেয়ামত এমন রহিয়াছে যাহা সকল আদম সন্তান পাইয়াছে, আর কিছু নেয়ামত এমন রহিয়াছে যাহা বিশেষভাবে তোমরা দ্বীনে ইসলাম ওয়ালাগণ পাইয়াছ।

তারপর তোমাদের রাজত্বে, তোমাদের যুগে ও তোমাদের স্তরে এই

সমস্ত বিশেষ ও সাধারণ নেয়ামতসমূহের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আর এই সকল নেয়ামতসমূহ হইতে প্রত্যেক নেয়ামত তোমাদের প্রত্যেকে এত অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে যে, যদি এই নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহারা ইহার শোকর আদায় করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং ইহার হক আদায় করা তাহাদের জন্য কষ্টকর হইয়া পড়িবে। তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমানের সহিত আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য হইলে উহার শোকর ও হক আদায় করা সম্ভব হইতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা জমিনের উপর তোমাদেরকে আপন খলীফা বানাইয়াছেন। আর তোমরা জমিনবাসীর উপর ক্ষমতাবান হইয়াছ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বীনকে সাহায্য করিয়াছেন। আর যাহারা তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করিয়াছে তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদল ইসলাম ও ইসলামওয়ালাদের গোলামে পরিণত হইয়াছে, (অর্থাৎ যিম্মীগণ) যাহারা তোমাদেরকে কর প্রদান করে। ঘাম ঝরাইয়া কষ্ট করিয়া যাহা উপার্জন করে উহার উত্তমাংশ প্রদান করে। সর্বপ্রকার কষ্ট পরিশ্রম তাহাদের উপর, আর তাহাদের উপার্জনের লাভ তোমরা ভোগ কর।

অপরদল হইল, যাহারা রাত্র দিন সর্বদা আল্লাহর বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরকে ভয়-ভীতি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের জন্য এমন কোন আশ্রয়স্থল নাই যেখানে তাহারা আশ্রয় লইতে পারে, তাহাদের জন্য কোন পালাইবার স্থান নাই যেখানে পালাইয়া তাহারা মুসলিম বাহিনীর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আল্লাহর বাহিনী তাহাদের উপর ছাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের এলাকায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর আল্লাহর হুকুমে এই সকল বাহিনীর জীবনের সচ্ছলতা, মালসম্পদের আধিক্য, বাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং ইসলামী সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় নেয়ামতসমূহের সহিত শান্তি ও নিরাপত্তার মত বিশাল নেয়ামতও অর্জিত হইয়াছে। ইসলামের শুরু হইতে এই উম্মতের বাহ্যিক অবস্থা ইহা অপেক্ষা উত্তম ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, প্রত্যেক শহরে

মুসলমানদের বিরাট বিরাট বিজয় লাভ হইতেছে, ইহা ব্যতীত আরো অসংখ্য নেয়ামত রহিয়াছে যাহা অনুমান করাও সম্ভব নয়। এই সকল নেয়ামতের বিপরীতে মুসলমানগণ যতই শোকর আদায় করুক যিকির করুক এবং দ্বীনের জন্য যতই মেহনত করুক তাহারা এই সকল নেয়ামতের শোকরের হক আদায় করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেন এবং দয়া ও মেহেরবানী করেন তবে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি আমাদেরকে এই সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকট চাহিতেছি, যেন আমাদেরকে তাঁহার আদেশ পালনের উপর আমল করার ও তাঁহার সন্তুষ্টির দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার যে সকল নেয়ামত রহিয়াছে উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া লও এবং আপন মজলিসে দুই দুইজন করিয়া ও এক একজন করিয়া উহাকে স্মরণ কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছেন—

اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللهِ

অর্থ ঃ 'তুমি নিজ কাওমকে (কুফরের) অন্ধকার হইতে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন কর, এবং তাহাদিগকে আল্লাহর (নেয়ামত ও আযাব সংক্রান্ত) আচরণবিধিসমূহ স্মরণ করাইয়া দাও।'

আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ

অর্থ ঃ 'আর সেই অবস্থাকে স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বল্পসংখ্যক ছিলে (এবং) ভূপৃষ্ঠে দুর্বল বলিয়া পরিগণিত হইতে।'

তোমরা যখন ইসলামের পূর্বে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতেছিলে এবং দুনিয়ার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত ছিলে তখন যদি তোমরা হকের কোন শাখার উপর থাকিতে, সেই শাখার উপর ঈমান আনয়ন করিতে এবং উহার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করিতে এবং আল্লাহ ও তাঁহার দ্বীনের পরিচয়

লাভ করিতে আর সেই শাখার উপর থাকার কারণে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কল্যাণের আশা করিতে তবে ইহা একটি কাজের কাজ ছিল। কিন্তু তোমরা জাহিলিয়াতের যুগে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবনযাপন করিতেছিলে এবং আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইসলাম দ্বারা তোমাদেরকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন উত্তম এই ছিল যে, একমাত্র ইসলামই হইত, আর উহার সহিত তোমাদের দুনিয়ার কোন অংশ না হইত এবং আখেরাতে, যেখানে তোমাদেরকে ফিরিয়া যাইতে হইবে সেখানে এই ইসলামই তোমাদের ভরসার জিনিস হইত। তোমাদের পূর্বেকার কষ্টকর ও কঠিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উচিত তো এই ছিল যে, তোমরা ইসলাম হইতে আপন অংশের ব্যাপারে কৃপণ হইতে (অর্থাৎ উহাকে কৃপণের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে) এবং উহাকে অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করিতে। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ চায় যে, দুনিয়া ও আখেরাতের ইজ্জত ও সম্মান হাসিল করিবে তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড় এবং সে যাহা চায় তাহাকে চাহিতে দাও।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইতেছে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের অন্তরের মাঝে অন্তরায় হইয়া যান, তোমরা আল্লাহর হককে চিন এবং হকের উপর আমল কর এবং নিজেদের নফসকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর বাধ্য কর। এবং নেয়ামত পাওয়ার আনন্দের সহিত উহা পরিবর্তন হইয়া অন্যের নিকট চলিয়া যাওয়ার ভয়ও কর। কেননা নাশোকরী অপেক্ষা নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়ার বড় কোন কারণ নাই। আর শোকর করার দ্বারা নেয়ামত পরিবর্তন ও নষ্ট হইয়া যাওয়া হইতে নিরাপদ হইয়া যায় এবং নেয়ামত বর্ধিত হয়। আর আল্লাহর পক্ষ হইতে আমার উপর ওয়াজিব যে, আমি তোমাদেরকে উপকারী বিষয়ে আদেশ করি ও ক্ষতিকর বিষয় হইতে নিষেধ করি।

কুলাইব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর দিন বয়ান করিলেন এবং উহাতে সূরা আলে ইমরান তেলাওয়াত করিলেন।

যখন এই আয়াতে পৌঁছিলেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল,—যেদিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল।'

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমাদের পরাজয় হইয়াছিল। আমি পলায়ন করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম। আমার নিজেকে মনে হইল যেন পাহাড়ী ছাগলের ন্যায় আমি লাফাইয়া লাফাইয়া পলায়ন করিতেছি। লোকেরা বলাবলি করিতেছিল যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিহত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, যে বলিবে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হইয়াছেন, আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব। অতঃপর আমরা সকলে পাহাড়ের উপর সমবেত হইলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

কুলাইব (রহঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং মিম্বারে উঠিয়া সূরায়ে আলে ইমরান পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ওহুদের যুদ্ধের সহিত এই সূরার যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পাহাড়ের উপর উঠিলাম। এক ইহুদীকে শুনিলাম, সে বলিতেছিল, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিহত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, যাহাকে এই কথা বলিতে শুনিব যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হইয়াছেন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। অতঃপর আমি হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম, লোকজন তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে—

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - الاية

অর্থ ঃ 'আর মুহাম্মাদ তো শুধু রাসূলই, তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হইয়াছেন ; অনন্তর যদি তাঁহার মৃত্যু হয় অথবা তিনি শহীদই হন, তবে কি তোমরা উল্টা ফিরিয়া যাইবে?'

আবদুল্লাহ ইবনে আদি ইবনে খিয়ার (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন বান্দা আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার মর্যাদাকে বুলন্দ ও উন্নত করিয়া দেন এবং বলেন, উন্নত হইয়া যাও, আল্লাহ তোমাকে উন্নত করুন। সে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে সে বড় হয়। আর যখন বান্দা অহংকার করে এবং আপন সীমা অতিক্রম করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ভাঙ্গিয়া নীচে জমিনে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, দূর হ, আল্লাহ তোকে দূর করুন। সে নিজেকে বড় মনে করে, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়, এমনকি সে মানুষের নিকট শূকর হইতেও তুচ্ছ হইয়া যায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি তোমাদেরকে এমন জিনিস হইতে নিষেধ করি যাহাতে তোমাদের উপকার নিহিত থাকে এবং এমন জিনিসের আদেশ করি যাহাতে তোমাদের কোন উপকার নিহিত থাকে না। আর কোরআনে সর্বশেষ সূদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ সম্পর্কে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পূর্বেই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। অতএব যে বিষয়ে তোমাদের অন্তরে সূদের সন্দেহ হয়, উহাকে পরিত্যাগ কর এবং যে বিষয়ে সন্দেহ না হয় উহাকে গ্রহণ কর।

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের যে কেহ হজ্ব করিতে ইচ্ছা করে সে যেন মীকাত হইতেই এহরাম বাঁধে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল মীকাত নির্ধারণ

করিয়াছেন তাহা এই—মদীনাবাসী ও অন্যান্য এলাকাবাসী যাহারা মদীনা হইয়া অতিক্রম করিবে তাহাদের সকলের জন্য মীকাত হইল, যুলহুলাইফা। সিরিয়াবাসী ও অন্য এলাকাবাসী যাহারা সিরিয়া হইয়া অতিক্রম করিবে তাহাদের সকলের জন্য মীকাত হইল জুহফা। নাজদবাসী ও অন্য এলাকাবাসী যাহারা নাজ্দ হইয়া অতিক্রম করিবে তাহাদের জন্য মীকাত হইল, কারন্। ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালাম লাম এবং ইরাকবাসী ও অন্যান্য সকলের জন্য মীকাত হইল যাতে ইরক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) বয়ান করিলেন। উহাতে তিনি রজম অর্থাৎ ব্যভিচারীর শাস্তি, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, রজম এর ব্যাপারে ধোকায় পড়িও না, কেননা (যদিও ইহা কোরআনে উল্লেখ নাই, কিন্তু) ইহাও আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তিসমূহের মধ্য হইতে একটি শাস্তি। মনোযোগ দিয়া শুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রজম (প্রস্তর নিক্ষেপের শাস্তি প্রদান) করিয়াছেন এবং তাঁহার পর আমরা রজম করিয়াছি। যদি আমার এই আশংকা না হইত যে, লোকেরা বলিবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে এমন জিনিস বর্ধিত করিয়াছে যাহা উহাতে ছিল না তবে আমি কোরআনের এক পার্শ্বে লিখিয়া দিতাম যে, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও অমুক অমুক সাক্ষ্য দিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করিয়াছেন এবং তাঁহার পর আমরা রজম করিয়াছি।

মনোযোগ দিয়া শুন, অতিসত্বর তোমাদের পর এমন লোক সৃষ্টি হইবে যাহারা রজমের হুকুম, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, শাফাআত ও কবরের আযাবকে এবং যে সকল লোক (দোযখের) আগুনে জ্বলার পর দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে তাহাদেরকে অস্বীকার করিবে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন মীনা হইতে ফেরত রওয়ানা হইলেন তখন প্রস্তরময় ময়দানে নিজের বাহনকে বসাইলেন। অতঃপর কঙ্করী একত্র করিয়া একটি স্তূপ বানাইয়া নিজ কাপড়ের এক কোণা উহার উপর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। তারপর আসমানের দিকে উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ!

আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, আমার শক্তি কমিয়া গিয়াছে, এবং আমার প্রজা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আমাকে আপনার নিকট এমনভাবে উঠাইয়া লউন যে, আমি না আপনার কোন হুকুম নষ্টকারী হই, আর না উহাতে কোনরূপ ত্রুটিকারী হই। অতঃপর যখন হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিলেন তখন লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের উপর কতিপয় আমল ফরয করা হইয়াছে, এবং সুন্নাতসমূহ তোমাদের জন্য পরিস্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর তোমাদেরকে একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দ্বীনের উপর রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর মারিয়া বলিলেন, এই সমস্ত কিছুর পরও যদি তোমরা ডানে বামে চলিয়া লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করিতে থাক তবে ভিন্ন কথা।

তোমরা রজমের আয়াতের কারণে ধ্বংসে পতিত হইও না। তোমাদের কেহ এরূপ বলিবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে ব্যভিচারের ব্যাপারে দুই প্রকারের শাস্তি পাইতেছি না। (অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা ও চাবুক মারা, বরং একপ্রকারের শাস্তি অর্থাৎ শুধু চাবুক মারার শাস্তি পাইতেছি।) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রজম করিতে দেখিয়াছি এবং তাঁহার পর আমরাও রজম করিয়াছি। আল্লাহর কসম, যদি আমার এই আশংকা না হইত যে, লোকেরা বলিবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নতুন জিনিস সংযোজন করিয়াছে তবে আমি কোরআনের ভিতর লিখিয়া দিতাম—

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ

অর্থ ঃ 'বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলা যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাদের উভয়কে অবশ্যই প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।'

(পূর্বে এই আয়াত কোরআনে নাযিল হইয়াছিল এবং) আমরা কোরআনে উহা তেলাওয়াত করিতাম। (পরবর্তীতে উহার তেলাওয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম বহাল রহিয়া গিয়াছে।) সাঈদ (রহঃ) বলেন, যিলহজ্জ মাস শেষ না হইতেই হযরত ওমর (রাঃ)কে বর্শার আঘাতে আহত করা হইল। (এবং এই আঘাতেই তিনি ইন্তেকাল

করিলেন।)

মা'দান ইবনে আবি তালহা ইয়া'মুরী (রহঃ) বলেন, একবার জুমুআর দিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়াইলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আলোচনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি, যাহা দ্বারা আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, আমার দুনিয়া হইতে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, একটি লালরঙের মোরগ আমাকে দুইবার ঠোকর মারিয়াছে। আমি (আমার স্ত্রী) আসমা বিনতে উমাইসের নিকট আলোচনা করিলে সে বলিয়াছে, ইহার ব্যাখ্যা হইল, এক অনারব ব্যক্তি আপনাকে হত্যা করিবে। লোকেরা আমাকে বলিতেছে, আমি যেন কাহাকেও আমার খলীফা নিযুক্ত করি। আমার বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তায়ালা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেই দ্বীন ও খেলাফত দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন তিনি, কখনও উহা নষ্ট হইতে দিবেন না।

যদি আমার (দুনিয়া হইতে বিদায়ের) বিষয়টি তাড়াতাড়ি হইয়া যায় তবে এই ছয়জন—যাহাদের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় সন্তুষ্ট ছিলেন—নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করিবে। তাহারা ছয়জন হইলেন—হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)। তোমরা ইহাদের মধ্য হইতে যাহার হাতেই বাইআত গ্রহণ করিবে তাহার কথা শুনিবে ও তাহাকে মান্য করিবে।

আমার জানা আছে, কিছু লোক এই খেলাফতের বিষয়ে আপত্তি করিবে, অথচ তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের বিরুদ্ধে ইসলামের খাতিরে আমি এই হাত দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছি। যদি তাহারা এরূপ করে তবে তাহারা আল্লাহর দুশমন, কাফের ও পথভ্রষ্ট হইবে। (অর্থাৎ যদি তাহারা এই আপত্তি করাকে জায়েয মনে করে তবে তো তাহারা প্রকৃতই কাফের হইবে, অন্যথায় তাহাদের এই আমল কাফেরদের আমলের

সামঞ্জস্য হইবে।) কালালার বিষয় ব্যতীত আমার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয় নাই যাহা আমি (অমীমাংসিত) রাখিয়া যাইতেছি। (কালালা হইল, সেই মৃত ব্যক্তি যাহার ওয়ারিসান বলিতে সন্তান-সন্ততিও নাই পিতামাতাও নাই।) আল্লাহর কসম, যখন হইতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে রহিয়াছি তখন হইতে তিনি কোন বিষয়ে আমার সহিত এত কঠোরতা করেন নাই যত কঠোরতা এই কালালার ব্যাপারে আমার সহিত করিয়াছেন। এমনকি তিনি আপন আঙ্গুল দ্বারা আমার বুকে খোঁচা মারিয়া বলিয়াছেন, গরমের মৌসুমে সূরা নিসার শেষে যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ

উহা তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি জীবিত থাকি তবে কালালার ব্যাপারে এমন ফয়সালা করিব যাহা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই এই ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানিতে পারিবে। আর আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি বিভিন্ন শহরের শাসনকর্তাগণকে এইজন্য প্রেরণ করিয়া থাকি যেন তাহারা লোকদেরকে দ্বীন ও তাহাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দেয় এবং যে কোন নতুন ও কঠিন বিষয়ের সমাধান তাহাদের বুঝে না আসে তাহা আমার নিকট প্রেরণ করে।

অতঃপর হে লোকসকল, তোমরা এই দুই প্রকারের সবজি খাইয়া থাক যাহাকে আমি খারাপ মনে করি আর তাহা হইল রসুন ও পেঁয়াজ। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি (মসজিদের ভিতর) যাহার নিকট হইতে পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ পাইতেন, তাহার ব্যাপারে আদেশ করিতেন। আর তাঁহার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত এবং (মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী' পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইত। অতএব যদি কাহাকেও পেঁয়াজ ও রসুন একান্ত খাইতেই হয় সে যেন রান্না করিয়া উহার গন্ধ দূর করিয়া লয়। হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর দিন এই বয়ান করেন এবং পরবর্তী বুধবার দিন তাহার উপর আক্রমণ

করা হয় এবং তাহাকে আহত করা হয়। তখন যিলহজ্জ মাস শেষ হইতে মাত্র চার দিন অবশিষ্ট ছিল।

ইয়াসার ইবনে মা'রূর (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদ বানাইয়াছেন এবং আমরা মুহাজির ও আনসারগণও মসজিদ বানানোর কাজে তাঁহার সহিত ছিলাম। যখন মসজিদে লোক সমাগম বেশী হয় তখন তোমাদের প্রত্যেকে তাহার সামনের ব্যক্তির পিঠের উপর সেজদা করিয়া লইবে। হযরত ওমর (রাঃ) কতিপয় লোককে রাস্তায় নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা মসজিদে নামায পড়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন খলীফা হইলেন তখন তিনি লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তিন দিনের জন্য মুতআর অনুমতি দিয়াছিলেন, তারপর সর্বকালের জন্য তিনি উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। (মুতআহ হইল, কেহ নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য বিবাহ করিয়া লয়। খাইবার বিজয়ের পূর্বে মুতআহ বিবাহ হালাল ছিল। খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বিবাহকে হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে তিন দিনের জন্য এই বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন, তারপর চিরদিনের জন্য ইহাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।) আল্লাহর কসম, এখন আমি যদি জানিতে পারি যে, কোন বিবাহিত ব্যক্তি এরূপ মুতআহ বিবাহ করিয়াছে তবে আমি তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি প্রদান করিব। অথবা সে আমার নিকট চারজন সাক্ষী পেশ করিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতআহকে হারাম করার পর পুনরায় তাহা হালাল করিয়া দিয়াছিলেন। আর যে কোন অবিবাহিত ব্যক্তিকে আমি এমন পাই যে, সে মুতআহ বিবাহ করিয়াছে আমি তাহাকে একশত চাবুক মারিব, অথবা সে আমার নিকট চারজন সাক্ষী পেশ করিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতআহ

বিবাহ হারাম করার পর পুনরায় তাহা হালাল করিয়া দিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদের দাদা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি, হে মুসলমানদের জামাত! আল্লাহ তায়ালা গনীমতের মাল হিসাবে অনারব দেশ হইতে তাহাদের মহিলা ও সন্তানদেরকে (বাঁদী ও গোলাম বানাইয়া) তোমাদেরকে এত পরিমাণে দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে এত পরিমাণ দেন নাই। আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের অনেকে ঐ সমস্ত মহিলাদের সহিত (বাঁদী হিসাবে সহবাস জায়েয আছে বলিয়া) সহবাস করিয়া থাকে।

সুতরাং যে সকল অনারব বাঁদী হইতে তোমাদের সন্তান পয়দা হয়, তোমরা তোমাদের সেই সমস্ত সন্তানের মাতাদেরকে অন্যত্র বিক্রয় করিও না, কেননা তোমরা যদি এরূপ কর, তবে হয়ত কোন ব্যক্তি নিজের অজান্তে আপন মাহরাম মহিলার সহিত সহবাস করিয়া বসিবে। (অর্থাৎ এমন হইতে পারে যে, কেহ যদি নিজের এরূপ বাঁদীকে বিক্রয় করে যাহার গর্ভ হইতে তাহার সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে হয়ত পরবর্তীতে এই সন্তানই না জানিয়া নিজের মাতাকে বাঁদী হিসাবে নিজের জন্য ক্রয় করিবে এবং তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিবে। এইভাবে অজান্তে আপন মাহরামের সহিত সহবাস করা হইবে।)

মা'রূর অথবা ইবনে মা'রূর তামীমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার স্থান হইতে দুই সিঁড়ি নীচে নামিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়া তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে তোমাদের শাসনকর্তা বানায় তাহার কথা শুন ও তাহাকে মান্য কর।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আপন বয়ানে বলিতেন, তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে, যে খাহেশের উপর চলা হইতে, রাগ গোস্বা হইতে ও লোভ লালসা হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং কথাবার্তায় সত্য বলার তৌফিক লাভ করিয়াছে। কেননা সত্য তাহাকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইবে। যে

ব্যক্তি মিথ্যা বলিবে, সে গুনাহের কাজ করিবে, আর যে গুনাহ করিবে সে ধ্বংস হইবে। গুনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাক। আর এমন ব্যক্তির গুনাহের কাজ করার কি প্রয়োজন? যে মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, পুনরায় মাটিতে ফিরিয়া যাইবে? আজ সে জীবিত, কাল সে মৃত? দৈনিকের কাজ দৈনিক সমাধা কর, মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাক এবং নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর।

কাবীসা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাহার উপর দয়া করা হয় না। যে ক্ষমা করে না, তাহাকে ক্ষমা করা হয় না। যে তওবা করে না, তাহার তওবা কবুল করা হয় না। যে মন্দ কাজ হইতে বাঁচে না, তাহাকে (আযাব হইতে) বাঁচানো হয় না।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আপন বয়ানে বলিয়াছেন, উত্তমরূপে জানিয়া রাখ, লোভের কারণে মানুষ অভাবগ্রস্ত হয়, আর নিরাশ হইলে অভাবমুক্ত হয়। কারণ মানুষ যখন কোন বিষয়ে নিরাশ হইয়া যায় তখন আর তাহার সেই জিনিসের প্রয়োজন থাকে না।

আবদুল্লাহ ইবনে খেরাশ (রহঃ)এর চাচা বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, আয় আল্লাহ! আপন নিরাপত্তার দ্বারা আমাদের হেফাজত করুন, এবং আমাদেরকে আপন দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ রাখুন। আপন দয়ার দ্বারা আমাদেরকে রিযিক দান করুন।

আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিষয়ে ইচ্ছা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন (সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে শুধু হজ্বের এহরাম বাঁধিয়াছিলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে একই এহরামে ওমরার নিয়ত করিয়াছেন। তাঁহার পর উম্মতের জন্য এরূপ করার অনুমতি নাই।) এখন আল্লাহর নবী আপন রাস্তায় (দুনিয়া হইতে) বিদায় হইয়া গিয়াছেন। অতএব হজ্ব ও ওমরা এমনভাবে পূর্ণ কর যেমন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে হুকুম

করিয়াছেন। আর এই সমস্ত মহিলাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশম পরিধান করিবে তাহাকে আখেরাতে রেশম পরিধান করানো হইবে না।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর গোলাম আবু ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত ঈদের নামায পড়িয়াছি। তিনি আযান ও একামাত ব্যতীত খোতবার পূর্বে নামায পড়াইয়াছেন। নামাযের পর খোতবা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হে লোকসকল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন, এক—ঈদুল ফিতরের দিন, যেইদিন তোমরা রমজানের রোযা শেষ করিয়া ইফতার কর ও ঈদ উদযাপন কর। দ্বিতীয়—সেই দিন যেইদিন তোমরা আপন কোরবানীর গোশত খাও।

আলকামা ইবনে ওক্কাস লাইসী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি বয়ানে বলিতেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর হইয়া থাকে। মানুষ তাহার আমল দ্বারা যাহা নিয়ত করিবে তাহাই পাইবে। অতএব যাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হইয়াছে, তাঁহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে গণ্য হইবে। আর যাহার হিজরত দুনিয়া হাসিল করার উদ্দেশ্যে বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হইবে, তাহার হিজরত উহার জন্যই গণ্য হইবে যাহার সে নিয়ত করিয়াছে।

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রামাদার দুর্ভিক্ষের সময় বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোক সকল! নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যে সমস্ত বিষয় লোকদের নিকট গোপন রহিয়াছে সেই সমস্ত বিষয়েও আল্লাহকে ভয় কর। আমাকে তোমাদের দ্বারা ও তোমাদেরকে আমার

দ্বারা পরীক্ষা করা হইতেছে। আমি জানি না, (আল্লাহ তায়ালা যে দুর্ভিক্ষ দিয়াছেন, তাহা কাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দিয়াছেন?) আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমাদের উপর নহে, না তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমার উপর নহে। আর না আমার ও তোমাদের উভয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এই দুর্ভিক্ষ দিয়াছেন? আস, আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করি, যেন তিনি আমাদের দিলগুলিকে ঠিক করিয়া দেন। আমাদের উপর রহম করেন এবং আমাদের উপর হইতে এই দুর্ভিক্ষকে দূর করিয়া দেন।

বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হযরত ওমর (রাঃ)কে উভয় হাত উঠাইয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে দেখা গিয়াছে, লোকেরাও দোয়া করিয়াছে। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ হযরত (রাঃ) নিজেও কাঁদিলেন এবং লোকেরাও কাঁদিল। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিতেছিলেন, আর আমি তাহার মিম্বারের নীচে বসিয়াছিলাম। তিনি উক্ত বয়ানে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি এই উম্মতের জন্য ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী (বাকপটু) মুনাফিককে অধিক ভয় করি।

সাহাবাদের পরস্পর একতা ও ঐক্যমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের অধ্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর আরো অনেক বয়ান অতিবাহিত হইয়াছে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

ইব্রাহীম ইবনে আবদুর রহমান মাখযুমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে লোকজন বাইআত হইয়া যাওয়ার পর তিনি বাহিরে আসিয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, প্রথমবার আরোহণ করা কষ্টকর হয় আর আজকের পর আরো দিন রহিয়াছে। আমি যদি জীবিত থাকি তবে তোমরা এমন বয়ান শুনিবে

যাহা সঠিক নিয়মে হইবে। আমরা বয়ানকারী নই, তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক নিয়মে বয়ান করা শিখাইয়া দিবেন।

বদর ইবনে ওসমান (রহঃ)এর চাচা বর্ণনা করেন, যখন আহলে শূরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইয়া গেলেন তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাহার মনের উপর অত্যন্ত চাপ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা এমন ঘরে আছ যেখান হইতে তোমাদেরকে রওয়ানা হইয়া যাইতে হইবে এবং বয়সের অল্পসময় অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব তোমরা যে পরিমাণ নেক কাজ করিতে পার মৃত্যুর পূর্বে করিয়া লও। সকাল ও সন্ধ্যায় (যে কোন সময়) মৃত্যু তোমাদের আসিবেই। মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া সম্পূর্ণই ধোকা। (আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,)

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ

অর্থ ঃ 'অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে, আর ঐ প্রতারক (শয়তান)ও যেন তোমাদেরকে (আল্লাহ হইতে) প্রতারিত করিতে না পারে।'

যাহারা (দুনিয়া হইতে) চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ কর, এবং খুব মেহনত কর, গাফলতী করিও না। কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের ব্যাপারে কখনও গাফেল হয় না। কোথায় সেই দুনিয়ার বেটা ও ভাইয়েরা (অর্থাৎ দুনিয়াদারগণ) যাহারা দুনিয়াতে অনেক চাষাবাদ করিয়াছে এবং দুনিয়াকে অনেক আবাদ করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে? দুনিয়া কি তাহাদেরকে নিক্ষেপ করে নাই? আল্লাহ তায়ালা যেহেতু দুনিয়াকে নিক্ষেপ করিয়াছেন সেহেতু তোমরাও দুনিয়াকে নিক্ষেপ কর এবং আখেরাতকে উদ্দেশ্য বানাইয়া মেহনত কর। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাত—যাহা দুনিয়া হইতে উত্তম, উভয়ের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন—

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ –

الى قوله - املاً -

অর্থ ঃ 'আর আপনি তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন যে, উহা এরূপ—যেমন আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিলাম, তৎপর উহার সাহায্যে জমিনের উদ্ভিদসমূহ ঘন সন্নিবেশিত হইয়া গেল, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় যে, বায়ু উহাকে উড়াইয়া লইয়া ফিরে, (দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ।) আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা এবং যেই সমস্ত নেক কাজ (অনন্তকালের জন্য) থাকিয়া যাইবে উহাই আপনার রবের নিকট পুণ্য হিসাবেও সহস্রগুণে উত্তম এবং আশা-আকাংখার দিক দিয়াও সহস্রগুণে শ্রেয়।'

বয়ান শেষ হওয়ার পর লোকজন হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইতে আরম্ভ করিল।

ওতবা (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) বাইআত গ্রহণের পর লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উহাতে বলিলেন, আম্মাবা'দ, আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব রাখা হইয়াছে, যাহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর) অনুসারী, কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবনকারী নই। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার নবীর সুন্নাতের পর আমার উপর তোমাদের তিনটি হক রহিয়াছে। প্রথম হক এই যে, যেই বিষয়ে তোমরা একমত হইয়াছ এবং উহার জন্য কোন পন্থা নির্ধারণ করিয়া লইয়াছ, সেই বিষয়ে আমি আমার পূর্ববর্তীদের পথে চলিব।

দ্বিতীয় হক এই যে, যেই বিষয়ে তোমরা একমত হইয়া কোন পথ নির্ধারণ কর নাই সেই বিষয়ে আমি কল্যাণকামী লোকদের পথে চলিব। আর তৃতীয় হক এই যে, আমি তোমাদের হইতে নিজের হাত বিরত রাখিব, তোমাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিব না। অবশ্য যদি তোমরা এমন কোন কাজ কর যাহাতে আমার জন্য শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব হইয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া সবুজ শ্যামল শোভনীয়। মানুষের অন্তরে উহার প্রতি আকর্ষণ রাখা হইয়াছে।

অনেকে উহার প্রতি ঝুকিয়া পড়িয়াছে। অতএব তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। এবং উহার উপর ভরসা করিও না। দুনিয়া ভরসা করার উপযুক্ত নয়। উত্তমরূপে জানিয়া লও, এই দুনিয়া একমাত্র তাহাকেই ছাড়িয়া দেয়, যে উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) একবার বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে আদম সন্তান, জানিয়া রাখ, মৃত্যুর যেই ফেরেশতা তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। তোমার দুনিয়াতে আগমনের পর হইতে এতদিন সেই ফেরেশতা তোমাকে ছাড়িয়া অন্যদের নিকট যাইতেছিল, কিন্তু এখন সে অন্যদেরকে ছাড়িয়া তোমার নিকট আসার এরাদা করিয়া লইয়াছে। অতএব নিজের বাঁচার ব্যবস্থা করিয়া লও এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তুমি গাফেল হইও না, কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার ব্যাপারে গাফেল নহে। হে আদম সন্তান, জানিয়া রাখ, যদি তুমি নিজের ব্যাপারে গাফেল হও এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না কর তবে তোমার জন্য অন্য কেহ এই প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে না, আর আল্লাহর সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। অতএব নিজের জন্য নেক আমল সংগ্রহ করিয়া লও এবং এইকাজ অন্যের উপর ছাড়িও না। ওয়াসসালাম। (কানয)

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) একবার লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর, কেননা আল্লাহকে ভয় করা গনীমত। সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি সে, যে আপন নফসকে আয়ত্ত করিল, এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করিল এবং কবরের অন্ধকারের জন্য আল্লাহর নূর হইতে নূর হাসিল করিল। বান্দার এই ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ করিয়া না উঠান, অথচ সে চক্ষুষ্মান ছিল। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক কয়েকটি কথাই যথেষ্ট হইয়া যায়। বধীর ও কানে কম শুনে এমন ব্যক্তিকে দূর হইতে ডাকিতে হয়। (অর্থাৎ তাহার জন্য ইশারা ইঙ্গিত যথেষ্ট হয় না, বরং তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিতে হয়।) জানিয়া রাখ, যাহার সহিত আল্লাহ হইবে সে কাহাকেও ভয় করিবে না।

আর আল্লাহ যাহার বিরুদ্ধে হইবেন সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহার নিকট সাহায্যের আশা করিতে পারে?

হাসান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের গোপন কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রহিয়াছে, যে কেহ গোপন কোন আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে প্রকাশ্যে সেই আমলের চাদর পরিধান করাইবেন। যদি নেক আমল করিয়া থাকে তবে তাহাকে নেক আমলের চাদর পরিধান করাইবেন। আর যদি বদ আমল করিয়া থাকে তবে বদ আমলের চাদর পরিধান করাইবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন এবং প্রসিদ্ধ কেরাআত وَرِيْشًا এর পরিবর্তে وَرِيَاشًا পড়িলেন—

وَرِيَاشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

অর্থ ঃ '(হে বানী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করিয়াছি। যাহা তোমাদের দেহের আবৃতাঙ্গকেও আবৃত করে) এবং সৌন্দর্যের উপকরণও হয়। আর পরহেযগারীর লেবাস উহা হইতে উত্তম।'

বর্ণনাকারী বলেন, সৌন্দর্যের উপকরণ ও পরহেযগারীর লেবাস দ্বারা উদ্দেশ্য হইল উত্তম আদত অভ্যাস।

আব্বাদ ইবনে যাহের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি বয়ানে বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, আমরা সফরে ও বাড়ীতে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রহিয়াছি। তিনি আমাদের অসুস্থদের দেখিতে আসিতেন। আমাদের জানাযার সহিত যাইতেন, এবং আমাদের সহিত জেহাদের সফরে যাইতেন। আর তাঁহার নিকট কম-বেশী যাহাই থাকিত উহা দ্বারাই আমাদের সাহায্য-সহানুভূতি করিতেন, এখন কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলিতেছে, অথচ তাহারা হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে দেখেও নাই।

আহমাদ ও আবু ইয়ালা (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে উল্লেখিত আছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ)এর এই কথার পর ফারাযদাকের স্ত্রীর বেটা আ'ইয়ান হযরত ওসমান (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, হে না'সাল, (লম্বা দাড়িওয়ালা মিসরীয় এক ব্যক্তির নাম না'সাল ছিল, হযরত (রাঃ)এর দাড়িও লম্বা ছিল। বিরোধী লোকেরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর সমালোচনা করার মত কোন দোষত্রুটি খুঁজিয়া না পাওয়ার দরুন তাহাকে মিসরীয় লোকটির সহিত তুলনা করিয়া না'সাল বলিয়া সম্বোধন করিত) আপনি তো সমস্ত কিছু পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, আ'ইয়ান। তিনি বলিলেন, না, বরং তুমিই পরিবর্তন করিয়াছ। হযরত ওসমান (রাঃ) এই কথা বলিতেই লোকেরা আ'ইয়ানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বনু লাইসের এক ব্যক্তি লোকদেরকে আ'ইয়ানের উপর হইতে সরাইতে লাগিল এবং লোকদের হাত হইতে বাঁচাইয়া তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল।

মালেক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে বয়ান করিতে শুনিয়াছি। তিনি আপন বয়ানে বলিতেছিলেন, তোমরা কম বয়সের গোলামদের উপর উপার্জনের কাজ চাপাইও না নতুবা সে ছোট হওয়ার কারণে উপার্জন করিতে পারিবে না, অতএব সে চুরি করিতে আরম্ভ করিবে। এমনিভাবে যে বাঁদী কোন কাজ বা কাজের যোগ্যতা রাখে না তাহার উপরও উপার্জনের কাজ চাপাইও না। কেননা যদি তাহার উপর উপার্জনের কাজ চাপাও তবে কাজের যোগ্যতা না থাকার কারণে নিজের লজ্জাস্থান দ্বারা (অর্থাৎ যেনার দ্বারা) উপার্জন করিবে। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা কর, কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা দান করিয়াছেন। খাওয়া-দাওয়ার জিনিসের মধ্যে একমাত্র উহাই খাও যাহা তোমাদের জন্য হালাল ও পাক।

যুবাইদ ইবনে সাল্ত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি, হে লোকসকল, জুয়া খেলা হইতে বাঁচিয়া থাক, অর্থাৎ নারদ (পাশা জাতীয় খেলা বিশেষ) খেলিও না।

আমাকে বলা হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্য হইতে কিছুলোকের ঘরে পাশা খেলার জিনিস রহিয়াছে। অতএব যাহার ঘরে এই খেলার জিনিস রহিয়াছে সে উহাকে জ্বালাইয়া ফেলুক নতুবা ভাঙ্গিয়া ফেলুক। পুনরায় দ্বিতীয়বার হযরত ওসমান (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, আমি এই পাশা খেলা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হইতেছে, তোমরা এই খেলার আসবাবপত্র এখনও তোমাদের ঘর হইতে বাহির কর নাই। অতএব আমি এই এরাদা করিয়াছি যে, কিছু লাকড়ি একত্রিত করার আদেশ দেই, তারপর ঐ সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই যাহাতে এই খেলার আসবাবপত্র রহিয়াছে।

আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদের আযাদকৃত গোলাম সালেম (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) মীনাতে (জোহর, আসর ও এশার) নামাযে (চার রাকাআত) পুরা পড়াইলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হজ্বের সময় মীনার দিনগুলিতে জোহর আসর ও এশার নামায দুই রাকাত পড়াইয়াছেন। হযরত ওসমান (রাঃ)ও শুরুতে দুই রাকাআত পড়াইয়াছেন কিন্তু পরবর্তীতে চার রাকাআত পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন) অতঃপর তিনি লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, প্রকৃত সুন্নাত তো উহাই যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার দুই সঙ্গী (হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)) করিয়াছেন। কিন্তু এই বৎসর হজ্বে লোকদের আগমন বেশী হইয়াছে বিধায় আমার আশংকা হইয়াছে যে, লোকজন দুই রাকাআতকে সর্বদার জন্য নিয়ম না বানাইয়া লয়। (এইজন্য আমি চার রাকাআত পড়াইয়াছি।)

কুতাইবাহ ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আমাদের মধ্যে বয়ান করিল এবং সে উহাতে কবরের কথা আলোচনা করিল। সে অনবরত বলিতে থাকিল যে, কবর একাকীত্বের ঘর, অপরিচিতের ঘর। এইভাবে বলিতে বলিতে সে নিজেও কাঁদিল এবং আশেপাশের সকলকে কাঁদাইল। অতঃপর বলিল, আমি আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি

মারওয়ানকে বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, একবার হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কবর দেখিয়াছেন বা উহার আলোচনা করিয়াছেন, অবশ্যই কাঁদিয়াছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি বনু কাইনুকা' এর এক ইহুদী বংশের নিকট হইতে খেজুর খরিদ করিতাম এবং পরে লাভের উপর বিক্রয় করিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিয়া বলিলেন, হে ওসমান, যখন খরিদ কর তখন মাপিয়া লইও, আর যখন বিক্রয় কর তখনও পুনরায় মাপিয়া বিক্রয় করিও।

হাসান (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বয়ানে ক্ষতিকারক কুকুরকে মারিয়া ফেলার ও উড়াইয়া খেলা করা হয় এমন কবুতরকে জবাই করিয়া দেওয়ার হুকুম দিতেছিলেন।

বদর ইবনে ওসমান (রহঃ)এর চাচা বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) লোক সমাবেশে তাহার শেষ বয়ানে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এইজন্য দুনিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা উহা দ্বারা আখেরাত হাসিল কর, এইজন্য দেন নাই যে, তোমরা দুনিয়ার জন্যই হইয়া যাও। দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে, আর আখেরাত চিরকাল থাকিবে। না ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কারণে অহংকার কর, আর না উহার কারণে আখেরাত হইতে গাফেল হও। সর্বদা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর চিরস্থায়ি আখেরাতকে অগ্রাধিকার দাও। কেননা দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে। আমাদের সকলকে ফিরিয়া আল্লাহর নিকট যাইতে হইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর, কেননা আল্লাহকে ভয় করাই তাহার আযাব হইতে বাঁচার ঢাল এবং তাহার নৈকট্য লাভের উসীলা। আর সতর্কতার সহিত চল, এমন না হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া দেন। নিজেদের জামাতের সহিত লাগিয়া থাক, দলে দলে বিভক্ত হইও না।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا -

অর্থ ঃ 'আর তোমরা সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যাহা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করিয়াছেন, যখন তোমরা (পরস্পর) শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গিয়াছ।'

জেহাদের অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার ফযীলত সম্পর্কে হযরত ওসমান (রাঃ)এর বয়ান পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর বয়ান

আলী ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, খলীফা হওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম যে বয়ান করিলেন, উহাতে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দানকারী কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং উহাতে ভাল-মন্দ সর্ববিষয় বলিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা ভালকে গ্রহণ কর। সমস্ত ফরজ হুকুম পালন করিয়া আল্লাহর নিকট পাঠাইয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা অনেক জিনিসকে সম্মানিত বানাইয়াছেন যাহা কাহারো অজানা নাই। কিন্তু সমস্ত সম্মানিত জিনিসের উপর মুসলমানের সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা এখলাস ও একত্ববাদের উপর একীন ও বিশ্বাসের দ্বারা মুসলমানদেরকে মজবুত করিয়াছেন, আর পরিপূর্ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যাহার যবান ও হাতের অন্যায় আচরণ হইতে লোকজন নিরাপদ থাকে। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নাই। অবশ্য কেসাস (হত্যার বদলায় হত্যা করা) ইত্যাদির কারণে শরীয়তসম্মত কোন কষ্ট দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়, তাহা ভিন্ন কথা। কেয়ামত ও মৃত্যু আসার পূর্বে নেক আমল করিয়া লও। কেননা অনেক

মানুষ তোমাদের পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। আর তোমাদের পিছনে কেয়ামত তোমাদেরকে ধাওয়া করিতেছে। হালকা থাক অর্থাৎ গুনাহ করিও না পূর্ববর্তীদের সহিত মিলিত হইবে। কেননা পূর্ববর্তীগণ পিছনে আগমনকারীদের অপেক্ষা করিতেছে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহর বান্দাগণ ও শহরসমূহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমনকি জমিনের টুকরা ও জানোয়ার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। আল্লাহকে মান্য কর তাহার নাফরমানী করিও না, যখন কোন কল্যাণের বিষয় দেখ তখন উহাকে গ্রহণ কর আর যখন কোন মন্দ বিষয় দেখ তখন উহাকে পরিত্যাগ কর। আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং মক্কার জমিনে তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হইত।

একবার হযরত আলী (রাঃ) বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, মানুষ তাহার গোত্র দ্বারা যেই পরিমাণ উপকৃত হয়, গোত্র তাহার দ্বারা সেই পরিমাণ উপকৃত হয় না। কেননা মানুষ যদি তাহার গোত্র হইতে নিজের সাহায্যের হাত গুটাইয়া লয় তবে শুধু একটি হাত গুটাইয়া লয়, আর যদি গোটা গোত্র তাহাদের হাত গুটাইয়া লয় তবে অনেক হাত বিরত হইয়া যায়। আর মানুষ তাহার গোত্রের পক্ষ হইতে মহব্বত, হেফাজত ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। এমনকি অনেক সময় কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির খাতিরে অসন্তুষ্ট হয়, অথচ সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শুধু বংশীয় সম্পর্কের কারণেই চিনে। আমি এই ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব হইতে অনেকগুলি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইব। সুতরাং তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

অর্থ ঃ 'কি উত্তম হইত যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলিত অথবা আমি কোন মজবুত স্তম্ভের আশ্রয় লইতাম।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হযরত লূত আলাইহিস সালাম যে মজবুত স্তম্ভের কথা বলিয়াছেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল গোত্র। কেননা

সেই এলাকায় হযরত লূত আলাইহিস সালামের কোন গোত্র ছিল না। সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, হযরত লূত আলাইহিস সালামের পর আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবী পাঠাইয়াছেন, তিনি আপন গোত্রের বড় অংশ হইতে হইতেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই আয়াত পড়িলেন—

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

অর্থ ঃ 'এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হযরত শোআইব আলাইহিস সালাম যেহেতু অন্ধ ছিলেন সেহেতু তাহারা তাহাকে দুর্বল বলিয়াছে।

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

অর্থ ঃ 'আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হইত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তাহাদের অন্তরে তাহাদের রবের উচ্চ মর্যাদার ভয় ছিল না, বরং তাহারা হযরত শোআইব আলাইহিস সালামের গোত্রকে ভয় করিতেছিল।

শা'বী (রহঃ) বলেন, রমযান আসিলে হযরত আলী (রাঃ) বয়ান করিতেন এবং উহাতে বলিতেন, এই সেই মোবারক মাস যাহার রোযাকে আল্লাহ তায়ালা ফরয করিয়াছেন এবং উহার তারাবীহকে (সওয়াবের জিনিস বানাইয়াছেন, তবে) ফরয করেন নাই। কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ বলা হইতে বাঁচিয়া থাকা চাই যে, অমুক রোযা রাখিলে আমিও রোযা রাখিব, আর অমুক যখন রোযা ছাড়িয়া দিবে আমিও ছাড়িয়া দিব। মনোযোগ দিয়া শুন, রোযা শুধু খাওয়া পান করা ছাড়িয়া দেওয়ার নাম নহে, বরং উহা তো ছাড়িতেই হইবে, উপরন্তু আসল রোযা হইল মানুষ মিথ্যা ও বাজে কথা বলা ছাড়িয়া দেয়।

মনোযোগ দিয়া শুন, রমযান মাস শুরু হইবার,আগে রোযা আরম্ভ করিও না। যখন চাঁদ দেখিবে তখন রোযা রাখা আরম্ভ করিবে। আর যখন ঈদের চাঁদ দেখিবে তখন রোযা ছাড়িয়া দিবে। যদি রমযানের

উনত্রিশ তারিখে সূর্যাস্তের সময় আসমানে মেঘ থাকে তবে মাসের ত্রিশ দিনের সংখ্যা পূর্ণ করিবে। শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এই সমস্ত কথা ফজর ও আসরের পর বলিতেন।

একবার হযরত আলী (রাঃ) বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, অতঃপর মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর কসম, মৃত্যু হইতে কেহ বাঁচিতে পারিবে না। যদি (উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ) তোমরা থামিয়া থাক, তথাপি সে তোমাদেরকে ধরিয়া ফেলিবে। আর যদি (উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করিয়া) পালাও তবুও সে তোমাদেরকে ধরিয়া ফেলিবে। অতএব নাজাতের চিন্তা কর, নাজাতের চিন্তা কর। তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।

আরেক জিনিস তোমাদের পিছনে তোমাদের তালাশে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আর তাহা হইল কবর। অতএব কবরের চাপ, উহার অন্ধকার ও উহার নির্জনতা হইতে বাঁচ। মনোযোগ দিয়া শুন, কবর জাহান্নামের গর্তসমূহ হইতে একটি গর্ত হইবে নতুবা জান্নাতের বাগানসমূহ হইতে একটি বাগান হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, কবর প্রতিদিন তিনবার করিয়া এই ঘোষণা করে, আমি অন্ধকারের ঘর, পোকামাকড়ের ঘর, নির্জনতার ঘর। মনোযোগ দিয়া শুন, কবরের পর যেই স্থান আসিবে উহা কবর হইতেও ভয়ংকর। আর তাহা হইল জাহান্নামের আগুন। যাহা অত্যন্ত গরম ও অত্যন্ত গভীর। যাহার অলংকারাদি (অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের সরঞ্জামাদি) লোহার হইবে। উহার দারোগা ফেরেশতার নাম মালেক। সেখানে আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন প্রকার নম্রতা ও দয়া করা হইবে না। মনোযোগ দিয়া শুন, উহার পর এমন জান্নাত রহিয়াছে, যাহার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন সমতুল্য, যাহা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করেন। (কান্য)

আসবাগ ইবনে নুবাতা (রহঃ) উপরোক্ত বয়ানকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হযরত আলী (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং কবরের এই ঘোষণা—আমি

নির্জনতার ঘর, উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, কবরের পর (কেয়ামতের) এমন একদিন রহিয়াছে যেদিন কমবয়স্ক বালক বৃদ্ধ হইয়া যাইবে আর বৃদ্ধ হইবে মত্ত মাতাল। প্রত্যেক গর্ভবতী (সময়ের পূর্বেই) তাহার গর্ভপাত করিবে এবং মানুষকে তুমি দেখিবে মাতাল, অথচ তাহারা মাতাল নহে, বরং সেদিন আল্লাহর আযাব হইবে অত্যন্ত কঠিন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাহার আশেপাশে সমস্ত মুসলমান কাঁদিতে লাগিল।

সালেহ আজালী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একদিন বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, আল্লাহর বান্দাগণ, দুনিয়া জীবন তোমাদেরকে ধোকা না দেয়। কেননা দুনিয়া এমন এক ঘর যাহা বালা–মুসীবত দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার ধ্বংস হওয়া সুপ্রসিদ্ধ, ওয়াদা ভঙ্গ করা উহার বিশেষ গুণ, যাহা কিছু উহাতে আছে একদিন বিলুপ্ত হইবে। দুনিয়া তাহার স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, আজ একজনের নিকট আবার কাল অপরজনের নিকট। উহাকে লইয়া মত্ত ব্যক্তি উহার অনিষ্ট হইতে কখনও বাঁচিতে পারে না, দুনিয়াদারগণ একসময় সচ্ছল ও আনন্দে থাকে, হঠাৎ আবার পরীক্ষা ও ধোকায় পতিত হয়। দুনিয়ার ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া নিন্দনীয় কাজ। উহার সচ্ছলতা সর্বদা থাকে না। দুনিয়াদারগণ স্বয়ং দুনিয়ার জন্য নিশানা,যাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া দুনিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং মৃত্যুর দ্বারা তাহাদেরকে ভাঙ্গিয়া শেষ করিতে থাকে।

আল্লাহর বান্দাগণ, দুনিয়াতে তোমাদের পথ ঐ সমস্ত লোকদের পথ হইতে ভিন্ন নহে যাহারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুনিয়ার জীবন তোমাদের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ছিল এবং তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিধর ছিল। তাহারা তোমাদের অনেক বেশী শহর আবাদ করিয়াছিল। তাহাদের প্রাচীন আবাদির চিহ্ন দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইত এবং তাহাদের আওয়াজ দীর্ঘদিন প্রতিধ্বনিত হইলেও আজ তাহাদের আওয়াজ একেবারে স্তব্ধ ও নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

তাহাদের শরীর জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শহরগুলি জনশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত চিহ্নাদি মুছিয়া গিয়াছে। চুন-সুরকী দ্বারা নির্মিত সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ কারুকার্য খচিত সিংহাসন ও বিছানো উঁচাউঁচা বালিশ ও তাকিয়াসমূহের পরিবর্তে তাহারা বগলী কবরের ভিতর কাদামাটি দ্বারা আটকানো বিশাল বিশাল কঠিন পাথরের টুকরা পাইয়াছে। বিজন প্রান্তরে তাহাদের কবরের আঙ্গিনা তৈয়ার হইয়াছে। কাদামাটি দ্বারা কবরগুলিকে লেপা হইয়াছে। ঐ সমস্ত কবরের স্থান আবাদি হইতে নিকটে, কিন্তু উহার বাসিন্দা অনেক দূরের মুসাফির। কবরগুলি আবাদির মাঝে কিন্তু উহার বাসিন্দারা একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা বোধ করে, তাহাদের কবরগুলি কোন মহল্লাতে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে লইয়া ব্যস্ত, আবাদির লোকদের সহিত তাহাদের কোন আপনত্ব নাই। এই কবরবাসীগণ একে অপরের প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে প্রতিবেশীমূলক কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক হইবেই বা কিভাবে, যখন জরাজীর্ণতা তাহাদেরকে পিষিয়া ফেলিয়াছে কঠিন পাথর ও ভিজামাটি তাহাদেরকে খাইয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে তাহারা জীবিত ছিল, এখন মৃত। ভোগবিলাসের জীবন যাপন করিয়া এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের বন্ধুদের অনেক দুঃখ হইয়াছে, আর তাহারা মাটিতে বসবাস অবলম্বন করিয়াছে। এমন সফরে গিয়াছে যেখান হইতে আর ফিরিয়া আসা হইবে না। হায় আফসোস! হায় আফসোস!

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

কখনও না, ইহা একটি বাজে কথা মাত্র—যাহা সে বলিতেছে, আর তাহাদের সম্মুখে এক অন্তরায় (অর্থাৎ বরযখের জিন্দেগী) রহিয়াছে। সেইদিন পর্যন্তের জন্য যেইদিন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত।)'

তোমরাও একদিন তাহাদের ন্যায় কবরে একা পড়িয়া থাকিবে এবং জরাজীর্ণ হইয়া যাইবে। তোমাদেরকেও এরূপ শয্যায় শয়ন করাইয়া দেওয়া হইবে, আর কবরের আমানতখানা তোমাদেরকে নিজের সহিত

জড়াইয়া লইবে।

সেই সময় তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন সমস্ত কিছু শেষ হইয়া যাইবে? আর কবরের মুর্দাগণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উঠানো হইবে? এবং অন্তরসমূহে নিহিত সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে, আর ভিতরের সকল বিষয় প্রকাশ করার জন্য তোমাদেরকে অত্যন্ত মহিমাময়, প্রতাপশালী বাদশাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে? আর তখন বিগত গুনাহের ভয়ে অন্তরসমূহ উড়িতে থাকিবে এবং তোমাদের উপর হইতে সকল বাধা ও পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইবে। আর তোমাদের সকল দোষ–ত্রুটি ও গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং প্রত্যেক মানুষ তাহার কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করিবে।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاؤُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

অর্থ ঃ 'পরিণামে যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের কাজের বিনিময়ে প্রতিফল প্রদান করিবেন, আর যাহারা নেক কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের নেক কাজের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিবেন।'

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ، وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থ ঃ 'আর (প্রত্যেকের সম্মুখে) আমলনামা রাখিয়া দেওয়া হইবে, অতঃপর আপনি অপরাধীদিগকে দেখিবেন, উহাতে যাহাকিছু আছে, উহার কারণে ভয় করিতে থাকিবে, এবং বলিতে থাকিবে হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, ইহা কি আশ্চর্য আমলনামা। লিপিবদ্ধ না করিয়া না কোন ক্ষুদ্র পাপ ছাড়িয়াছে আর না কোন বড় পাপ, আর যাহা কিছু তাহারা করিয়াছিল সমস্তই বিদ্যমান পাইবে। আর আপনার রব কাহারো প্রতি অবিচার করিবেন না।'

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাহার কিতাবের উপর আমলকারী বানান, এবং তাঁহার আউলিয়া ও প্রিয় লোকদের অনুসারী বানান। পরিণামে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে আপন দয়ায় চিরস্থায়ী ঘর অর্থাৎ জান্নাতে স্থান দান করেন, নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত।

ইবনে জাওযী হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর এই বয়ান আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বয়ানের শুরুতে অতিরিক্ত এই অংশটুকু উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বয়ান করিয়াছেন এবং উহাতে এরূপ বলিয়াছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য, আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারই উপর ঈমান আনয়ন করিতেছি এবং তাঁহারই উপর ভরসা করিতেছি এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, আর হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল, যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে উহা দ্বারা তোমাদের রোগব্যাধিসমূহ দূর করেন এবং তোমাদেরকে গাফলত হইতে জাগ্রত করেন। আর জানিয়া রাখ, একদিন তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠানো হইবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের আমলের উপর দাঁড় করানো হইবে এবং উহার বিনিময় দেওয়া হইবে। অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ)এর দাদা বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একটি জানাযার সহিত গেলেন। যখন উক্ত মুর্দাকে কবরে রাখা হইল তখন তাহার পরিবার ও আত্মীয়–স্বজনরা উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, তাহাদের মৃত ব্যক্তি এখন কবরে যে দৃশ্য দেখিয়াছে যদি তাহারাও সেই দৃশ্য দেখিত তবে তাহারা আপন মৃত ব্যক্তিকে ভুলিয়া যাইত। তাহাদের নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা বার বার আসিতে থাকিবে।

অবশেষে তাহাদের একজনও আর বাকি থাকিবে না।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) (বয়ানের জন্য) দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, যিনি তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। এবং তোমাদের জন্য এমন কান সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কোন কথা ইচ্ছা করে, উহাকে বুঝিয়া সংরক্ষণ করিয়া লয় এবং এমন চক্ষু দান করিয়াছেন, যাহা ঢাকা আছে উহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। এমন দিল দান করিয়াছেন, যে এমন সমস্ত মুসীবত ও কঠিন বিষয়কে বুঝিতে পারে যাহা বিভিন্ন রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত এবং ঐ সমস্ত জিনিসকেও বুঝিতে পারে যাহা দিলকে আবাদ করিয়াছে অর্থাৎ আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তোমাদের নিকট হইতে নসীহতের কিতাব অর্থাৎ কোরআনকে সরাইয়া নেন নাই (বরং নসীহতের কিতাব তোমাদেরকে দান করিয়াছেন।) বরং পরিপূর্ণ নেয়ামত দ্বারা তোমাদেরকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে ভরপুর দান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন, তোমাদেরকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। সুখে–দুঃখে তোমরা যাহাকিছু কর, উহার বিনিময় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহকে ভয় কর, দ্বীনের তালাশে আরো অধিক চেষ্টা কর এবং সকল খাহেশকে টুকরা টুকরা করিয়া দেয় এবং সমস্ত স্বাদকে বিনষ্ট করিয়া দেয় এরূপ মৃত্যু আসার পূর্বেই আমল করিয়া লও। কেননা দুনিয়ার এই নেয়ামত চিরকাল থাকিবে না এবং উহার বেদনাদায়ক ঘটনাবলী হইতে কেহ নিরাপদ নহে। দুনিয়া একটি ধোকা, যাহার রূপ পরিবর্তন হইতে থাকে এবং উহা একটি ছায়া, যাহা অতি দুর্বল এবং এমন এক অবলম্বন, যাহা ঝুকিয়া পড়ে। (অর্থাৎ এমন ভরসার জিনিস যাহা প্রয়োজনে কাজে আসে না।) শুরুতে (দুনিয়ার) এই ধোকা নতুন মনে হয়, কিন্তু অতিসত্বর পুরাতন হইয়া অতিবাহিত হইয়া যায়। সে তাহার অনুসারীদেরকে আপন খাহেশে ক্লান্ত করিয়া এবং ধোকার দুধপান করাইয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ, শিক্ষণীয় বিষয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। সতর্ককারী বিষয় হইতে সতর্ক হও, ওয়াজ নসীহত দ্বারা উপকৃত হও। এরূপ মনে কর যে, মৃত্যু তাহার আপন পাঞ্জা বসাইয়া দিয়াছে, এবং মাটির ঘর (অর্থাৎ কবর) তোমাদেরকে নিজের ভিতর মিলাইয়া লইয়াছে, এবং অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ানক দৃশ্য আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। (আর সেই কঠিন ও ভয়ানক দৃশ্যাবলী এই যে,) শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইয়াছে, কবর হইতে সমস্ত মানুষকে উঠানো হইতেছে, অত্যন্ত প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা আপন অসীম কুদরত ও ক্ষমতায় বেষ্টন করিয়া তোমাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন, এবং হিসাবের জন্য দাঁড় করাইতেছেন।

প্রত্যেক মানুষের সহিত আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর সে তাহাকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে এবং প্রত্যেকের সহিত একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হইয়াছে, যে তাহার বিরুদ্ধে তাহার কৃত আমলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জমিন আপন রবের নূরে আলোকোজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। আমলনামা আনিয়া রাখা হইয়াছে। নবীগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের উপর কোনপ্রকার জুলুম হইতেছে না। সমস্ত শহরগুলি সেইদিনের কারণে কাঁপিতেছে এবং ঘোষণাকারী (একজন ফেরেশতা) ঘোষণা করিতেছে। এইদিন মানব সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষের মিলনের দিন, আল্লাহর বিশেষ তাজাল্লী প্রকাশিত হইতেছে, সূর্য আলোহীন হইয়া পড়িতেছে, জীব-জানোয়ারদিগকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হইতেছে। সমস্ত গোপন রহস্য উদঘাটিত হইতেছে, দুষ্টলোকেরা ধ্বংস হইতেছে, মানুষের অন্তর কাঁপিতেছে এবং জাহান্নামীদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে ধ্বংসাত্মক ভয়-ভীতি ও ক্রন্দন ও বিলাপ সৃষ্টিকারী শাস্তি অবতরণ করিতেছে। জাহান্নাম প্রকাশ করা হইতেছে, (দর্শকের জন্য উহা দেখিতে আর কোন বাধা নাই) উহাতে

বক্রমাথাবিশিষ্ট আংটা ও শোরগোল রহিয়াছে, বজ্রের ন্যায় বিকট আওয়াজ রহিয়াছে, ক্রোধে গর্জন করিতেছে, ধমক দিতেছে। উহার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, উহার গরম পানি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, উহার গরম বাতাস তীব্র হইতেছে। উহাতে যে চিরকাল বাস করিবে তাহার দুঃখ-দুর্দশা কখনও দূর করা হইবে না, তাহাদের আফসোস কখনও শেষ হইবে না, সেই জাহান্নামের বেড়ীসমূহ কখনও ভাঙ্গা হইবে না। সেই জাহান্নামবাসীদের সহিত ফেরেশতাগণ রহিয়াছে, তাহারা তাহাদেরকে গরম পানি ও আগুনে প্রবেশের সুসংবাদ দিতেছে, তাহাদেরকে আল্লাহর দীদার ও দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধব হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সকলে জাহান্নামের আগুনের দিকে চলিতেছে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে এমন ব্যক্তির ন্যায় ভয় কর, যে অপারগ হইয়া নম্রতা অবলম্বন করিয়াছে, যে ভয় পাইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহাকে (মন্দকাজ হইতে) সতর্ক করা হইয়াছে আর সে বুঝিয়া শুনিয়া (উহা হইতে) বিরত হইয়াছে। যে তাড়াতাড়ি তালাশে লাগিয়াছে সে পালাইয়া নাজাত লাভ করিয়াছে, এবং আখেরাতের জন্য নেক আমল অগ্রে প্রেরণ করিয়া দিয়াছে, নেক আমলের পাথেয় দ্বারা সে সাহায্য লাভ করিয়াছে। প্রতিশোধ গ্রহণ ও দেখার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ঝগড়া ও হুজ্জতের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট, সওয়াবের জন্য জান্নাত এবং মুসীবত ও শাস্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আমি নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, একবার হযরত আলী (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, অতঃপর বলিলেন, আম্মাবা'দ, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং বিদায়ের ঘোষণা দিয়া দিয়াছে, আখেরাত সম্মুখ হইতে আসিতেছে এবং উচ্চস্থান হইতে ঝুকিয়া দেখিতেছে। আজ ঘোড়া দৌড়াইবার অর্থাৎ আমলের ময়দান, কাল প্রতিযোগিতার দিন হইবে। মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা আজ দুনিয়ার আশা-আকাংখার দিনে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু

ইহার পর মৃত্যু আসিতেছে। যে ব্যক্তি আশা-আকাংখার দিনগুলিতে মৃত্যু আসার পূর্বে নেক আমল করিতে ত্রুটি করিয়াছে সে বঞ্চিত ও ব্যর্থ হইয়াছে।

মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা যেমন ভয়ের সময় আল্লাহর জন্য আমল করিয়া থাক, তেমনি অন্যসময়ে আগ্রহের সহিত আল্লাহর জন্য আমল কর। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি জান্নাতের ন্যায় এমন জিনিস দেখি নাই, যাহার আগ্রহী ঘুমাইয়া থাকে। আর আমি জাহান্নামের ন্যায় এমন জিনিস দেখি নাই, যাহা হইতে পলায়নকারী ঘুমাইয়া থাকে। মনোযোগ দিয়া শুন, যে হক দ্বারা উপকৃত হয় না, বাতিল অবশ্যই তাহার ক্ষতি করিবে। হেদায়াত যাহাকে সরলপথে পরিচালনা করিতে পারে নাই, গোমরাহী অবশ্যই তাহাকে সরলপথ হইতে সরাইয়া দিবে।

মনোযোগ দিয়া শুন, তোমাদের এখান হইতে (আখেরাতের সফরে) রওয়ানা হওয়ার হুকুম হইয়া গিয়াছে এবং এই সফরের পাথেয় সম্পর্কেও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শুন, এই দুনিয়া উপস্থিত সামান, এবং উহা হইতে ভাল ও মন্দ সকল লোকেই খাইতেছে। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার সত্য ওয়াদা। সেখানে এক ক্ষমতাবান বাদশাহ ফয়সালা করিবেন। মনোযোগ দিয়া শুন, শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ হইতে তোমাদেরকে ক্ষমা করার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করিতেছেন, আর আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।

হে লোক সকল, তোমরা বর্তমান জীবনে নেক আমল করিয়া লও পরিণতিতে নিরাপদ ও হেফাজতে থাকিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগতদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছে এবং নাফরমান ও অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। উহা এমন আগুন, যাহার তীব্র আওয়াজ কখনও থামিবে না, উহার কয়েদীকে কখনও মুক্ত করা হইবে না, সেখানে ভাঙ্গা হাড় কখনও জোড়া দেওয়া হইবে না, উহার গরম অত্যন্ত কঠিন, এবং উহার তলদেশ অত্যন্ত গভীর এবং সেখানকার পানি রক্ত ও পুঁজ। আমি তোমাদের জন্য দুইটি

বিষয়ের আশংকা করি। এক—খাহেশাতের ও প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুই—দীর্ঘ আশা-আকাংখা করা। অপর রেওয়ায়াতে আছে, খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে মানুষ হক হইতে সরিয়া যায় এবং দীর্ঘ আশার কারণে আখেরাতকে ভুলিয়া যায়।

যিয়াদ আ'রাবী (রহঃ) বলেন, খারেজীদের ফেৎনার পর নাহ্‌রাওয়ান শহর হইতে অবসর হইয়া আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) কুফার মিম্বারে উঠিয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর কান্নার কারণে তাহার গলা বন্ধ হইয়া গেল। তিনি এত কাঁদিলেন যে, অশ্রুতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল এবং মাটিতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অতঃপর তিনি আপন দাড়ি ঝাড়িলে অশ্রুর ছিটা লোকদের গায়ে পড়িল। আমরা বলাবলি করিতাম যে, হযরত আলী (রাঃ)এর অশ্রু যাহার উপর পড়িয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা এমন লোকের ন্যায় হইও না, যে আমল না করিয়া আখেরাতের আশা করে এবং দীর্ঘ আশার কারণে তওবা করিতে দেরী করে। দুনিয়ার ব্যাপারে দুনিয়াবিরাগী যাহেদদের ন্যায় কথা বলে, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী লোকদের ন্যায় কাজ করে। যদি দুনিয়া পায় তবে পরিতৃপ্ত হয় না, আর না পাইলে একেবারেই কানাআত বা তুষ্ট থাকে না, যে সমস্ত নেয়ামত তাহাকে দেওয়া হয় উহার শোকর করিতে পারে না। কিন্তু অতিরিক্ত আরো চায়, অন্যদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, কিন্তু নিজে করে না, অন্যদেরকে খারাপ কাজ হইতে নিষেধ করে কিন্তু নিজে বিরত হয় না, নেক লোকদেরকে মহব্বত করে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমল করে না, জালেমদের ঘৃণা করে, কিন্তু নিজে জুলুম করে। (দুনিয়াতে) যেই কাজের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার শুধু ধারণা জন্মে, তাহার নফস তাহাকে দিয়া সেই কাজ করাইয়া লয়, কিন্তু আখেরাতের যেই কাজের উপর পাওয়া একেবারে নিশ্চিত, সেই কাজ তাহাকে দিয়া করাইতে পারে না। মালসম্পদ পাইলে ফেৎনায় পতিত হয়, অসুস্থ হইলে চিন্তিত হইয়া পড়ে। অভাবগ্রস্ত হইলে নিরাশ হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে, গুনাহও করে

আবার নেয়ামতও ভোগ করে, বিপদ–আপদ মুক্ত হইলে শোকর করে না। কোন পরীক্ষা আসিলে ধৈর্যধারণ করে না, মনে হয় যেন মৃত্যুর ব্যাপারে অন্যকে সতর্ক করা হইয়াছে, তাহাকে নয়, এবং আখেরাতের সমস্ত ওয়াদা ও ধমক যেন অন্যের জন্য, তাহার জন্য নয়।

হে মৃত্যুর নিশানা ও লক্ষ্যস্থল! হে মৃত্যুর নিকট বন্ধকী! হে রোগ–ব্যাধির পাত্র! হে কাল ও যামানার হাতে লুণ্ঠিত! হে কালের বোঝা! হে কালের ফল–ফলাদি! হে দুর্ঘটনা কবলিত কলি! হে দলীল–প্রমাণের সামনে মূক ও বোবা! হে ফেৎনায় ডুবন্ত, যাহার মাঝে ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। আমি হক ও সত্য কথা বলিতেছি, মানুষ একমাত্র নিজেকে চিনা'র দ্বারাই নাজাত পাইতে পারে। আর মানুষ নিজে নিজের হাতেই ধ্বংস হয়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিজনদেরকে (দোযখের) সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর।'

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাহারা নসীহত শুনিয়া উহাকে গ্রহণ করে, এবং আমলের প্রতি আহবান জানানো হইলে তাহারা আমল করে।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মুর (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) একবার লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ একমাত্র গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণেই ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের আলেমগণ ও ফকীহগণ তাহাদেরকে বাধা প্রদান করে নাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর সাজা অবতীর্ণ করিয়াছেন।

মনোযোগ দিয়া শুন, তাহাদের উপর যেরূপ আযাব নাযিল হইয়াছে সেরূপ তোমাদের উপর নাযিল হওয়ার পূর্বে তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর। আর জানিয়া রাখ, সৎকাজের

আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করার দ্বারা না কাহারো রুযী কমিয়া যায় আর না সময়ের পূর্বে কাহারো মৃত্যু আসিয়া পড়ে। তকদীরের ফয়সালা আসমান হইতে জমিনে বৃষ্টির ফোটার ন্যায় অবতরণ করে। অতএব আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষের তকদীরে তাহার পরিবার সম্পদ ও জান সম্পর্কে হ্রাস ও বৃদ্ধির যাহাই ফয়সালা করেন, তাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হয়।

সুতরাং যখন তোমাদের পরিবার পরিজন ও তোমাদের জান-মালে কোন প্রকার লোকসান হয় এবং তোমরা অন্যের পরিবার ও জান-মালে লোকসানের পরিবর্তে বৃদ্ধি দেখ তখন উহার কারণে ফেৎনায় পড়িও না। মুসলমান ব্যক্তি যদি নীচ ও হীন কাজে লিপ্ত না হয় তবে যখনই তাহার এই লোকসানের কথা স্মরণ হইবে তখনই সে বিনয়, নম্রতা ও দোয়া ইত্যাদি প্রদর্শন করিবে। আর হীন ও নীচ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে এরূপ অবস্থায় রাগ ও ক্রোধের উদ্রেক হয়, যেমন বাজি বিজয়ী জুয়াড়ী, তীর দ্বারা জুয়া খেলার প্রথম দানেই সে এমন সফলতার আশা করে, যাহাতে অনেক মাল হাসিল হয়, তাহাকে বাজির মাল হারাইতে না হয়।

এমনিভাবে খেয়ানত হইতে পবিত্র মুসলমান ব্যক্তি যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করে তখন সে দুই কল্যাণ হইতে যে কোন একটির আশা করে। (হয় সে যাহা চাহিয়াছে, তাহা দুনিয়াতে লাভ করিবে, আর না হয় আখেরাতে উহার সওয়াব লাভ করিবে।) সুতরাং আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহা তাহার জন্য অতি উত্তম। আর না হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মালসম্পদ দান করিবেন এবং সে অধিক পরিমাণে পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদের মালিক হইবে। ফসল দুই প্রকার। (এক—দুনিয়ার ফসল, দ্বিতীয়—আখেরাতের ফসল।) দুনিয়ার ফসল হইল, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি। আর আখেরাতের ফসল হইল, নেক আমল। আল্লাহ তায়ালা কখনও কিছু লোককে উভয় প্রকারের ফসল দান করিয়া থাকেন। সুফিয়ান ইবনে উআইনা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ব্যতীত আর কে এই কথা এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে?

হয় আল্লাহ তাআলা তাহার দোয়া দুনিয়াতে পূরণ করিয়া দিবেন এবং সে অধিক পরিমাণে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হইবে, বংশীয় মর্যাদা ও দ্বীনের নেয়ামত ও লাভ করিবে, নতুবা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই দোয়ার বিনিময় আখেরাতে দান করিবেন। আর আখেরাত (দুনিয়া হইতে হাজার গুণে) উত্তম ও চিরস্থায়ী। ফসল দুই প্রকার—দুনিয়ার ফসল হইল ধনসম্পদ ও তাকওয়া, আর আখেরাতের ফসল হইল, চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ।

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) কুফাতে লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। আমি তাহাকে উক্ত বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি, হে লোকসকল, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অভাবী সাজে সে প্রকৃতই অভাবগ্রস্ত হইয়া যায়। আর যাহার বয়স বেশী হইয়া যায় সে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও দুর্বলতার শিকার হইয়া যায়। আর যে বালা-মুসীবতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না সে মুসীবত আসিলে ধৈর্যধারণ করিতে পারে না। যে কাহারো উপর অধিকার লাভ করে সে নিজেকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে কাহারো সহিত পরামর্শ করে না তাহাকে লজ্জিত হইতে হয়।

এই সমস্ত কথার পর তিনি বলিয়াছিলেন, অতিসত্বর এমন যামানা আসিবে যখন শুধুমাত্র ইসলামের নাম ও কোরআনের বাহ্যিক হরফের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, মানুষের কোন বিষয় শিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করা উচিত নয় এবং কাহাকেও যদি এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা তাহার জানা নাই তবে সে যেন 'আমি জানি না' বলিতে লজ্জাবোধ না করে। আগামীতে এমন যামানা আসিবে তখন তোমাদের মসজিদগুলি তো আবাদ হইবে, কিন্তু তোমাদের অন্তর ও শরীরগুলি হেদায়াত হইতে খালি হইবে। আসমানের ছায়ার নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক তোমাদের ফকীহগণ হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে ফেৎনা জাহের হইবে এবং তাহাদেরই দিকে আবার ফিরিয়া যাইবে।

এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমীরুল মুমিনীন, এরূপ কখন হইবে? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যখন আলেমগণ তোমাদের

নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে হইবে এবং তোমাদের নেতাদের মধ্যে যেনা ও নির্লজ্জতা ব্যাপক হইবে, এবং বাদশাহী তোমাদের ছোটদের হাতে হইবে তখন কেয়ামত কায়েম হইবে। (কানয)

হযরত আলী (রাঃ) একদিন লোকদের মধ্যে বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সকল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, (রাত্রের অন্ধকারকে চিরিয়া) প্রভাত রশ্মি আনয়নকারী, মৃতদেরকে পুনর্জীবন দানকারী, কবরবাসীদের (কেয়ামতে) পুনরুত্থানকারী। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি।

বান্দা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যলাভের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল, ঈমান ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এবং এখলাসের কালেমা, কেননা ইহা মানুষের স্বভাবগত জিনিস এবং নামায কায়েম করা, কেননা নামাযই প্রকৃত মাযহাব। আর যাকাত প্রদান করা, কেননা ইহা আল্লাহর ফরযকৃত হুকুম। আর রমযান মাসে রোযা রাখা, কেননা ইহা আল্লাহর আযাবের জন্য ঢালস্বরূপ। আর বাইতুল্লাহর হজ্জ করা, কেননা ইহা অভাব দূর করার ও গুনাহকে সরাইবার উপায়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কেননা ইহার কারণে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘজীবি হয় এবং (অন্যদের অন্তরে) পরিবারের মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আর গোপনে সদকা করা, কেননা ইহা গুনাহকে মিটাইয়া দেয়, রবের গোস্বাকে ঠাণ্ডা করে। আর মানুষের উপকার করা, কেননা ইহা খারাপ মৃত্যু হইতে ও ভয়ানক স্থান হইতে বাঁচায়। অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর, কেননা আল্লাহর যিকির হইল সর্বোত্তম যিকির। আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকীদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন উহার প্রতি আগ্রহ কর। কেননা আল্লাহর ওয়াদা সর্বাপেক্ষা সত্য ওয়াদা।

তোমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসরণ কর, কেননা উহাই সর্বোত্তম তরীকা। এবং তাঁহার সুন্নাতের উপর আমল কর, কেননা তাঁহার সুন্নাত সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি।

আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, কেননা উহা সর্বোত্তম কালাম। দ্বীনের বুঝ-জ্ঞান হাসিল কর, কেননা ইহাই অন্তরসমূহের জন্য বসন্তকাল। আল্লাহর নূর (কোরআন) দ্বারা চিকিৎসা ও শেফা হাসিল কর, কেননা ইহা অন্তরের সকল রোগের জন্য সুচিকিৎসা। উত্তমরূপে উহার তেলাওয়াত কর, কেননা উহার মধ্যে উত্তম কাহিনীসমূহ রহিয়াছে।

যখন তোমাদের সম্মুখে কোরআন পড়া হয় তখন কান লাগাইয়া (অর্থাৎ মনোযোগ দিয়া) শুন এবং নিশ্চুপ থাক, যাহাতে তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যখন তোমরা উহার এল্‌ম হাসিল করার তৌফিক লাভ করিয়াছ তখন উহার উপর আমল কর, যাহাতে পরিপূর্ণ হেদায়াত লাভ করিতে পার। কারণ যে আলেম আপন এলমের বিপরীত আমল করে তাহার উদাহরণ সেই পথভ্রষ্ট জাহেলের ন্যায়, যে আপন জেহালত ও অজ্ঞতার কারণে সরলপথে চলিতে পারে না। বরং আমার মতে যে আলেম আপন এলম হইতে সরিয়া গিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে হুজ্জাত ও দলীল অনেক বড় আকারে হইবে এবং তাহার আফসোস অনেক দীর্ঘ হইবে। পক্ষান্তরে জেহালত ও অজ্ঞতার কারণে হতবুদ্ধি জাহেল ব্যক্তির হুজ্জাত ও দলীল আকারে ছোট ও তাহার আফসোস অনেক কম হইবে। এমনিতে তো তাহারা উভয়েই পথভ্রষ্ট এবং উভয়েই ধ্বংস হইবে। দ্বিধাগ্রস্ত হইও না, সন্দেহে পড়িয়া যাইবে, আর সন্দেহ সৃষ্টি হইলে একসময় কাফের হইয়া যাইবে। আর হকের ব্যাপারে গাফলতি করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মনোযোগ দিয়া শুন, বিচক্ষণতার বিষয় এই যে, (কাহারো প্রতি) আস্থা রাখ, কিন্তু এরূপ আস্থা রাখিও না যে, ধোকা খাইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিজের হিতাকাংখী সেই ব্যক্তি, যে আপন রবের সর্বাপেক্ষা অনুগত। আর তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিজেকে ধোকা দেয় সেই ব্যক্তি, যে আপন রবের সর্বাপেক্ষা নাফরমানী করে। যে আল্লাহর হুকুম মান্য করিবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং প্রফুল্ল থাকিবে। আর যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে সে ভীত হইবে এবং লজ্জিত হইবে।

অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট একীন (দিলের বিশ্বাস) চাও এবং তাঁহার নিকট আপদমুক্ত জীবনের আগ্রহ প্রকাশ কর। অন্তরের সর্বোত্তম

স্থায়ী অবস্থা হইল একীন, ফরয হুকুমসমূহ হইল সর্বোত্তম আমল, (দ্বীনের ব্যাপারে) মনগড়া নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলি হইল, সর্বাপেক্ষা খারাপ। (দ্বীনের ব্যাপারে) প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয় হইল বিদআত। আর প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবক হইল বেদআতী। যে ব্যক্তি (দ্বীনের বিষয়ে) মনগড়া নতুন কিছু উদ্ভাবন করিল, সে (দ্বীনকে) নষ্ট করিয়া দিল। যখন কোন বেদআতী নতুন কোন বেদআত চালু করে তখন উহার কারণে সে কোন না কোন সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সে যাহার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, আর ক্ষতিগ্রস্ত সে যে নিজেকে ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়াছে। রিয়াকারী (লোক দেখানো) শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আর এখলাস হইল আমল ও ঈমানের অংশ। খেলাধুলার মজলিস কোরআনকে ভুলাইয়া দেয় এবং উহাতে শয়তান অংশগ্রহণ করে। আর এই ধরনের মজলিসগুলি গোমরাহীকে আহবান করে। মহিলাদের সহিত অধিক উঠাবসার দ্বারা দিল বাঁকা হইয়া যায় এবং এরূপ ব্যক্তির প্রতি সকলে চোখ তুলিয়া তাকায়। মেয়েলোক শয়তানের জাল। আল্লাহর সহিত সত্যবাদী হও, কারণ আল্লাহ সত্যবাদীর সহিত আছেন। মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাক, কারণ মিথ্যা ঈমানের বিপরীত আমল।

মনোযোগ দিয়া শুন, সত্য নাজাত ও সম্মানের উচ্চস্থানে রহিয়াছে, আর মিথ্যা বরবাদী ও ধ্বংসের উচ্চস্থানে রহিয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, হক কথা বল, তোমরা উহার সহিত পরিচিত হইবে। হকের উপর আমল কর, তোমরা হকওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যে কেহ তোমাদের নিকট আমানত রাখে, তাহার আমানত ফেরত দিবে। যে তোমাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহার সহিত সম্পর্ক কায়েম করিবে, আর যে তোমাদেরকে না দিয়া বঞ্চিত করে, তাহার সহিত এহসান ও অনুগ্রহ করিবে। কাহারো সহিত ওয়াদা করিলে তাহা যথাযথ পালন করিবে। যখন ফয়সালা ও বিচার কর তখন ইনসাফ করিবে।

বাপ-দাদার কৃতিত্ব লইয়া একে অপরের উপর গর্ব করিবে না। একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিবে না, পরস্পর (অতিরিক্ত) ঠাট্টা-মশকরা করিবে না। একে অপরকে রাগান্বিত করিবে না। দুর্বল, মজলুম, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, মুসাফির ও ভিক্ষাপ্রার্থীকে সাহায্য করিবে এবং

গোলামদের মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্য করিবে। বিধবা ও এতীমদের প্রতি দয়া করিবে। সালামের প্রসার কর, যে তোমাকে সালাম দেয় তুমিও তাহাকে দ্রুত উত্তর দাও অথবা তদপেক্ষা উত্তমরূপে উত্তর দাও। নেক কাজে ও তাকওয়ার বিষয়ে একে অপরের সাহায্য কর। গুনাহ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করিবে না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা। মেহমানের সম্মান কর, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার কর, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা কর, জানাযার সহিত যাও। হে আল্লাহর বান্দাগণ, ভাই ভাই হইয়া থাক।

আম্মাবা'দ, দুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে এবং বিদায়ের ঘোষণা দিয়া দিয়াছে। আর আখেরাত তাহার ছায়া বিস্তার করিয়া দিয়াছে এবং উঁকি দিতেছে। আজ ঘোড় দৌড়ের প্রশিক্ষণের দিন, আর কাল কেয়ামতের দিন প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হইবার দিন। অগ্রগামী হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আর অগ্রগামী হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে শেষ পরিণতি জাহান্নামের আগুন হইবে।

মনোযোগ দিয়া শুন, আজ তোমাদের জন্য আমল করার সুযোগ রহিয়াছে, ইহার পর মৃত্যু, যাহা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যে ব্যক্তি মৃত্যু আসার পূর্বে সুযোগের সময়ে নিজের প্রত্যেক আমলকে আল্লাহর জন্য খালেছ করিয়া লইবে সে তাহার আমল উত্তম বানাইয়া লইবে এবং নিজের আশা পূরণ করিবে। আর যে ব্যক্তি উহাতে ত্রুটি করিবে তাহার আমলে ক্ষতি করিবে। অতএব আল্লাহর পুরস্কারের আগ্রহে ও তাহার আযাবকে ভয় করিয়া আমল কর। যদি তোমাদের মধ্যে কখনও নেক আমলের প্রতি অতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর শোকর করিবে এবং সেই আগ্রহের সহিত সামান্য ভয়ের সমন্বয় করিবে। আর যদি কখনও আল্লাহর অতি ভয় সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর যিকির করিবে এবং তাহার ভয়ের সহিত সামান্য আশার সমন্বয় করিবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমান-দিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভাল আমলের বিনিময়ে ভাল বদলা পাইবে, আর যে শোকর করিবে তাহার নেয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

আমি জান্নাতের ন্যায় এমন জিনিস দেখি নাই, যাহার আগ্রহী ঘুমাইয়া থাকে, আর জাহান্নামের আগুনের ন্যায় এমন জিনিস দেখি

নাই, যাহা হইতে পলায়নকারী ঘুমাইয়া থাকে। আর আমি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক উপার্জনকারী দেখি নাই, যে এমন দিনের জন্য নেক আমল উপার্জন করে যেদিনের জন্য নেক আমলের সম্ভার জমা করা হইয়া থাকে, যেদিন অন্তর্নিহিত সকল রহস্য উদঘাটিত হইবে, যেদিন সমস্ত মন্দ বিষয়গুলি একত্রিত হইবে। যে ব্যক্তি হক দ্বারা উপকৃত হয় না, বাতেল অবশ্যই তাহার ক্ষতি করিবে। আর হেদায়াত যাহাকে সরল পথে পরিচালনা করিতে পারে না, গোমরাহী অবশ্যই তাহাকে সরলপথ হইতে সরাইয়া দিবে। যে একীন দ্বারা উপকৃত হয় নাই, সন্দেহ তাহার ক্ষতি করিবে। আর যাহাকে তাহার উপস্থিত জিনিস উপকার করে নাই, দূরের ও অনুপস্থিত জিনিস তো আরো বেশী উপকার করিবে না। (অর্থাৎ যে সরাসরি আমার বয়ান শুনিয়া উপকৃত হইতে পারে না, সে আমার ঐ সমস্ত বয়ান দ্বারা কিরূপে উপকৃত হইবে যাহা নিজে শুনে নাই?) তোমাদেরকে (এখান হইতে আখেরাতের) সফরে রওয়ানা হওয়ার হুকুম হইয়া গিয়াছে এবং সফরের পাথেয় সম্পর্কেও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মনোযোগ দিয়া শুন, আমি তোমাদের ব্যাপারে দুই জিনিসের সর্বাপেক্ষা ভয় করিতেছি—দীর্ঘ আশা করা ও খাহেশাতের উপর চলা। দীর্ঘ আশার কারণে মানুষ আখেরাতকে ভুলিয়া যায়। আর খাহেশাতের উপর চলার কারণে হক হইতে দূরে সরিয়া যায়। মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া পিঠ দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছে, আর আখেরাত সামনে আসিতেছে। উভয়টার আগ্রহী রহিয়াছে, যথাসম্ভব তোমরা আখেরাতের আগ্রহী হও। দুনিয়ার আগ্রহী হইও না। কেননা আজ আমল করার সুযোগ রহিয়াছে, কোন হিসাব দিতে হয় না। কাল হিসাব দিতে হইবে, কিন্তু আমল করার কোন সুযোগ থাকিবে না।

আবু খায়রাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গে রহিয়াছি। অবশেষে তিনি কুফায় পৌছিলেন এবং মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা তখন কি করিবে যখন তোমাদের সম্মুখে তোমাদের নবী পরিবারের উপর সৈন্যদল আক্রমণ করিবে? কুফাবাসীগণ বলিল, আমরা

তাহাদের মোকাবিলায় আল্লাহকে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তোমাদের সম্মুখে তাহাদের (নবী পরিবারের) উপর আক্রমণ হইবে, আর তোমরা তাহাদের মোকাবিলায় বাহির হইয়া তাহাদেরকে অবশ্যই হত্যা করিবে। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

هُمْ أَوْرَدُوهُ(۱) بِالْغُرُورِ وَغَرَّدُوا

أَجِيبُوا دُعَاهُ لَا نَجَاةَ وَلَا عُذْرَا

অর্থ ঃ 'তাহারা তাহাকে ধোকা দিয়া লইয়া আসিবে, অতঃপর উচ্চস্বরে গাহিয়া বলিবে, তাহার (অর্থাৎ ইয়াযীদের হাতে বাইআতের) দাওয়াত ও আহ্বানকে কবুল করিয়া লও, উহা কবুল করা ব্যতীত তোমরা মুক্তি পাইবে না এবং এই ব্যাপারে তোমাদের কোন ওজর আপত্তিও কবুল করা হইবে না।'

ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ)এর পিতা (ইয়াযীদ ইবনে শরীক (রহঃ)) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি উক্ত বয়ানে বলিলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও এই ছোট্ট একখানা কিতাব রহিয়াছে, যাহাতে যাকাত ও রক্ত বিনিময়ে আদায়কৃত উটের বয়স এবং যখমের বিভিন্ন হুকুম আহকাম বর্ণিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত যদি কেহ আর কোন কিতাব আমাদের নিকট রহিয়াছে এবং আমরা উহা পাঠ করিয়া থাকি, বলিয়া বলে তবে সে মিথ্যা কথা বলে।

আর উক্ত ছোট্ট কিতাবে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মদীনার হরম (এর সীমানা) ঈর পাহাড় হইতে সাওর পাহাড় পর্যন্ত। এই সম্পূর্ণ এলাকা সম্মানিত। অতএব যে ব্যক্তি অত্র এলাকায় (দ্বীনের নামে) কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করিবে অথবা নতুন বিষয় উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দিবে তাহার উপর আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের পক্ষ হইতে লা'নত বর্ষিত হইবে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করিবেন না।

আর যে ব্যক্তি আপন পিতা ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত নিজের

বংশীয় সম্পর্ক স্থাপন করিবে অথবা যে গোলাম আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাহারো গোলাম হওয়ার দাবী করিবে তাহাদের উভয়ের উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ হইতে লা'নত বর্ষিত হইবে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করিবেন না। (কোন কাফের বা শত্রুকে) নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে সমগ্র মুসলমানের মান এক। (অর্থাৎ প্রত্যেকে সমঅধিকার রাখে) তাহাদের মধ্য হইতে একজন সর্বাপেক্ষা নগণ্য ব্যক্তিও যদি কাহাকেও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তবে সকল মুসলমানের জন্য তাহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইবে, কেহ উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ) এই মিম্বারের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ) এই মিম্বারে উঠিয়া আমাদেরকে বয়ান করিয়াছেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হইলেন সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম, তারপর হইলেন হযরত ওমর (রাঃ)। তাঁহাদের পর আমরা অনেক নতুন কাজ করিয়াছি, যাহার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালাই করিবেন।

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) মিম্বারে বসিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিয়া বলিলেন, এই উম্মতের মধ্যে তাহাদের নবীর পরে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তারপর দ্বিতীয় স্থানে হইলেন হযরত ওমর (রাঃ)। আর আল্লাহ তায়ালা যেখানে ইচ্ছা কল্যাণ রাখেন।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ওহাব সুওয়ায়ী (রহঃ) হইতে উপরোক্ত রেওয়ায়াত একই অর্থে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এই কথাটির উল্লেখ নাই যে, তাহাদের পর আমরা অনেক নতুন কাজ করিয়াছি। আর উহাতে হযরত আলী (রাঃ)এর অতিরিক্ত এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা

ইহাকে অসম্ভব মনে করিতাম না যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর মুখ দ্বারা ফেরেশতা কথা বলে।

আলকামা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, কতিপয় লোক আমাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উপর সম্মান দিয়া থাকে। যদি আমি ইতিপূর্বে এই কাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাকিতাম তবে আজ আমি এই কাজের উপর অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিতাম। কিন্তু নিষেধ করার পূর্বে শাস্তি প্রদান করা আমি পছন্দ করি না। আগামীতে আমার এই বয়ানের পর যে কেহ এই ব্যাপারে কোন কথা বলিবে সে মিথ্যা অপবাদ দানকারী সাব্যস্ত হইবে। তাহার শাস্তি অপবাদ দানকারীর শাস্তি হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হইলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ), তারপর হযরত ওমর (রাঃ)। অতঃপর আমরা তাহাদের পর অনেক নতুন কাজ করিয়াছি। এই সমস্ত নতুন কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যাহা চাহিবেন, ফয়সালা করিবেন।

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি কতিপয় লোকের নিকট দিয়া গেলাম, যাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে অনুচিত কথা বলিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) উঠিলেন এবং মিম্বারে বসিয়া বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি (মাটির ভিতর) বীজকে বিদীর্ণ করিয়াছেন ও রূহ ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন, উক্ত দুইজনকে একমাত্র সেই ব্যক্তি মহব্বত করিবে যে মুমিন ও মর্যাদাবান হইবে আর একমাত্র হতভাগা ও বে-দ্বীনই তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবে। শাইখাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ))এর মুহব্বত আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় এবং তাহাদের সহিত শত্রুতা বে-দ্বীনী কাজ। লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই ভাই, দুই মন্ত্রী, দুই বিশেষ সঙ্গী,

কোরাইশের দুই সরদার ও মুসলমানদের দুই পিতা সম্পর্কে অনুচিত কথা বলে? যে কেহ তাহাদের দুইজন সম্পর্কে খারাপ কথা বলিবে আমি তাহার ব্যাপারে দায়মুক্ত এবং আমি তাহাকে এইজন্য শাস্তি প্রদান করিব।

হযরত আলী (রাঃ)এর এই বয়ান পূর্বে 'বড়দের খাতিরে রাগ হওয়া'র বর্ণনায় (তৃতীয় খণ্ড ৫৯৬ পৃষ্ঠায়) আরো দীর্ঘাকারে অতিবাহিত হইয়াছে।

আলী ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন সিফ্ফীনের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন বনু হাশেমের এক যুবক তাহাকে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনাকে জুমুআর খোতবায় বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আয় আল্লাহ! আপনি খোলাফায়ে রাশেদীনদেরকে যেই আমল দ্বারা এসলাহ বা সংশোধন করিয়াছেন আমাদেরকেও সেই আমল দ্বারা সংশোধন করুন।'

এই খোলাফায়ে রাশেদীন কাহারা? এই কথা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ)এর উভয় চক্ষু ছলছল হইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন হইলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)। তাহারা উভয়ে হেদায়াতের ইমাম ও ইসলামের বড় আলেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাহাদের দ্বারা হেদায়াত হাসিল করা হইত। যে তাহাদের অনুসরণ করিবে সে সেরাতে মুস্তাকীমের হেদায়াত লাভ করিবে আর যে তাহাদের উভয়ের পিছনে চলিবে সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হইবে। আর যে তাহাদের উভয়কে মজবুত করিয়া ধরিবে সে আল্লাহর দলে শামিল হইয়া যাইবে। আর আল্লাহর দলই সফলকাম হইবে।

বনু তামীম গোত্রের একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি উক্ত বয়ানে বলিলেন, লোকদের উপর এমন যমানা আসিবে যখন তাহারা একে অপরকে কাটিয়া খাইবে এবং ধনীরা তাহাদের ধনসম্পদ আটক করিয়া রাখিবে, একেবারেই খরচ করিবে না, অথচ তাহাদেরকে ইহা হুকুম করা হয় নাই, (বরং তাহাদেরকে তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অন্যদের উপর খরচ করিতে বলা হইয়াছে।)

আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

অর্থ ঃ 'আর তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলিয়া যাইও না।'

মন্দ লোকেরা প্রবল ও শক্তিশালী হইবে আর নেক লোকেরা কমজোর ও দুর্বল হইবে। নিরুপায় লোকদের সহিত ক্রয়–বিক্রয় হইবে। (অর্থাৎ তাহাদেরকে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করা হইবে বা ঋণ ইত্যাদির কারণে আপন মালামাল সস্তা দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে।) অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুপায় ব্যক্তি হইতে এইভাবে কোন জিনিস খরিদ করিতে ও ধোকার মধ্যে ক্রয়–বিক্রয় করিতে এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে (গাছে) ফল বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত ঈদুল আযহার নামাযে শরীক হইয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) খোতবার পূর্বে আযান ও একামত ব্যতীত ঈদের নামায পড়াইলেন এবং তারপর খোতবা দিলেন। খোতবাতে বলিলেন, হে লোকসকল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে তিনদিন পর কোরবানীর গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব তোমরা তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাইও না। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে তিন দিনের অতিরিক্ত কোরবানীর গোশত জমা করিয়া রাখিয়া খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিন দিনের পরও খাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন।)

রিবঈ ইবনে খেরাশ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলিও না, কেননা যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলিবে, সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিবে।

আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বয়ান

করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, গোলাম ও বাঁদীদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম কর, তাহারা বিবাহিত হউক বা অবিবাহিত হউক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বাঁদীর দ্বারা যেনার কাজ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করার হুকুম করিয়াছিলেন, আমি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার একটি সন্তান প্রসব হইয়াছে। অতএব আমার আশংকা হইল যে, যদি এখন আমি তাহাকে চাবুক মারি তবে সে মারা যাইবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি (শাস্তি না দিয়া) ভাল করিয়াছ।

আবদুল্লাহ ইবনে সাব' (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাদেরকে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি বীজকে বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার এই দাড়ি মাথার রক্তে অবশ্যই রঞ্জিত হইবে। (অর্থাৎ আমাকে হত্যা করা হইবে।) লোকেরা বলিল, আমাদেরকে বলুন, (আপনার হত্যাকারী) সেই ব্যক্তি কে? আল্লাহর কসম, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বংশকে ধ্বংস করিয়া দিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমার হত্যাকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও যেন হত্যা করা না হয়। লোকেরা বলিল, আপনার যদি জানা থাকে যে, আপনাকে হত্যা করা হইবে তবে আপনি আপনার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যাহার সোপর্দ করিয়া গিয়াছিলেন, আমিও তোমাদেরকে তাহার সোপর্দ করিতেছি। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজের পরে কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত না করিয়া আল্লাহর সোপর্দ করিয়াছিলেন আমিও তেমনি করিতেছি।)

আলা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি তোমাদের মাল হইতে এই শিশি ব্যতীত আর কিছুই লই নাই—এই বলিয়া নিজের জামার আস্তিন হইতে একটি আতরের

শিশি বাহির করিলেন এবং বলিলেন, এক গ্রাম্য মাতব্বর আমাকে ইহা হাদিয়াস্বরূপ দিয়াছে।

ওমায়ের ইবনে আবদুল মালেক (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) কুফার মিম্বারে বসিয়া আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়া দিতেন, আর কোন কল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে জানাইয়া দিতেন। তিনি আপন রবের পক্ষ হইতে আমাকে এই হাদীস শুনাইয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আরশের উপর আমার বুলন্দ ও উন্নত হওয়ার কসম, যখন কোন এলাকাবাসী বা কোন পরিবারের লোকেরা বা কোন ময়দানে কোন একা এক ব্যক্তি—আমার নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে যাহা আমি অপছন্দ করি, অতঃপর তাহারা উহা ছাড়িয়া আমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে, যাহা আমি পছন্দ করি, তখন আমি আমার আযাব, যাহা তাহারা অপছন্দ করে, তাহাদের উপর হইতে সরাইয়া তাহাদের প্রতি আপন রহমতকে রুজু করিয়া দেই, যাহা তাহারা পছন্দ করে।

আর যখন কোন এলাকাবাসী বা কোন পরিবারের লোকেরা বা কোন ময়দানে কোন একা এক ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিতে থাকে, যাহা আমি পছন্দ করি, অতঃপর তাহারা উহা ছাড়িয়া আমার নাফরমানী করিতে আরম্ভ করে, যাহা আমি অপছন্দ করি, তখন আমি আমার রহমত, যাহা তাহারা পছন্দ করে, তাহাদের উপর হইতে সরাইয়া তাহাদের প্রতি আপন গোস্বাকে রুজু করিয়া দেই, যাহা তাহারা অপছন্দ করে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

হুবাইরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, অদ্য রাত্রে এমন এক ব্যক্তিকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তাহার অগ্রে

যাইতে পারে নাই এবং পরবর্তী লোকেরা তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এমন এক ব্যক্তির আজ রাত্রে ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাকে কোন স্থানে প্রেরণ করিতেন তখন তাহাকে ডান দিক হইতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও বাম দিক হইতে মীকাঈল আলাইহিস সালাম ঘিরিয়া লইতেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বিজয় না দিতেন তিনি ফিরিয়া আসিতেন না। তিনি শুধুমাত্র সাতশত দেরহাম রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উহা দ্বারা একজন খাদেম খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সাতাশ রমজান তাহার রূহ কবজ করা হইয়াছে। এই রাত্রেই হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য কিছুই রাখিয়া যান নাই, শুধুমাত্র সাতশত দেরহাম রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা বাইতুল মাল হইতে প্রাপ্ত তাহার ভাতা হইতে বাঁচিয়াছিল। এই রেওয়ায়াতে এই পর্যন্তই বর্ণিত হইয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, যখন হযরত আলী (রাঃ)কে শহীদ করা হইল তখন হযরত হাসান (রাঃ) দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আম্মাবা'দ, অদ্য রাত্রে তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, এই রাত্রেই কোরআন নাযিল হইয়াছে, এই রাত্রেই হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। আর এই রাত্রেই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের খাদেম হযরত ইউশা' ইবনে নূন (রহঃ)কে শহীদ করা হইয়াছে, এই রাত্রেই বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল করা হইয়াছে।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে চিনে সে তো চিনে, আর যে আমাকে চিনে না আমি তাহাকে আমার পরিচয় দিতেছি, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হাসান। (তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পিতা বলিয়া এইজন্য দাবী করিয়াছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আপন

পরদাদা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও আপন দাদা হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামকে নিজের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ

অর্থ ঃ আমি আপন পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করি।

অতঃপর আল্লাহর কিতাব হইতে আরো কিছু তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন না উল্লেখ করিয়া) বলিলেন, আমি সুসংবাদ দাতার পুত্র, আমি সতর্ককারীর পুত্র, আমি নবীর পুত্র, আমি আল্লাহর আদেশে আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীর পুত্র, আমি উজ্জ্বল প্রদীপের পুত্র, আমি সেই ব্যক্তির পুত্র যাঁহাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে। আমি সেই পরিবারের একজন যাহাদের হইতে আল্লাহ তায়ালা অপবিত্রতা দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করিয়াছেন। আমি সেই পরিবারের একজন যাহাদের মহব্বত ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্বকে আল্লাহ তায়ালা ফরয করিয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালা যেই কোরআন নাযিল করিয়াছেন উহাতে বলিয়াছেন—

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থ ঃ 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাহি না, আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত।'

তাবারানী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ঝাণ্ডা প্রদান করিতেন এবং যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিত তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাহার ডান পার্শ্বে আসিয়া যুদ্ধ করিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনা রমযান মাসের একুশ তারিখে ঘটিয়াছিল।

হাকেম হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে ইহাও আছে যে, আমি নবী

পরিবারের একজন। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসমান হইতে নামিয়া আমাদের নিকট আসিতেন এবং আমাদের নিকট হইতে উপরের দিকে (আসমানে) উঠিয়া যাইতেন। এই রেওয়ায়াতে উপরোক্ত আয়াতের এই অংশও উল্লেখিত হইয়াছে—

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি কোন নেকী করিবে আমি উহার মধ্যে আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া দিব।'

উক্ত আয়াতে নেকী করার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, আমাদের পরিবারের সকলের সহিত মহব্বত রাখা।

আবু জামীলাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর শাহাদাতের পর হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) খলীফা হইলেন। একবার তিনি লোকদেরকে নামায পড়াইতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাহার নিতম্বের উপর ছোরা মারিল, যাহাতে তিনি আহত হইলেন এবং কয়েক মাস অসুস্থ থাকিলেন। তারপর মিম্বারে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, হে ইরাকবাসী, আমাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, কেননা আমরা যেমন তোমাদের শাসনকর্তা তেমন তোমাদের মেহমানও। আর আমরা সেই পরিবারের লোক যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তো কেবল ইহাই চাহেন যে, তোমাদের হইতে অপবিত্রতাকে দূর করিয়া দেন এবং তোমাদেরকে (জাহেরী ও বাতেনী সর্বদিক দিয়া) পূর্ণরূপে পূতপবিত্র রাখেন।'

হযরত হাসান (রাঃ) সেইদিন অনবরত দীর্ঘসময় পর্যন্ত এই বিষয়ে কথা বলিতে থাকেন। অবশেষে মসজিদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখা গেল। ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাসান (রাঃ) এই কথাগুলি বার বার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিলেন এবং শেষ

পর্যন্ত মসজিদের প্রত্যেক ব্যক্তি শব্দ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন নুখাইলাহ নামক স্থানে হযরত হাসান (রাঃ)এর সহিত সন্ধি করিলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, এখন যেহেতু (সন্ধির) কথাবার্তা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব আপনি দাঁড়াইয়া কথা বলুন এবং লোকদেরকে জানাইয়া দিন যে, আপনি খেলাফত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহা আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং হযরত হাসান (রাঃ) মিম্বারে উঠিয়া বয়ান করিলেন।

শা'বী (রহঃ) বলেন, আমি সেই বয়ান শুনিতেছিলাম। হযরত হাসান (রাঃ) সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, আম্মাবা'দ, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তা হইল তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সর্বাপেক্ষা মূর্খতা হইল গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। আমার ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে খেলাফতের বিষয় লইয়া মতবিরোধ ছিল। যদি এই খেলাফত আমার হক হইয়া থাকে তবে আমি এই উম্মতের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাহাদের খুন ও রক্তের হেফাজতের উদ্দেশ্যে তাহা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর জন্য ছাড়িয়া দিলাম। আর যদি এই খেলাফত আমার অপেক্ষা অধিক অন্য কাহারো হক হইয়া থাকে তবে আমি তাহা তাহার হাতে সমর্পণ করিলাম। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَإِنْ أَدْرِىْ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ

অর্থ ঃ 'আর আমি (সুনির্দিষ্টরূপে) জানিনা, সম্ভবতঃ উহা (অর্থাৎ আযাব বিলম্বিত হওয়া) তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক (নির্দিষ্ট) সময় (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সম্ভোগের সুযোগ প্রদানও হইতে পারে।'

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) যখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত সন্ধি করিলেন তখন নুখাইলাহ নামক স্থানে আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ

ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয়ে বয়ান করিলেন। বয়ানের শেষে বলিলেন, আমি এই কথার উপর আমার বয়ান শেষ করিতেছি এবং আমি নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) আপন উক্ত বয়ানে ইহাও বলিলেন, আম্মাবা'দ, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা আমাদের পূর্বপুরুষের মাধ্যমে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে) তোমাদেরকে হেদায়াত দান করিয়াছেন, এবং আমাদের পরবর্তী লোকদের মাধ্যমে (অর্থাৎ আমার মাধ্যমে) তোমাদের রক্তের হেফাজত করিয়াছেন। এই খেলাফতের জন্য একটি সময়সীমা রহিয়াছে। আর দুনিয়া তো অদলবদলের জিনিষ। (সর্বদা হাত বদল হইতে থাকে আজ কাহারো নিকট, কাল কাহারো নিকট।) আল্লাহ তায়ালা আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন—

وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

(অর্থ পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে।)

আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর বয়ান

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) একদিন মদীনায় বয়ান করিতেছিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু দান করিতে চাহেন, উহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। আর যাহা তিনি না দিতে চাহেন উহা কেহ দিতে পারে না। আর কোন ধনী ব্যক্তির ধনসম্পদ আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসে না। আল্লাহ তায়ালা যাহার সহিত কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আমি এই সমস্ত কথা (মিম্বারের) এই কাঠের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)

আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। আমি তাহাকে বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা যাহার সহিত কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আর আমি তো শুধুমাত্র একজন বন্টনকারী, দানকারী তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এই উম্মাত সর্বদা হকের উপর ও আল্লাহর দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে তাহারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে।

ওমায়ের ইবনে হানী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমার উম্মাতের মধ্য হইতে এক জামাত সর্বদা আল্লাহর দ্বীনকে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে ও তাহাদের সাহায্য বর্জন করিবে তাহারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত অর্থাৎ কেয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাহারা এরূপই থাকিবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহারা লোকদের উপর বিজয়ী থাকিবে।

ওমায়ের ইবনে হানী (রহঃ) বলেন, এই কথা শুনিয়া মালেক ইবনে ইউখামের (রহঃ) বলিলেন, আমি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, (আমার ধারণামতে) বর্তমানে এই জামাত সিরিয়াতে রহিয়াছে।

ইউনুস ইবনে হালবাস জুবলানী (রহঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন—

يَا عِيسَىٰ إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যুদান করিব, এবং তোমাকে (আপাতত) নিজের দিকে উঠাইয়া লইতেছি, এবং আমি তোমাকে ঐ সকল লোক হইতে পবিত্র করিব যাহারা অস্বীকার করে, আর যাহারা তোমার অনুগত হইয়াছে তাহাদেরকে জয়ী করিয়া রাখিব উহাদের উপর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত।'

মাকহুল (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মিম্বারের উপর বয়ান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, হে লোকসকল, এলেম শিক্ষা করার দ্বারা হাসিল হয়, এবং দ্বীনের বুঝও হাসিল করার দ্বারা অর্জন হয়, আর যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের এরাদা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আর আল্লাহর বান্দাগণের মধ্য হইতে একমাত্র তাহারাই আল্লাহকে ভয় করে যাহারা (আল্লাহর কুদরতের) এলেম রাখে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এক জামাত সর্বদা হকের উপর কায়েম থাকিবে, যাহারা লোকদের উপর জয়ী থাকিবে এবং বিরোধিতাকারী ও দুশমনদেরকে তাহারা কোন পরওয়া করিবে না। তাহারা কেয়ামত পর্যন্ত এইভাবে বিজয়ী থাকিবে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রহঃ) বলেন, একবার হজ্জের সময় আমি হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর খোতবায় অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাহার আগমন তখনই টের পাইলাম যখন তিনি ইয়াওমুত তারবিয়া (অর্থাৎ আটই জিলহজ্জ)এর একদিন পূর্বে এহরাম বাঁধিয়া আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি আধবয়সী ও সুদর্শন ছিলেন। সম্মুখ দিক হইতে আসিতেছিলেন। লোকেরা বলিতে লাগিল, এই যে আমীরুল মুমিনীন। অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠিয়া বসিলেন। তাহার শরীরে তখন এহরামের দুইটি সাদা চাদর ছিল। তিনি লোকদেরকে সালাম দিলেন। লোকেরা তাহার সালামের উত্তর দিল। তারপর তিনি এমন সুমিষ্টকণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করিলেন যে, আমি

ইতিপূর্বে কখনও এরূপ সুমিষ্টকণ্ঠে তালবিয়া পড়িতে শুনি নাই।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আম্মাবা'দ, তোমরা বিভিন্ন এলাকা হইতে প্রতিনিধি হইয়া আল্লাহর নিকট আসিয়াছ। অতএব আল্লাহর উপর কর্তব্য হইল, তাঁহার নিকট আগমনকারী প্রতিনিধিকে সম্মান করা, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অবস্থিত আখেরাতের নেয়ামতসমূহের আগ্রহী হইয়া আসে, সে বঞ্চিত হয় না। অতএব আমল দ্বারা আপন কথার সত্যতা প্রমাণ কর, কেননা কথার ভিত্তি হইল আমল, আর প্রকৃত নিয়ত হইল অন্তরের নিয়ত। এই দিনগুলিতে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা এই দিনগুলিতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। তোমরা বিভিন্ন এলাকা হইতে আগমন করিয়াছ। তোমাদের উদ্দেশ্য না ব্যবসা করা, না মাল উপার্জন করা, আর না দুনিয়া হাসিল করার আশায় আসিয়াছ। অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) লাব্বাইক পড়িলেন, লোকেরাও লাব্বাইক পড়িল। তারপর তিনি দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আম্মাবা'দ! আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে বলিয়াছেন—

الحج اشهر معلومات

অর্থ ঃ হজ্জের কয়েকটি মাস রহিয়াছে যাহা সুবিদিত।

তিনি বলিলেন, হজ্জের মাস হইল তিনটি, শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জের দশ দিন।

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করিয়া লয়, অতঃপর (তাহার জন্য) না কোন অশ্লীলতা (জায়েয) আছে, অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস।

ولا فسوق

আর না কোন অসৎ কাজ (জায়েয) আছে, অর্থাৎ মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করা।

ولا جدال

আর না কোন প্রকার ঝগড়া করা (জায়েয) আছে। অর্থাৎ বিবাদ করা।

وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

অর্থ ঃ আর তোমরা যে নেক কাজ কর আল্লাহ তাহা জানেন, আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে লইও। কেননা পাথেয়ের মধ্যে সর্বোত্তম পাথেয় হইতেছে তাকওয়া (অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন—

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থ ঃ ইহাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নাই যে, (হজ্বে) জীবিকা অন্বেষণ কর, যাহা তোমাদের রব–প্রদত্ত।

আল্লাহ তায়ালা হাজীগণকে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ

অর্থ ঃ 'অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন কর।'

আরাফাত হইল, যেখানে হাজীগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওকুফ অর্থাৎ অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে ফেরত আসেন।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

অর্থ ঃ 'মাশআরে হারামের নিকট (অর্থাৎ মুযদালাফায়) আল্লাহর যিকির কর।'

ইহা মুযদালাফার সেই পাহাড় যেখানে হাজীগণ রাত্রিযাপন করেন।

وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ

অর্থ ঃ 'এবং (তদ্রূপ) যিকির কর যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন।'

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, এই হুকুম ব্যাপকভাবে

সকলের জন্য নহে বরং শুধু মক্কা শহরের লোকদের জন্য। কেননা মক্কার লোকেরা মুযদালাফায় অবস্থান করিত, তাহারা আরাফাতে যাইত না, এইজন্য তাহারা মুযদালাফা হইতে ফেরত আসিত, অথচ অন্যান্য সমস্ত লোক আরাফায় যাইত এবং সেখান হইতে ফেরত আসিত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এই কাজের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন—

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

অর্থ ঃ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হইয়া প্রত্যাবর্তন কর যেখান হইতে অন্যান্য লোক যাইয়া প্রত্যাবর্তন করে।'

অর্থাৎ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের হজ্বের কাজ সমাপন কর। জাহিলিয়াতের যুগে হাজীদের রীতি এই ছিল যে, তাহারা হজ্ব হইতে অবসর হইয়া আপন আপন বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব আলোচনাপূর্বক একে অপরের উপর গর্ব করিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করিয়াছেন—

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَ مَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ ঃ 'তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে স্মরণ করিয়া থাক, বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। সুতরাং কেহ কেহ এরূপ আছে যাহারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে (যাহাকিছু দিবার) দুনিয়াতেই প্রদান করুন। আর এরূপ লোক আখেরাতে কোন অংশ পাইবে না। আর কতক লোক এমন আছে, যাহারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন।'

অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ায় থাকিয়া দুনিয়ার জন্য ও মেহনত করে এবং আখেরাতের জন্যও মেহনত করে।

অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) এই আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন—

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ

অর্থ ঃ 'আর আল্লাহর যিকির কর কয়েক দিন পর্যন্ত।'

তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা আইয়ামে তাশরীক উদ্দেশ্য। আর এই দিনগুলির যিকিরের মধ্যে

سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

বলা, আল্লাহু আকবার বলা ও আল্লাহ তায়ালার আযমত ও সম্মানসূচক কলেমা পাঠ করা সবই যিকিরের মধ্যে শামিল।

অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মীকাত অর্থাৎ লোকদের এহরাম বাঁধার স্থানসমূহ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মদীনাবাসীদের জন্য এহরাম বাধার স্থান হইল, যুলহুলাইফা, ইরাকবাসীদের জন্য আকীক, নাজ্দ ও তায়েফবাসীদের জন্য কারন্ এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। তারপর আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে কাফেরদের জন্য এই বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে ঐ সকল কাফেরদেরকে আযাব দিন, যাহারা আপনার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং আপনার রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে এবং আপনার রাস্তা হইতে বাধা প্রদান করে।

আয় আল্লাহ! তাহাদেরকে আযাব দিন এবং তাহাদের অন্তরগুলিকে বদকার মহিলাদের অন্তরের ন্যায় করিয়া দিন। এইভাবে আরো বহু দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, এইখানে এমন কতিপয় লোক রহিয়াছে যাহাদের অন্তরগুলিকে আল্লাহ তায়ালা এরূপ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন যেরূপ তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা তামাত্তু হজ্বের সম্পর্কে এরূপ ফতওয়া প্রদান করে, যেমন এক ব্যক্তি খোরাসান হইতে হজ্বের এহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছে, তাহারা তাহাকে বলে, এখন

ওমরা করিয়া হজ্জের এহরাম খুলিয়া ফেল, পরে এখান হইতে হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া লইও। (অথচ হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আসার পর একমাত্র হজ্জ শেষ করিয়াই এহরাম খুলিতে পারে) আল্লাহর কসম, হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া আগমনকারীর জন্য তামাত্তু করার (অর্থাৎ ওমরা করিয়া এহরাম খোলার) শুধু একটিই পন্থা রহিয়াছে, আর তাহা হইল, যদি সে মুহসার হয় অর্থাৎ তাহাকে হজ্জ করিতে বাধা প্রদান করা হইয়া থাকে। অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) লাব্বাইক পড়িলেন, লোকেরাও লাব্বাইক পড়িল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেদিন লোকদেরকে এত বেশী কাঁদিতে দেখিয়াছি যে, আর কোন দিন এত কাঁদিতে দেখি নাই।

হেশাম ইবনে ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) আপন বয়ানে বলিয়াছেন, উত্তমরূপে বুঝিয়া লও, বাত্নে উরনা ব্যতীত সম্পূর্ণ আরাফাতই অবস্থানের জায়গা, এবং উত্তমরূপে জানিয়া লও, বাত্নে মুহাস্সার ব্যতীত সম্পূর্ণ মুযদালাফা অবস্থান করার জায়গা।

আব্বাস ইবনে সাহ্ল ইবনে সা'দ সা'দী আনসারী (রহঃ) বলেন, আমি মক্কা শরীফে মিম্বারের উপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে এরূপ বয়ান করিতে শুনিয়াছি, হে লোকসকল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি ময়দান দেওয়া হয় তবে সে দ্বিতীয় আরেক ময়দানের আকাংখা করিবে। আর যদি তাহাকে দ্বিতীয় ময়দান দেওয়া হয় তবে সে তৃতীয় ময়দানের আকাংখা করিবে। আর আদম সন্তানের পেট তো একমাত্র (কবরের) মাটিই পূরণ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তওবা করে আল্লাহ তাহার তওবাকে কবুল করেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) আমাদের মধ্যে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায, মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। আর মসজিদে হারামের এক নামায (আমার মসজিদের নামায অপেক্ষা) একশত গুণ অধিক ফযীলত রাখে। আতা (রহঃ) বলেন, এই হিসাবে (অন্যান্য মসজিদের নামায অপেক্ষা) মসজিদে হারামের

নামাযের ফযীলত এক লক্ষ গুণ বেশী হইবে।

আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু মুহাম্মাদ! এই এক লক্ষ গুণ ফযীলত শুধু মসজিদে হারামে (পড়িলে) হইবে, না হারামের যে কোন স্থানে পড়িলেও হইবে? তিনি বলিলেন, না, বরং হারামের যে কোন স্থানে পড়িলেও হাসিল হইবে। কেননা সম্পূর্ণ হারামই মসজিদ (এর হুকুমে)।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম ওহাব ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ঈদের দিন ঈদের নামায পড়াইলেন, তারপর দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করিলেন। আমি তাহাকে খোতবায় বলিতে শুনিয়াছি, হে লোকসকল, ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা পড়া কোন অবস্থায়ই দুরুস্ত নাই। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে ঈদের নামায ও খোতবা পাঠ করা প্রত্যেকটির জন্য নির্ধারিত নিয়ম রহিয়াছে।

সাবেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে বয়ানে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশম পরিধান করিবে, সে আখেরাতে উহা পরিধান করিতে পারিবে না।

আবু যুবাইর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে এই মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাইতেন তখন এই কালেমাগুলি পাঠ করিতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ اَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন অংশীদার নাই, সমস্ত রাজত্ব তাহারই জন্য, সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য,

তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান, মন্দ হইতে বাঁচা ও নেক কাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হইতেই লাভ হয়, আমরা একমাত্র তাহারই এবাদত করি, তিনি নেয়ামত, দয়া ও উত্তম প্রশংসার মালিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমরা খাঁটি মনে একনিষ্ঠরূপে তাহার দ্বীনের উপর চলিতেছি, যদিও কাফেরদের নিকট তাহা অপছন্দ লাগে।'

সুওয়াইর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, ইহা আশুরার (দশম মুহাররমের) দিন। এই দিনে রোযা রাখ, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইদিনে রোযা রাখিতে হুকুম দিয়াছেন।

কুলসূম ইবনে জাবার (রহঃ) বলেন, দ্বীনী বিষয়ে খাতির করা হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তিনি একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে মক্কাবাসীগণ! আমি কোরাইশের কতিপয় লোক সম্পর্কে সংবাদ পাইয়াছি যে, তাহারা পাশা খেলে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় মদ এবং জুয়া এবং মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এই সমস্ত গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাক। যেন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।'

আমি আল্লাহর কসম খাইয়া বলিতেছি, আমার নিকট এমন যে কোন ব্যক্তিকে আনা হইবে যে, সে এই খেলা খেলিয়াছে আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব ও তাহার চুল ও চামড়া উঠাইয়া লইব এবং তাহার সামানপত্র ঐ ব্যক্তিকে দিয়া দিব যে তাহাকে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সংক্ষিপ্ত বয়ান করিলেন এবং বয়ান শেষ করিয়া বলিলেন, হে আবু বকর! তুমি দাঁড়াইয়া বয়ান কর। তিনি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সংক্ষেপে বয়ান করিলেন। তাহার বয়ান শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! এইবার তুমি উঠ এবং বয়ান কর। সুতরাং তিনি উঠিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় অপেক্ষা সংক্ষেপে বয়ান করিলেন। তিনি বয়ান শেষ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে অমুক! এইবার তুমি দাঁড়াইয়া বয়ান কর। সুতরাং সে উঠিয়া বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণের ভাষায় বয়ান করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি চুপ কর এবং বসিয়া যাও। কেননা এরূপ বাকপটুতা শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে এবং কতক বয়ান যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

অতঃপর তিনি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে) বলিলেন, হে ইবনে উম্মে আব্দ! তুমি দাঁড়াইয়া বয়ান কর। সুতরাং তিনি দাঁড়াইয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব এবং ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং কোরআন আমাদের ইমাম এবং বাইতুল্লাহ আমাদের কেবলা, হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আর ইনি আমাদের নবী। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা কিছু আমাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন আমরাও তাহা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছি। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা কিছু আমাদের জন্য অপছন্দ করিয়াছেন আমরাও তাহা নিজেদের জন্য অপছন্দ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইবনে উম্মে আব্দ ঠিক বলিয়াছে, ইবনে উম্মে আব্দ ঠিক বলিয়াছে এবং সত্য বলিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যাহাকিছু আমার ও আমার উম্মতের জন্য পছন্দ করিয়াছেন তাহা আমার নিকটও পছন্দনীয় এবং যাহা কিছু ইবনে উম্মে আব্দ পছন্দ করিয়াছে তাহাও আমার নিকট পছন্দনীয়। ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু আমার ও আমার উম্মতের জন্য অপছন্দ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটও অপছন্দনীয় এবং ইবনে উম্মে আব্দ

যাহা অপছন্দ করিয়াছে তাহা আমার নিকটও অপছন্দনীয়।

ইবনে আসাকিরের অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে বলিলেন, এইবার তুমি কথা বল। সুতরাং প্রথমে তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা আল্লাহর প্রতি রব হিসাবে এবং ইসলামের উপর দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্ট আছি। আমি তোমাদের জন্য তাহাই পছন্দ করিয়াছি যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল পছন্দ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও তোমাদের জন্য তাহাই পছন্দ করিতেছি যাহা ইবনে উম্মে আব্দ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ তোমাদের জন্য পছন্দ করিয়াছে। (মুন্তাখাব)

আবুল আহওয়াস জুশামী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন বয়ান করিতেছিলেন, এমন সময় দেয়ালের উপর একটি সাপ হাঁটিতে দেখিলেন। তিনি বয়ান ছাড়িয়া লাঠি দ্বারা উহাকে মারিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোন সাপ মারিয়া ফেলিল, সে যেন এমন একজন মুশরিককে মারিল যাহাকে খুন করা হালাল হইয়া গিয়াছে।

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, যখন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) খলীফা হইলেন তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মদীনা হইতে কুফা রওয়ানা হইলেন। আট দিন সফর করার পর তিনি এক জায়গায় বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, আম্মাবা'দ, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আমরা সেইদিনের ন্যায় লোকদেরকে এত কাঁদিতে আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একত্র হইয়া এমন ব্যক্তির তালাশে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই, যে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্ব দিক দিয়া আমাদের উপর প্রাধান্যতা রাখে। অতএব আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর হাতে

বাইআত গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমরাও তাহার নিকট বাইআত হইয়া যাও।

হযরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ)এর বয়ান

খালেদ ইবনে ওমায়ের আদবী (রহঃ) বলেন, হযরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ) বসরার গভর্নর ছিলেন। একবার তিনি আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন, আম্মা বা'দ, দুনিয়া তাহার শেষ হইয়া যাওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। দুনিয়া তো অল্পই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, যেমন পাত্রের মধ্যে সর্বশেষ কিছু থাকিয়া যায় যাহাকে উহার মালিক চুষিয়া শেষ করিয়া দেয়। তোমরা এখান হইতে এমন এক জগতে স্থানান্তরিত হইবে যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতএব যাহাকিছু নেক আমল তোমাদের নিকট রহিয়াছে উহা লইয়া যাও। কারণ আমাদেরকে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামের কিনারা হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হইবে আর উহা সত্তর বৎসর পর্যন্ত নীচের দিকে পড়ার পরও জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আল্লাহর কসম, এই জাহান্নামও একদিন মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়া যাইবে। তোমাদের কি এই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ হইতেছে?

আমাদেরকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দরজাসমূহের দুই পাল্লার মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ বৎসরের পথ হইবে। কিন্তু একদিন এমন আসিবে যেদিন এই পরিমাণ চওড়া দরজাও জান্নাতীদের ভিড়ের দরুন ভরিয়া যাইবে। আর আমি সেই যুগও দেখিয়াছি যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শুধুমাত্র সাতজন লোক ছিলাম। আমিও তাহাদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম। গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের কোন খাদ্য ছিল না। অনবরত গাছের পাতা খাওয়ার দরুন আমাদের মাড়িতে যখম হইয়া গিয়াছিল। আমি একটি চাদর কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। উহাকে দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা লুঙ্গি হিসাবে আমি পরিধান করিয়াছি আর অপর টুকরা হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ) পরিধান করিয়াছেন। এক সময় অভাব অনটনের এই অবস্থা ছিল আর আজ আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের গভর্নর হইয়াছি। আমি

আল্লাহর নিকট এই ব্যাপারে পানাহ চাই যে, আমি আপন দৃষ্টিতে নিজেকে বড় মনে করি আর আল্লাহর নিকট ছোট ও নগণ্য হই।

হাকেম হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের শেষে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক নবুওয়াতের বিষয় ধীরে ধীরে কমিয়া যাইয়া উহার স্থলে বাদশাহী স্থান করিয়া লয়। আমার পর অপরাপর গভর্নরদের ব্যাপারে তোমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে।

ইবনে সা'দ হইতে বর্ণিত এই রেওয়ায়াতের শুরুতে এরূপ আছে যে, হযরত ওতবা (রাঃ) বসরায় সর্বপ্রথম বয়ানে বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাহার প্রশংসা করিতেছি এবং তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহার উপর ঈমান আনয়ন করিতেছি এবং তাহারই উপর ভরসা করিতেছি। আর এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল, আম্মাবা'দ, পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)এর বয়ানসমূহ

আবু আব্দির রহমান সুলামী (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) মাদায়েন শহরের গভর্নর ছিলেন। আমাদের ও মাদায়েনের মধ্যে এক ফারসাখ (অর্থাৎ তিন মাইল)এর ব্যবধান ছিল। আমি আমার পিতার সহিত জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মাদায়েন গেলাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) মিম্বারের উপর বসিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, নিঃসন্দেহে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া তাহার পৃথক হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, আজ প্রস্তুতির দিন, আর আগামীকাল প্রতিযোগিতার দিন। আমি আমার পিতাকে বলিলাম, প্রতিযোগিতা দ্বারা তিনি কি বুঝাইতেছেন? আমার পিতা বলিলেন, উদ্দেশ্য হইল, কে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হইবে।

ইবনে জারীর হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে শুরুতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে, মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

অর্থ ঃ 'কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে, এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।'

মনোযোগ দিয়া শুন, নিঃসন্দেহে কেয়ামত নিকটে আসিয়া গিয়াছে। এই রেওয়ায়াতের শেষে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কি আগামীকাল লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে? আমার পিতা বলিলেন, হে আমার বেটা! তুমি একটা মূর্খ, এই প্রতিযোগিতা হইল আমলের প্রতিযোগিতা। অতঃপর পরবর্তী জুমুআর দিন আমরা পুনরায় উপস্থিত হইলে হযরত হোযাইফা (রাঃ) বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

মনোযোগ দিয়া শুন, দুনিয়া তাহার পৃথক হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, আজ প্রস্তুতির দিন, আগামীকাল পরস্পর প্রতিযোগিতার দিন হইবে। (যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে না তাহার) পরিণতি জাহান্নামের আগুন হইবে। আর অগ্রগামী সে হইবে, যে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হইবে।

কুরদুস (রহঃ) বলেন, একবার হযরত হোযাইফা (রাঃ) মাদায়েন শহরে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল, তোমাদের গোলামরা তোমাদের জন্য উপার্জন করিয়া আনে। তাহাদের উপার্জনকে যাচাই করিয়া লইও। যদি হালাল পথে উপার্জন করিয়া থাকে তবে তাহা খাইও। আর যদি হারাম হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করিও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যেই গোশতে হারাম মাল দ্বারা গঠিত হইবে তাহা জান্নাতে যাইতে পারিবে না।

আবু দাউদ আহমাদী (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) মাদায়েন শহরে আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, হে

লোকসকল, নিজেদের গোলামদের উপার্জনকে যাচাই করিতে থাক, আর জানিয়া লও যে, তাহারা কোথা হইতে উপার্জন করিয়া আনিতেছে। কেননা হারাম মাল দ্বারা গঠিত গোশত কখনও জান্নাতে যাইতে পারিবে না। আর জানিয়া রাখ, শরাব বিক্রেতা ও ক্রেতা ও উহার প্রস্তুতকারক সকলেই উহা পানকারী সমতুল্য (গুনাহগার)।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর বয়ান

কাসামাহ ইবনে যুহাইর (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু মূসা (রাঃ) বসরায় লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। উক্ত বয়ানে তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, কাঁদ, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। কেননা জাহান্নামীগণ এই পরিমাণ কাঁদিবে যে, তাহাদের চোখের পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবে, অতঃপর তাহারা এই পরিমাণ রক্তাশ্রু বহাইবে যে,তাহাদের সেই অশ্রুতে যদি নোকা চালানো হয় তবে নৌকা চলিতে পারিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর বয়ান

শাকীক (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একবার হজ্জের মৌসুমে আমীর ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি সূরা বাকারাহ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক এক আয়াত পড়িয়া উহার তাফসীর করিতেছিলেন। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম। আমি না এমন লোক দেখিয়াছি, আর না কোন ব্যক্তির মুখে এমন কথা শুনিয়াছি, যদি পারস্য ও রোমের লোকেরা এই সকল কথা শুনিত তবে তাহারা সকলে মুসলমান হইয়া যাইত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর বয়ান

আবু ইয়াযীদ মাদীনী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়াইবার স্থান হইতে এক সিঁড়ি নীচে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা

আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আবু হোরায়রাকে ইসলামের হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আবু হোরায়রাকে কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের সুযোগ দান করিয়া আবু হোরায়রার উপর বিরাট দয়া করিয়াছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে খামীর করা আটার রুটি খাওয়াইয়াছেন এবং উত্তম কাপড় পরিধান করাইয়াছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বিনতে গাযওয়ানের সহিত আমার বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন, অথচ ইতিপূর্বে আমি তাহার পেটেভাতের কর্মচারী ছিলাম, সে আমাকে আরোহণের জন্য বাহন দান করিত, আর এখন আমি তাহাকে বাহন দান করি যেমন সে আমাকে বাহন দান করিত। অতঃপর বলিলেন, আরবদের জন্য ধ্বংস! এক বিরাট অমঙ্গল নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের জন্য ধ্বংস হউক! অতিসত্বর কমবয়স্ক বাচ্চারা তাহাদের শাসনকর্তা হইবে। এবং নিজেদের খাহেশ ও ইচ্ছামত ফয়সালা করিবে এবং ক্রোধের বশবর্তী হইয়া লোকদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিবে।

হে ফাররুখের সন্তানগণ! (হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এক ছেলের নাম ফাররুখ ছিল, অনারবগণ যাহার বংশধর, অর্থাৎ হে অনারবগণ!) তোমাদের জন্য সুসংবাদ, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে। যদি দ্বীন সুরাইয়া (অর্থাৎ সপ্তর্ষি) নক্ষত্রপুঞ্জের সহিতও ঝুলন্ত থাকিত তবে তোমাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোক সেখান হইতেও দ্বীন হাসিল করিত।

আবু হাবীবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাহার ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন আমি তাহার ঘরে গেলাম এবং সেখানে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট লোকদের সহিত কথা বলার অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর

বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমার পর তোমরা এক বিরাট ফেৎনা ও মতবিরোধের সম্মুখীন হইবে। কেহ একজন জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করিতে আদেশ করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমীর ও তাহার সঙ্গীদেরকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিবে। এই কথা বলার সময় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর প্রতি ইশারা করিতেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)এর বয়ান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)এর নাতি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে সে আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সালাম দিলাম। হাজ্জাজের সিংহাসনের নিকট দুই ব্যক্তি বসিয়াছিল। হাজ্জাজ তাহাদেরকে বলিল, তাহাকে জায়গা করিয়া দাও। তাহারা আমাকে জায়গা দিল। আমি সেখানে বসিয়া গেলাম।

হাজ্জাজ আমাকে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনার পিতাকে অনেক গুণাবলী দান করিয়াছিলেন, আপনি কি সেই হাদীস জানেন যাহা আপনার পিতা আপনার দাদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের পক্ষ হইতে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে শুনাইয়াছিলেন? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, কোন্ হাদীস? হাদীস তো অনেক রহিয়াছে। হাজ্জাজ বলিল, মিসরীরা যে হযরত ওসমান (রাঃ)কে অবরোধ করিয়াছিল, সেই ঘটনা সম্পর্কে হাদীস।

আমি বলিলাম, হাঁ, সেই হাদীস আমার জানা আছে। আর তাহা এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) অবরুদ্ধ ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলে ঘরের ভিতর লোকেরা তাহার জন্য পথ করিয়া দিল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওসমান (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, ওয়া

আলাইকাস সালাম, কি মনে করিয়া আসিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম? তিনি বলিলেন, আমি এই পরিপক্ক এরাদা লইয়া আসিয়াছি যে, (এই সকল মিসরীদের বিরুদ্ধে) লড়াই করিব, তারপর হয়ত শহীদ হইয়া যাইব, আর না হয় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিজয় দান করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহারা আপনাকে হত্যা না করিয়া ছাড়িবে না। যদি তাহারা আপনাকে হত্যা করে তবে ইহা আপনার জন্য তো উত্তম, কিন্তু তাহাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ হইবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আপনার উপর আমার যে হক রহিয়াছে, উহার দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, আপনি অবশ্যই তাহাদের নিকট যান এবং তাহাদেরকে বুঝান। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা কল্যাণ আনয়ন করিবেন এবং অকল্যাণকে দূর করিয়া দিবেন। হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) আপন এরাদা পরিত্যাগ করিলেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)এর কথা মানিয়া লইলেন। সুতরাং ঘর হইতে বাহির হইয়া মিসরীদের নিকট আসিলেন। মিসরীরা তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট সমবেত হইল। তাহারা ভাবিল, হযরত ইবনে সালাম (রাঃ) হয়ত তাহাদের জন্য কোন খুশীর খবর আনিয়াছেন।

তিনি বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন এবং প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আম্মা বা'দ, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার আনুগত্য করিত তাহাকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন, আর যে ব্যক্তি তাঁহার নাফরমানী করিত তাহাকে তিনি জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করিতেন।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অনুসারীদেরকে সকল ধর্ম অনুসারীদের উপর প্রবল করিয়া দিয়াছেন, যদিও তাহা মুশরিকদের নিকট খারাপ লাগিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসবাসের জন্য অনেক জায়গা পছন্দ করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে মদীনাকে তাঁহার জন্য বাছাই করিয়াছেন। উহাকে তাঁহার জন্য হিজরতের স্থান ও ঈমানের স্থান সাব্যস্ত করিয়াছেন। (চারিদিক হইতে

মুসলমানগণ হিজরত করিয়া সেখানে আসিতে রহিয়াছে ও ঈমান শিক্ষা করিতে রহিয়াছে।) আল্লাহর কসম, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিয়াছেন সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সর্বদা ফেরেশতাগণ সর্বদিক হইতে মদীনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আর যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিয়াছেন সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আল্লাহর তরবারী তোমাদের ব্যাপারে খাপযুক্ত রহিয়াছে। (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয় নাই।) অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং যে হেদায়াত পাইয়াছে, সে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত দান করার কারণে পাইয়াছে। আর যে গোমরাহ হইয়াছে সে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য দলীল প্রমাণ আসার পর গোমরাহ হইয়াছে। অতীতে যে কোন নবীকে শহীদ করা হইয়াছে, তাহার বদলাস্বরূপ সত্তর হাজার যুদ্ধোপযোগী জোয়ানকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেককে সেই নবীর বদলাস্বরূপ হত্যা করা হইয়াছে। এমনিভাবে অতীতে যে কোন খলীফাকে শহীদ করা হইয়াছে, তাহার বদলা স্বরূপ পঁয়ত্রিশ হাজার যুদ্ধোপযোগী জোয়ানকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেককে সেই খলীফার বদলাস্বরূপ হত্যা করা হইয়াছে। অতএব তোমরা তাড়াহুড়া করিয়া এই বুযুর্গ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিও না।

আল্লাহর কসম, তোমাদের যে কেহ তাহাকে হত্যা করিবে ফলে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর নিকট এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহার হাত কাটা ও অবশ হইবে। আর এই কথা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ, একজন পিতা তাহার সন্তানের উপর যেই পরিমাণ হক রাখে, ঠিক সেই পরিমাণ তোমাদের উপর এই বুযুর্গ ব্যক্তির হক রহিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তাহার এই বক্তব্য শোনার পর বিদ্রোহীরা দাঁড়াইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, ইহুদী মিথ্যা বলিয়াছে, ইহুদী মিথ্যা বলিয়াছে, (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) যেহেতু পূর্বে ইহুদী ছিলেন সেহেতু তাহারা ইহুদী বলিয়া তাহাকে কটাক্ষ করিয়াছে।) হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, তোমরা ভুল বলিয়াছ। আল্লাহর কসম, এই কথা

বলিয়া তোমরা গুনাহগার হইয়াছ, আমি ইহুদী নই, আমি তো মুসলমান। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও সমস্ত মুমিনগণ ইহা জানেন। আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে কোরআনে এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتَابِ

অর্থ ঃ 'আপনি বলিয়া দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট আর সেই ব্যক্তিও যাহার নিকট (আসমানী) কিতাবের এলেম রহিয়াছে।'

(যাহার নিকট (আসমানী) কিতাবের এলেম রহিয়াছে দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ও অন্যান্য ইহুদী ওলামাগণ যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।)

আর আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতও নাযিল করিয়াছেন—

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ -

অর্থ ঃ 'আপনি বলুন, তোমরা বলত, যদি এই কোরআন আল্লাহর নিকট হইতে হইয়া থাকে আর তোমরা উহাকে অবিশ্বাস কর এবং বনী ইসরাঈল হইতে কোন সাক্ষী তদনুরূপ কিতাব হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং ঈমান আনয়ন করে, আর তোমরা অহংকার করিতে থাক।'

অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত ওসমান (রাঃ)এর শাহাদাতের বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর বয়ান

মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনে সা'দ যখন তাহার বাহিনী লইয়া হযরত হোসাইন (রাঃ)এর মোকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ করিল তখন হযরত হোসাইন (রাঃ)এর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহারা তাহাকে হত্যা করিবে। অতএব তিনি আপন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া

বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, উপস্থিত পরিস্থিতি তোমরা দেখিতে পাইতেছ। (অর্থাৎ আমাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।) দুনিয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। দুনিয়ার কল্যাণ পিঠ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং উহার কল্যাণ শুধু এই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে যেমন পাত্রের নীচে অবশিষ্টাংশ থাকিয়া যায়। অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন অবশিষ্ট রহিয়াছে, যেমন চারণভূমির ক্ষতিকর ঘাস, যাহা খাওয়ার কারণে প্রত্যেক পশু অসুস্থ হইয়া পড়ে। তোমরা দেখিতেছ না, হকের উপর আমল হইতেছে না এবং বাতেল হইতে নিষেধ করা হইতেছে না। (এমতাবস্থায়) মুমিনের জন্য আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ হওয়া চাই। আমি তো এই মুহূর্তে মৃত্যুকে সৌভাগ্যের জিনিস মনে করিতেছি আর জালেমদের সহিত বাঁচিয়া থাকাকে পেরেশানী ও অশান্তির জিনিস মনে করিতেছি।

ইবনে জারীরের ইতিহাসগ্রন্থে ওকবা ইবনে আবিল আইযার হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে এরূপ আছে যে, হযরত হোসাইন (রাঃ) যী হুসুম নামক স্থানে দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, ওকবা ইবনে আবিল আইযার (রহঃ) বলেন, হযরত হোসাইন (রাঃ) বাইদা নামক স্থানে নিজ সঙ্গীগণ ও হুর ইবনে ইয়াযীদের সঙ্গীগণের মধ্যে বয়ান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অত্যাচারী বাদশাহকে দেখে, যে আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল মনে করে এবং আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গিকারকে ভঙ্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরোধী হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে গুনাহ ও সীমালংঘন করে তারপরও সেই ব্যক্তি আপন কথা ও কাজ দ্বারা উক্ত বাদশাহকে পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ তায়ালার উপর হক হইবে যে, তিনি তাহাকে এই অপরাধের যোগ্য স্থানে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করান।

মনোযোগ দিয়া শুন, এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের জন্য শয়তানের আনুগত্যকে অপরিহার্য করিয়া লইয়াছে এবং রহমানের আনুগত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং আল্লাহর শাস্তি বিধানকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়াছে। গনীমতের মালের উপর নিজেরা কব্জা করিয়া লইয়াছে এবং আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল ও হালালকৃত জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছে। তাহাদেরকে পরিবর্তন করার সর্বাপেক্ষা অধিকার আমিই রাখি।

আমার নিকট তোমাদের চিঠি পৌঁছিয়াছে এবং তোমাদের বার্তাবাহকও অনবরত আমার নিকট আসিয়াছে যে, তোমরা আমার হাতে বাইআত হইতে ইচ্ছুক এবং (তোমরা জানাইয়াছ যে,) আমাকে তোমরা শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিবে না এবং আমার সাহায্য হইতে বিমুখ হইবে না। এখন যদি তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারকে পালন কর তবে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। উপরন্তু আমি আলীর বেটা হোসাইন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সন্তান। আমার প্রাণ তোমাদের প্রাণের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, আমার পরিবার পরিজন তোমাদের পরিবার-পরিজনের সহিত থাকিবে।

তোমাদের জন্য আমি উত্তম আদর্শ। আর যদি তোমরা এরূপ না কর, এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ কর, এবং আমার বাইআতকে ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেল তবে আমার প্রাণের কসম, এরূপ আচরণ তোমাদের জন্য নতুন ও অজানা নহে, বরং এরূপ আচরণ তো তোমরা আমার পিতা ও আমার ভাই ও আমার চাচাতো ভাই (মুসলিম ইবনে আকীল)এর সহিতও করিয়াছ। তোমাদের দ্বারা যে ব্যক্তি ধোকা খাইয়াছে সে প্রকৃতই ধোকায় পতিত হইয়াছে। তোমরা তোমাদের অংশ হারাইয়াছ, এবং তোমরা তোমাদের সৌভাগ্যের অংশ নষ্ট করিয়া দিয়াছ। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে উহার ক্ষতি তাহারই উপর বর্তাইবে, অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হইতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন এবং তোমাদের আর আমার প্রয়োজন থাকিবে না। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারাহ (রাঃ)এর বয়ান

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারাহ (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহাদের আমল তাহাদের কথাকে সত্য প্রমাণিত করিত। তিনি একবার আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত তোমাদেরকে দান করিয়াছেন উহাকে স্মরণ কর। কতই না উত্তম ও সুন্দর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ। আমরা লাল, হলুদ ও সবুজ রঙ বেরঙের কাপড় দেখিতেছি। আর ঘরবাড়ীতে যে সকল সামানপত্র রহিয়াছে তাহা তো ইহার অতিরিক্ত।

হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) ইহাও বলিতেন যে, যখন মানুষ নামাযের জন্য কাতার হইয়া দাঁড়ায় এবং যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয় তখন আসমান, জান্নাত ও দোযখের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদেরকে সুসজ্জিত করা হয়, তাহারা উকি দিয়া দেখিতে থাকে। যখন সে অগ্রসর হয় তখন তাহারা বলে, আয় আল্লাহ! ইহাকে সাহায্য করুন। আর যখন কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং পিছপা হয় তখন তাহারা নিজেদের চেহারা ঢাকিয়া ফেলে এবং বলে, আয় আল্লাহ! তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। অতএব তোমরা পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ কর।

আমার পিতামাতা তোমাদের উপর কোরবান হউক! ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদেরকে অপমান করিও না। কেননা যখন রক্তের প্রথম ফোটা জমিনে পতিত হয় তখন তাহার বিগত সকল গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং দুইজন হুর আসমান হইতে নামিয়া আসে আর তাহার চেহারাকে মুছিয়া দেয় এবং বলে, আমাদের সহিত তোমার সাক্ষাতের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে শহীদ বলে, তোমাদের জন্যও আমার সহিত সাক্ষাতের সময় হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাকে একশত জোড়া কাপড় পরিধান করানো হয় যাহা বনি আদমের বুনানো নহে, বরং জান্নাত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা এত পাতলা ও মিহিন যে, যদি সেই একশত জোড়া কাপড় দুই আঙ্গুলের মাঝে রাখা হয় তবে সেখানেই আঁটিয়া যাইবে। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিতেন, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, তলোয়ারসমূহ হইল জান্নাতের চাবি।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারাহ রাহাবী (রাঃ) সিরিয়ার গভর্নরদের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাহাকে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিতেন। তিনি একদিন আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং উহাতে বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত তোমাদেরকে দান করিয়াছেন উহাকে স্মরণ কর। যদি তোমরা খেয়াল করিয়া দেখ তবে তোমরাও সেই কালো, লাল, সবুজ ও সাদা রঙ বেরঙের নেয়ামতসমূহ দেখিতে পাইবে যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি। ঘরবাড়ীতে আরো কত নেয়ামত রহিয়াছে।

যখন নামায দাঁড়ায় তখন আসমান, জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। হুরদেরকে সাজানো হয় এবং তাহারা জমিনের দিকে উঁকি দিতে থাকে। (যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানগণ যখন কাতারবন্দী হয় তখনও এরূপ হয়) আর যখন কোন মুসলমান যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয় তখন সেই হুরগণ বলে, আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে দৃঢ়পদ রাখুন। আয় আল্লাহ! তাহাকে সাহায্য করুন, আর যখন কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া ময়দান হইতে পলায়ন করে তখন হুরগণ চেহারা ঢাকিয়া লয় এবং বলে, আয় আল্লাহ! তাহাকে মাফ করিয়া দিন, আয় আল্লাহ! তাহার উপর রহম করুন। অতএব তোমরা পূর্ণশক্তিতে দুশমনের চেহারার উপর আক্রমণ কর।

আমার পিতামাতা তোমাদের উপর কোরবান হউক। যখন কেহ আহত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তাহার রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল গুনাহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন শীতকালে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে। আর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট দুইজন হুর নামিয়া তাহার নিকট আসে এবং তাহার চেহারা হইতে ধুলাবালি পরিস্কার করিয়া দেয়। শহীদ ব্যক্তি তাহাদেরকে বলে, আমি তোমাদের উভয়ের জন্য। হুরগণ বলে, না, বরং আমরা উভয়ে আপনার জন্য। তাহাকে এমন একশত জোড়া কাপড় পরিধান করানো হয় যে, যদি ঐ সমস্ত কাপড় একত্র করিয়া আমার এই দুই আঙ্গুল (অর্থাৎ মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল)এর মাঝে রাখা হয় তবে উহা পাতলা ও মিহিন হওয়ার দরুন আমার দুই আঙ্গুলের মাঝে আটিয়া যাইবে। ঐগুলি বনি আদমের

বুনানো কাপড় নহে, বরং জান্নাতের কাপড়। তোমাদের নাম, চিহ্ন, আকৃতি, গোপন কথাবার্তা ও তোমাদের মজলিসসমূহ, সময় ও বিষয় আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন একজনকে বলা হইবে, হে অমুক! ইহা তোমার নূর। অপর একজনকে বলা হইবে, হে অমুক! তোমার জন্য কোন নূর নাই। সমুদ্রের যেমন তীর রহিয়াছে তেমনি জাহান্নামেরও তীর রহিয়াছে। সেখানে পোকামাকড় ও খেজুর গাছের ন্যায় লম্বা সাপ ও খচ্চরের ন্যায় বিরাট বিরাট বিচ্ছু রহিয়াছে। জাহান্নামীরা যখন আল্লাহর নিকট এই বলিয়া ফরিয়াদ করিবে যে, আমাদের আযাবকে হালকা করিয়া দেওয়া হউক তখন তাহাদেরকে বলা হইবে যে, তোমরা জাহান্নামের তীরে চলিয়া যাও। তাহারা জাহান্নামের তীরে আসিলে সেই সমস্ত পোকামাকড় ঠোঁট, চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কামড়াইয়া ধরিবে এবং উহার গোশত খাইয়া ফেলিবে। অতঃপর তাহারা পুনরায় ফরিয়াদ করিতে আরম্ভ করিবে যে, আমাদেরকে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া জাহান্নামে ফিরাইয়া নেওয়া হউক।

জাহান্নামীদেরকে খুজলীর আযাব দেওয়া হইবে। তাহারা এই পরিমাণ চুলকাইবে যে, গোশত খসিয়া তাহাদের হাড় বাহির হইয়া পড়িবে। ফেরেশতা বলিবেন, হে অমুক! এই খুজলীর কারণে কি তোমার কষ্ট হইতেছে? সে বলিবে, হাঁ। ফেরেশতা বলিবেন, তুমি যে মুসলমানদের কষ্ট দিতে উহার বিনিময়ে তোমাকে এই আযাব দেওয়া হইয়াছে।

হযরত ওমায়ের ইবনে সা'দ (রাঃ)এর বয়ান

সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের ইবনে সা'দ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। এবং হিমস এর গভর্ণর ছিলেন। তিনি মিম্বারে উঠিয়া বলিতেন, মনোযোগ দিয়া শুন, ইসলামের একটি মজবুত দেয়াল রহিয়াছে এবং উহার একটি মজবুত দরজা রহিয়াছে। ইসলামের দেয়াল হইল আদল ও ইনসাফ। আর উহার দরজা হইল হক। অতএব যখন দেয়াল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং দরজা টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া

হইবে তখন ইসলাম বিজিত হইয়া যাইবে। আর যতক্ষণ সুলতান শক্তিশালী থাকিবে ততক্ষণ ইসলাম মজবুত থাকিবে। আর সুলতানের শক্তি তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা ও চাবুক দ্বারা মারার দ্বারা নহে বরং হক ফয়সালা ও ইনসাফ করার দ্বারা হাসিল হয়।

হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর পিতা হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ কারী (রাঃ)এর বয়ান

হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন এবং বলিলেন, আগামীকল্য দুশমনের সহিত আমাদের মোকাবিলা হইবে এবং আগামীকাল আমরা শহীদ হইব। অতএব আমাদের শরীরের রক্তকে ধুইবে না এবং আমাদের শরীরে যে কাপড় থাকিবে উহাই আমাদের কাফন হইবে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর বয়ান

সালামা ইবনে সাবরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) সিরিয়ায় আমাদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি উহাতে বলিলেন, তোমরা ঈমানদার, তোমরা জান্নাতী, আল্লাহর কসম, আমি আশা করি যে, তোমরা রোম পারস্যের যে সকল লোকদেরকে কয়েদী বানাইয়াছ তাহাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে দাখেল করিবেন। কারণ তাহাদের কেহ যখন তোমাদের কোন কাজ করিয়া দেয় তখন তোমরা শুকরিয়া হিসাবে এরূপ দোয়া দিয়া থাক যে, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। (তোমাদের এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঈমান দান করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।) অতঃপর হযরত মুআয (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ -

অর্থ ঃ আর তিনি সেই সমস্ত লোকদের এবাদত কবুল করিয়া থাকেন

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নেককাজ করিয়াছে এবং তাহাদেরকে নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক (সওয়াব) প্রদান করিয়া থাকেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর বয়ান

হওশাব ফাযারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দারদা (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বয়ানে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি সেইদিনকে অত্যন্ত ভয় করিতেছি, যেইদিন আমার রব আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, হে উয়াইমের! আমি বলিব, লাব্বাইক! (আমি হাজির আছি।) অতঃপর আমার রব বলিবেন, তুমি আপন এলেমের উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছ? আল্লাহর কিতাব হইতে সেই আয়াত সম্মুখে উপস্থিত হইবে যাহা কোন খারাপ কাজ হইতে বিরত হইতে আদেশ করিয়াছে এবং সেই আয়াতও সামনে আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহা কোন নেক কাজের আদেশ করিয়াছে। প্রত্যেক আয়াত আমার উপর তাহার হকের দাবী জানাইবে। যদি আমি সেই নেক কাজ না করিয়া থাকি তবে আদেশকারী আয়াত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আমল করি নাই। আর যদি আমি সেই খারাপ কাজকে না ছাড়িয়া থাকি তবে সেই বাধা দানকারী আয়াত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমি উক্ত খারাপ কাজ ছাড়ি নাই। এখন তোমরাই বল, আমি কিভাবে ছাড়া পাইব।

সপ্তদশ অধ্যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) কিভাবে সফরে ও বাড়ীতে থাকাকালীন লোকদেরকে ওয়াজ নসীহত করিতেন এবং অন্যের নসীহতকে গ্রহণ করিতেন, আর কিভাবে দুনিয়ার বাহ্যিক জিনিসপত্র হইতে এবং উহার ভোগবিলাস হইতে দৃষ্টি সরাইয়া আখেরাতের নেয়ামতসমূহ ও ভোগবিলাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দিতেন। আর এমনভাবে আল্লাহর ভয় পয়দা করিতেন যে, চক্ষুসমূহ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিত এবং অন্তরসমূহ ভয়ে বিগলিত হইয়া উঠিত। আখেরাত যেন তাহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া যাইত এবং হাশরের ময়দান যেন সর্বদা দৃশ্যমান হইয়া থাকিত। আর তাহারা ওয়াজ নসীহতের দ্বারা কিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে হাতে ধরিয়া আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগী করিতেন এবং আপন ওয়াজ ও নসীহতের দ্বারা প্রকাশ্য ও গোপন শিরকের রগসমূহকে কাটিয়া দিতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতসমূহ

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই সহীফাগুলিতে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণিত হইয়াছিল। (তন্মধ্য হইতে একটি দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।) হে ক্ষমতা লাভকারী বাদশাহ! যাহাকে পরীক্ষায় নিপতিত করা হইয়াছে, আর যে ধোকায় পড়িয়া আছে! আমি তোমাকে দুনিয়া স্তূপিকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করি নাই, বরং আমি তোমাকে এইজন্য শাসন ক্ষমতা দান করিয়াছি, যাহাতে তুমি মজলুমের বদদোয়া আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে না দাও। কেননা আমার নিয়ম এই যে, আমি মজলুমের বদদোয়াকে ফেরত দেই না, যদিও তাহা কাফেরের মুখ হইতে বাহির হয়। আর যতক্ষণ না বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধি লোপ পায়, সে নিজের সময়কে ভাগ করিয়া লয়, এক ভাগ তাহার পালনকর্তার এবাদত ও মোনাজাতের জন্য, এক ভাগ নফসের মোহাসাবা ও আত্মসমালোচনার জন্য, এক ভাগ আল্লাহ তায়ালা কারিগরী ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার জন্য, এক ভাগ খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য হওয়া চাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত যে, শুধু তিনটি কাজের উদ্দেশ্যে সফর করে। আখেরাতের সম্বল করার উদ্দেশ্যে অথবা জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা কোন হালাল আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে। বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত যে, সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। নিজের অবস্থার প্রতি মনোযোগী থাকে এবং আপন জিহ্বাকে হেফাজত করে। যে ব্যক্তি আপন কথাকে নিজের আমল দ্বারা হিসাব করিবে তাহার কথা কম হইবে, বরং শুধু কাজের কথা বলিবে।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সহীফাগুলির বিষয়বস্তু কি ছিল? তিনি বলিলেন, উহা সবই উপদেশ ও নসীহতমূলক বিষয় ছিল। যেমন, আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও দুনিয়ার কোন বিষয়ের

উপর কেমন করিয়া আনন্দিত হয়। আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তির উপর যে জাহান্নামের একীন রাখে, তারপরও হাসে। আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তির উপর যে তকদীরের উপর একীন রাখে, তারপরও নিজেকে (রুজীর জন্য) অনর্থক পরিশ্রান্ত করে। আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তির উপর যে দুনিয়া ও উহার পরিবর্তনাদিকে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত মনে উহার সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তির উপর যে কাল-কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের উপর বিশ্বাস রাখে, তারপরও নেক আমল করে না।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করি, কেননা ইহা সমস্ত কাজের মূল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের পাবন্দী করিবে। কেননা ইহা জমিনে তোমার জন্য নূর ও আসমানে তোমার সঞ্চিত সম্পদ হইবে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, কারণ ইহাতে অন্তর মরিয়া যায় এবং চেহারার নূর চলিয়া যায়।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, জেহাদ করিতে থাকিও, কেননা ইহাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, অধিক সময় চুপ থাকিবে। কেননা ইহাতে শয়তান দূর হইয়া যায় এবং ইহাতে তোমার দ্বীনের কাজে সাহায্য হইবে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, মিসকীনদের সহিত মহব্বত রাখিবে এবং তাহাদের সহিত উঠাবসা করিবে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, (দুনিয়ার ধনসম্পদ ও আসবাবপত্রের দিক দিয়া) সর্বদা নিজের অপেক্ষা নীচের লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, উপরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না, ইহাতে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতসমূহ তোমার নিকট তুচ্ছ মনে হইবে না।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, হক কথা বলিবে যদিও তাহা তিক্ত লাগে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরো কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, তোমার দোষ যাহা তোমার জানা আছে, তাহা যেন তোমাকে অন্যের দোষ তালাশ হইতে বিরত রাখে। আর তুমি নিজে যে মন্দ কাজ কর উহার কারণে অন্যের উপর অসন্তুষ্ট হইও না। আর তোমার দোষের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি নিজের দোষ সম্পর্কে জান না অথচ অন্যের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াও এবং যে মন্দ কাজ নিজে কর, সেই কাজের কারণে অন্যের উপর অসন্তুষ্ট হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, হে আবু যার! সুকৌশল অবলম্বন করার ন্যায় বুদ্ধিমত্তার কাজ আর কিছু নাই। নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ন্যায় পরহেযগারী নাই এবং উত্তম আখলাক (চারিত্রিক গুণাবলী)এর ন্যায় কোন বংশীয় মর্যাদা নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আপন সাহাবা (রাঃ)দেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদ ও আমলের উদাহরণ কি? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজন ও মালসম্পদ ও আমলের উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাহার তিনজন ভাই রহিয়াছে। যখন তাহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন সে ভাইদের মধ্য হইতে একজনকে ডাকিয়া বলিল, তুমি তো দেখিতেছ যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি আমার জন্য কি করিতে পার? ভাই বলিল, আমি তোমার জন্য এইটুকু করিতে পারি যে, তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব, তোমার খেদমতে বিরক্ত হইব না এবং তোমার সমস্ত কাজ করিয়া দিব। আর যখন তুমি মারা যাইবে, তোমাকে গোসল দিব এবং কাফন পরাইব এবং অন্যান্যদের সহিত তোমার লাশ বহন করিব, একবার তোমাকে বহন করিব, আবার তোমার রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইব। তারপর যখন তোমাকে দাফন করিয়া ফিরিয়া আসিব তখন

তোমার ব্যাপারে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নিকট তোমার প্রশংসা করিব। এই ভাই হইল তাহার পরিবার-পরিজন। এই ভাইকে তোমরা কেমন মনে কর?

সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার নিকট হইতে আমরা তেমন কোন উপকারের কথা শুনিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তারপর সে দ্বিতীয় ভাইকে ডাকিয়া বলিল, তুমি তো দেখিতেছ যে, আমার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই মুহূর্তে তুমি আমার জন্য কি করিতে পার? সে বলিল, আপনি যতক্ষণ জীবিত আছেন ততক্ষণ আমি আপনার কাজে আসিতে পারি। আপনার মৃত্যুর পর আমাদের উভয়ের পথ ভিন্ন হইয়া যাইবে। এই ভাই হইল তাহার মাল-সম্পদ। এই ভাইকে তোমরা কেমন মনে কর?

সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহার নিকট হইতেও তেমন কোন উপকারের কথা শুনিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর সে তাহার তৃতীয় ভাইকে ডাকিয়া বলিল, তুমি তো দেখিতে পাইতেছ যে, আমার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তুমি আমার পরিবার-পরিজনের ও মালসম্পদের উত্তরও শুনিয়াছ, অতএব তুমি এখন আমার জন্য কি করিতে পার? সে বলিল, আমি কবরে তোমার সঙ্গী হইব এবং ভয়-ভীতির সময় তোমাকে সান্ত্বনা দিব এবং যেদিন আমল ওজন করা হইবে সেদিন পাল্লায় বসিয়া তোমার নেক আমলের পাল্লাকে ভারী করিয়া দিব। এই ভাই হইল তাহার আমল। এই ভাইকে তোমরা কেমন মনে কর? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি উত্তম ভাই ও উত্তম সঙ্গী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বিষয়টি এরূপই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কি এই বিষয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করার অনুমতি প্রদান করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, অনুমতি আছে। হযরত আবদুল্লাহ

(রাঃ) চলিয়া গেলেন এবং একরাত্রির মধ্যে কবিতা প্রস্তুত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকজনও একত্রিত হইয়া গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করিলেন—

فَإِنِّي[২] وَأَهْلِي وَالَّذِي قَدَّمَتْ يَدِي ... كَدَاعٍ إِلَيْهِ صَحْبَهُ ثُمَّ قَائِلِ

لِإِخْوَتِهِ إِذْ هُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ ... أَعِينُوا عَلَى أَمْرٍ بِيَ الْيَوْمَ نَازِلِ

অর্থ ঃ আমি আমার পরিবার–পরিজন ও আমার হস্তদ্বয় যে সকল আমল অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার উদাহরণ এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি তাহার তিন ভাই ছিল। সে তাহার সঙ্গী ও ভাইদেরকে ডাকিয়া বলিল, আজ আমার উপর মৃত্যুর যে মুসীবত অবতীর্ণ হইতেছে, উহার ব্যাপারে তোমরা আমার সাহায্য কর।

فِرَاقٌ طَوِيلٌ غَيْرُ مُتَّقٍ بِهِ ... فَمَاذَا لَدَيْكُمْ فِي الَّذِي هُوَ غَائِلِ

এত দীর্ঘ বিরহ যে, উহার কোন ভরসা নাই, এখন বল, এই ধ্বংসকারী মৃত্যুতে তোমরা আমার কি সাহায্য করিতে পার?

فَقَالَ امْرُؤٌ مِنْهُمْ أَنَا الصَّاحِبُ الَّذِي ... أُطِيعُكَ فِيمَا شِئْتَ قَبْلَ التَّزَايُلِ

উক্ত তিন ভাইয়ের একজন বলিল, আমি তোমার এমন সঙ্গী, পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিবে তাহা পালন করিব।

فَأَمَّا إِذَا جَدَّ الْفِرَاقُ فَإِنَّنِي ... لِمَا بَيْنَنَا مِنْ خُلَّةٍ غَيْرُ وَاصِلِ

আর যখন বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে তখন আমি আর আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বকে বজায় রাখিতে পারিব না এবং উহার কর্তব্য পালন করিতে পারিব না।

فَخُذْ مَا أَرَدْتَ الْآنَ مِنِّي فَإِنَّنِي ... سَيُسْلَكُ بِي فِي مَهْبَلٍ[৫] مِنْ مَهَايِلِ

বর্তমানে তুমি আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা লইয়া লও, বিচ্ছেদের পর আমাকে ভয়ানক এক পথে পরিচালিত করা হইবে, তখন তুমি আমার নিকট হইতে কিছুই লইতে পারিবে না।

فَإِنْ تُبْقِنِي لَا تُبْقِ فَاسْتَنْفِدَنِّي[1]   وَعَجِّلْ صَلَاحًا قَبْلَ حَتْفٍ[2] مُعَاجِلِ

তারপর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) যদি তুমি আমাকে বাকী রাখিতে চাও, রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাকে খরচ করিয়া শেষ করিয়া ফেল এবং দ্রুত আগমনকারী মৃত্যুর পূর্বে তাড়াতাড়ি নিজের আমল ঠিক করিয়া লও।

وَقَالَ امْرُؤٌ قَدْ كُنْتُ جِدًّا أُحِبُّهُ   وَأُوثِرُهُ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي التَّفَاضُلِ

অতঃপর সেই ব্যক্তি বলিল, যাহাকে আমি অনেক বেশী ভালবাসিতাম এবং দান–দাক্ষিণ্যে তাহাকে আমি সকলের উপর অগ্রাধিকার দিতাম।

غَنَائِي أَنِّي جَاهِدٌ لَكَ نَاصِحٌ   إِذَا جَدَّ جِدُّ الْكَرْبِ غَيْرُ مُقَاتِلِ

সে বলিল, আমি আপনার জন্য এইটুকু করিতে পারি যে, যখন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন আপনাকে বাঁচাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিব এবং আপনার হিতকামনা করিব, তবে আপনার পক্ষ হইতে লড়াই করিতে পারিব না।

وَلَكِنَّنِي بَاكٍ عَلَيْكَ وَمُعْوِلٌ[4]   وَمُثْنٍ بِخَيْرٍ عِنْدَ مَنْ هُوَ سَائِلِ

অবশ্য আপনার মৃত্যুর পর আমি কাঁদিব এবং উচ্চস্বরে কাঁদিব এবং যে কেহ আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবে তাহার নিকট আপনার গুণ গাহিয়া প্রশংসা করিব।

وَمُتَّبِعُ الْمَاشِينَ أَمْشِي مُشَيِّعًا   أُعِينُ بِرِفْقٍ عُقْبَةً كُلَّ حَامِلِ

আপনার জানাযা লইয়া যখন লোকজন চলিবে, আমিও তাহাদের পিছন পিছন আপনাকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে চলিব এবং আপনার লাশ বহনকারীদের সহিত পালাক্রমে নম্রভাবে বহন করিয়া তাহাদেরকে সাহায্য করিব।

إلى بَيْتِ مَثْوَاكَ الَّذِي أَنْتَ مُدْخَلُ ‍ ‍ ‍ أَرْجِعُ مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِي

আপনার জানাযার সহিত সেই ঘর পর্যন্ত যাইব যেখানে আপনার ঠিকানা হইবে এবং লোকজন আপনাকে সেইঘরে প্রবেশ করাইবে, অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত হইয়া যাইব যাহাতে পূর্বে লিপ্ত ছিলাম।

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ(১) ‍ ‍ ‍ وَلَا حُسْنُ وُدٍّ مَرَّةً فِي التَّبَاذُلِ

আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হইবে যে, যেন আমার ও আপনার মধ্যে কখনও কোন বন্ধুত্বই ছিল না, আর না কোন উত্তম ভালবাসা ছিল, যাহার কারণে আমরা পরস্পর একে অপরের উপর খরচ করিতাম।

فَذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْءِ ذَاكَ غَنَاؤُهُمْ ‍ ‍ ‍ وَلَيْسَ وَإِنْ كَانُوا حِرَاصًا بِطَائِلِ

এই ব্যক্তি হইল মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন। তাহারা শুধু এইটুকুই উপকার করিতে পারে। যদিও তাহারা মৃত ব্যক্তির উপকার করার যথেষ্ট আগ্রহ রাখে।

وَقَالَ امْرُؤٌ مِنْهُمْ أَنَا الْأَخُ لَا تَرَى ‍ ‍ ‍ أَخًا لَكَ مِثْلِي عِنْدَ كَرْبِ الزَّلَازِلِ

তন্মধ্য হইতে তৃতীয়জন বলিল, আমিই আপনার প্রকৃত ভাই, মৃত্যুর কম্পন ও পেরেশানীর সময় আমার ন্যায় ভাই আপনি আর কাহাকেও দেখিতে পাইবেন না।

لَدَى الْقَبْرِ تَلْقَانِي هُنَالِكَ قَاعِدًا ‍ ‍ ‍ أُجَادِلُ عَنْكَ الْقَوْلَ رَجْعَ التَّجَادُلِ

আপনি কবরের নিকট আমার সাক্ষাৎ পাইবেন, আমি সেখানে বসিয়া থাকিব এবং আপনার পক্ষ হইতে বিতর্ক করিব এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিব।

وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكِفَّةِ الَّتِي ... تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِداً فِي التَّثَاقُلِ

আর আমল ওজন করার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি সেই পাল্লায় উঠিয়া বসিব যাহাকে ভারি করার আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

فَلاَ تَنْسَنِي وَاعْلَمْ مَكَانِي فَإِنَّنِي ... عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلِ

অতএব আপনি আমাকে ভুলিয়া যাইবেন না, আমার পদমর্যাদাকে বুঝিয়া লন, কেননা আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ও আপনার অত্যন্ত হিতাকাংখী। আপনাকে কখনও অসহায় ছাড়িয়া যাইব না।

فَذَلِكَ مَا قَدَّمْتَ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ ... تُلاَقِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاصُلِ

এই ব্যক্তি হইল আপনার সেই নেক আমল যাহা আপনি অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আপনি উহাকে উত্তমরূপে সম্পাদন করেন তবে সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আপনাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে।

উক্ত কবিতাগুলি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামও কাঁদিলেন এবং সমস্ত মুসলমানগণও কাঁদিলেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরয (রাঃ) মুসলমানদের যে কোন জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন, তাহারা তাহাকে ডাকিয়া উক্ত কবিতাগুলি শুনাইবার অনুরোধ করিতেন। আর যখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কবিতা শুনাইতেন তখন তাহারা সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন। (কানয)

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই নসীহত করিলেন, লোকদের সহিত মেলামেশা যেন তোমাকে নিজের ব্যাপারে গাফেল না করিয়া দেয়। কেননা তোমাকে তোমার নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে, লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। এদিক সেদিকে ঘুরাফিরা করিয়া দিন কাটাইও না, কেননা তুমি যাহা আমল করিবে তাহা সংরক্ষণ করা হইবে। তোমার দ্বারা যখন কোন খারাপ কাজ হইয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন নেক আমল করিয়া লইও, কেননা নতুন নেক আমল পুরাতন গুনাহকে যেরূপ দ্রুত তালাশ করিয়া ধরিয়া ফেলে এরূপ দ্রুত তালাশ করিয়া ধরিতে আমি আর কোন জিনিসকে দেখি নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে জিনিস তোমাকে কষ্ট দেয় উহা হইতে দূরে সরিয়া যাও এবং নেক লোককে দোস্ত বানাও, তবে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যায়। আর নিজের বিষয়ে এমন লোকদের সহিত পরামর্শ কর যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদের জন্য আঠারোটি কথা নির্ধারণ করিয়াছেন, যেইগুলি সমস্তই হিকমত ও জ্ঞানের কথা। তিনি বলিয়াছেন—

(১) যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানি করে তুমি তাহার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য করার ন্যায় সমুচিত শাস্তি আর কিছুই দিতে পার না।

(২) তোমার ভাইয়ের বিষয়কে উত্তম ব্যাখ্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা কর, তবে যদি তাহার বিষয়টি এমন হয় যে, তোমার দ্বারা কোনক্রমেই উহার উত্তম ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হয় তবে ভিন্ন কথা।

(৩) মুসলমানের মুখনিঃসৃত কোন কথার উপর ততক্ষণ তুমি খারাপ ধারণা করিও না, যতক্ষণ উহার কোন ভাল অর্থ তালাশ করিয়া পাও।

(৪) যে ব্যক্তি স্বয়ং এমন কাজ করে যাহাতে তাহার প্রতি অন্যদের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়, সে যেন খারাপ ধারণাকারীকে তিরস্কার না করে।

(৫) যে ব্যক্তি নিজের গোপন রহস্যকে গোপন রাখিবে অধিকার তাহার নিজের হাতে থাকিবে।

(৬) সত্যবাদী ভাইদের সঙ্গ অবলম্বন কর, তাহাদের কল্যাণকর ছায়ায় কালাতিপাত করিবে, কেননা সুখের সময় তাহারা তোমার জন্য শোভা ও মুসীবতের সময় তাহারা তোমার হেফাজতকারী হইবে।

(৭) সর্বদা সত্য কথা বলিবে যদিও সত্য বলার কারণে তোমাকে হত্যা করা হয়।

(৮) অনর্থক কাজ ও কথায় লিপ্ত হইও না।

(৯) যে বিষয় এখনও সংঘটিত হয় নাই উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না, কেননা যাহা সংঘটিত হইয়াছে উহাই তো তোমাকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

(১০) নিজের প্রয়োজন এমন ব্যক্তির নিকট পেশ করিও না, যে তোমার এই ব্যাপারে কৃতকার্য হওয়াকে পছন্দ করে না।

(১১) মিথ্যা কসমকে হালকা মনে করিও না, অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

(১২) দুষ্কর্মকারীদের সহিত থাকিও না, নতুবা তাহাদের নিকট হইতে দুষ্কর্ম শিক্ষালাভ করিবে।

(১৩) আপন শত্রু হইতে দূরে থাক।

(১৪) আপন বন্ধু হইতেও হুঁশিয়ার থাক, তবে যদি বন্ধু আমানতদার হয় তবে ইহার প্রয়োজন নাই, আর আমানতদার একমাত্র সেই হইতে পারে, যে আল্লাহকে ভয় করে।

(১৫) কবরস্থানে যাইয়া নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ কর।

(১৬) আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনের সময় বিনয় অবলম্বন কর।

(১৭) আল্লাহর নাফরমানী হইয়া গেলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।

(১৮) নিজের সকল বিষয়ে এমন লোকদের সহিত পরামর্শ কর যাহারা আল্লাহকে ভয় করে, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ ঃ আল্লাহকে তাঁহার সেই সমস্ত বান্দাই ভয় করে যাহারা (তাঁহার

আযমত ও মর্যাদার) জ্ঞান রাখে। (কান্‌য)

মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, অনর্থক কাজে লিপ্ত হইও না এবং নিজ শত্রু হইতে সরিয়া থাক, আর আপন বন্ধু হইতে নিজেকে হেফাজত কর, তবে যদি বন্ধু আমানতদার হয় তবে ইহার প্রয়োজন নাই। কেননা আমানতদার মানুষ সমতুল্য আর কিছুই হইতে পারে না। কোন দুষ্কর্মকারীর সঙ্গ অবলম্বন করিও না, নতুবা সে তোমাকেও দুষ্কর্ম শিক্ষা দিবে। এবং কোন দুষ্কর্মকারীকে নিজের গোপন কথা বলিও না। আর নিজের সকল বিষয়ে এমন লোকদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ কর যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।

সামুরা ইবনে জুন্দুব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, পুরুষ তিন প্রকার ও মহিলা তিন প্রকার। একপ্রকার মহিলা হইল, সচ্চরিত্রা মুসলমান, নম্রস্বভাব, (স্বামী ও সন্তানদের) অধিক ভালবাসে, অধিক সন্তান দানকারিণী এবং যুগের রেওয়াজ–রীতির বিরুদ্ধে পরিবারস্থ লোকদের সাহায্য করে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুগের রেওয়াজ–রীতির পক্ষে সাহায্য করে না। (অর্থাৎ সাদাসিধা জীবনযাপন করে।) এরূপ মহিলা তুমি অত্যন্ত কম পাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার মহিলা হইল, যে স্বামীর নিকট অত্যাধিক দাবীদাওয়া করে, সন্তান প্রসব ব্যতীত আর কিছুই পারে না। তৃতীয় প্রকার মহিলা হইল, যে স্বামীর গলার ফাঁস, উকুনের ন্যায় চিমটাইয়া থাকে। (অর্থাৎ যেমন বদমেজাজ তেমন অত্যাধিক মোহরানার কারণে স্বামী বেচারা তাহাকে ছাড়িতেও পারে না।) আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ মহিলাকে যাহার ঘাড়ে ইচ্ছা করেন চড়াইয়া দেন। আবার যখন ইচ্ছা করেন নামাইয়া দেন।

পুরুষও তিন প্রকার। এক প্রকার হইল, সচ্চরিত্র, সহজ সরল, নম্রস্বভাব সঠিক রায়ের অধিকারী ও উত্তম পরামর্শদাতা। যখন কোন কাজ উপস্থিত হয় তখন নিজে চিন্তা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক বিষয়কে উহার সঠিক স্থানে রাখে। দ্বিতীয় পুরুষ হইল, যে নিজে তো জ্ঞানবান নয়, সঠিক রায়ের অধিকারী নয়, কিন্তু যখন কোন

বিষয় উপস্থিত হয় তখন সে জ্ঞানবান সঠিক রায়ের অধিকারী লোকদের সহিত পরামর্শ করে এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। তৃতীয় পুরুষ হইল, দিশাহারা, ভাল-মন্দের কোন জ্ঞান বলিতেই নাই, তাহার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, আবার জ্ঞানীলোকদের পরামর্শও মানে না।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আহনাফ! যে ব্যক্তি অধিক হাসে মানুষের অন্তরে তাহার ভয় কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হাসি তামাশা করে মানুষের নিকট সে তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে তাহার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হয়। আর যাহার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হয় তাহার লজ্জাশরম কমিয়া যায়। আর যাহার লজ্জাশরম কমিয়া যায় তাহার পরহেযগারী কমিয়া যায়। আর যাহার পরহেযগারী কমিয়া যায় তাহার অন্তর মরিয়া যায়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অধিক হাসে মানুষের অন্তরে তাহার ভয় কমিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হাসি তামাশা করে, মানুষের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি কোন কাজ বেশী করে সে সেই কাজের সহিত প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর বিভিন্ন নসীহতমূলক কথা

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু বান্দা আছে যাহারা বাতিলকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া উহাকে মিটাইয়া দেয় এবং হকের আলোচনা করিয়া উহাকে যিন্দা করে। যখন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হয় তখন তাহারা উহার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। আর যখন তাহাদিগকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হয় তখন তাহারা ভীত হয় এবং ভয়ের কারণে তাহারা কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। আর যে সকল জিনিস তাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই উহাকে একীনের শক্তি দ্বারা দেখিয়া লয় এবং সেই সকল গায়েবী অদেখা জিনিসের সহিত একীনকে এমনভাবে জড়াইয়া লয় যে উহা হইতে

কখনও পৃথক হয় না। আল্লাহর ভয় তাহাদিগকে দোষ-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক করিয়া দিয়াছে। তাহারা চিরস্থায়ী নেয়ামতের জন্য দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করে। দুনিয়ার জীবন তাহাদের জন্য নেয়ামতস্বরূপ এবং মৃত্যু তাহাদের জন্য সম্মানজনক বিষয়। তাহাদেরকে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সহিত বিবাহ করাইয়া দেওয়া হইবে এবং চিরকিশোরগণ তাহাদের খেদমত করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ কোরআন)এর জন্য পাত্র ও এলেমের ঝর্ণা হইয়া যাও। (অর্থাৎ কোরআনকে নিজের ভিতরে ঢুকাইয়া লও তোমাদের ভিতর হইতে এলেমের ঝর্ণা নির্গত হইবে।) আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে প্রতিদিন একদিনের রুযী চাও। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তওবাকারীদের নিকট অধিক পরিমাণে বস, কেননা তাহাদের অন্তর সর্বাপেক্ষা নরম হইয়া থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে কখনও অন্যের উপর রাগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে না। বরং রাগকে হজম করে) আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে না। যদি কেয়ামতের দিন না হইত তবে তোমরা (দুনিয়ার অবস্থা) যেমন দেখিতেছ তেমন হইত না। (বরং ইহার বিপরীত এক অরাজকতা। অবস্থা হইত।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন বিষয়ে লোকদের সহিত ইনসাফ করে সে নিজের সমস্ত কাজে সফলতা লাভ করে। আর আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হইয়া ইজ্জত ও সম্মান হাসিল করা অপেক্ষা তাহার হুকুম পালনে অপমান সহ্য করা নেকীর অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষের তাকওয়া ও পরহেজগারীই হইল তাহার প্রকৃত সম্মান এবং দ্বীনই হইল তাহার সত্যিকার আভিজাত্য এবং উত্তম আখলাক ও চারিত্রিক গুণাবলীই হইল তাহার আসল আত্মমর্যাদার বিষয়। সাহসিকতা ও কাপুরুষতা আল্লাহর দেওয়া জন্মগত জিনিস। একজন সাহসী ব্যক্তি যেমন তাহার

পরিচিত লোকদের পক্ষ হইতে লড়াই করে তেমনি অপরিচিত লোকদের পক্ষ হইতেও লড়াই করে। আর কাপুরুষ ব্যক্তি তো নিজের পিতামাতাকেও ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। দুনিয়ার লোকদের নিকট মাল দ্বারা সম্মান লাভ হয়, কিন্তু আল্লাহর নিকট সম্মান তাকওয়া ও পরহেযগারী দ্বারা হাসিল হয়। একমাত্র তাকওয়ার দ্বারাই তুমি কোন পারস্যবাসী বা কোন অনারব আজমী বা কোন অনারব নাবতী অপেক্ষা উত্তম হইতে পার। (আরবী হওয়ার দ্বারা নয়।)

সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিলেন, হেকমত ও বিচক্ষণতা বয়স বৃদ্ধির দ্বারা হাসিল হয় না, বরং উহা আল্লাহর একটি দান, যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া থাকেন। নীচ কাজ ও নীচ আখলাক হইতে দূরে থাকিও।

হযরত ওমর (রাঃ) নিজপুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিলেন, আম্মাবা'দ, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সর্বপ্রকার বালা–মুসীবত হইতে হেফাজত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজ সমাধা করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে করজ দেয় (অর্থাৎ আল্লাহর জন্য অন্যের উপর মাল খরচ করে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উত্তম বদলা দান করেন।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার নেয়ামতকে বৃদ্ধি করিয়া দেন। তাকওয়া যেন তোমার জীবনের লক্ষ্য ও তোমাদের আমলের স্তম্ভ ও সহায়ক হয় এবং তোমার অন্তরের মরিচাকে দূর করে। যে ব্যক্তি নিয়ত করিবে না তাহার আমল ধর্তব্য হইবে না। আর যে সওয়াব লাভের নিয়ত করিবে না, সে কোন সওয়াব পাইবে না। যাহার মধ্যে নম্রতা নাই, সে তাহার মাল দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে না। পূর্বের কাপড় পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত নতুন কাপড় পরিধান করা উচিত নয়। (বা যাহার পূর্বের কাপড় পুরাতন হয় না তাহার নতুন কাপড়ে কোন আনন্দ নাই।)

জা'ফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আপন এক গভর্নরকে চিঠি লিখিলেন। চিঠির শেষাংশে এরূপ ছিল, (কেয়ামতের) কঠিন হিসাবের পূর্বে (দুনিয়ার) সচ্ছল অবস্থায় নিজের নফসের হিসাব লইয়া লও। কেননা যে ব্যক্তি (কেয়ামতের) কঠিন হিসাবের পূর্বে (দুনিয়ার) সচ্ছল অবস্থায় নিজের নফসের হিসাব লইয়া লইবে সে পরিণামে আনন্দিত হইবে এবং তাহার অবস্থা ঈর্ষাযোগ্য হইবে। আর দুনিয়ার জীবন যাহাকে (আল্লাহ ও আখেরাত হইতে) গাফেল করিয়া রাখিয়াছে এবং মন্দকাজে লিপ্ত রহিয়াছে পরিণামে সে লজ্জিত হইবে এবং আফসোস ও দুঃখ করিবে। তোমাকে যে নসীহত করা হইতেছে তাহা স্মরণ রাখিও, যাহাতে তোমাকে যে কাজ হইতে নিষেধ করা হয় উহা হইতে বিরত থাকিতে পার।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিয়াছেন, আম্মাবা'দ, সর্বদা হককে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক। এরূপ করার দ্বারা হক তোমাকে আহলে হকদের পদমর্যাদাসমূহ পরিস্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। আর সর্বদা হক ও ন্যায়বিচার করিবে। ওয়াস সালাম। (কানয)

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবুল হাসান! আমাকে কিছু নসীহত কর। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিজের একীনকে সন্দেহে পরিণত করিবেন না। (অর্থাৎ রুযী লাভ করা একীনী ও নিশ্চিত বিষয়, অতএব আপনি উহার তালাশে এই পরিমাণ ব্যস্ত হইবেন না যে, উহাতে সন্দেহ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।) নিজের এলেমকে জেহালত বা অজ্ঞতায় পরিণত করিবেন না। (অর্থাৎ এলেম অনুযায়ী আমলকে পরিত্যাগ করিবেন না, কারণ যে ব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তাহার এলেম থাকা ও না থাকা উভয়টাই সমান। আর নিজের ধারণাকে হক

মনে করিবেন না। (অর্থাৎ নিজের রায়কে ওহীর ন্যায় হক মনে করিবেন না।) আর জানিয়া রাখুন, দুনিয়া হইতে আপনার অংশ শুধু এই পরিমাণই যেই পরিমাণ আপনি পাইয়াছেন এবং উহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন, বা বন্টন করিয়াছেন এবং সমান সমান দিয়াছেন, বা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান, তুমি ঠিক বলিয়াছ।

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিকট যদি ইহা আনন্দদায়ক হয় যে, আপনি আপনার দুই সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত মিলিত হইবেন তবে আপনি নিজের আশা–আকাংখাকে সংক্ষিপ্ত করুন, খাবার খান কিন্তু পেট ভরিয়া নয়, খাটো লুঙ্গি পরিধান করুন, কোর্তায় তালি লাগান এবং নিজের জুতা নিজেই মেরামত করুন। যদি এরূপ করেন তবে আপনি তাহাদের উভয়ের সহিত মিলিত হইবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমার মালসম্পদ ও সন্তান–সন্ততি বৃদ্ধি পাওয়া কল্যাণ নয়, বরং কল্যাণ এই যে, তোমার এলেম বৃদ্ধি পায়, তোমার ধৈর্য ক্ষমতা বেশী হয় এবং আপন রবের এবাদতে তুমি লোকজন হইতে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর, যদি নেককাজ করিতে পার তবে আল্লাহর প্রশংসা কর, আর যদি অন্যায় কাজ হইয়া যায় তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুনিয়াতে একমাত্র দুই ব্যক্তির জন্য কল্যাণ রহিয়াছে। এক সেই ব্যক্তি যাহার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায় আর সে তওবা করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে নেক কাজে তাড়াতাড়ি করে। আর যে আমল তাকওয়ার সহিত হয় উহা কম বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ যে আমল আল্লাহর নিকট কবুল হইয়া যায় উহা কম গণ্য হইবে কিরূপে? (কোরআন পাকে আছে, আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকীদের আমলকে কবুল করেন।)

ওকবা ইবনে আবু সাহবা (রহঃ) বলেন, ইবনে মুলজিম যখন হযরত আলী (রাঃ)কে খঞ্জর মারিল তখন হযরত হাসান (রাঃ) তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং হযরত হাসান (রাঃ) কাঁদিতেছিলেন। হযরত আলী

(রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার বেটা, কেন কাঁদিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, কেন কাঁদিব না, অথচ আজ আপনার আখেরাতের প্রথম দিন এবং দুনিয়ার শেষ দিন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, চার আর চার (মোট আট)টি বিষয়কে সংরক্ষণ করিয়া লও। যদি এই আটটি বিষয় অবলম্বন কর তবে কোন আমল তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হযরত হাসান (রাঃ) আরজ করিলেন, আব্বাজান! সেই বিষয়গুলি কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, সর্বোত্তম ধনাঢ্যতা বুদ্ধিমত্তা, আর সর্বাপেক্ষা বড় অভাব হইল নির্বুদ্ধিতা। আত্মগর্ব হইল সর্বাধিক নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব আর উত্তম চরিত্র হইল সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও শরাফত। হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, আব্বাজান! এই চারটি হইল, অবশিষ্ট চারটিও বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, বেওকুফ ও নির্বোধ লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। কেননা সে তোমার উপকার করিতে যাইয়া ক্ষতি করিয়া দিবে। আর মিথ্যাবাদীর সহিত বন্ধুত্ব করিও না। কেননা সে তোমার দূরের লোক (অর্থাৎ শত্রু)কে নিকটে করিয়া দিবে আর তোমার নিকটের লোক (অর্থাৎ বন্ধু)কে দূরে সরাইয়া দিবে। (অথবা দূরের জিনিসকে নিকটে ও নিকটের জিনিসকে দূরে বলিয়া তোমার ক্ষতি করিয়া দিবে।) আর কৃপণের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। কেননা সে তোমার অতি প্রয়োজনের সময় তোমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। আর বদকার ও খারাপ লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। কেননা সে তোমাকে অতি সাধারণ জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিবে। (কানয)

বাইহাকী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর তৌফিক হইল উত্তম অগ্রনায়ক, সচ্চরিত্রতা হইল উত্তম সঙ্গী, বুদ্ধিমত্তা হইল উত্তম সহচর, আর আদব হইল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উত্তম সম্পদ। আত্মগর্ব অপেক্ষা কঠিন নিঃসঙ্গতা আর কিছু নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কথা বলে তাহাকে দেখিও না, বরং কি বলিয়াছে তাহা দেখ। তিনি আরো বলিয়াছেন, সমস্ত ভ্রাতৃবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে, শুধু সেই ভ্রাতৃবন্ধন টিকিয়া থাকিবে যাহাতে লোভ-লালসা নাই। (কানয)

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

নেমরান ইবনে মেখমার আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) এক বাহিনীর সহিত সফর করিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, বহু লোক এমন আছে যাহারা নিজেদের কাপড়–চোপড়কে তো খুব পরিস্কার ও উজ্জ্বল রাখে, কিন্তু আপন দ্বীনকে তাহারা ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। (অর্থাৎ দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বাহ্যিক দুনিয়াকে সুসজ্জিত করে।) মনোযোগ দিয়া শুন, বহু লোক এমন রহিয়াছে যাহারা বাহ্যিক মনে হয় নিজেদের নফসকে সম্মান করিতেছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা নিজেদের নফসকে অপমান করিতেছে। পুরাতন গুনাহগুলিকে নতুন নেক আমল দ্বারা মিটাইয়া দাও। যদি তোমাদের কেহ এত পরিমাণ গুনাহ করে যে, জমিন আসমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অতঃপর সে একটি নেক আমল করে তবে তাহার সেই নেক আমল সমস্ত গুনাহের উপর ছাইয়া যাইবে এবং উহার উপর প্রবল হইয়া যাইবে।

সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর কবর জর্দানে রহিয়াছে। তিনি যখন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইলন তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত মুসলমানদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করিতেছি। যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে সর্বদা কল্যাণের উপর থাকিবে। নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে, সদকা খয়রাত করিবে, হজ্ব ও ওমরা করিবে। একে অপরকে উপদেশ দিতে থাকিবে, নিজ আমীরদের হিতকামনা করিবে, তাহাদেরকে ধোকা দিবে না। আর দুনিয়া যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যদি কেহ হাজার বৎসরও জীবন লাভ করে অতঃপর তাহাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে যেইস্থানে আজ তোমরা আমাকে যাইতে দেখিতেছ। আল্লাহ তায়ালা সকল বনী আদমের উপর মৃত্যু লিখিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের সকলকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তন্মধ্য হইতে সর্বাধিক বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে আপন রবের সর্বাধিক অনুগত এবং আপন আখেরাতের জন্য সর্বাধিক আমলকারী। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া

বারাকাতুহু! হে মুআয ইবনে জাবাল! তুমি লোকদের নামায পড়াইবে। অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল।

তারপর হযরত মুআয (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট খাঁটি তওবা কর। কেননা কোন বান্দা যখন আপন গুনাহ হইতে খাঁটি তওবা করিয়া আল্লাহর নিকট হাজির হয় তখন তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া আল্লাহর উপর হক হইয়া যায়। কিন্তু সেই তওবার দ্বারা কর্জ বা ঋণ মাফ হইবে না। উহা আদায় করিতে হইবে, কেননা বান্দা তাহার ঋণের কারণে আটক হইয়া থাকিবে। তোমাদের যে কেহ আপন ভাইয়ের সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সে যেন নিজে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং মোসাফাহা করে। কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তাহার ভাইয়ের সহিত তিন দিনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বন্ধ রাখে, কেননা ইহা মস্ত বড় গুনাহ।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিয়াছেন, মুমিনের দিলের উদাহরণ চড়ুই পাখীর ন্যায়। চড়ুই পাখী প্রতিদিন কতবার যে দিক পরিবর্তন করে উহার কোন সীমা নাই।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট তাহার সঙ্গীগণ বসিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে সালাম করিতে ও বিদায় জানাইতে আসিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে দুইটি বিষয়ের অসিয়ত করিতেছি। যদি তুমি এই দুই অসিয়তের উপর আমল কর তবে সর্বপ্রকার মন্দ ও ফেতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। দুনিয়া হইতে তোমার যে অংশ রহিয়াছে উহা ব্যতীত তো তোমার চলিবে না, কিন্তু তোমার আখেরাতের অংশ উহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। অতএব দুনিয়ার অংশের উপর আখেরাতের অংশকে অগ্রাধিকার দিবে। আর আখেরাতের এমন ব্যবস্থা করিবে যেন তুমি যেখানেই যাও আখেরাত তোমার সহিত যায়।

আমর ইবনে মাইমূন আওদী (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আওদের সন্তানগণ!' আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দূত। উত্তমরূপে জানিয়া রাখ, আমাদের সকলকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তারপর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাইতে হইবে এবং সেখানে চিরকাল থাকিতে হইবে। সেখান হইতে অগ্রে কোথাও যাওয়া নাই। এমন শরীরে আমাদের অবস্থান হইবে যাহার জন্য আর মৃত্যু নাই।

মুআবিয়া ইবনে কুররাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, তুমি যখন নামায পড় তখন দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় নামায পড়, এরূপ মনে কর যে, আর কখনও নামায পড়ার সুযোগ পাইবে না। হে আমার বেটা! জানিয়া রাখ, মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার নিকট দুই রকমের নেকী থাকে। এক রকম হইল সেই নেকী যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে। দ্বিতীয় হইল সেই নেকী যাহা সে দুনিয়াতে রাখিয়া যাইতেছে অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, আমাকে কিছু শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তুমি কি আমার কথা মানিবে? সে বলিল, আমি তো আপনার কথা মানিতে অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি বলিলেন, কখনও রোযা রাখিবে, আবার কখনও রোযা ছাড়িয়া দিবে। রাত্রে কিছু সময় নামায পড়িবে, আবার কিছু সময় ঘুমাইবে। আর উপার্জন কর, কিন্তু গুনাহ করিবে না। পূর্ণ চেষ্টা করিবে যেন মুসলমান অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয় এবং মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি কাজ এমন রহিয়াছে, যে ব্যক্তি উহা করিবে সে অন্যের নিকট অসন্তুষ্টি ও ঘৃণার পাত্র হইবে। বিস্ময়কর বিষয় ব্যতীত অকারণে হাসা, মোটেও জাগরণ না করিয়া সারারাত্র ঘুমানো এবং ক্ষুধা ব্যতিরেকে খানা খাওয়া।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, অভাব দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে, তোমরা উহাতে সবর করিয়াছ ও উত্তীর্ণ হইয়াছ। অতিসত্বর তোমাদেরকে সচ্ছলতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হইবে। আমি তোমাদের জন্য নারীদের পরীক্ষাকে সর্বাধিক ভয় করি। যখন তাহারা স্বর্ণ-রূপার কাঁকন ও শাম দেশীয় মিহি কাপড় ও ইয়ামান দেশীয় ফুল করা চাদর পরিধান করিবে তখন তাহারা ধনী ব্যক্তিকে ক্লান্ত করিয়া দিবে এবং গরীব ব্যক্তির উপর এমন বোঝা চাপাইবে যাহা জোগাড় করিতে সে অক্ষম হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তির উপর আমার অত্যন্ত রাগ হয়, যাহাকে দেখি বেকার রহিয়াছে। না সে দুনিয়ার কোন কাজে লিপ্ত রহিয়াছে আর না আখেরাতের কোন কাজে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আরো বলিয়াছেন, আমি তোমাদের কাহাকেও এমন না পাই যে, রাত্রভর মরার মত পড়িয়া থাকে আর দিনভর কুতরুব পোকার ন্যায় লাফাইয়া বেড়ায়। (অর্থাৎ সারারাত্র ঘুমাইয়া কাটায় আর সারাদিন দুনিয়ার কাজে ছুটিয়া বেড়ায়।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার পরিস্কার অংশ চলিয়া গিয়াছে অপরিস্কার ও ময়লা অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। অতএব আজ মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তোহফাস্বরূপ। অপর রেওয়ায়াতে আছে, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পাহাড়ের চূড়ায় পানির চৌবাচ্চার ন্যায়, যাহার পরিস্কার অংশ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর ময়লা অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, মনোযোগ দিয়া শুন, দুইটি অপছন্দনীয় জিনিস কতই না উত্তম! এক মৃত্যু, দুই গরীবী। আল্লাহর কসম, মানুষের দুইটিই অবস্থা হইয়া থাকে। এক—(ধনসম্পদের কারণে) সচ্ছলতার অবস্থা। দুই অভাব অনটনের অবস্থা। আর এই দুই অবস্থার যে কোনটিতে আমাকে লিপ্ত করা হউক, আমি উহার পরওয়া করি না। যদি ধনসম্পদ ও সচ্ছলতার অবস্থা হয় তবে উহা দ্বারা সাহায্য সহানুভূতি

(করিয়া আল্লাহর হুকুম পালন) করিব। আর যদি অভাব অনটনের অবস্থা হয় তবে সবর (করিয়া আল্লাহর হুকুম পালন) করিব।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকীকত বা প্রকৃত ঈমান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে ঈমানের চূড়ায় পৌঁছিবে। আর সে ঈমানের চূড়ায় পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহার নিকট ধনী হওয়া অপেক্ষা গরীব থাকা ও বড়াই অপেক্ষা বিনয় অধিক প্রিয় না হইবে এবং তাহার প্রশংসাকারী ও তাহার নিন্দাকারী উভয়ে তাহার নিকট সমান না হইবে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর সঙ্গীগণ তাহার এই কথার অর্থ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হালাল উপার্জনের সহিত গরীব থাকা, হারাম উপার্জন দ্বারা ধনী হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হইবে এবং আল্লাহর হুকুম পালনার্থে নিজেকে ছোট করা, অমান্য করিয়া বড় হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হইবে এবং হক ও ন্যায়ের ব্যাপারে প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান না হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, যে বান্দা মুসলমান অবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যা করে দুনিয়ার কোন মুসীবত তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

হুজাইরা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন বয়ান করার জন্য বসিতেন তখন বলিতেন, তোমরা সকলে দিবা-রাত্রির অতিক্রম পথে রহিয়াছ। তোমাদের বয়স কমিতেছে, আমল সংরক্ষণ করা হইতেছে। আকস্মিকভাবে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি নেক আমল বপণ করিবে সে নিজের পছন্দের ফসল কাটিবে। আর যে বদ আমল বপণ করিবে সে আফসোস ও অনুতাপের ফসল কাটিবে। প্রত্যেকে যেমন চাষ করিবে তেমনি পাইবে। (প্রত্যেক ব্যক্তি আপন তকদীরের জিনিস অবশ্যই পাইবে। অতএব) ধীরগতি ব্যক্তি তাহার তকদীরের অংশ অবশ্যই পাইবে, কোন দ্রুতগামী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাহার অংশ লইয়া যাইতে পারিবে না। অতি আগ্রহী ব্যক্তি অত্যাধিক চেষ্টা করিয়াও এমন জিনিস কখনও পাইবে না যাহা তাহার তকদীরে নাই। আর যে কোন কল্যাণ লাভ করে তাহা আল্লাহই তাহাকে দান করিয়াছেন। আর যে কোন অকল্যাণ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে আল্লাহ

তায়ালাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। মুত্তাকী লোকেরা সর্দার, ফকীহ লোকেরা উম্মতের অগ্রনায়ক। তাহাদের নিকট বসার দ্বারা দ্বীনের বুঝ বৃদ্ধি পায়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই মেহমানস্বরূপ, তাহার নিকট যে মাল সম্পদ রহিয়াছে তাহা ধারস্বরূপ। মেহমানকে বিদায় গ্রহণ করিতেই হয়, আর ধার করা সম্পদ উহার মালিককে ফেরত দিতেই হয়।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ))এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, আমাকে কিছু কথা শিখাইয়া দিন যাহা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও উপকারী হয়। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করিবেন। আর কোরআনের অধীন হইয়া চলিবে, যেইদিকে কোরআন চলে তুমিও সেইদিকে চলিবে। আর তোমার নিকট যে কেহ হক কথা লইয়া আসে তুমি উহাকে গ্রহণ করিবে। যদিও হক লইয়া আগমনকারী ব্যক্তি দূরের লোক (অর্থাৎ শত্রু)ও তোমার নিকট অপছন্দনীয় হয়। আর যে কেহ তোমার নিকট বাতেল কথা লইয়া আসে তুমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। যদিও বাতেল লইয়া আগমনকারী ব্যক্তি তোমার বন্ধু ও নিকট আত্মীয় হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হক ভারী মনে হয় কিন্তু উহার পরিণাম ভাল হয়। আর বাতেল হালকা মনে হয়, কিন্তু উহার পরিণাম খারাপ হয়। আর মানুষের অনেক খাহেশ এমনও আছে যাহার পরিণতিতে দীর্ঘ দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, অনেক সময় অন্তরে নেক আমল করার প্রতি শওক ও আগ্রহ থাকে, আবার অনেক সময় শওক আগ্রহ একেবারেই থাকে না। সুতরাং যখন অন্তরে শওক ও আগ্রহ হয় তখন উহাকে 'গনীমত ও সুবর্ণ সুযোগ মনে করিও। আর যখন শওক ও আগ্রহ একেবারে থাকে না তখন অন্তরকে উহার অবস্থায় ছাড়িয়া দাও।

মুনযির (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর

নিকট কতিপয় গ্রাম্য সর্দার উপস্থিত হইল। তাহাদের মোটা মোটা ঘাড় ও স্বাস্থ্যবান শরীর দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিল। হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা অনেক কাফের দেখিবে যাহারা শারীরিকভাবে খুবই স্বাস্থ্যবান কিন্তু তাহাদের অন্তর সর্বাপেক্ষা রোগাক্রান্ত। আর তোমরা অনেক মুমিনকে দেখিবে যাহাদের অন্তর অত্যন্ত সুস্থ কিন্তু তাহাদের শরীর সর্বাপেক্ষা রুগ্ন। আল্লাহর কসম, যদি তোমাদের অন্তর (কুফর ও শিরকের রোগে) রোগাক্রান্ত হয় আর শরীর খুবই স্বাস্থ্যবান হয় তবে তোমরা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুবরে পোকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর সাক্ষাৎ ব্যতীত মুমিনের শান্তিলাভ হইতে পারে না। আর আল্লাহর সাক্ষাতে যাহার শান্তি লাভ হয় তাহার যেন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন আপন দ্বীনের ব্যাপারে কোন জীবিত ব্যক্তির কখনও এরূপ অনুসরণ না করে যে, সে ঈমান আনিলে আমি ঈমান আনিব, সে কাফের হইয়া গেলে আমি কাফের হইয়া যাইব। আর যদি কাহারো অনুসরণ করিতেই হয় তবে তাহাদের অনুসরণ কর যাহারা দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যায় না, কখন কোন্ ফেতনায় পতিত হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন ইম্মাআহ না হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আব্দির রহমান! ইম্মাআহ কেমন ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, ইম্মাআহ হইল এমন ব্যক্তি, যে (নিজস্ব কোন বুদ্ধি বিবেচনা নাই বলিয়া) এরূপ বলে, আমি লোকজনের সঙ্গে আছি, যদি তাহারা হেদায়াতের পথে চলে তবে আমিও হেদায়াতের পথে চলিব, আর যদি তাহারা গোমরাহীর পথে চলে তবে আমিও গোমরাহীর পথে চলিব। মনোযোগ দিয়া শুন, প্রত্যেকে যেন নিজের দিলকে এই ব্যাপারে মজবুত করিয়া রাখে যে, যদি সমগ্র দুনিয়ার মানুষও কাফের হইয়া যায়, তবুও সে কাফের হইবে না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ে আমি কসম খাইতেছি, বরং চতুর্থ একটি বিষয়েও যদি আমি কসম খাই তবে আমি

এই কসমে সত্যবাদী হইব। যাহার ইসলামে কোন অংশ রহিয়াছে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ন্যায় কখনও করিবেন না যাহার ইসলামে কোন অংশ নাই। আর এরূপ কখনও হইবে না যে, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে দুনিয়াতে ভালবাসেন কেয়ামতের দিন তাহাকে অন্য কাহারো সোপর্দ করিয়া দিবেন। আর মানুষ দুনিয়াতে যাহাদের সহিত মহব্বত রাখিবে কেয়ামতের দিন তাহাদের সহিতই আসিবে। চতুর্থ বিষয় যাহার উপর কসম খাইলে আমি সত্যবাদী হইব, তাহা এই যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে যাহার গুনাহগুলিকে ঢাকিয়া রাখিবেন, আখেরাতেও তাহার গুনাহকে অবশ্যই ঢাকিয়া রাখিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া চাহিবে সে তাহার আখেরাতের ক্ষতি করিবে, আর যে আখেরাত চাহিবে সে তাহার দুনিয়ার ক্ষতি করিবে। অতএব হে আমার কাওম, চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য দুনিয়ার ক্ষতি সহ্য করিয়া লও। (আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না।)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হইল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাপেক্ষা শক্ত দড়ির বেষ্টনী হইল তাকওয়ার কালেমা, সর্বোত্তম মিল্লাত বা দ্বীন হইল ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)এর মিল্লাত, সর্বোত্তম সুন্নাত বা তরীকা হইল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, সর্বোত্তম জীবন চরিত হইল নবীগণের জীবনচরিত। সর্বোন্নত কথা হইল আল্লাহর যিকির, উত্তম কাহিনী হইল কোরআন। আর উত্তম কাজ উহাই যাহার পরিণতি ভাল হয়, সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ হইল বিদআত, যে মাল কম কিন্তু উহাতে প্রয়োজন মিটিয়া যায় উহা সেই মাল অপেক্ষা উত্তম যাহা বেশী কিন্তু মানুষকে আল্লাহ ও আখেরাত হইতে গাফেল করিয়া দেয়।

তুমি কোন মানুষকে (খারাপ বা জুলুম অত্যাচার হইতে) বাঁচাও ইহা তোমার জন্য এমন আমীর হওয়া অপেক্ষা উত্তম যেই আমীরীতে তুমি ইনসাফ করিতে সক্ষম হও। আর মৃত্যুর সময় (গুনাহের উপর) নিজেকে তিরস্কার করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল সর্বাপেক্ষা খারাপ তিরস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা। কেয়ামতের দিনের লজ্জা হইবে সর্বাপেক্ষা বড় লজ্জা। হেদায়াত পাওয়ার পর পথভ্রষ্ট হওয়া হইল সর্বাপেক্ষা খারাপ পথভ্রষ্টতা।

অন্তর ধনী হওয়া হইল সর্বোত্তম ধনী হওয়া। আর সর্বাপেক্ষা উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া। আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস অন্তরে ঢালেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল একীন। সন্দেহ করা কুফর। অন্তরের অন্ধত্ব হইল সর্বাপেক্ষা খারাপ অন্ধত্ব। শরাব সমস্ত গুনাহের সমষ্টি। নারী হইল শয়তানের জাল।

যৌবন একপ্রকার পাগলামী। মৃতের জন্য বিলাপ করা জাহিলিয়াতের কাজ। কতিপয় লোক জুমুআর নামাযে সকলের পরে আসে, শুধু মুখে আল্লাহর যিকির করে, অন্তর উহাতে মোটেও লিপ্ত হয় না। সর্ববৃহৎ গুনাহ হইল মিথ্যা। মুমিনকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক বা গুনাহ এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করা কুফ্‌র, তাহার মালসম্পদ এরূপ সম্মানযোগ্য যেমন তাহার রক্ত। যে ব্যক্তি লোকদেরকে ক্ষমা করিবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি রাগ হজম করিবে আল্লাহ তাহাকে আজর ও সওয়াব দান করিবেন। যে অন্যকে মার্জনা করিবে আল্লাহ তাহাকে মার্জনা করিবেন। যে বিপদ–আপদে ধৈর্যধারণ করিবে আল্লাহ তাহাকে অতি উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন হইল সুদের উপার্জন। সর্বনিকৃষ্ট খাবার হইল এতীমের মাল। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে। হতভাগা সেই ব্যক্তি যে মাতৃগর্ভেই হতভাগ্য হইয়াছে। তোমাদের একজনের জন্য এই পরিমাণ মালই যথেষ্ট যাহাতে তাহার অন্তর তুষ্ট হয়। অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে চার হাত পরিমাণ জায়গায় অর্থাৎ কবরে যাইতে হইবে। প্রকৃত ফয়সালা আখেরাতেই হইবে। সর্বশেষ আমলের উপরই সমস্ত আমল নির্ভর করে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণনা হইল মিথ্যা বর্ণনা। সর্বোত্তম মৃত্যু হইল শহীদী মৃত্যু। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীক্ষাকে বুঝিতে পারে সে উহার উপর সবর করে, আর যে বুঝিতে পারে না সে অস্বীকার করে। যে বড়াই করে আল্লাহ তাহাকে হেয় করিয়া দেন। যে দুনিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চায় দুনিয়া তাহার আয়ত্তে আসে না। যে শয়তানের কথা মান্য করে সে আল্লাহর নাফরমানী করে, আর যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে আল্লাহ তাহাকে আযাব দিবেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখাইবার জন্য আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার সকল গুনাহ ও দোষ লোকদেরকে দেখাইয়া দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করিবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহগুলি লোকদেরকে শুনাইয়া দিবেন। যে ব্যক্তি বড়াই করার জন্য নিজেকে উঁচা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নীচু করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি বিনয়ের উদ্দেশ্যে নিজেকে নীচু করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উঁচা করিয়া দিবেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

জা'ফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলিতেন, তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হাসি আসে, আর তিন বিষয়ের উপর আমার কান্না আসে। এক—সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া হাসি আসে, যে দুনিয়ার ব্যাপারে অনেক কিছু আশা করিতেছে অথচ মৃত্যু তাহাকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। দুই—এমন ব্যক্তি যে গাফেল হইয়া রহিয়াছে অথচ তাহার ব্যাপারে গাফলতী করা হইতেছে না। (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ সর্বদা তাহার মন্দকাজ লেখায় মশগুল রহিয়াছে।) তিন—যে গাল ভরিয়া হাসে অথচ সে জানে না, সে কি তাহার রবকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে, না সন্তুষ্ট করিয়াছে।

আর তিন কারণে আমার কান্না আসে। এক—প্রিয় বন্ধুদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের বিরহ। দুই—মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণার সময় আখেরাতের ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে হইবে। তিন—আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, অথচ আমার জানা নাই, আমি কি জাহান্নামে যাইব, না জান্নাতে যাইব?

হযরত সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার সহিত মন্দ ও ধ্বংসের এরাদা করেন তখন তাহার ভিতর হইতে লজ্জাশরম বাহির করিয়া লন। পরিণতিতে তুমি দেখিবে, লোকজনও

তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আর সেও লোকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। যখন তাহার এরূপ অবস্থা হয় তখন তাহার অন্তর হইতে দয়ামায়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, ফলে তুমি তাহাকে অত্যন্ত বদ আখলাক ও কঠিন হৃদয় দেখিতে পাইবে। যখন তাহার অবস্থা এরূপ হইবে তখন তাহার মধ্য হইতে আমানতদারীর গুণ ছিনাইয়া লওয়া হইবে, পরিণামে তুমি দেখিবে, সে লোকদের সহিত খেয়ানত করিতেছে আর লোকেরাও তাহার সহিত খেয়ানত করিতেছে। অতঃপর যখন সে এরূপ অবস্থার শিকার হইবে তখন ইসলামের রশি তাহার গর্দান হইতে নামাইয়া লওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ ও তাঁহার মাখলুক সকলেই তাহার উপর লা'নত বর্ষণ করিতে থাকে, আর সেও অন্যদেরকে লা'নত দিতে থাকে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়াতে মুমিনের উদাহরণ সেই রুগীর ন্যায় যাহার সঙ্গে তাহার চিকিৎসক রহিয়াছে। যে তাহার রোগ ও উহার চিকিৎসা উভয় সম্পর্কে অবগত। যখন তাহার অন্তর এমন জিনিসের আগ্রহ করে যাহা তাহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তখন চিকিৎসক তাহাকে সেই জিনিস হইতে নিষেধ করে এবং বলে, ইহার নিকটেও যাইও না, কেননা যদি তুমি ইহা খাও তবে তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এইভাবে তাহার চিকিৎসক তাহাকে ক্ষতিকর জিনিস হইতে বিরত রাখে ফলে সে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে এবং রোগ দূর হইয়া যায়। এমনিভাবে মুমিনের দিল দুনিয়ার এমন অনেক জিনিসের খাহেশ করিতে থাকে যাহা অন্যদেরকে তাহার অপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিনকে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উহা হইতে নিষেধ করিতে থাকেন এবং উহাকে তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন। অবশেষে মৃত্যুর পর তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) (দামেশক হইতে) হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আপনি (দামেশকের) পবিত্র জমিনে আসুন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) তাহাকে উত্তরে লিখিলেন, জমিন কাহাকেও পবিত্র করে না, মানুষকে তো তাহার আমল পবিত্র করে। আর আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আপনাকে সেখানে চিকিৎসক (অর্থাৎ বিচারক)

বানানো হইয়াছে। যদি আপনার দ্বারা অসুস্থরা সুস্থতা লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ আপনি বিচারে ইনসাফ করিয়া থাকেন) তবে তো ধন্য হউক আপনার জন্য। আর যদি আপনি চিকিৎসায় অনভিজ্ঞ হন এবং জোর করিয়া চিকিৎসক সাজিয়া থাকেন তবে ভুল চিকিৎসা অর্থাৎ ভুল বিচার করিয়া মানুষ মারা হইতে বাঁচিয়া থাকুন, নতুবা আপনি জাহান্নামে প্রবেশ করিবেন। অতএব হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখনই দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার বা ফয়সালা করিতেন এবং তাহারা ফেরত যাইতে লাগিত তখন তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, আল্লাহর কসম, আমি তো আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ বিচারক! তোমরা ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের ঘটনা আবার একটু শুনাও। (অর্থাৎ তিনি বার বার যাচাই করিয়া ফয়সালা করিতেন।)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হাস্সান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, তোমরা ততক্ষণ কল্যাণের উপর থাকিবে যতক্ষণ তোমরা তোমাদের ভাল লোকদেরকে মহব্বত করিবে এবং তোমাদের মধ্যে হক কথা বলা হইলে তোমরা উহাকে বুঝিতে সক্ষম হইবে। কারণ যে হক কথাকে বুঝে সে উহার উপর আমলকারী সমতুল্য গণ্য হয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা লোকদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব চাপাইও না যাহার দায়িত্ব (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তাহাদের উপর চাপানো হয় নাই। যে কাজের উপর তাহাদের রব হিসাব গ্রহণ করিবেন না, তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এমন কাজের উপর হিসাব গ্রহণ কর, ইহা উচিত নয়। হে আদম সন্তান! তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। কেননা যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে যে সকল দোষ পরিলক্ষিত হয়, উহার তালাশে লাগিবে তাহার দুঃখ দীর্ঘ হইবে এবং তাহার রাগ কখনও ঠাণ্ডা হইবার নয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর এবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ। নিজেদেরকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর। জানিয়া রাখ, অল্প মাল যাহা তোমাদের প্রয়োজন মিটাইতে যথেষ্ট

হয় তাহা এমন অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা তোমাদেরকে আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। ইহাও জানিয়া রাখ, নেকী কখনও পুরাতন হইবে না এবং গুনাহ কখনও ভুলিয়া যাওয়া হইবে না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমার মাল আওলাদ বেশী হওয়া কল্যাণের জিনিস নয়,বরং কল্যাণের জিনিস হইল তোমার সহনশীলতা অধিক হয় এবং তোমার এলেম বৃদ্ধি লাভ করে, আর তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদতে লোকদের সহিত প্রতিযোগিতা কর। নেক কাজ করিয়া আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর এবং গুনাহ হইয়া গেলে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সালেম ইবনে আবিল জা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষকে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত যে, তাহার অজ্ঞাতে মুমিনীনদের অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অতঃপর বলিলেন, তুমি জান কি এরূপ কিভাবে হয়? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, বান্দা নির্জনে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করে, আর এই কারণে আল্লাহ তায়ালা মুমিনীনদের অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দেন, অথচ সে জানিতেও পারে না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, ঈমানের চূড়া হইল, আল্লাহর হুকুমে আগত কষ্টের উপর সবর করা, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসায় খাঁটি হওয়া ও বিনা আপত্তিতে আল্লাহর হুকুম মানিয়া লইয়া আত্মসমর্পণ করা।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, ধ্বংস হউক সেই ব্যক্তির জন্য, যে বহু মালসম্পদ জমা করিয়াছে এবং মালের লোভে এমনভাবে হা করিয়া থাকে যেন একজন পাগল। লোকদের নিকট যে দুনিয়া রহিয়াছে উহার প্রতি তাকাইয়া থাকে আর নিজের কাছে যাহা রহিয়াছে, না উহার প্রতি দেখে আর না উহার উপর শোকর করে। যদি শক্তিতে কুলায় তবে রাত্রদিন এক করিয়া ফেলে। (অর্থাৎ দিনের বেলায় তো মাল উপার্জন করেই, পারিলে রাত্রকেও এই কাজে ব্যয় করে।) তাহার জন্য ধ্বংস হউক, তাহার হিসাবও কঠিন হইবে, আর আযাবও কঠিন হইবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, হে দামেশকবাসী! তোমাদের কি

লজ্জা হয় না? এত মাল জমা করিতেছ যাহা তোমরা ভোগ করিতে পারিবে না, আর এত ঘরবাড়ী বানাইতেছ যাহাতে তোমরা থাকিতেও পারিবে না। আর এত দীর্ঘ আশা করিতেছ যেখান পর্যন্ত তোমরা পৌঁছিতে পারিবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা মাল জমা করিয়া সংরক্ষণ করিত, তাহারা বহু দীর্ঘ আশা পোষণ করিত এবং উঁচা উঁচা সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করিত, কিন্তু তাহাদের সেই সংরক্ষিত মালদৌলত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আশা–আকাংখা ধোকায় প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহাদের ঘরবাড়ীসমূহ কবরে পরিণত হইয়াছে। এই আদ জাতি, যাহাদের মাল–আওলাদ দ্বারা আদন হইতে আম্মান পর্যন্ত এলাকা ভরপুর ছিল। কে আছে আমার নিকট হইতে আজ আদ জাতির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি দুই দেরহামের বিনিময়ে খরিদ করিবে?

আওন ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখন মুসলমানদেরকে গুতা নামক এলাকায় নতুন দালানকোঠা ও বাগবাগিচা বানাইতে দেখিলেন তখন তাহাদের মসজিদে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, হে দামেশকবাসী! ঘোষণা শুনিয়া সমস্ত দামেশকবাসী তাহার নিকট সমবেত হইল। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? অতঃপর উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

সাফওয়ান ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিতেন, হে সম্পদশালীগণ! নিজেদের মালসম্পদকে (সদকা ইত্যাদিতে) খরচ করিয়া আখেরাতে নিজেদের (শরীরের) চামড়াকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা কর (অর্থাৎ সদকা ইত্যাদির দ্বারা তোমরা জাহান্নামের গরম হইতে বাঁচিবে) এমন না হয় যে, তোমাদের মৃত্যু নিকটে আসিয়া যায় আর তোমাদের মালের ব্যাপারে আমাদের ও তোমাদের অবস্থা সমান সমান হইয়া যায়। তোমরা উহার প্রতি শুধু তাকাইয়া থাকা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিবে না, আর আমরাও তোমাদের সহিত উহার প্রতি শুধু তাকাইয়াই থাকিব।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করিতেছি যে, তোমরা নেয়ামতকে গোপন খাহেশের মধ্যে ব্যবহার

করিবে, ফলে সেই নেয়ামত তোমাদেরকে গাফেল করিয়া দিবে। আর এরূপ তখন হইবে যখন তোমরা পেট ভরিয়া খাবার খাইবে, কিন্তু এলেম হইতে ভুখা থাকিবে। (অর্থাৎ একেবারেই এলেম হাসেল করিবে না।) তিনি আরো বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজের সঙ্গীকে বলে, আস, মৃত্যুর পূর্বে আমরা রোযা রাখিয়া লই। আর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি সে, যে নিজের সঙ্গীকে বলে, আস, মৃত্যুর পূর্বে আমরা খাওয়া–দাওয়া ও আমোদ–প্রমোদ করিয়া লই।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) একবার কতিপয় লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা ঘর বানাইতেছিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা দুনিয়াতে নতুন নতুন দালান তৈয়ার করিতেছ অথচ আল্লাহ তায়ালা উহাকে অনাবাদ ও জনশূন্য করার এরাদা করিয়া রাখিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যাহা এরাদা করেন উহাকে করিয়াই ছাড়েন, কেহ বাধা দিতে পারে না। মাকহুল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) জনশূন্য বিরান জায়গা তালাশ করিতেন। যখন কোন জনশূন্য বিরান জায়গা পাইতেন তখন বলিতেন, হে বিধ্বস্তকারী জনশূন্য স্থান! তোমার মধ্যে পূর্বের বসবাসকারী লোকেরা কোথায়?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস আমার খুবই প্রিয়, কিন্তু উহা সাধারণ লোকদের নিকট অপ্রিয়। অভাব–অনটন, রোগ–ব্যাধি ও মৃত্যু। তিনি আরো বলিয়াছেন, আপন রবের সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে আমি মৃত্যুকে ভালবাসি। আপন রবের সম্মুখে বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি অভাবকে ভালবাসি। আর গুনাহের জন্য কাফফারা হওয়ার কারণে আমি রোগ–বিমারীকে ভালবাসি।

শুরাহবীল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখন কোন জানাযা দেখিতেন তখন বলিতেন, তুমি সকালে যাইতেছ, সন্ধ্যায় আমরাও তোমার সহিত মিলিত হইব। অথবা তুমি সন্ধ্যায় যাইতেছ, সকালে আমরাও তোমার সহিত মিলিত হইব। জানাযা একটি অত্যন্ত কার্যকর নসীহত, কিন্তু লোকেরা কত দ্রুত গাফেল হইয়া যায়। নসীহত গ্রহণ করার জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট। এক এক করিয়া লোকজন চলিয়া যাইতেছে, পরিশেষে এমন লোক থাকিয়া যাইতেছে যাহার কোন জ্ঞান

বলিতে নাই। (অর্থাৎ জানাযা দেখার পরও নিজের দুনিয়ার কাজে মগ্ন হইয়া থাকে।)

আওন ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের অবস্থা খোঁজ করিয়া দেখিবে সে নিজের পছন্দনীয় অবস্থা দেখিবে না। (কেননা ভাল অবস্থা সম্পন্ন লোক কমই পাওয়া যায়।) যে ব্যক্তি আগত কষ্টদায়ক অবস্থার জন্য সবর প্রস্তুত করিয়া রাখিবেনা সে পরিশেষে অক্ষম হইয়া পড়িবে। তুমি যদি লোকদেরকে গাল-মন্দ কর তবে লোকেরাও তোমাকে গালমন্দ করিবে, তুমি যদি তাহাদেরকে বলা ছাড়িয়া দাও তবে তাহারা তোমাকে বলিতে ছাড়িবে না। আওন (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি নসীহত করেন? তিনি বলিলেন, যদি লোকেরা তোমাকে গালমন্দ করে তবে তুমি আজ তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না, বরং উহা তাহাদের উপর ঋণ হিসাবে রাখিয়া দাও এবং যেদিন তোমার অত্যাধিক প্রয়োজন দেখা দিবে (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া লইও।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করিবে তাহার আত্মগর্ব ও হিংসা দূর হইয়া যাইবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কি ব্যাপার, আমি দেখিতেছি, যেই রুযীর দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন উহার জন্য তোমরা অত্যাধিক চেষ্টা ফিকির করিতেছ, আর যেই আমলের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে উহাকে নষ্ট করিতেছ? পশু চিকিৎসকগণ যেমন ঘোড়াকে চিনে, আমি তোমাদের মন্দ লোকদেরকে তাহাদের অপেক্ষা অধিক চিনি। তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নামায তো পড়ে কিন্তু সময় পার করিয়া, কোরআন তো শুনে, কিন্তু অমনোযোগিতার সহিত, তাহারা গোলামদেরকে আযাদ তো করে, কিন্তু তাহারা আযাদ হয় না। (বরং তাহাদেরকে পূর্বের ন্যায় খাটাইতে থাকে।)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, জীবনভর কল্যাণ তালাশ করিতে থাক, আল্লাহর রহমতের ঝাপটার সম্মুখে নিজেকে পেশ করিতে থাক, কারণ আল্লাহর রহমতের ঝাপ্টা চলিতে থাকে, আপন বান্দাগণের

মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন উহার ছোঁয়া লাগাইয়া দেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলিকে ঢাকিয়া রাখেন এবং তোমাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেন।

আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর ইবনে নুফাইর (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট আরজ করিল, আপনি আমাকে এমন কোন কথা শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার করেন। তিনি বলিলেন, একটি নয়, দুইটি, তিনটি, চারটি এবং পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। উহার উপর আমলকারীকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। অতঃপর বলিলেন, শুধুমাত্র পাকপবিত্র খাবার খাও, শুধুমাত্র পাক-পবিত্র মাল উপার্জন কর, শুধুমাত্র পাক-পবিত্র রুযী ঘরে আন, আর আল্লাহর নিকট চাও যে, তিনি তোমাকে প্রতিদিন একদিনের রুযী দান করেন। যখন তুমি সকালে উঠ তখন নিজেকে মৃত লোকদের মধ্যে গণ্য কর, যেন তুমি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। নিজের ইজ্জতকে আল্লাহর জন্য কোরবান কর। অতএব যে ব্যক্তি তোমাকে মন্দ বলে, গালি দেয় অথবা তোমার সহিত লড়াই করে তুমি তাহাকে আল্লাহর জন্য ছাড়িয়া দাও। আর যখন তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে ইস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মাফ চাহিয়া লও।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতে যুবক থাকে যদিও বার্ধক্যের কারণে গলার নীচের হাড়দ্বয় মিলিয়া গিয়াছে। তবে যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া (অর্থাৎ পরহেযগারী)এর জন্য বিশুদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতে যুবক থাকে না। এরূপ কামেল মুত্তাকী লোক খুবই কম পাওয়া যায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি কাজ এমন রহিয়াছে যাহা করিলে আদম সন্তানের সমস্ত কাজ ঠিক হইয়া যাইবে। তুমি নিজ মুসীবতের ব্যাপারে কাহারো নিকট শেকায়াত বা নালিশ করিও না। নিজ রোগ-ব্যাধির কথা কাহাকেও বলিও না, এবং নিজ মুখে নিজের গুণ ও নিজেকে পাক-পবিত্র বলিয়া জাহির করিও না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মজলুম ও এতীমের বদদোয়া

হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা রাত্রে যখন মানুষ ঘুমাইয়া থাকে তখন তাহাদের বদদোয়া আল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি এমন অসহায় ব্যক্তির উপর জুলুম করাকে সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করি, যে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও সাহায্যকারী পায় না।

মা'মার (রহঃ) আপন সাথী হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত সালমান (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিলেন, হে আমার ভাই! নিজের সুস্থতা ও অবসরকে এমন মুসীবত আসার পূর্বে গনীমত ও সুবর্ণ সুযোগ মনে কর যাহা সমস্ত বান্দাগণ মিলিয়া ফিরাইতে পারিবে না। (এখানে মুসীবত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু) আর বিপদগ্রস্ত লোকের দোয়াকে গনীমত মনে কর। আর হে আমার ভাই! মসজিদ তোমার ঘর হওয়া চাই। অর্থাৎ মসজিদে অধিক সময় আমলে লিপ্ত থাকা চাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, মসজিদ প্রত্যেক মুত্তাকীর ঘর। আর যাহাদের ঘর মসজিদ হইবে তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা আনন্দ ও শান্তি লাভ করিবে এবং পুলসিরাত পার হইয়া তাহারা আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাসিল করিবে।

আর হে আমার ভাই! এতীমের উপর রহম কর, তাহাকে নিজের নিকটে কর এবং তাহাকে নিজের খাবার হইতে খাওয়াও। কেননা একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের অন্তরের কঠোরতার কথা আরজ করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হউক? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এতীমকে নিজের নিকটে স্থান দাও, তাহার মাথায় হাত বুলাও এবং তাহাকে নিজের খাবার হইতে খাওয়াও তোমার অন্তর নরম হইবে এবং তোমার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হইবে।

আর হে আমার ভাই! এত পরিমাণ জমা করিও না যাহার তুমি শোকর আদায় করিতে পার না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, একজন এমন

ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মাল-সম্পদের মালিক হইয়া উহার খরচের ব্যাপারে আল্লাহকে মান্য করিয়াছে তাহাকে কেয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আনা হইবে যে, সে আগে আগে হইবে আর তাহার মাল পিছনে থাকিবে, সে যখনই পুলসিরাতের উপর হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইতে চাহিবে তাহার মাল তাহাকে বলিবে, তুমি নিশ্চিন্তে চলিতে থাক, (তুমি জাহান্নামে পড়িবে না, কেননা) তোমার উপর মালের যে হক ছিল তাহা তুমি আদায় করিয়াছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার এই মাল সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করে নাই তাহাকে এরূপ অবস্থায় আনা হইবে যে, তাহার মাল তাহার এই কাঁধের মাঝে রাখা হইবে। তাহার মাল তাহাকে ঠোকর মারিয়া বলিবে, তোমার নাশ হউক! আমার ব্যাপারে কেন আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল করিলে না? এই মাল বার বার তাহার সহিত এরূপ আচরণ করিতে থাকিবে, অবশেষে সে ধ্বংসকে আহ্বান করিবে। আর হে আমার ভাই! আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমি একজন খাদেম খরিদ করিয়াছ। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্ক ও বান্দার সহিত আল্লাহর সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে যতক্ষণ তাহার খেদমত না করা হয়। নিজের কাজ সে নিজেই করে। আর যখন তাহার খেদমত করা আরম্ভ হয় তখন তাহার উপর হিসাব ওয়াজিব হইয়া যায়। (অর্থাৎ তাহাকে হিসাব দিতে হইবে।) উম্মে দারদা আমার নিকট খাদেম চাহিয়াছিল, আমি তখন সম্পদশালীও ছিলাম, কিন্তু আমি যেহেতু হিসাব সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়াছিলাম সেহেতু খাদেম খরিদ করা আমি পছন্দ করি নাই।

আর হে আমার ভাই! আমার ও তোমার জন্য কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যে, আমরা উভয়ে কেয়ামতের দিন পরস্পর মিলিত হইতে পারিব এবং আমাদের কোন হিসাবের ভয় থাকিবে না।

আর হে আমার ভাই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার ধোকায় পড়িও না। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অনেক দীর্ঘ সময় কাটাইয়াছি। আল্লাহই

ভাল জানেন, আমরা তাহার পর কি কি করিয়াছি।

আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ মুহারিবী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) নিজের এক ভাইকে এরূপ চিঠি লিখিলেন, আম্মাবা'দ, তোমার নিকট যে পরিমাণ দুনিয়া আছে, তাহা তোমার পূর্বে অন্যদের নিকট ছিল এবং তোমার পর তাহা অন্যদের নিকট চলিয়া যাইবে। উহা হইতে তোমার শুধু ঐ পরিমাণই, যাহা তুমি অগ্রে প্রেরণ করিয়াছ। (অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যদের উপর খরচ করিয়াছ।) অতএব নিজেকে আপন নেক সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার দাও। (অর্থাৎ অন্যের উপর যাহা খরচ কর তাহা তুমি আখেরাতে পাইবে। আর যাহা রাখিয়া যাইবে তাহার তোমার সন্তানগণ লইয়া লইবে।) কেননা তুমি এমন সত্তার নিকট উপস্থিত হইবে যিনি তোমার ওজর আপত্তি কবুল করিবেন না। আর তুমি এমন লোকদের জন্য জমা করিতেছ যাহারা তোমার কোন প্রশংসা করিবে না।

তুমি দুই ধরনের লোকের জন্য জমা করিতেছ। এক—এমন লোক যে তোমার মালের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল করিয়া নিজে ভাগ্যবান হইল অথচ তোমার সেই সৌভাগ্য হইল না। দুই—এমন লোক যে তোমার মালের ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করিল। সুতরাং এই মাল যেহেতু তাহার জন্য তুমি জমা করিয়াছিলে সেহেতু তাহার নাফরমানীর কারণে তুমিও বদবখত ও দুর্ভাগা হইলে। আর আল্লাহর কসম, এই দুইজনের কেহই ইহার উপযুক্ত নয় যে, তুমি তাহাদের শাস্তি হালকা ও কমাইবার জন্য নিজের কোমরের বোঝা ভারি কর। অতএব তুমি নিজের উপর তাহাদেরকে অগ্রাধিকার দিও না। আর তাহাদের (অর্থাৎ তোমার সন্তানদের) মধ্য হইতে যাহারা গিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহর রহমতের আশা রাখ, আর যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর দানের উপর ভরসা রাখ। ওয়াস সালাম।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আম্মাবা'দ, বান্দা যখন আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করে আল্লাহ তাহাকে মহব্বত করেন। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন তখন আপন মাখলুকের অন্তরে তাহার

মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দেন। আর যখন বান্দা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর আমল করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপছন্দ করেন। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপছন্দ করেন তখন আপন মাখলুকের অন্তরে তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলাম তো একমাত্র হুকুম মানারই নাম। কল্যাণ একমাত্র জামাতের মধ্যেই নিহিত। আর মানুষের জন্য কর্তব্য হইল, আল্লাহ, খলীফা এবং সাধারণ মুমিনীনদের জন্য সে হিতকামনা করিবে।

হযরত আবু যার (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) একবার কা'বা শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আমি জুন্দুব গিফারী। তোমরা এমন ভাইয়ের নিকট আস, যে তোমাদের হিতাকাংখী ও তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াশীল। তাহার এই আহ্বান শুনিয়া লোকজন তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইল। তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি, যদি তোমাদের কেহ সফর করার এরাদা করে তবে কি সে যথোপযুক্ত পাথেয় ও সফরের সামান জোগাড় করিয়া লয় না, যাহা দ্বারা সে তাহার গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে? লোকেরা বলিল, হাঁ, জোগাড় করিয়া লয়। তিনি বলিলেন, কেয়ামতের রাস্তার সফর তো সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সফর। অতএব এই পরিমাণ সামান জোগাড় করিয়া লও, যাহাতে এই সফর সুন্দরভাবে পুরা হইতে পারে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, সেই সামান কি, যাহাতে আমাদের এই সফর সুন্দরভাবে পুরা হইতে পারে? তিনি বলিলেন, হজ্ব কর, ইহাতে তোমাদের বড় বড় কাজ সমাধা হইয়া যাইবে। কঠিন গরমের দিনে রোযা রাখ, কেননা কেয়ামতের দিন অনেক দীর্ঘ হইবে। রাত্রের অন্ধকারে দুই রাকাত নামায পড়, এই দুই রাকাত কবরের একাকীত্বের সময় কাজে আসিবে। ভাল কথা বল, নতুবা চুপ থাক, খারাপ কথা বলিও না। কেননা এক মহান দিনে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। নিজের মাল সদকা কর, যাহাতে কেয়ামতের কঠিন অবস্থা হইতে নাজাত পাইতে পার।

দুনিয়াতে দুইটি উদ্দেশ্যের যে কোন একটির জন্য কোন মজলিসে বস। এক—আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে, দুই—হালাল রুযী উপার্জনের উদ্দেশ্যে। এই দুই কাজ ব্যতীত তৃতীয় কোন কাজের জন্য মজলিসে বসার দ্বারা তোমার ক্ষতি হইবে, কোন উপকার হইবে না, অতএব এরূপ মজলিসের এরাদাই করিও না। মাল সম্পদকে দুই ভাগ কর, এক ভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের উপর খরচ কর, অপর ভাগ নিজের আখেরাতের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া দাও। এই দুই স্থান ব্যতীত তৃতীয় কোন স্থানে খরচ করিলে তোমার ক্ষতি হইবে, কোন উপকার হইবে না। অতএব উহার এরাদাই করিও না। অতঃপর হযরত আবু যার (রাঃ) উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, হে লোকসকল, দুনিয়ার এমন লোভ-লালসা তোমাদেরকে মারিয়া ফেলিয়াছে যাহা কোনদিন তোমাদের পূরণ হইবার নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি একজন নির্ভরযোগ্য লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিতেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের হিতাকাংখী ও তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াশীল। রাত্রের অন্ধকারে নামায পড়, ইহা কবরে একাকীত্বের সময় কাজে আসিবে। দিনে রোযা রাখ, কবর হইতে উত্থানের দিনের গরমে কাজে আসিবে। কঠিন দিনকে ভয় করিয়া সদকা কর। হে লোকসকল, আমি তোমাদের হিতাকাংখী ও তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াশীল।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা সন্তান জন্ম দেয়, যে একদিন মৃত্যুবরণ করিবে, দালানকোঠা তৈয়ার করে যাহা একদিন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে, দুনিয়ার এমন জিনিসের লোভ করে যাহা ফানা ও শেষ হইয়া যাইবে, আর আখেরাতের এমন জিনিসকে ছাড়িয়া দেয় যাহা চিরকাল বাকী থাকিবে। মনোযোগ দিয়া শুন, দুইটি জিনিস যাহা সাধারণ লোক অপছন্দ করে অথচ তাহা কতই না উত্তম! এক—মৃত্যু, দুই—অভাব-অনটন।

হাব্বান ইবনে আবি জাবালাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যার ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সন্তান জন্ম দাও মৃত্যুবরণ

করিবার জন্য, তোমরা দালানকোঠা বানাও জনশূন্য ও বিরান হওয়ার জন্য, যে দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে উহার লোভ কর, আর যে আখেরাত চিরকাল থাকিবে উহাকে ছাড়িয়া দাও। মনোযোগ দিয়া শুন, তিনটি জিনিস লোকদের নিকট অপ্রিয়, অথচ কতই না উত্তম! এক মৃত্যু, দুই রোগ–ব্যাধি, তিন অভাব–অনটন।

হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

আবু তোফায়েল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকসকল! অন্যান্য লোকেরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভাল ও কল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিত আর আমি তাহার নিকট মন্দ ও অকল্যাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতাম। তোমরা কি জীবিতদের মধ্য হইতে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর না?

অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি লোকদেরকে গোমরাহী হইতে হেদায়াতের দিকে এবং কুফুর হইতে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিয়াছেন। যাহার ভাগ্যে ছিল সে তাঁহার দাওয়াত কবুল করিয়াছে, আর যে মৃত ছিল হককে কবুল করিয়া জীবিত হইয়াছে, আর যে জীবিত ছিল, কিন্তু বাতেলের উপর অটল থাকার কারণে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে) নবুওয়াত চলিয়া গিয়াছে। তারপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত আসিয়াছে। আর এই খেলাফতের পর জুলুম অত্যাচারের বাদশাহী হইবে। যে ব্যক্তি তাহাদের জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিল, জবান ও হাত দ্বারা প্রতিবাদ করিবে সে পরিপূর্ণ হকের উপর আমলকারী হইবে। আর যে ব্যক্তি হাত রুখিয়া শুধু দিল ও জবান দ্বারা প্রতিবাদ করিবে সে হকের এক অংশকে পরিত্যাগকারী হইবে। আর যে ব্যক্তি হাত ও জবানকে রুখিয়া শুধু দিল দ্বারা প্রতিবাদ করিবে সে হকের দুই অংশকে পরিত্যাগকারী হইবে। আর যে ব্যক্তি দিল দ্বারাও প্রতিবাদ করিবে না সেই হইল জীবিতদের মধ্য হইতে মৃত ব্যক্তি।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, দিল বা অন্তর চার প্রকার হইয়া থাকে। এক—এমন দিল যাহার উপর পর্দা পড়িয়া থাকে। ইহা তো কাফেরের দিল। দুই—দোমুখা দিল। ইহা মুনাফেকের দিল। তিন—এমন স্বচ্ছ ও পরিস্কার দিল যাহার ভিতর চেরাগ দ্বারা আলোময়। ইহা হইল মুমিনের দিল। চার—এমন দিল যাহাতে মুনাফেকীও রহিয়াছে, ঈমানও রহিয়াছে। ঈমানের উদাহরণ বৃক্ষের ন্যায় যাহাকে উত্তম পানি বড় করে। আর মুনাফেকীর উদাহরণ ফোঁড়ার ন্যায় যাহা রক্ত ও পুঁজ দ্বারা বড় হয়। ঈমান ও মুনাফেকীর মধ্য হইতে যে কোনটি বৃদ্ধি পাইবে উহাই জয়যুক্ত থাকিবে।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, দিলের উপর ফেৎনা ঢালা হয়। যেই দিল সেই ফেতনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া লয় উহাতে একটি কালো বিন্দুর ন্যায় দাগ পড়িয়া যায়। আর যেই দিল সেই ফেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে উহাতে একটি সাদা বিন্দুর ন্যায় দাগ লাগিয়া যায়। অতএব তোমাদের যে কেহ ইহা জানিতে চায় যে, তাহার অন্তরে ফেতনার প্রভাব পড়িয়াছে কি না? সে দেখুক যে, পূর্বে যে জিনিসকে সে হালাল মনে করিত এখন উহাকে হারাম মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছ কি না? অথবা পূর্বে যে জিনিসকে সে হারাম মনে করিত উহাকে এখন হালাল মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা? যদি এরূপ হয় তবে তাহার বুঝা উচিত যে, ফেতনা তাহার অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ফেতনাসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক এবং কেহ যেন নিজে ফেতনার দিকে না যায়, কেননা আল্লাহর কসম, যে কেহ নিজে ফেতনার দিকে উঠিয়া যাইবে তাহাকে ফেতনা এমনভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে যেমন ঢলের পানি খড়কুটার স্তূপকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। যখন ফেতনা আসে তখন একেবারে হকের ন্যায় মনে হয়, এমনকি জাহেল ব্যক্তি বলে, ইহা তো হকের মতই মনে হয়, কিন্তু যখন ফেতনা চলিয়া যায় তখন পরিস্কার বুঝে আসিয়া যায় যে, ইহা তো ফেতনা ছিল। অতএব তোমরা যখন ফেতনা দেখ তখন উহা হইতে বাঁচিয়া থাক এবং ঘরে বসিয়া থাক, তরবারী ভাঙ্গিয়া ফেল এবং ধনুকের তার কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেল।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ফেতনার জন্য বিরতি রহিয়াছে অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য উহা থামিয়া যায় আবার হঠাৎ করিয়া শুরু হইয়া যায়। অতএব যাহার সাধ্যে কুলায় সে যেন উহার বিরতির দিনগুলিতে মৃত্যুবরণ করে। (অর্থাৎ উক্ত সময় মৃত্যুর আকাংখা করে।)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির মাধ্যমে ফেতনার আগমন ঘটে। এক—এমন তেজস্বী ও অত্যন্ত ধীসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে, যে তাহার সম্মুখে মাথা উত্তোলনকারী প্রত্যেক জিনিসকে তরবারী দ্বারা শেষ করিয়া দেয়। দুই—এমন বয়ানকারীর মাধ্যমে, যে ফেৎনার দিকে আহ্বান জানায়। তিন—সর্দার ও নেতার মাধ্যমে। তেজস্বী ধীসম্পন্ন ব্যক্তি ও বয়ানকারীকে তো ফেতনা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দেয়। আর সর্দার ও নেতাকে খুব ঘাটাঘাটি করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার সর্বস্বকে ফেতনায় নিমজ্জিত করিয়া দেয়।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, ফেতনা আকল বুদ্ধিকে খাঁটি শরাব অপেক্ষা অধিক বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকদের উপর এমন যমানা অবশ্যই আসিবে যখন ফেতনা হইতে একমাত্র সেই ব্যক্তি নাজাত লাভ করিবে, যে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় দোয়া করিবে।

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিতেন, তোমাদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক সর্বোত্তম নহে যাহারা আখেরাতের কারণে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে বা দুনিয়ার কারণে আখেরাতকে পরিত্যাগ করে, বরং সর্বোত্তম হইল তাহারা, যাহারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টার জন্য মেহনত করে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কিতাবকে ইমাম বানাইয়া লও এবং বিচারক ও ফয়সালাকারী হিসাবে উহার উপর সন্তুষ্ট থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকেই তোমাদের মধ্যে

রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কিতাব এমন সুপারিশকারী যাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং এমন সাক্ষী যাহাকে কোন প্রকার অপবাদ দেওয়া যায় না। উহাতে তোমাদের ও তোমাদের পূর্বেকার লোকদের আলোচনা রহিয়াছে। উহাতে তোমাদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা রহিয়াছে এবং উহাতে তোমাদের ও তোমাদের পরবর্তী লোকদের খবরাখবর রহিয়াছে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন বান্দা আল্লাহর জন্য কোন জিনিস ছাড়িয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন স্থান হইতে উহা অপেক্ষা উত্তম বদলা দান করেন, যেখান হইতে সে ধারণাও করে না। আর যে বান্দা কোন জিনিসকে হালকা মনে করিয়া লইয়া লয় অথচ উহা লওয়া তাহার জন্য ঠিক নয়, আল্লাহ তায়ালা উহা অপেক্ষা কঠিন জিনিস এমন স্থান হইতে তাহার জন্য আনিয়া উপস্থিত করেন যেখান হইতে সে ধারণাও করে না।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, মুমিনের চার অবস্থা। কষ্ট-মুসীবতে লিপ্ত হইলে সবর করে, কোন নেয়ামত লাভ করিলে শোকর করে, কথা বলিলে সত্য বলে, বিচার করিলে ইনসাফ করে। এরূপ মুমিন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

نُورٌ عَلٰى نُورٍ

(অর্থাৎ নূরের উপর নূর। (সূরা নূর))

এই মুমিন পাঁচ প্রকারের নূরের মধ্যে চলাফেরা করে। তাহার কালাম বা কথা নূর, তাহার এলেম নূর, সে প্রবেশ করে তো নূরের ভিতর প্রবেশ করে, বাহির হয় তো নূর হইতে বাহির হয় এবং কেয়ামতের দিন সে নূরের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

আর কাফের অন্ধকারে চলাফেরা করে। তাহার কথা অন্ধকার, তাহার আমল অন্ধকার, সে প্রবেশ করে তো অন্ধকারে প্রবেশ করে, বাহির হয় তো অন্ধকার হইতে বাহির হয় এবং কেয়ামতের দিন সে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

আবু নাযরাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি যাহার নাম

জাব্‌র অথবা জুআইবীর ছিল। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তাহার নিকট হইতে একজন বাঁদী লইবার উদ্দেশ্যে সফর করিয়া রাত্রিবেলা মদীনায় পৌঁছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি ও বাকপটুতা দান করিয়াছিলেন। আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দুনিয়া সম্পর্কে কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম এবং উহার হীনতা ও নিকৃষ্টতার বর্ণনা এমনভাবে তুলিয়া ধরিলাম যেন উহা সামান্য কোন জিনিসেরও সমতুল্য নয়।

হযরত ওমর (রাঃ)এর পার্শ্বে এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। আমি যখন কথা শেষ করিলাম তখন তিনি বলিলেন, তোমার সমস্ত কথা মোটামুটি ঠিক ছিল, কিন্তু তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে যে পরিমাণ খারাবী বর্ণনা করিয়াছ তাহা ঠিক নয়। তুমি জান কি দুনিয়া কি জিনিস? দুনিয়ার মাধ্যমেই তো আমরা জান্নাতে পৌঁছিব এবং আখেরাতের জন্য দুনিয়াই তো পাথেয়। আর এই দুনিয়াতেই তো তুমি আমল কর যাহা আখেরাতে পাইবে। তিনি দুনিয়ার ব্যাপারে এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে মনে হইল দুনিয়াকে তিনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। আমি আরজ করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পার্শ্বে উপবিষ্ট এই ব্যক্তি কে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইনি মুসলমানদের সর্দার হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

এক ব্যক্তি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিল, হে আবুল মুনযির! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, কখনও অনর্থক কাজে লিপ্ত হইও না, শত্রু হইতে সরিয়া থাকিও এবং বন্ধুর সঙ্গে সতর্ক হইয়া চলিও। (অর্থাৎ সতর্ক থাকিও যেন বন্ধুত্বের কারণে তোমাকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করিয়া না দেয়।) মৃত ব্যক্তির যে সকল বিষয়ের উপর ঈর্ষা কর, জীবিত ব্যক্তিরও তদ্রূপ বিষয়ের উপর ঈর্ষা কর। (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ভাল গুণাবলী ও নেক আমল যেমন ঈর্ষাযোগ্য বিষয় তেমনি জীবিত ব্যক্তির এই সকল বিষয়ের উপর ঈর্ষা কর, তাহার ধনসম্পদের উপর নয়।) এমন ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজন লইয়া যাইও না, যে তোমার প্রয়োজন মিটাইবার পরওয়া করে না। (কানয)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বাহরানী (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে চিঠিতে লিখিলেন, আম্মাবা'দ, আল্লাহ তায়ালা জবানকে দিল ও অন্তরের ভাষ্যকার বানাইয়াছেন এবং দিলকে ভাণ্ডার ও পরিচালক বানাইয়াছেন। দিল জবানকে যে কোন হুকুম করে জবান তাহা পালন করে। যখন দিল জবানের পক্ষে থাকে তখন কথাবার্তায় সামঞ্জস্যতা ও সমতা থাকে। এবং জবান দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না। যে ব্যক্তির দিল তাহার জবানের সম্মুখে না থাকে, অর্থাৎ দিল উহার রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহার কথাবার্তা জ্ঞানবুদ্ধির অনুকূলে হয় না। মানুষ যখন কথাবার্তায় নিজের জবানকে স্বাধীন ছাড়িয়া দিবে এবং জবান তাহার দিলের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তখন সে আপন নাক কাটিবে। অর্থাৎ নিজেকে নিজে অপদস্থ করিবে। আর যখন মানুষ নিজ কথাকে নিজ কর্মের সহিত ওজন ও পরিমাপ করিবে তখন কার্যক্ষেত্রে তাহার কথা সত্য প্রমাণিত হইবে।

কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কৃপণকে তুমি কথায় অত্যন্ত উদার দেখিবে, কাজেকর্মে তাহাকে কৃপণ পাইবে। কারণ তাহার জবান তাহার দিলের অগ্রে থাকে। (অর্থাৎ কথা অধিক বলে, কিন্তু দিল সায় দেয় না।) ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন কেহ নিজের কথা রক্ষা করে না। (অর্থাৎ উহার উপর আমল করে না।) অথচ কথা বলার সময় সে জানে যে, উহা হক বা সত্য এবং উহার উপর আমল করা জরুরী। এরূপ ব্যক্তির নিকট কি তুমি ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ আছে বলিয়া মনে করিবে? লোকদের দোষ-ত্রুটি দেখা উচিত নয়, কেননা যে ব্যক্তি লোকদের দোষ-ত্রুটি দেখে সে নিজের দোষকে হালকা মনে করে। তাহার উদাহরণ এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে অনর্থক এমন কাজে লিপ্ত হয় যাহার তাহাকে আদেশ করা হয় নাই। ওয়াস্ সালাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হে গুনাহগার! গুনাহের অশুভ পরিণাম হইতে নিশ্চিন্ত হইও না। কেননা গুনাহ করার পর কিছু

কাজ এমন সংঘটিত হয় যাহা সেই গুনাহ হইতেও বড় ও মারাত্মক হয়। গুনাহ করার সময় ডান ও বামের ফেরেশতাদ্বয়কে লজ্জা না করা তোমার কৃতগুনাহ হইতেও বড় গুনাহ। (তোমার কৃত গুনাহের উপর) আল্লাহ তায়ালা তোমার সহিত কি আচরণ করিবেন, তাহা তুমি জান না, অথচ তুমি হাসিতেছ: তোমার এই হাসি তোমার কৃত গুনাহ অপেক্ষা বড়। যখন তুমি গুনাহ করিতে সফল হও এবং গুনাহ করিয়া আনন্দ অনুভব কর তখন তোমার এই আনন্দ তোমার কৃত গুনাহ অপেক্ষা বড়। আর যখন তুমি গুনাহ করিতে সক্ষম না হও এবং সক্ষম না হওয়ার কারণে মনে মনে ব্যথিত হও তখন তোমার এই ব্যথিত হওয়া সেই গুনাহ করা অপেক্ষা অনেক বড় গুনাহ। গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় বাতাসে তোমার দরজার পর্দা নড়িয়া উঠে, ইহাতে তুমি ভয় অনুভব কর, অথচ আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন, কিন্তু ইহাতে তোমার অন্তর কাঁপে না। তোমার এই অবস্থা সেই গুনাহ করা অপেক্ষা বড়।

তোমার ভাল হউক! তোমার জানা আছে কি, হযরত আইউব আলাহিস সালাম কি ভুল করিয়াছিলেন? যেই কারণে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শারীরিক রোগে আক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার সমস্ত ধনসম্পদ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন? তাহার ভুল এই ছিল যে, এক মিসকীনের উপর জুলুম হইতেছিল। উক্ত মিসকীন তাহার নিকট এই বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল যে, এই জুলুমকে রুখিয়া দিন। হযরত আইউব আলাইহিস সালাম তাহাকে সাহায্য করেন নাই এবং জালেমকে সেই মিসকীনের উপর জুলুম হইতে বাধা দেন নাই। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ফরজ হুকুমসমূহের পাবন্দী করিবে। আল্লাহ তায়ালা আপন যে সকল হক তোমার উপর রাখিয়াছেন উহাকে যত্নসহকারে আদায় করিবে এবং উহা আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার ব্যাপারে জানিতে পারেন যে, সে সত্য নিয়তে আল্লাহর নিকট যে সওয়াব ও পুরস্কার রহিয়াছে উহা হাসিল করার আগ্রহে আমল করিতেছে তখন তাহার অপছন্দনীয় জিনিসকে তিনি অবশ্যই দূর

করিয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত বাদশাহ, তিনি যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিন ও কাফের বান্দার জন্য হালাল রুযী নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি সে সবর ও ধৈর্যধারণ করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হালাল রুযী দান করেন। আর যদি সে অধৈর্য হয় ও সবর না করে এবং হারাম হইতে কিছু পরিমাণ গ্রহণ করে তবে আল্লাহ তায়ালা সেই পরিমাণ তাহার হালাল রুযী হইতে কম করিয়া দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দা যখনই দুনিয়ার কোন জিনিস লাভ করে তখন উহার কারণে আল্লাহর নিকট তাহার মর্তবা কম হইয়া যায়। যদিও বা সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে লোকদেরকে কম আকল ও নির্বোধ মনে না করিবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত হাটিতেছিলাম। চলিতে চলিতে তিনি একটি অনাবাদ স্থানের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে আমাকে বলিলেন, তুমি বল, হে অনাবাদ স্থান, তোমার উপর বসবাসকারীগণের কি পরিণতি ঘটিয়াছে? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেই উত্তর দিলেন, তাহারা সকলে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আমলসমূহ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

ওহব ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) আমাকে এই নসীহত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আম্মাবা'দ, তাকওয়াওয়ালা লোকদের কতিপয় চিহ্ন রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহাদের পরিচয় লাভ করা যায়। তাহারা নিজেরাও জানে যে, তাহাদের মধ্যে এই

সকল চিহ্ন রহিয়াছে। সেই চিহ্নগুলি হইল, মুসীবতে সবর করা, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা, নেয়ামতের উপর শোকর করা এবং কোরআনের ফয়সালার সামনে নত হইয়া যাওয়া। ইমাম বা শাসকের উদাহরণ বাজারের ন্যায়। যে মালের বেচাকেনা বাজারে চালু থাকে সেই মালই বাজারে আনা হয়। তেমনি ইমামের নিকট যদি হকের রেওয়াজ ও চল থাকে তবে তাহার নিকট হকই আনা হইবে এবং হকপন্থীগণই তাহার নিকট আসিবে। আর যদি ইমামের নিকট বাতিলের রেওয়াজ বা চল থাকে তবে তাহার নিকট বাতিলপন্থীগণই আসিবে এবং বাতিলই আনা হইবে।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ করে দুনিয়া তাহাকে পাইয়া বসে। আর যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ রাখে, সে ইহার পরওয়া করে না যে, দুনিয়াকে কে ব্যবহার করিল। দুনিয়ার আগ্রহী সেই ব্যক্তির গোলাম হয় যে দুনিয়ার মালিক হয়। আর যাহার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ থাকে না তাহার জন্য সামান্য দুনিয়া যথেষ্ট হইয়া যায়। আর যাহার অন্তরে উহার আগ্রহ থাকে সমস্ত দুনিয়া পাইলেও তাহার কাজ হয় না। (দ্বীনের দিক দিয়া) যাহার আজকের দিন গতকালের ন্যায় হয় সে ধোকায় লিপ্ত আছে। আর (দ্বীন হিসাবে) যাহার আজকের দিন আগামী কাল অপেক্ষা উত্তম হয় অর্থাৎ আগামীদিন তাহার দ্বীনী অবস্থা বিগতদিন অপেক্ষা খারাপ হয় সে বিরাট ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ক্ষতির হিসাব নিকাশ করে না সেও লোকসান বা ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। আর যে লোকসানের মধ্যে চলিতেছে তাহার মরিয়া যাওয়াই ভাল।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জানিয়া রাখ, সহনশীলতা হইল শোভা। ওয়াদা পালন করা পুরুষোচিত কাজ। তাড়াহুড়া করা বে–ওকুফী। সফর করার দ্বারা মানুষ দুর্বল হইয়া যায়। কমীনা লোকদের সহিত উঠাবসা করা দোষণীয় কাজ। ফাসেক ও গুনাহে অভ্যস্ত লোকদের সহিত মেলামেশার দ্বারা মানুষ অপবাদযুক্ত হয়।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ চার প্রকার। এক প্রকার—যাহার নেক আমল অনেক, কিন্তু আখলাক ও আচার-আচরণ ভাল নয়। দ্বিতীয় প্রকার হইল, যাহার আখলাক ভাল, কিন্তু কোন নেক আমল নাই। তৃতীয় প্রকার হইল, না আখলাক ভাল, আর না কোন নেক আমল আছে। এই ব্যক্তি হইল সর্বনিকৃষ্ট লোক। চতুর্থ হইল, যাহার আখলাকও উত্তম, আবার নেক আমলও অনেক। এই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট লোক।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

যিয়াদ ইবনে মাহাক (রহঃ) বলেন, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলিতেন, তোমরা কল্যাণ দেখ নাই, বরং উহার উপকরণসমূহ দেখিয়াছ। তোমরা অকল্যাণ দেখ নাই, বরং উহার উপকরণসমূহ দেখিয়াছ। সমস্ত কল্যাণ উহার সর্বপ্রকারসহ জান্নাতে রহিয়াছে। আর সমস্ত অকল্যাণ উহার সর্বপ্রকার সহ জাহান্নামের আগুনের ভিতর রহিয়াছে। দুনিয়া তো উপস্থিত এমন জিনিস যাহা সামনে রহিয়াছে, যাহা হইতে ভাল ও মন্দ সকল লোকেরাই খাইতেছে। আর আখেরাত এক সত্য ওয়াদা, যেখানে সকলের উপর ক্ষমতাবান বাদশাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা করিবেন। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টারই পুত্র অর্থাৎ আগ্রহী রহিয়াছে। তুমি আখেরাতের পুত্র ও আগ্রহী হও। দুনিয়ার পুত্র ও আগ্রহী হইও না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, অনেক লোক এলেম পায় কিন্তু সহনশীলতা পায় না, আর হযরত আবু ইয়ালা অর্থাৎ হযরত শাদ্দাদ (রাঃ) এলেম ও সহনশীলতা উভয়টাই পাইয়াছেন।

হযরত জুন্দুব বাজালী (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত জুন্দুব বাজালী (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহকে ভয় কর, কোরআন পড়। কেননা কোরআন অন্ধকার রাত্রের নূর। দিনের বেলা যতই কষ্ট ও অনাহার হউক না কেন, কোরআন পড়ার দ্বারা উজ্জ্বলতা ও সজীবতা হাসিল হয়। যখন তোমার মাল অথবা জান কোন একটার উপর বালা-মুসীবত অবতীর্ণ হয় তখন চেষ্টা কর যেন জানের পরিবর্তে মালের

ক্ষতি হয়। আর যদি জান অথবা দ্বীন কোন একটার উপর মুসীবত নাযিল হয় তখন উহাকে জানের উপর লও, দ্বীনের উপর লইও না। জানিয়া রাখ, যাহার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। আর যাহার দ্বীন নষ্ট হইয়াছে সেই প্রকৃত বরবাদ ও ধ্বংস হইয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুন, জান্নাতে যাওয়ার পর আর কোন অভাব-অনটন থাকিবে না এবং জাহান্নামে যাওয়ার পর আর সম্পদশালী হওয়ার কোন পন্থা অবশিষ্ট থাকিবে না। কেননা জাহান্নামের কয়েদী কখনও মুক্তিলাভ করিবে না, সেখানকার ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তি কোনদিন সুস্থতা লাভ করিবে না। আর না সেখানকার আগুন কখনও নির্বাপিত হইবে। যদি কোন মুসলমান অপর মুসলমানের মুষ্টিভর রক্ত প্রবাহিত করে তবে উহা তাহার জন্য জান্নাতে প্রবেশে বাধা হইবে। জান্নাতের যে কোন দ্বার দিয়া সে প্রবেশ করিতে চাহিবে এই রক্ত তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিবে। জানিয়া রাখ, মৃত্যুর পর যখন মানুষকে দাফন করা হয় তখন সর্বপ্রথম তাহার পেট পঁচে এবং দুর্গন্ধ ছড়াইতে আরম্ভ করে। অতএব এই দুর্গন্ধের সহিত হারাম খাদ্যের নাপাকী একত্র করিও না। আপন মুসলমান ভাইয়ের মালের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় এবং রক্ত প্রবাহিত করা হইতে বাঁচিয়া থাক।

হযরত আবু উমামা (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

আমের ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, আমরা এক জানাযার সহিত বাবে দামেশকে গেলাম। হযরত আবু উমামা (রাঃ)ও আমাদের সহিত ছিলেন। তিনি জানাযার নামায শেষ করিলে লোকেরা দাফনের কাজে লাগিল। এমন সময় তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা বর্তমানে এমন স্থানে সকাল বিকাল করিতেছ যেখানে তোমরা নিজ নিজ নেক আমল ও বদআমল জমা করিতেছ।

অতঃপর হযরত আবু উমামা (রাঃ) কবরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, অতিসত্বর তোমরা বর্তমান স্থান হইতে এই (কবর) স্থানে চলিয়া আসিবে। এই কবর একাকীত্বের ঘর, অন্ধকার ঘর, পোকা-মাকড়ের ঘর এবং সংকীর্ণতার ঘর, তবে যদি আল্লাহ তায়ালা কাহারো জন্য উহাকে প্রশস্ত করিয়া দেন তাহা ভিন্ন কথা। তারপর

কেয়ামতের দিন তোমরা কবর হইতে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হইবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালার এক হুকুম হইবে। সেই হুকুমের কারণে একদল লোকের চেহারা শুভ্র ও উজ্জ্বল হইবে এবং অনেক লোকের চেহারা কালো কৃষ্ণকায় হইবে। তারপর সেখান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইবে। সেখানে এক কঠিন অন্ধকার সকল মানুষকে ছাইয়া ফেলিবে। অতঃপর নূর বন্টন করা হইবে। মুমিনগণকে নূর দান করা হইবে, আর কাফের ও মুনাফিকদের বাদ দেওয়া হইবে। তাহাদেরকে কিছুই দেওয়া হইবে না। আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে উহার উদাহরণ এরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِيِّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ -

অর্থ ঃ 'অথবা (তাহাদের) সেই আমলগুলি এরূপ যেমন গভীর সমুদ্রতলে অন্ধকারপুঞ্জ এক প্রচণ্ড তরঙ্গ তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, উহার উপর আর এক তরঙ্গ উহার উপরে মেঘমালা (ফলে তথায় আলো পৌছিতে পারে না।) উপরে নীচে বহু অন্ধকাররাশি বিদ্যমান। যদি নিজের হাত বাহির করে, তবে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, আর আল্লাহ যাহাকে (হেদায়াতের) নূর দান না করেন, তাহার জন্য কোন নূর নাই।'

কাফের ও মুনাফিকরা মুমিনের নূর হইতে কোন আলো সংগ্রহ করিতে পারিবে না, যেমন অন্ধ কোন চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিশক্তি হইতে উপকৃত হইতে পারে না। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা (পুলসিরাতের উপর) ঈমানদারগণকে বলিবে—

اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا -

অর্থ ঃ 'আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের নূর হইতে কিছু আলোক গ্রহণ করি, তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরিয়া যাও, তৎপর (পশ্চাতে) আলো তালাশ কর।'

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদেরকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সহিত, অথচ আল্লাহ তাহাদেরকে প্রতারণার প্রতিফল প্রদান করিবেন।'

অতঃপর মুনাফিক ও কাফেররা সেই স্থানে ফিরিয়া আসিবে যেখানে নূর বন্টন হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে তাহারা কিছুই পাইবে না। পুনরায় তাহারা মুসলমানদের নিকট ফিরিয়া আসিতে চাহিবে, কিন্তু তাহাদের ও মুসলমানদের মাঝে একটি দেয়াল স্থাপন করিয়া দেওয়া হইবে উহাতে একটি দরজা (ও) থাকিবে।

بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অর্থ ঃ 'উহার অভ্যন্তরভাগে রহমত হইবে, আর বহির্ভাগে আযাব হইবে।'

সুলাই ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, এইভাবে মুনাফিকরা প্রতারণার শিকার হইবে। অপর দিকে নূর বন্টন করা শেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালা মুমিন ও মুনাফিকদেরকে পৃথক করিয়া দিবেন।

সুলাইমান ইবনে হাবীব (রহঃ) বলেন, আমি একদল লোকের সহিত হযরত আবু উমামা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, তিনি একজন হালকা পাতলা শরীরের বৃদ্ধ বয়সী মুরুব্বী ধরনের লোক। বাহ্যিক অবস্থা অপেক্ষা তাহার আকল বুদ্ধি ও কথাবার্তা বহু গুণে উত্তম মনে হইল। তিনি সর্বপ্রথম যাহা আমাদেরকে বলিলেন তাহা এই যে, এই মজলিসে বসার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিজের হুকুম আহকাম পৌঁছাইতেছেন। এই মজলিস তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার দলীল ও প্রমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহা কিছু দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা তিনি সাহাবা (রাঃ)দেরকে

সম্পূর্ণ পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ) যাহা কিছু তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ (পরবর্তীদেরকে) পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা যাহা শুনিতেছ তাহা (তোমাদের পরবর্তীদেরকে) পৌঁছাইয়া দাও।

তিন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে রহিয়াছে, যতক্ষণ না তিনি তাহাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা সওয়াব ও গনীমত দিয়া (ঘরে) ফিরাইয়া আনেন। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়াছে, সে আল্লাহর দায়িত্বে রহিয়াছে, তিনি তাহাকে (শাহাদাত দান করিয়া) জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা আজর ও সওয়াব ও গনীমত দান করিয়া (ঘরে) ফিরাইয়া আনিবেন। (দুই) যে ব্যক্তি অযু করিয়া মসজিদের দিকে রওয়ানা হইয়াছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রহিয়াছে। তিনি তাহাকে (মৃত্যুদান করিয়া) জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা আজর ও সওয়াব ও গনীমত দান করিয়া (ঘরে) ফিরাইয়া আনিবেন। (তিন) যে ব্যক্তি সালাম দিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর বলিলেন, জাহান্নামের উপর একটি বড় পুল রহিয়াছে, যাহার পূর্বে সাতটি ছোট ছোট পুল রহিয়াছে। এইগুলির মধ্য হইতে মাঝখানের পুলের উপর হুকুকুল এবাদ অর্থাৎ বান্দাদের পরস্পর হকের ফয়সালা হইবে। সেখানে এক বান্দাকে আনা হইবে যখন সে মধ্যবর্তী পুলের উপর পৌঁছিবে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার ঋণ কি পরিমাণ ছিল? সে নিজের ঋণের পরিমাণ হিসাব করিতে আরম্ভ করিবে। হযরত আবু উমামা (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا

অর্থ ঃ 'আর তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না।'

অতঃপর উক্ত বান্দা বলিবে, হে আমার রব, আমার এই পরিমাণ ঋণ ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার ঋণ পরিশোধ কর। সে বলিবে, আমার নিকট তো কিছু নাই। আর আমার জানাও নাই যে, কিসের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিব। সুতরাং ফেরেশতাদেরকে বলা হইবে, তাহার নেকীসমূহ লইয়া লও (এবং পাওনাদারদেরকে দিয়া দাও), অতএব তাহার নেকীসমূহ লইয়া পাওনাদারদেরকে দেওয়া হইতে থাকিবে,

অবশেষে তাহার নিকট একটি নেকীও অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন তাহার সমস্ত নেকী শেষ হইয়া যাইবে তখন বলা হইবে, দাবীদারদের গুনাহসমূহ তাহার উপর চাপাইয়া দাও। আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, বহু লোক (সেদিন) পাহাড় পরিমাণ নেকী লইয়া হাজির হইবে, আর হকের দাবীদারদেরকে তাহার নেকীসমূহ হইতে দেওয়া হইতে থাকিবে। অবশেষে তাহার নিকট একটি নেকীও অবশিষ্ট থাকিবে না, অতঃপর দাবীদারদের গুনাহসমূহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে, আর চাপানো সেই গুনাহসমূহ পাহাড় বরাবর হইয়া যাইবে।

অতঃপর হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলিলেন, মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা মিথ্যা গুনাহের কাজে পথ দেখায়, আর গুনাহ জাহান্নামের পথ দেখায়। সত্য বলাকে মজবুত করিয়া ধর। কেননা সত্য কথা নেক কাজের পথ দেখায়। আর নেককাজ জান্নাতের পথ দেখায়। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা জাহিলিয়াত যুগের লোকদের অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দেরহাম ও দীনার এইজন্য দিয়াছেন যে, তোমরা এক দেরহাম ও এক দীনার আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া উহার বিনিময়ে সাত শত দেরহাম ও সাত শত দীনারের সওয়াব হাসিল কর, কিন্তু তোমরা দেরহাম ও দীনারকে থলিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর না। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, এই সকল (রোম পারস্য ও তাহাদের ধনসম্পদের উপর) বিজয় এমন তলোয়ার দ্বারা হইয়াছে যাহাতে অলংকারস্বরূপ স্বর্ণ-রূপা জড়ানো ছিল না, বরং উহাতে জানোয়ারের ঘাড়ের রগ জড়ানো হইত অথবা সীসা ও লোহা জড়ানো থাকিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুছ্র (রাঃ)এর নসীহতসমূহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুছ্র (রাঃ) বলিয়াছেন, মুত্তাকী লোকেরা সর্দার, ওলামায়ে কেরাম অগ্রনেতা, তাহাদের সহিত বসা এবাদত, বরং এবাদত অপেক্ষা বড়। দিবারাত্রির অতিক্রমে তোমাদের বয়স কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু তোমাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করা হইতেছে। অতএব তোমরা পাথেয় প্রস্তুত করিয়া লও, আর মনে কর যেন তোমরা আপন প্রত্যাবর্তনের স্থানে অর্থাৎ আখেরাতে পৌঁছিয়া গিয়াছ। (কানয)

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) যখন দুনিয়াবী আসবাবপত্রের উপর ভরসা পরিত্যাগ করিয়া রূহানী আসবাব ও উপকরণকে মজবুতভাবে অবলম্বন করিলেন, এমনিভাবে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যেও দুনিয়ার সমগ্র জাতির হেদায়াত ও তাহাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার ফিকির পয়দা হইল, আর তাহারা দাওয়াতের কাজে ও জেহাদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত হইলেন, তখন কিরূপে তাহারা সর্বদা গায়েবী মদদ ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেন।

ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য

বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পর একদিন বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমি আর তুমি যদি এই মুহূর্তে বদরের ময়দানে হইতাম তবে নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় আমি তোমাকে সেই পাহাড়ী পথ দেখাইয়া দিতাম যেই পথে ফেরেশতাগণ বাহির হইয়া আমাদের বাহিনীতে শামিল হইয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হযরত যুবাইর (রাঃ)এর আকৃতিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেদিন মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ী বাঁধিয়াছিলেন, যাহার একাংশ মুখের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। (তাবারানী)

হযরত আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিয়াছেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ী ছিল যাহার কিছু অংশ চেহারার উপর ঝুলিয়াছিল। সুতরাং আসমান হইতে যে সকল ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছিলেন তাহারাও মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের চিহ্ন সাদা পাগড়ী ছিল, উহার শামলা পিছন দিকে ঝুলন্ত ছিল। (অর্থাৎ কিছু ফেরেশতা সাদা পাগড়ীধারী ছিলেন আর কিছু হলুদ পাগড়ীধারী ছিলেন। যেমন পূর্বোক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে।) আর হুনাইনের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল সবুজ পাগড়ী। বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, অন্য কোন যুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করেন নাই,তবে যুদ্ধে শরীক হইয়া মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং সাহায্য করিয়াছেন, স্বয়ং কোন কাফেরের উপর আক্রমণ করেন নাই।

ইকরামা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর গোলাম ছিলাম। আমাদের ঘরে ইসলামের প্রবেশ ও সূচনা হইয়া গিয়াছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাহার স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) এবং আমি, আমরা সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলাম। তবে হযরত আব্বাস (রাঃ) আপন কাওমের লোকদের ভয় করিতেন এবং তাহাদের বিরোধিতা পছন্দ করিতেন না বলিয়া নিজের ইসলামকে গোপন রাখিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি অনেক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার বহু মালসম্পদ নিজ কাওমের লোকদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল না, সে নিজের স্থলে আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে প্রেরণ করিয়াছিল। অন্যান্য কাফেরগণ যাহারা স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইতে পারে নাই তাহারাও আপন স্থলে কোন না কোন একজনকে প্রেরণ করিয়াছিল। পরবর্তীতে যখন বদর যুদ্ধে কোরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে খুবই বেইজ্জত ও অপদস্থ করিলেন। আর আমরা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত শক্তি ও মনোবল অনুভব করিলাম।

হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, আমি একজন দুর্বল লোক ছিলাম। যমযমের তাঁবুতে বসিয়া তীর প্রস্তুত করিতাম এবং উহাকে ছিলিয়া সোজা করার কাজ করিতাম। আল্লাহর কসম, আমি সেই ঘরে বসিয়া তীর ছিলিতেছিলাম এবং হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) আমার নিকট বসিয়াছিলেন। আর মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম। এমন সময় আবু লাহাব অত্যন্ত বিশ্রীভাবে পা হেঁচড়াইয়া আসিয়া তাঁবুর রশির উপর বসিল। তাহার পিঠ আমার পিঠের দিকে ছিল। সে এইভাবে বসিয়াছিল, এমন সময় লোকেরা বলিল, এই যে, আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই আবু সুফিয়ানের নাম মুগীরা ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিল। (কোরাইশের সর্দার ও সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নাম হইল সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়্যাহ। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।) আবু লাহাব আবু

সুফিয়ানকে বলিল, আমার নিকট আস, কেননা আল্লাহর কসম, সঠিক সংবাদ তোমার নিকট হইতেই পাওয়া যাইবে। সে আবু লাহাবের নিকট আসিয়া বসিল, অন্যান্য লোকেরাও পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আবু লাহাব বলিল, হে আমার ভাতিজা! লোকদের কি অবস্থা হইয়াছে? আমাকে একটু বল। আবু সুফিয়ান বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্রই যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। আমরা আমাদের কাঁধগুলি তাহাদের হাতে দিয়া দিলাম, সুতরাং তাহারা যাহাকে ইচ্ছা কতল করিতে লাগিল, আর যাহাকে ইচ্ছা বন্দি করিতে লাগিল। আর আল্লাহর কসম, এই ব্যাপারে আমি আমাদের বাহিনীর কোন ত্রুটি মনে করি না। কেননা আমাদের মোকাবিলা তো মুসলমানদের সঙ্গে হয়ই নাই, বরং আমরা তো এমন লোকদের মোকাবিলার সম্মুখীন হইয়াছিলাম যাহাদের শরীরের রং সাদা ছিল এবং জমিন আসমানের মাঝখানে সাদা কালো বর্ণবিশিষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। তাহারা কোন কিছুই ছাড়িতেছিল না এবং তাহাদের সম্মুখে কিছুই টিকিতেছিল না।

হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, আমি তাঁবুর রশি হাতে উঠাইয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম, ইহারা ফেরেশতা ছিলেন। আবু লাহাব হাত উঠাইয়া খুব জোরে আমার চেহারার উপর মারিল। আমি তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িলাম। সে আমাকে উঠাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং আমার বুকের উপর বসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। আমি দুর্বল ছিলাম। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) উঠিয়া তাঁবুর একটি খুটি লইলেন এবং জোরে আবু লাহাবের মাথার উপর মারিলেন। ইহাতে তাহার মাথায় জখম হইয়া গেল। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) বলিলেন, এই গোলামের মনিব উপস্থিত নাই বলিয়া তুমি তাহাকে দুর্বল ভাবিয়াছ। আবু লাহাব উঠিয়া গেল এবং অপদস্থ হইয়া চলিয়া গেল। আল্লাহর কসম, এই ঘটনার পর সে মাত্র সাতদিন জীবিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত করিলেন। আর এই রোগেই সে মারা গেল।

ইউনুস (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু লাহাবের দুই ছেলে ছিল। তাহার মৃত্যুর পর ছেলেরা

তিনদিন পর্যন্ত পিতার লাশকে দাফন না করিয়া ঘরে ফেলিয়া রাখিল। লাশ পঁচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। কোরাইশগণ প্লেগ রোগের ন্যায় এই বসন্তের গুটিকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিত। অবশেষে কোরাইশের এক ব্যক্তি তাহার ছেলেদেরকে বলিল, তোমাদের নাশ হউক, তোমাদের কি লজ্জ হয় না, তোমাদের পিতা ঘরের ভিতর পঁচিতেছে, আর তোমরা তাহাকে দাফন করিতেছ না। তাহারা উভয়ে বলিল, আমাদের ভয় হইতেছে এই বসন্ত ও উহার ক্ষত সংক্রমিত হইয়া আমাদেরকে না আক্রান্ত করিয়া বসে। সে বলিল, চল, আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিব। সুতরাং তিনজনে মিলিয়া দূর হইতে পানি মারিয়া তাহাকে গোসল দিল, কেহ তাহার নিকটে গেল না। তারপর তাহাকে উঠাইয়া মক্কার উচু এলাকায় লইয়া গেল এবং সেখানে একটি দেয়ালের সহিত ঠেক লাগাইয়া রাখিয়া পাথর দিয়া ঢাকিয়া দিল। (বিদায়াহ)

হযরত উম্মে বুরসুন (রহঃ)এর গোলাম আবদুর রহমান এমন একজন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি কাফের অবস্থায় হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীতে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সহিত যখন আমাদের মোকাবিলা হইল তখন মুসলমানগণ আমাদের সম্মুখে বকরির দুধদোহন পরিমাণ সময়ও টিকিতে পারিল না (পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল)। আর আমরা তলোয়ার নাড়াইতে নাড়াইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। আমরা যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম তখন আমাদের ও তাঁহার মাঝখানে কতিপয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাদের চেহারা অত্যন্ত সুশ্রী ছিল। তাহারা বলিল, (তোমাদের) 'চেহারাগুলি কদর্য ও কুৎসিত হউক! তোমরা ফিরিয়া যাও।' তাহাদের এই সামান্য কথায় আমাদের পরাজয় হইয়া গেল।

ইবনে বুরসুন (রহঃ)এর আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এমন

এক ব্যক্তি আমাকে এরূপ ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন সাহাবা (রাঃ) আমাদের সম্মুখে বকরীর দুধদোহন পরিমাণ সময়ও টিকিতে পারিলেন না। আমরা (অতি অল্প সময়ের মধ্যে) তাহাদেরকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সাদা খচ্চরে আরোহীর নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁহার নিকট আমরা শ্বেতবর্ণের কতিপয় লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের শরীরের রং সাদা ও চেহারা অত্যন্ত সুশ্রী ছিল। তাহারা আমাদের উদ্দেশ্যে বলিল, (তোমাদের) চেহারাগুলি কদর্য ও কুৎসিৎ হউক, তোমরা ফিরিয়া যাও। তাহাদের এই কথা বলামাত্রই আমাদের পরাজয় হইয়া গেল এবং সাহাবা (রাঃ) আমাদের উপর চড়াও হইয়া গেলেন এবং জয়যুক্ত হইলেন। এই ছিল আমাদের পরাজয়ের ঘটনা।

হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ আসমানের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে দেখিলাম, একটি কালো চাদর আসমান হইতে নামিয়া আসিতেছে। উক্ত চাদরটি আমাদের ও কাফেরদের মাঝখানে আসিয়া নামিল। এই কালো চাদর প্রকৃতপক্ষে পিঁপড়ার দল ছিল, যাহা সমস্ত ময়দানে ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যে কাফেরদের পরাজয় ঘটিল। আমাদের এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এই সমস্ত পিঁপড়ার দল ফেরেশতা ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে ফজল (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে ঝাণ্ডা দিয়াছিলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) যখন শহীদ হইয়া গেলেন তখন হযরত মুসআব (রাঃ)এর আকৃতিতে একজন ফেরেশতা সেই ঝাণ্ডা উঠাইয়া লইলেন। দিনের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে মুসআব, আগে বাড়ো। উক্ত ফেরেশতা তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমি মুসআব নই। তখন

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি ফেরেশতা, যিনি হযরত মুসআব (রাঃ)এর সাহায্যে আগমন করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (ইহুদী গোত্র) বনু কোরাইযার দিকে রওয়ানা হইলেন তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আপন সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া বনু গানম গোত্রের গলি দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই গলিতে ধুলা উড়িয়াছিল। সেই ধুলা উড়ার দৃশ্য যেন এখনো আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে।

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বনু কোরাইযার জেহাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) (খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া) অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আপন ঘোড়ার বুকের সহিত হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাহার ভ্রুর উপর ধুলাবালি লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামিয়া আসিলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আমরা তো এখনও অস্ত্র রাখি নাই। বনু কোরাইযার দিকে চলুন (তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সাহাবারা ক্লান্ত, যদি তাহাদেরকে কয়েকদিন বিশ্রামের সুযোগ দিতেন তবে ভাল হইত। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, না, আপনি এই মুহূর্তে সেখানে চলুন, আমি আমার এই ঘোড়াকে তাহাদের দুর্গের ভিতর ঢুকাইয়া দিব এবং তাহাদের সমস্ত দুর্গগুলিকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিব। সুতরাং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত ফেরেশতাগণ সেখান হইতে পিঠ ঘুরাইয়া রওয়ানা হইলেন, আর আনসারদের বনু গানম গোত্রের গলিগুলিতে ধুলা উড়িতে লাগিল।

ফেরেশতাদের মুশরিকদেরকে বন্দী করা এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা

হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের এমন বহু লোক দেখিয়াছি যাহাদের গায়ের রং সাদা ছিল এবং তাহারা জমিন আসমানের মাঝে সাদা কালো বর্ণের ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। তাহারা বিশেষ চিহ্নধারী ছিল, (কাফেরদেরকে) কতল করিতেছিল এবং বন্দীও করিতেছিল।

হযরত বারা (রাঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, একজন আনসারী সাহাবী হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বন্দী করিয়া আনিলেন। (হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনও নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিয়াছিলেন না বিধায় কাফেরদের সহিত বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।) হযরত আব্বাস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে বন্দী করে নাই, বরং আমাকে যে ব্যক্তি বন্দী করিয়াছে তাহার মাথার সম্মুখ দিকে চুল ছিল না এবং সে দেখিতে এমন এমন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা একজন সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বদর যুদ্ধ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, একজন আনসারী সাহাবী হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে বন্দী করিয়া আনিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি আমাকে বন্দী করে নাই। আমাকে তো এমন এক ব্যক্তি বন্দী করিয়াছে যাহার কানপট্টিতে চুল ছিল না, তাহার চেহারা অত্যন্ত সুশ্রী ছিল এবং সাদা কালো বর্ণের ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। আমি এই মুহূর্তে তাহাকে মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। উক্ত আনসারী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে বন্দী করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চুপ থাক, আল্লাহ তায়ালা একজন সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু সালেমা গোত্রের আবুল ইয়াসার কা'ব ইবনে আমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বন্দী

করিয়াছিলেন। হযরত আবুল ইয়াসার (রাঃ) একজন খাট ব্যক্তি ছিলেন, আর হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুল ইয়াসার (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবুল ইয়াসার! তুমি আব্বাসকে কিভাবে বন্দী করিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে বন্দী করার ব্যাপারে আমাকে এক ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে। আমি তাহাকে যুদ্ধের পূর্বেও দেখি নাই আর এখনো দেখিতেছি না। তাহার চেহারা সুরত এরূপ এরূপ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে এই কাজে সাহায্য করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক মুশরিক সামনে ছিল, তাহার পিছনে একজন আনসারী মুসলমান ধাওয়া করিতেছিল, এমন সময় মুসলমান ব্যক্তি উপরের দিক হইতে চাবুক মারার আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং একজন ঘোড়সওয়ারকে বলিতে শুনিল হে হাইযুম! (হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার নাম হাইযুম ছিল।) অগ্রসর হও। ইহা শুনার পর উক্ত মুসলমান দেখিল, মুশরিক লোকটি চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে এবং চাবুকের আঘাতে তাহার নাক ক্ষতবিক্ষত ও চেহারা ফাটিয়া গিয়াছে। আর সম্পূর্ণ চেহারা নীল হইয়া গিয়াছে। উক্ত আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, ইহা তৃতীয় আসমানের সাহায্য ছিল। সেদিন মুসলমানগণ সত্তরজন কাফেরকে কতল করিয়াছিলেন এবং সত্তরজনকে বন্দী করিয়াছিলেন।

(বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু গিফার গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ও আমার এক চাচাত ভাই, আমরা উভয়ে একটি পাহাড়ে উঠিলাম যেখান হইতে বদরের ময়দান ভালভাবে দেখা যাইতেছিল। আমরা তখন মুশরিক ছিলাম। আমরা এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, দেখিব, কাহারা পরাজিত হয়। তারপর বিজয়ীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া লুটতরাজ করিব। আমরা তখনও পাহাড়ের উপর ছিলাম। এমন সময় এক টুকরা মেঘ আমাদের নিকটবর্তী হইল। আমরা উক্ত

মেঘের ভিতর ঘোড়ার ডাক শুনিতে পাইলাম এবং কাহাকেও এরূপ বলিতে শুনিলাম, হে হাইযুম! অগ্রসর হও। এই আওয়াজের চোটে আমার চাচাত ভাইয়ের দিলের পর্দা ফাটিয়া গেল এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল। আর আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছি।

আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমরা এক জেহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। শত্রুর সহিত আমাদের মোকাবিলা হইল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

অর্থ ঃ 'হে বিচার দিনের মালিক, আমরা আপনারই এবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'

আমি দেখিলাম, শত্রুপক্ষের লোকজন ধরাশায়ী হইতে লাগিল এবং ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে সম্মুখ ও পিছন দিক হইতে মারিতেছেন।

আবু উমামা ইবনে সাহ্ল (রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সাহ্ল (রাঃ) বলিয়াছেন, হে আমার বেটা! আমরা বদর যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্যের কারণে আমাদের অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, আমাদের কেহ একজন কোন মুশরিকের মাথার দিকে ইশারা করিতেই তলোয়ার লাগার পূর্বেই তাহার মাথা শরীর হইতে কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত।

(বিদায়াহ)

হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ) বলেন, আমি এক মুশরিককে মারার জন্য তাহার পিছনে ধাওয়া করিতেছিলাম। কিন্তু আমার তলোয়ার তাহার নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাহার মাথা কাটিয়া নিচে পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমি ব্যতীত (অদৃশ্য) অন্য একজন (অর্থাৎ ফেরেশতা) তাহাকে কতল করিয়াছে।

হযরত সাহ্ল ইবনে আবি হাছমা (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত আবু বারযা হারেসী (রাঃ) (মুশরিকদের) তিনটি মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উঠাইয়া আনিলেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তোমার ডান হাত সফল হইয়াছে। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাদের দুইজনকে তো আমি কতল করিয়াছি, আর তৃতীয়জনের ঘটনা এই যে, আমি অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী চেহারাওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যিনি তাহার মাথাকে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি অমুক ফেরেশতা ছিলেন।

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে সাম্মাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে দেখিয়াছ কি? আমি আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে পাহাড়ের পাদদেশে দেখিয়াছিলাম। কাফেরদের একদল সৈন্য তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। এইজন্য আমি (তাহাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে) নীচে নামিতেছিলাম, পথে আপনাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট যাওয়ার পরিবর্তে আপনার নিকট আসিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, ফেরেশতাগণ তাহার সহিত মিলিয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। হযরত হারেস (রাঃ) বলেন, আমি সেখান হইতে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর দিকে চলিলাম। আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, কাফেরদের দল চলিয়া গিয়াছে এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর চারিদিকে মুশরিকদের সাতটি লাশ পড়িয়া আছে। আমি বলিলাম, আপনার ডান হাত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আপনি কি একাই ইহাদের সকলকে কতল করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, এই আরতাত ইবনে আব্দে শুরাহবীল আর এই কাফেরকে তো আমি কতল করিয়াছি, আর অবশিষ্ট পাঁচ জনকে এমন এক ব্যক্তি কতল করিয়াছে যাহাকে আমি দেখিতেছিলাম না। আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কতিপয় লোকের নিকট দিয়া গেলেন।

তাহারা পিছন দিক হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল, এই সেই ব্যক্তি যে নবী হওয়ার দাবী করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। তিনি উক্ত কাফেরদের প্রতি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন। তাঁহার ইশারা করা মাত্রই কাফেরদের শরীরে নখের আঁচড়ের ন্যায় দাগ পড়িয়া গেল। পরবর্তীতে উহা ক্ষতে পরিণত হইয়া পচন ধরিয়া গেল এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ ছড়াইতে লাগিল। এই কারণে কেহ তাহাদের কাছে যাইতে পারিত না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করিলেন—

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

অর্থ ঃ 'আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে, যাহারা আল্লাহর সহিত অপর উপাস্য সাব্যস্ত করে (তাহাদের বিরুদ্ধেও)।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

এই সকল বিদ্রূপকারী কাফের হইল, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস, বনু আসাদ ইবনে আব্দিল ওয্যা গোত্রের আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব আবু যামআহ, হারেস ইবনে আবতাল সাহমী ও আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি তাহার নিকট এই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আমাকে এই লোকগুলিকে দেখাইয়া দিন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীদ ইবনে মুগীরাকে দেখাইয়া দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ওলীদের বাহুর বড় রগের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি তো কিছুই করিলেন না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনার আর কিছুই করার প্রয়োজন নাই,

আমি তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে দেখাইয়া দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাহার দুই চোখের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি তো কিছুই করিলেন না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনার আর কিছুই করার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুসকে দেখাইয়া দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাহার মাথার দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি তো কিছুই করিলেন না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনার আর কিছুই করার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেস ইবনে আবতাল সাহমীকে দেখাইয়া দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাহার পেটের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি তো কিছুই করিলেন না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনার আর কিছুই করার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস ইবনে ওয়ায়েলকে দেখাইয়া দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাহার পায়ের তালুর দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি তো কিছুই করিলেন না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনার আর কিছুই করার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

সুতরাং ওলীদ ইবনে মুগীরার অবস্থা এই হইল যে, সে খুযাআহ গোত্রীয় এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে তীর ছিলিতেছিল। সেই তীর ছুটিয়া ওলীদের বাহুর রগে লাগিল, আর রগ কাটিয়া গেল। আর আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব অন্ধ হইয়া গেল। কেহ বলেন, সে এমনিই অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ বলেন, সে একটি গাছের নীচে নামিল এবং হঠাৎ

বলিতে লাগিল, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা আমার নিকট হইতে সরাইতেছ না? আমি তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আমার চোখের ভিতর কাঁটা বিঁধিতেছে। ছেলেরা বলিল, আমরা তো কিছুই দেখিতেছি না। এইভাবে কিছুক্ষণ তাহার চোখে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কষ্ট হইতে লাগিল, অতঃপর তাহার উভয় চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। আর আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুসের মাথায় ফোঁড়া বাহির হইল। যদ্দরুন সে মারা গেল। হারেস ইবনে আবতালের পেটে পিত্তরস জমা হইয়া মুখ দিয়া পায়খানা বাহির হইতে লাগিল এবং ইহাতে সে মারা গেল। আর আস ইবনে ওয়ায়েল হাঁটিয়া যাইতেছিল, তাহার পায়ে শিবরিকা নামক কাঁটাযুক্ত ঝোপের কাঁটা বিদ্ধ হইল। ইহাতে তাহার পা ফুলিয়া গেল এবং সে মারা গেল। (তাবারানী)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর উপনাম আবু মো'লাক ছিল। তিনি ব্যবসায়ী ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি সফরে গেলেন। পথে এক অস্ত্রধারী ডাকাতের সাক্ষাৎ পাইলেন। ডাকাত বলিল, তোমার সমস্ত সামানাপত্র এইখানে রাখিয়া দাও, আমি তোমাকে হত্যা করিব। সাহাবী বলিলেন, তোমার মালের প্রয়োজন মাল লইয়া যাও। সে বলিল, না, আমি তো তোমাকে হত্যা করিতে চাই। সাহাবী বলিলেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, দুই রাকাত নামায পড়িয়া লই। ডাকাত বলিল, যত ইচ্ছা নামায পড়িয়া লও। তিনি অযু করিয়া নামায পড়িলেন এবং তিনবার এই দোয়া করিলেন—

يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا فَعَّالاً لِّمَا يُرِيْدُ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِىْ لَا تُرَامُ وَ مُلْكِكَ الَّذِىْ لَا يُضَامُ وَ بِنُوْرِكَ الَّذِىْ مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِىْ شَرَّ هٰذَا اللِّصِّ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِىْ –

অর্থ ঃ হে অত্যাধিক স্নেহপরায়ণ, হে আরশের অধিপতি মর্যাদাশীল, হে ঐ সত্তা, যিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া ছাড়েন, আমি আপনার সেই ইজ্জতের উসিলায় যাহার আকাংখা কেহ করিতে পারে না,

আর আপনার সেই বাদশাহীর উসিলায় যাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইতে পারে না, আর আপনার সেই নূরের উসিলায় যাহা আপনার আরশের চতুর্কোণকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে, আপনার নিকট চাহিতেছি যে, এই ডাকাতের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে সাহায্যকারী, আমাকে সাহায্য করুন।'

এই কথা তিনি তিন বার উচ্চারণ করিলেন। এমন সময় বর্শা হাতে একজন ঘোড় সওয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার হাতের বর্শা ঘোড়ার কান বরাবর উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছিল। উক্ত ডাকাতকে বর্শার আঘাতে কতল করিয়া দিল এবং ব্যবসায়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ঘোড় সওয়ার বলিল, আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। যখন তুমি (প্রথমবার) দোয়া করিয়াছ তখন আমি আসমানের দরজাসমূহে কড়কড় আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। যখন তুমি দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছ তখন আমি আসমানবাসীদের চিৎকার শুনিতে পাইয়াছি। তারপর যখন তৃতীয়বার দোয়া করিয়াছ, তখন বলা হইল, কোন বিপদগ্রস্তের দোয়া। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করিলাম যে, এই ডাকাতকে কতল করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হউক। অতঃপর ফেরেশতা বলিলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, যে কোন ব্যক্তি অযূ করিয়া চার রাকাত নামায পড়িবে এবং তারপর এই দোয়া করিবে তাহার দোয়া অবশ্যই কবুল হইবে। সে বিপদগ্রস্ত হউক বা না হউক।

(এসাবাহ)

লাইস ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) নিজের ঘটনা এইভাবে শুনাইয়াছেন যে, আমি তায়েফে এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি খচ্চর ভাড়া লইলাম। ভাড়াদানকারী এই শর্ত করিল যে, পথে যে কোন মনযিলে ইচ্ছা সেখানে সে আমাকে থামাইতে পারিবে। সুতরাং সে আমাকে একটি জনশূন্য স্থানের দিকে লইয়া চলিল। সেখানে পৌছিয়া বলিল, এইখানে নামিয়া পড়। আমি সেখানে নামিয়া দেখিলাম, বহু লোক নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। সে যখন আমাকেও কতল করিতে

উদ্যত হইল তখন আমি বলিলাম, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও। সে বলিল, পড়িয়া লও, তোমার পূর্বে এই সমস্ত লোকেরাও নামায পড়িয়াছিল কিন্তু তাহাদের নামায কোন কাজে আসে নাই। অতঃপর আমি যখন নামায শেষ করিলাম তখন সে আমাকে কতল করার জন্য অগ্রসর হইল, আমি বলিলাম—

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(ইয়া আরহামার রাহেমীন)

সে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইল, 'তাহাকে কতল করিও না।' সে হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল এবং আওয়াজ দাতাকে তালাশ করিতে গেল, কিন্তু কাহাকেও দেখিল না। সে ফিরিয়া আসিলে আমি উক্ত আওয়াজে বলিলাম, 'ইয়া আরহামার রাহেমীন'। এইভাবে তিনবার হইল। তারপর হঠাৎ একজন ঘোড়সওয়ার আগমন করিল। তাহার হাতে একটি লোহার বর্শা ছিল যাহার অগ্রভাগ দিয়া আগুন ঝরিতেছিল। ঘোড়সওয়ার ডাকাতকে এত জোরে বর্শা মারিল যে, পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সে মরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর ঘোড়সওয়ার আমাকে বলিল, তুমি যখন প্রথম বার ইয়া আরহামার রাহেমীন বলিয়া ডাকিয়াছ তখন আমি সপ্তম আসমানের উপর ছিলাম। যখন তুমি দ্বিতীয়বার ডাকিয়াছ তখন আমি দুনিয়ার আসমানে ছিলাম। যখন তুমি তৃতীয়বার ডাকিয়াছ তখন আমি তোমার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি।

সাহাবা (রাঃ)দের ফেরেশতাদেরকে দেখা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারো আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং ঘরের বাহিরে তাহার নিকট গেলেন। আমিও দেখার জন্য তাঁহার পিছনে গেলাম। আমি দেখিলাম, একজন লোক নিজের তুর্কি ঘোড়ার ঘাড়ের পশমের সহিত হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি একটু ভালভাবে তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)। তিনি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, উহার শামলা দুই কাঁধের মাঝে

ঝুলিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার নিকট ঘরের ভিতরে আসিলেন তখন আমি আরজ করিলাম, আপনি অতি দ্রুত উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এইজন্য আমিও বাহিরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, জ্বি, হাঁ। বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমি যেন বনু কোরাইযার উপর আক্রমণ করার জন্য রওয়ানা হই।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বনু কোরাইযা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কোরাইযার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের এক মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট দিয়া কি কেহ অতিক্রম করিয়াছে? তাহারা বলিলেন, জ্বি হাঁ। এইমাত্র হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) গিয়াছেন। তিনি একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, খচ্চরের পিঠে একটি রেশমী চাদর বিছানো ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি হযরত দেহইয়া নহেন, বরং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন। তাহাকে বনু কোরাইযার উদ্দেশ্যে এইজন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের দুর্গগুলি কাঁপাইয়া তাহাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করিয়া দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অসুস্থ এক আনসারীকে দেখিতে গেলেন। তিনি যখন তাহার ঘরের নিকট পৌঁছিলেন তখন উক্ত আনসারীকে কাহারো সহিত কথা বলিতে শুনিলেন। তিনি অনুমতি লইয়া ঘরের ভিতর যাইয়া সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে কাহারো সহিত কথা বলিতে শুনিতেছিলাম। আনসারী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জ্বরের ব্যাপারে লোকদের কথাবার্তা শুনিয়া মনে বড়

ব্যথা লাগিয়াছে, অতএব আমি ঘরের ভিতর চলিয়া আসিয়াছি। অতঃপর আমার নিকট ভিতরে এক ব্যক্তি আসিল। আমি আপনার পর তাহার অপেক্ষা উত্তম মজলিসওয়ালা ও উত্তম আলাপকারী আর কাহাকেও দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যদি তাহারা আল্লাহর উপর কসম খাইয়া বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কসমকে অবশ্যই পূরণ করিয়া দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত চুপে চুপে কথা বলিতেছিল। এই কারণে তিনি আমার পিতার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন না। আমরা যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম তখন আমার পিতা বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি কি তোমার চাচাতো ভাইকে দেখ নাই যে, আমার দিক হইতে তিনি অমনোযোগী হইয়া রহিয়াছেন। আমি বলিলাম, তাঁহার নিকট তো একজন লোক তাঁহার সহিত চুপিচুপি কথা বলিতেছিল। আমরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলাম। আমার পিতা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বেটা আবদুল্লাহ এই এই কথা বলিয়াছি, সে আমাকে বলিল, আপনার নিকট এক ব্যক্তি চুপিচুপি আপনার সহিত কথা বলিতেছিল। সত্যই কি আপনার নিকট কেহ ছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, তাহার কারণেই আমি আপনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) আমাকে কোন এক কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক বসিয়াছিল। এই কারণে আমি তাঁহার সহিত কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লোকটিকে দেখিয়াছিলে? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ। বলিলেন, তিনি জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে বলিলেন, তাহাকে অনেক এলেম দান করা হইবে, তবে মৃত্যুর পূর্বে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। (পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর অবস্থা এরূপই হইয়াছিল।)

ওরওয়া ইবনে রুআইম (রহঃ) বলেন, হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। অত্যাধিক বৃদ্ধাবস্থার কারণে তিনি মৃত্যু কামনা করিতেন। তিনি এরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, আমার হাড় পাতলা ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে আপনার নিকট উঠাইয়া লন। হযরত ইরবায (রাঃ) বলেন, একদিন আমি দামেশকের মসজিদে ছিলাম। সেখানে একজন সুদর্শন যুবককে দেখিলাম। সে সবুজ রঙের কাপড় পরিহিত ছিল। সে বলিল, আপনি এ কেমন দোয়া করেন? আমি বলিলাম, ভাতিজা, তবে আমি কি দোয়া করিব? সে বলিল, আপনি এরূপ দোয়া করুন, আয় আল্লাহ, আমার আমলকে সুন্দর করিয়া দিন এবং আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। আমি বলিলাম, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি কে? সে বলিল, আমি রীবাঈল ফেরেশতা। আমার কাজ হইল, মুমিনীনদের অন্তর হইতে দুঃখ-পেরেশানীকে দূর করিয়া দেই।

সাহাবা (রাঃ)দেরকে ফেরেশতাদের সালাম করা ও তাহাদের সহিত মুসাফাহা করা

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) আমাকে বলিয়াছেন, হে মুতাররিফ, জানিয়া রাখ, ফেরেশতাগণ আমার মাথার নিকট, আমার ঘরে ও কা'বা শরীফের হাতীমের নিকট আসিয়া আমাকে সালাম করেন। বর্তমানে আমি (চিকিৎসার উদ্দেশ্যে) লোহা দ্বারা নিজের শরীরে দাগ দেওয়ার কারণে এই

বিষয়টি আর রহে নাই। অতঃপর যখন তাহার ক্ষত ভাল হইয়া গেল তখন আমাকে বলিলেন, হে মুতাররিফ, জানিয়া রাখ, যাহা চলিয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হে মুতাররিফ, আমার মৃত্যু পর্যন্ত এই বিষয়টি গোপন রাখিও।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, মুতাররিফ (রহঃ) বলেন, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) আমাকে বলিলেন, ফেরেশতা যে আমাকে সালাম করিত তাহা কি তুমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ? কিন্তু আমি যখন নিজের শরীরে (লোহা দ্বারা) দাগ দিলাম তখন হইতে সালাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, সেই ফেরেশতা কি আপনার মাথার দিক হইতে আসিত, না পায়ের দিক হইতে আসিত? তিনি বলিলেন, না, মাথার দিক হইতে আসিত। আমি বলিলাম, আপনার মৃত্যুর পূর্বে আবার ইহা চালু হইয়া যাইবে। সুতরাং কিছুদিন পর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি উপলব্ধি করিয়াছ যে, সেই নিয়ম আবার চালু হইয়া গিয়াছে? ইহার কিছুদিন পরই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর সহিত মুসাফাহা করিতেন, কিন্তু তিনি যখন নিজের শরীরে দাগ দিলেন তখন ফেরেশতা সরিয়া গেলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের ফেরেশতাদের সহিত কথা বলা

সালামা ইবনে আতিয়্যা আসাদী (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন। সে মৃত্যুশয্যায় ছিল। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হে ফেরেশতা, এই ব্যক্তির সহিত নম্র ব্যবহার কর। অসুস্থ লোকটি বলিল, ফেরেশতা বলিতেছে, আমি প্রত্যেক মুমিনের সহিত নম্র ব্যবহার করিয়া থাকি।

সাহাবা (রাঃ)দের ফেরেশতাদের কথাবার্তা শ্রবণ করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) একবার বলিলেন, আমি মসজিদে যাইয়া নামায পড়িব এবং আল্লাহ তায়ালার এমন প্রশংসা করিব যাহা কেহ করে নাই। সুতরাং

তিনি যখন নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও প্রশংসা করার জন্য বসিলেন তখন হঠাৎ পিছন দিক হইতে উচ্চ আওয়াজে কাহাকেও এরূপ বলিতে শুনিলেন—

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ عَلَانِيَتُهٗ وَ سِرُّهٗ لَكَ الْحَمْدُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِغْفِرْ لِيْ مَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِيْ وَاعْصِمْنِيْ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ وَارْزُقْنِيْ اَعْمَالاً زَاكِيَةً تَرْضٰى بِهَا عَنِّيْ وَتُبْ عَلَيَّ.

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, সম্পূর্ণ বাদশাহী আপনারই, সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে এবং সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়াদি আপনারই দিকে ফিরিয়া যায়। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আমার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিন, এবং আগামী জীবনে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয় হইতে আমাকে হেফাজত করুন, আর ঐ সকল পাকপবিত্র আমলের তৌফিক দান করুন যদ্দ্বারা আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আমার তওবা কবুল করুন।'

হযরত উবাই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের মুখে ফেরেশতাদের কথা বলা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ওমরের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে, সে আমার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি ওমরকে মহব্বত করিয়াছে, সে আমাকে মহব্বত করিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা আরাফার সন্ধ্যায় সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানকে লইয়া গর্ব

করিয়াছেন আর ওমরকে লইয়া বিশেষভাবে গর্ব করিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যে কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উম্মতের মধ্যে একজন মুহাদ্দাস অবশ্যই পয়দা করিয়াছেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেহ মুহাদ্দাস হয় তবে ওমর হইবে। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহাদ্দাস কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার মুখ দিয়া ফেরেশতা কথা বলে।

আনাস ইবনে হুলাইস (রহঃ) বলেন, পারস্য সৈন্যগণ আমাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাহুরসীর দুর্গে ঢুকিয়া পড়িলে আমরা উক্ত বাহুরসীর দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলাম। বাদশাহর দূত দুর্গের উপর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল, বাদশাহ তোমাদেরকে বলিতেছেন, তোমরা কি এই শর্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছ যে, দাজলা নদীর যেই পাড় আমাদের দিকে রহিয়াছে সেখান হইতে আমাদের পাহাড় পর্যন্ত এলাকা আমাদের দখলে থাকিবে, আর অপর পাড় হইতে তোমাদের পাহাড় পর্যন্ত এলাকা তোমাদের দখলে থাকিবে? এখনো কি তোমাদের পেট ভরে নাই? আল্লাহ কখনও তোমাদের পেট না ভরান।

হযরত আবু মুফাযযার আসওয়াদ ইবনে কুতবা (রাঃ) লোকদের হইতে অগ্রসর হইলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার মুখ দিয়া এমন কথা বলাইয়া দিলেন, যাহা না তিনি নিজে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কি বলিয়াছেন, আর না আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই দূত ফিরিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর আমরা দেখিলাম, তাহারা দলে দলে বাহুরসীর ছাড়িয়া মাদায়েন শহরের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আমরা বলিলাম, হে আবুল মুফাযযার! আপনি তাহাদেরকে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি কিছুই জানিনা, আমি কি বলিয়াছিলাম। আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, সেই সময় আমার উপর বিশেষ ধরনের এক সাকীনা অর্থাৎ প্রশান্তি নাযিল হইয়াছিল, আর আমি আশা করি যে, আমার দ্বারা কল্যাণের কথাই বলানো হইয়াছে। লোকজন পর্যায়ক্রমে তাহার নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অবশেষে এই কথা হযরত সা'দ (রাঃ)এর কর্ণগোচর হইল। তিনি

আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবুল মুফাযযার! তুমি কি বলিয়াছিলে? আল্লাহর কসম, তাহারা তো সকলে ভাগিয়া যাইতেছে। হযরত আবুল মুফাযযার (রাঃ) তাহাকেও একই উত্তর দিলেন, যাহা তিনি আমাদেরকে দিয়াছিলেন।

অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) লোকদের মধ্যে (দুর্গের উপর আক্রমণের) ঘোষণা দিলেন এবং সকলকে লইয়া যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হইলেন। আমাদের পাথর নিক্ষেপ যন্ত্র দুর্গের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতেছিল, কিন্তু দুর্গের দেয়ালের উপর একজন লোকও দেখা গেল না। আর না কেহ শহর হইতে বাহির হইয়া আসিল। শুধু এক ব্যক্তি আমান আমান অর্থাৎ নিরাপত্তা নিরাপত্তা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। আমরা তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। সে বলিল, এই শহরে কোন লোকজন নাই। তোমরা কেন শহরে ঢুকিতেছ না? এই সংবাদ শুনিয়া সৈন্যরা দেয়াল টপকাইয়া দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং আমরা উক্ত দুর্গ জয় করিয়া লইলাম। আমরা সেখানে না কোন জিনিস পাইয়াছি আর না কোন জনমানুষ। শহরের বাহিরে শুধুমাত্র কয়েকজন মানুষ পাইয়াছি যাহাদের আমরা বন্দী করিয়াছি।

আমরা তাহাদেরকে ও সেই নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত লোকজন কেন পালাইয়া গেল? তাহারা বলিল, বাদশাহ তোমাদের নিকট দূত পাঠাইয়াছিল, আর সে তোমাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়াছিল। তোমরা তাহাকে এই উত্তর দিয়াছিলে যে, তোমাদের সহিত আমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সন্ধি হইবে না যতক্ষণ না আমরা আফরীযীন শহরের মধু কুছা শহরের লেবু দ্বারা না খাইব। বাদশাহ শুনিয়া বলিল, হায় আমাদের ধ্বংস! মনোযোগ দিয়া শুন, তাহাদের মুখ দিয়া ফেরেশতাগণ কথা বলিয়াছেন এবং আরবদের পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণ আমাদেরকে উত্তর দিতেছেন, আল্লাহর কসম, যদি এই ব্যক্তির মুখ দিয়া ফেরেশতা নাও বলিয়া থাকে, তবুও এই উত্তর এমন যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, যেন আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত হই। বাদশাহর এই কথায় সমস্ত শহরবাসী দূরবর্তী শহর মাদায়েনে চলিয়া গিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের কোরআন পাঠ শুনার জন্য ফেরেশতাদের অবতরণ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) একরাত্রে নিজের শস্য মাড়াইবার স্থানে কোরআন পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় তাহার ঘোড়া অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কোরআন পাঠ বন্ধ করিলে ঘোড়াও স্থির হইয়া গেল। তিনি পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলে ঘোড়াও পুনরায় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি আবার পড়া বন্ধ করিলে ঘোড়াও থামিয়া গেল। তিনি পুনরায় তৃতীয়বার পড়িতে আরম্ভ করিলে ঘোড়াও আবার অস্থির হইয়া উঠিল। হযরত উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমার আশংকা হইল যে, ঘোড়া অস্থির হইয়া (আমার ছেলে) ইয়াহইয়াকে পা দ্বারা মাড়াইয়া না দেয়। আমি উঠিয়া ঘোড়ার নিকট যাওয়ার পর মাথায় উপর একটি চাঁদোয়ার ন্যায় জিনিস দেখিলাম, যাহাতে অনেকগুলি চেরাগ জ্বলিতেছে। সেই চাঁদোয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল এবং আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

সকালবেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ অর্ধরাত্রিতে আমি আমার শস্য মাড়ানোর স্থানে কোরআন পড়িতেছিলাম। এমন সময় আমার ঘোড়া অস্থির হইয়া লাফাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে হুযাইর, পড়িতে থাক। আমি আবার কোরআন পড়িলাম। সেই ঘোড়া আবার অস্থির হইয়া লাফাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে হুযাইর! পড়িতে থাক। আমি আবার পড়িলাম, ঘোড়া আবারো লাফাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে হুযাইর! পড়িতে থাক। (আমার ছেলে) ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটে ছিল, আমার আশংকা হইল, ঘোড়া তাহাকে পা দ্বারা মাড়াইয়া না দেয়। অতএব আমি কোরআন পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম। তারপর একটি চাঁদোয়ার ন্যায় জিনিস দেখিতে পাইলাম উহাতে অনেকগুলি চেরাগ জ্বলিতেছে। উহা আকাশের দিকে উঠিয়া যাইতে লাগিল এবং দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, এইগুলি ফেরেশতা ছিল, তাহারা তোমার কোরআন শুনিতে আসিয়াছিল। যদি তুমি কোরআন পড়িতে থাকিতে তবে সকালবেলা সমস্ত লোক সেই ফেরেশতাদেরকে দেখিতে পাইত এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট হইতে নিজেদেরকে গোপন করিতে পারিত না।

হাকেম হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, চেরাগের ন্যায় অনেকগুলি জিনিস যাহা আসমান জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত রহিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা দেখিয়া আমার সামনে পড়ার শক্তি রহিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা ফেরেশতা ছিল, তোমার কোরআন পড়িবার কারণে অবতরণ করিয়াছিল। যদি তুমি সামনে পড়িতে থাকিতে তবে বহু আশ্চর্য বিষয় দেখিতে পাইতে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহারা ফেরেশতা ছিল, তোমার আওয়াজের কারণে এই পরিমাণ নিকটবর্তী হইয়াছিল। যদি তুমি পড়িতে থাকিতে তবে সকালবেলা লোকেরা তাহাদেরকে দেখিতে পাইত এবং তাহারা নিজেদেরকে গোপন করিতে পারিত না।

ফেরেশতা কর্তৃক সাহাবা (রাঃ)দের জানাযার গোসল দেওয়া

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রীয় হযরত হানযালা ইবনে আবি আমের (রাঃ)এর সহিত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ)এর মোকাবিলা হইল। (হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তখনও মুসলমান হইয়া ছিলেন না) যখন হযরত হানযালা (রাঃ) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে কাবু করিয়া ফেলিলেন তখন শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ যাহাকে ইবনে শাউব বলা হইত, দেখিল হযরত হানযালা (রাঃ) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর উপর চড়িয়া বসিয়াছেন। সুতরাং সে হযরত হানযালা (রাঃ)কে তলোয়ারের আঘাতে শহীদ করিয়া দিল। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের এই সাথী (অর্থাৎ হযরত হানযালা (রাঃ)কে

ফেরেশতাগণ গোসল দিতেছেন। তাহার পরিবারের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কারণ কি? তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে স্ত্রী বলিলেন, তিনি মুসলমানদের পরাজয়ের কথা শুনামাত্রই ঘর হইতে রওয়ানা হইয়া গেলেন, অথচ তখন তাহার গোসলের প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই কারণেই ফেরেশতাগণ তাহাকে গোসল দিয়াছেন।

মাহমূদ ইবনে লবীদ (রহঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন যখন হযরত সা'দ (রাঃ)এর বাহুতে তীর লাগিল তখন তিনি খুব বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাহাকে রুফাইদাহ নামী মহিলার ঘরে স্থানান্তরিত করা হইল। অতঃপর বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, তাহার ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। তিনি এত দ্রুত চলিতেছিলেন যে, আমাদের জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল এবং আমাদের কাঁধের উপর হইতে চাদর পড়িয়া যাইতে লাগিল। সাহাবা (রাঃ) অভিযোগের সুরে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ দ্রুত হাঁটিয়া আমাদেরকে ক্লান্ত করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, হযরত হানযালার ন্যায় ফেরেশতাগণ তাহাকেও না আমাদের পূর্বে গোসল দিয়া ফেলে।

আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি যখন ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন তখন তাঁহার নিকট হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অথবা অন্য কোন ফেরেশতা আসিলেন এবং বলিলেন, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে অদ্যরাত্রে কে ইন্তেকাল করিয়াছে, যাহার ইন্তেকালে আসমানবাসী আনন্দিত হইতেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অন্য কাহারো কথা তো জানা নাই, তবে সা'দ রাত্রে অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সা'দের কি অবস্থা? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাত্রে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। তাহার কাওমের লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া নিজেদের

মহল্লায় লইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়াইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সহিত সাহাবা (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি এত দ্রুত হাঁটিতেছিলেন যে, সাহাবা (রাঃ)দের জন্য কষ্টকর হইতেছিল এবং দ্রুত হাঁটার কারণে তাহাদের জুতার ফিতা ছিড়িয়া যাইতে লাগিল এবং কাঁধের উপর হইতে চাদর পড়িয়া যাইতে লাগিল। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছে যে, হানযালার ন্যায় ফেরেশতাগণ তাহাকেও না গোসল দিয়া ফেলে।

ফেরেশতা কর্তৃক সাহাবা (রাঃ)দের জানাযার সম্মান করা

যখন হযরত জাবের (রাঃ)এর পিতা শহীদ হইলেন তখন তিনি পিতার চেহারায় কাপড় সরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লোকেরা তাহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তোমার পিতার জন্য কাঁদ আর না কাঁদ (উহাতে কিছুই আসে যায় না) কিন্তু লোকেরা তাহাকে উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহাকে আপন পাখা দ্বারা ছায়া করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার জানাযা উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ আপন পাখা দ্বারা তাহাকে ছায়া করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত সালামা ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন, আমরা দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরাও তাহার পিছন পিছন ভিতরে প্রবেশ করিব। ঘরের ভিতর শুধু হযরত সা'দ (রাঃ) ছিলেন, আর কেহ ছিল না। তাহাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে পা রাখিতেছেন, আর এমনভাবে যাইতেছেন যেন কাহারো ঘাড় টপকাইয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া আমি থামিয়া গেলাম, আর তিনি আমাকে ইশারায় বলিলেন, থাম। আমি নিজেও থামিয়া গেলাম এবং আমার পিছনে যাহারা ছিল তাহাদেরকেও থামাইয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ সেখানে বসিলেন, অতঃপর বাহির হইয়া আসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ভিতরে কাহাকেও দেখিলাম না, কিন্তু আপনি ধীরে ধীরে এমনভাবে চলিতেছিলেন যেন কাহারো ঘাড় টপকাইয়া যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, ভিতরে অনেক ফেরেশতা ছিল। আমি বসার জন্য কোন জায়গা পাইতেছিলাম না। একজন ফেরেশতা তাহার দুই পাখা হইতে একটি পাখা গুটাইয়া আমাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে, তবে আমি বসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন, হে আবু আমর! (হযরত সা'দ (রাঃ)এর উপনাম) তোমাকে মোবারকবাদ, হে আবু আমের! তোমাকে মোবারকবাদ, হে আবু আমের! তোমাকে মোবারকবাদ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর জন্য এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছে যাহারা ইতিপূর্বে কখনও জমিনে কদম রাখে নাই। হযরত সা'দ (রাঃ) দাফন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! যদি কবরের চাপ হইতে কেহ রক্ষা পাইত তবে সা'দ অবশ্যই রক্ষা পাইত।

সা'দ ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, যখন হযরত সা'দ (রাঃ)এর জানাযা বাহিরে আনা হইল তখন কতিপয় মুনাফিক বলিল, সা'দের জানাযা কত হালকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করিয়াছে, যাহারা সা'দের জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল ফেরেশতা আজকের পূর্বে কখনও জমিনে পা রাখে নাই।

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) অত্যন্ত ভারী শরীর ও স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন। তাহার ইন্তেকালের পর যখন লোকেরা তাহার জানাযা লইয়া চলিল তখন মুনাফিকরাও তাহার জানাযার পিছন পিছন চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, আমরা আজকের ন্যায় এরূপ হালকা ব্যক্তি আর দেখি নাই। তাহারা আরো বলিল, তোমরা জান কি এরূপ কেন হইয়াছে? ইহার কারণ হইল,তিনি বনু কোরাইযার ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সমস্ত কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ তাহার জানাযা উঠাইয়া রাখিয়াছিল। (এইজন্য তাহার জানাযা হালকা মনে হইয়াছে।)

শত্রুদের অন্তরে সাহাবা (রাঃ)দের ভীতি

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ কুশাইরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে আসিলাম। আমাকে যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত করা হইল তখন তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিয়াছি যে, দুই জিনিস দ্বারা যেন আমাকে সাহায্য করেন, এক—তোমাদের উপর যেন এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করেন, যাহা তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। দুই—তোমাদের অন্তরে আমাদের ভীতি সৃষ্টি করিয়া দেন। আমি উভয় হাত দ্বারা ইশারা করিয়া আরজ করিলাম, আপনিও মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন, আমি এত এত বার (অর্থাৎ হাতের আঙ্গুল পরিমাণ দশবার) কসম খাইয়াছিলাম যে, আপনার উপর ঈমান আনিব না এবং আপনার অনুসরণ করিব না, কিন্তু আপনার সেই বদদোয়ার কারণে আমার মূল উৎপাটিত হইতে থাকিল এবং আপনার ভয় আমার অন্তরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। অবশেষে আজ আমি আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

সায়েব ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের সুওয়ায়ী (রাঃ)কে আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে কিভাবে ভীতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) আমাদেরকে বুঝাইবার জন্য কংকর লইয়া উহাকে পিরিচের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন আর উহাতে শব্দ হইতে লাগিল। অতঃপর বলিলেন, আমরা এই ধরনের শব্দ নিজেদের পেটের ভিতর অনুভব করিতাম। (হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) হুনাইনের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে ছিলেন বলিয়া এইভাবে নিজের অবস্থা বুঝাইয়াছেন।)

আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহাবা (রাঃ)দের শত্রুদেরকে পাকড়াও

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) ও আরো অনেকে বলেন, হযরত সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) (তিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না, হিজরতের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে তীর দ্বারা তিনবার শুভ ও অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে প্রতিবার বাহির না হওয়ারই ইঙ্গিত হইল, কিন্তু তিনি তারপরও ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের কাছাকাছি পৌছিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য বদদোয়া করিলেন, যেন তাহার ঘোড়ার পাগুলি জমিনে ধ্বসিয়া যায়। অতএব তাহার ঘোড়ার পাগুলি জমিনে ধ্বসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমার ঘোড়াকে মুক্ত করিয়া দেন, বিনিময়ে আমি যে কেহ আপনার তালাশে আসিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তাহার ঘোড়াকে মুক্ত করিয়া দিন। সুতরাং তাহার ঘোড়ার পাগুলি জমিন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ওমায়ের ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে এরূপ আছে যে, হযরত সুরাকা (রাঃ) বলিলেন, হে দুই মহোদয়! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া দিন, আমি আপনাদের সহিত ওয়াদা করিতেছি যে, আর আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করিব না। তাঁহারা উভয়ে

দোয়া করিলে তাহার ঘোড়া মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি পুনরায় তাহাদের পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিলে আবার তাহার ঘোড়ার পাগুলি জমিনে ধ্বসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন, এইবার সত্য ওয়াদা করিতেছি, আর পশ্চাদ্ধাবন করিব না। হযরত সুরাকা (রাঃ) তাঁহাদেরকে পথের সামান ও সওয়ারী পেশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের ইহার প্রয়োজন নাই, শুধু আমাদের পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ কর। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, আমি তাহাই করিব।

হযরত আবু মা'বাদ খুযায়ী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, হযরত সুরাকা (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমার ঘোড়াকে মুক্ত করিয়া দেন। আমি ফেরত চলিয়া যাইব এবং আপনার তালাশে বাহির হইয়াছে এরূপ যত লোকের সাক্ষাৎ পাইব সকলকে ফিরাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আর তাহার ঘোড়া মুক্ত হইয়া গেল এবং তিনি ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার পথে লোকদেরকে দেখিলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতেছে। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, ফিরিয়া যাও, এইদিকের সমস্ত এলাকা আমি ভালভাবে দেখিয়া আসিয়াছি। আর তোমাদের জানা আছে, পদচিহ্ন সম্পর্কে আমার দৃষ্টি কত প্রখর। সুতরাং তাহারা সকলে ফিরিয়া গেল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হিজরত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, একজন ঘোড় সওয়ার আসিতেছে। সে অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, এই ঘোড়সওয়ার তো আমাদের নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইদিকে চাহিয়া দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল এবং অতঃপর ঘোড়া ডাক দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া

গেল। ঘোড়সওয়ার বলিল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে যে কোন আদেশ করিবেন আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর অগ্রসর হইও না, স্বস্থানে থাক, (বরং ফিরিয়া যাও) এবং কাহাকেও আমাদের দিকে আসিতে দিও না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সেই ঘোড়সওয়ার অর্থাৎ হযরত সুরাকা (রাঃ) দিনের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছিলেন, আর দিনের শেষ ভাগে অস্ত্রের ন্যায় তাঁহার হেফাজতকারী হইয়া গেলেন।

প্রথম খণ্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় হিজরতের অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের বর্ণনায় হযরত বারা (রাঃ) হইতে হযরত সুরাকা (রাঃ)এর ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আরবাদ ইবনে কায়েস ও আমের ইবনে তোফায়েল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসিল। তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল তখন তিনি বসিয়াছিলেন। তাহারাও সামনে আসিয়া বসিয়া গেল। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, হে মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে আপনি আমাকে কি দিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সমস্ত হক ও অধিকার থাকিবে যাহা অপরাপর মুসলমানদের জন্য রহিয়াছে এবং তোমার উপর ঐ সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হইবে যাহা অপরাপর মুসলমানদের উপর অর্পিত হইয়াছে। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, আমি যদি মুসলমান হই তবে আপনার পর খলীফা হওয়ার অধিকার কি আমাকে দান করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই অধিকার না তুমি পাইবে, আর না তোমার কাওম পাইবে, তবে তোমাকে অশ্বারোহী দলের অগ্রনায়ক বানাইয়া দিব। সে বলিল, আমি তো বর্তমানে নাজদের অশ্বারোহী দলের অগ্রনায়ক আছি। আচ্ছা, আপনি আমাকে গ্রাম এলাকা দিয়া দিন, আর শহর এলাকা আপনার থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, এমন হইতে পারে না।

অতঃপর যখন তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইতে লাগিল তখন আমের বলিল, শুনিয়া রাখুন, আল্লাহর কসম, আমি আপনার বিরুদ্ধে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরপুর করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে এরূপ করিতে দিবেন না, তুমি কখনই এরূপ করিতে পারিবে না।

তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসার পর আমের বলিল, হে আরবাদ, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কথায় মশগুল করিয়া রাখিব আর তুমি তলোয়ার দ্বারা তাহার কাজ শেষ করিয়া দিবে। আর তাহাকে কতল করার পর লোকেরা বেশীর চেয়ে বেশী রক্তবিনিময়ের উপর রাজী হইয়া যাইবে। ইহার অতিরিক্ত কিছু দাবী করিবে না, কারণ তাহারা যুদ্ধ করাকে পছন্দ করিবে না। অতএব আমরা তাহাদেরকে রক্তবিনিময় দিয়া দিব। আরবাদ বলিল, ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত আছি।

সুতরাং তাহারা উভয়ে ফিরিয়া আসিল এবং আমের বলিল, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি একটু আমার সহিত দাঁড়ান, আমি আপনার সহিত কথা বলিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া তাহার সহিত গেলেন এবং তাহারা উভয়ে একটি দেয়ালের নিকট যাইয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কথা বলিতে বলিতে তাহার সহিত বসিলেন। আরবাদ খাপ হইতে তলোয়ার বাহির করিতে চাহিল। যখন তলোয়ারের বাঁটের উপর হাত রাখিল তখন তাহার হাত অবশ হইয়া গেল এবং সে আর তলোয়ার বাহির করিতে পারিল না। এইভাবে তাহার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড় ফিরাইয়া আরবাদের দিকে তাকাইলেন এবং তাহার কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। তিনি উভয়কে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।

আমের ও আরবাদ সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন হাররা ওয়াকেম অর্থাৎ মদীনায় প্রস্তরময় ময়দানে পৌঁছিল তখন সেখানে অবস্থান করিল। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে

হুযাইর (রাঃ) উভয়ে তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমনগণ, উঠ, এবং এখান হইতে চলিয়া যাও। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। আমের জিজ্ঞাসা করিল, হে সা'দ, আপনার সহিত ইনি কে? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, ইনি উসাইদ ইবনে হুযাইর কাতাইব।

অতঃপর তাহারা উভয়ে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া গেল। তাহারা যখন রাকাম নামক স্থানে পৌছিল তখন আল্লাহ তায়ালা আরবাদের উপর এমন বজ্রপাত করিলেন যে, সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল। আর আমের সেখান হইতে সামনে চলিল এবং যখন খুরাইম নামক স্থানে পৌছিল তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার শরীরে একটি ফোঁড়া সৃষ্টি করিলেন। যদ্দরুন তাহাকে বনু সালুলা গোত্রীয় এক মহিলার ঘরে রাত্রিযাপন করিতে হইল। (আরবদের মধ্যে এই গোত্রকে অত্যন্ত নীচ মনে করা হইত) এই ফোঁড়া তাহার গলায় হইয়াছিল। সে নিজের ফোঁড়ায় হাত বুলাইত আর বলিত, উটের গলগণ্ডের ন্যায় আমার এতবড় গলগণ্ড হইয়াছে, আর আমি কিনা এক সালুলিয়া মহিলার ঘরে পড়িয়া আছি। অর্থাৎ সে এই নীচ গোত্রীয় এক মহিলার ঘরে মৃত্যুকে পছন্দ করিতেছিল না। অতএব সে নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হইল এবং ফিরিবার পথে ঘোড়ার পিঠেই মারা গেল। তাহাদের দুইজন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আয়াত নাযিল করিলেন—

اللہ یعلم ما تحمل کل انثی...... ما لهم من دونه من وال

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তায়ালা সমস্তই জানেন, যাহা কিছু প্রত্যেক স্ত্রীলোক গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে, এবং যাহা কিছু জরায়ুতে কম ও বেশী হইয়া থাকে, আর সমস্ত বস্তু আল্লাহর নিকট রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আছেন, সুমহান, সমুন্নত। এই সবই সমান—তোমাদের মধ্যকার যে কেহ কোন কথা চুপে চুপে বলে এবং যে উচ্চস্বরে বলে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে এবং যে দিনের বেলায় চলাফেরা করে। প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা রহিয়াছে, যাহাদের বদলি

হইতে থাকে, কতিপয় তাহার সম্মুখে এবং কতিপয় তাহার পিছনে, যাহারা আল্লাহর আদেশে তাহার হেফাযত করে ; নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির উপর বিপদ নিপতিত করার সিদ্ধান্ত করেন তখন উহা সরিবার কোন উপায় নাই। এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ তাহাদের জন্য সাহায্যকারী থাকে না।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) (আয়াতে উল্লেখিত পালাক্রমে হেফাযতকারী ফেরেশতাদের আগমনের তাফসীর প্রসঙ্গে) বলিয়াছেন, আল্লাহর আদেশে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতাগণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাযত করেন। অতঃপর তিনি আরবাদের উপর বজ্রপাতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া

وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

(আর তিনি বজ্রপাত করেন) দ্বারা আরবাদের উপর বজ্রপাতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সাহাবা (রাঃ)দের কংকর ও মাটি নিক্ষেপ দ্বারা শত্রুর পরাজয়

হারেস ইবনে বদল (রহঃ) এক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সাহাবী বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহিত ছিলাম। শুরুতে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (রাঃ) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবা পরাজিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিন হইতে এক মুষ্টি উঠাইয়া আমাদের চেহারার উপর নিক্ষেপ করিলেন, যদ্দরুন আমাদের পরাজয় ঘটিল। আমার এরূপ অনুভব হইল যেন প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর আমাদের পিছনে ধাওয়া করিতেছে।

হযরত আমের ইবনে সুফিয়ান সাকাফী (রাঃ) ও অন্যান্যরা বলেন,

হুনাইনের যুদ্ধের দিন প্রথমতঃ মুসলমানদের পরাজয় হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ও হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (রাঃ) ব্যতীত আরে কেহই রহিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কংকর উঠাইয়া কাফেরদের চেহারার উপর নিক্ষেপ করিলেন, যদ্দরুন আমাদের পরাজয় ঘটিল এবং আমাদের মনে হইল যেন প্রত্যেক পাথর ও প্রত্যেক বৃক্ষ এক একটি ঘোড়সওয়ার হইয়া আমাদেরকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। হযরত আমর সাকাফী (রাঃ) বলেন, আমি আমার ঘোড়াকে এত দ্রুত হাঁকাইতেছিলাম যে, তায়েফে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম।

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) বলেন, আমরা পিরিচের উপর কংকর পতিত হওয়ার ন্যায় আসমান হইতে জমিনের দিকে এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কংকরগুলি উঠাইয়া আমাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। যদ্দরুন আমাদের পরাজয় ঘটিল।

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার আদেশে এক মুষ্টি কংকর লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিলেন এবং আমাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তোমাদের চেহারাগুলি কুৎসিত হউক। ইহাতেই আমাদের পরাজয় ঘটিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থ ঃ 'আর আপনি কংকর নিক্ষেপ করেন নাই যখন আপনি নিক্ষেপ করিয়াছেন, বরং আল্লাহ উহা নিক্ষেপ করিয়াছেন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, আমাকে এক মুষ্টি কংকর দাও। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে একমুষ্টি কংকর দিলেন। তিনি উহা হাতে লইয়া কাফেরদের চেহারার উপর নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে প্রত্যেক কাফেরের দুই চোখ কংকর দ্বারা ভরিয়া গেল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল—

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের সুওয়ায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিন হইতে এক মুষ্টি লইলেন এবং মুশরিকদের দিকে ফিরিয়া তাহাদের চেহারার উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, 'ফিরিয়া যাও, তোমাদের চেহারাগুলি কুৎসিত হউক।' ফলে কাফেরদের প্রত্যেকেই একে অপরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার চোখে কংকর ভরিয়া গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের নিকট শত্রুসৈন্য কম দৃষ্ট হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমাদের নিকট কাফেরদের সংখ্যা কম মনে হইতেছিল। এমনকি আমি আমার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীকে বলিলাম, তোমার নিকট কি এই কাফেরদের

সংখ্যা সত্তরজন মনে হয়? সে বলিল, আমার মনে হয় একশত হইবে। অতঃপর আমরা কাফেরদের একজনকে ধরিলাম এবং তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, আমরা তো এক হাজার ছিলাম।

পূবালী বাতাস দ্বারা সাহাবা (রাঃ)দের সাহায্য

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধ মদীনাতে সংঘটিত হইয়াছিল। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) (যিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।) কোরাইশ ও তাহার অনুসারী সকল আরব গোত্রগুলিকে লইয়া মদীনার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কেনানাহ, উয়াইনাহ ইবনে হিস্ন, গাতফান, তুলাইহা, বনু আসাদ, আবুল আ'ওয়ার ও বনু সুলাইম শামিল ছিল। বনু কোরাইযার ইহুদীদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যে পূর্বচুক্তি ছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া তাহারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

অর্থ ঃ 'এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যাহারা তাহাদের সহায়তা করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নীচে নামাইয়া দিলেন।'

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বাতাস সঙ্গে লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে দেখিয়া তিনবার বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর এমন বাতাস প্রেরণ করিলেন যাহা তাহাদের তাঁবুগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহাদের ডেগ ও পাতিলগুলিকে উল্টাইয়া দিল, তাহাদের হাওদাগুলিকে মাটির নীচে চাপা দিয়া দিল, তাঁবুর খুঁটিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিল এবং তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া এমনভাবে ভাগিতে লাগিল যে, কেহ কাহারো দিকে ফিরিয়া দেখিতেছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা

নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

اذ جاء تكم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها

অর্থ ঃ 'যখন বিভিন্ন সৈন্যদল তোমাদের উপর চড়াও করিল, তখন আমি তাহাদের প্রতি এক ঝঞ্চা বায়ু প্রেরণ করিলাম এবং এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিলাম যাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।'

কাফেরদের পালাইয়া যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনু কোরাইযার মধ্যে একটি সাধারণ চুক্তি ছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন কাফেরগণ আপন বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইল তখন বনু কোরাইযা তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুশরিকদের সহায়তা করিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বাহিনী ও বাতাস প্রেরণ করিলেন। যদ্দরুন কাফেরগণ ভাগিয়া গেল আর বনু কোরাইযার ইহুদীরা তাহাদের দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতঃপর বনু কোরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের এক রাত্রিতে পূবালী বাতাস উত্তুরে বাতাসকে বলিল, তুমি ছুট এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য কর। উত্তুরে বাতাস বলিল, স্বাধীন ও শরীফ মহিলা রাত্রে চলে না। (অতএব আমি রাত্রে চলিতে পারিব না।) সুতরাং যে বাতাস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা হইয়াছিল তাহা পূবালী বাতাস ছিল।

শত্রুর মাটিতে ধ্বসিয়া যাওয়া ও ধ্বংস হওয়া

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন এক কাফের বলিল, 'আয় আল্লাহ, যদি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হক ও সত্যের উপর হন তবে আমাকে মাটিতে ধ্বসাইয়া দিন।' সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে ধ্বসিয়া গেল।

নাফে' ইবনে আসেম (রহঃ) বলেন, বনু হুযাইলের আবদুল্লাহ ইবনে

কামিআহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারককে রক্তাক্ত করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এক পাঁঠাকে ক্ষমতা প্রদান করিলেন, যে তাহাকে শিং দ্বারা আঘাত করিয়া করিয়া মারিয়া ফেলিল।

সাহাবা (রাঃ)দের বদদোয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হুদাইবিয়াতে ছিলাম। অতঃপর তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, এমতাবস্থায় ত্রিশজন অস্ত্রধারী যুবক আমাদের সম্মুখে আসিল এবং আমাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ তাহাদেরকে অন্ধ করিয়া দিলেন এবং আমরা যাইয়া তাহাদেরকে ধরিয়া ফেলিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কাহারো সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ? তোমাদেরকে কি কেহ নিরাপত্তা দিয়াছে? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে ছাড়িয়া দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

অর্থ ঃ 'আর তিনি এমন যে, তিনি তাহাদের হস্ত তোমাদের হইতে আর তোমাদের হস্ত তাহাদের হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন মক্কার সরেজমিনে, তাহাদেরকে তোমাদের আয়ত্বে আনিয়া দেওয়ার পর, আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী দেখিতেছিলেন।'

যাযান (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। এক ব্যক্তি সেই হাদীসের ব্যাপারে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিব। সে বলিল, করুন। তিনি তাহার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন, আর সে উক্ত মজলিসেই অন্ধ হইয়া গেল।

হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। সে উক্ত হাদীসকে মিথ্যা বলিল। অতঃপর সে সেখান হইতে উঠার পূর্বেই অন্ধ হইয়া গেল।

যাযান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন, আমার মনে হয়, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। সে বলিল, না, আমি মিথ্যা বলি নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিব। সে বলিল, করুন। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) বদদোয়া করিলেন, আর সে উক্ত মজলিসেই অন্ধ হইয়া গেল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আরওয়া বিনতে উয়াইস নামক এক মহিলা কোন এক বিষয়ে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল। মারওয়ান কতিপয় লোককে আরওয়ার ব্যাপারে কথা বলার জন্য হযরত সাঈদ (রাঃ)এর নিকট পাঠাইল। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ইহারা মনে করে, আমি এই মহিলার উপর জুলুম করিতেছি। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কাহারো উপর জুলুম করিয়া এক বিঘত জমিনও দখল করিবে, কাল কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনকে এক করিয়া উহা হইতে এক বিঘত জমিন তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে। আয় আল্লাহ! যদি আরওয়া মিথ্যাবাদী হয় তবে সে যেন অন্ধ না হইয়া মৃত্যুবরণ না করে এবং নিজ কূয়াতেই যেন তাহার কবর হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, উক্ত মহিলা মৃত্যুর পূর্বেই অন্ধ হইয়া গেল এবং একবার সে নিজ ঘরে অত্যন্ত সতর্কভাবে হাঁটিতেছিল, হঠাৎ সে তাহার ঘরের কূয়ার ভিতর পড়িয়া গেল, আর সেই কূয়াতেই তাহার কবর হইল।

আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, আরওয়া নামক এক মহিলা হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর বিরুদ্ধে

মারওয়ানের নিকট জুলুমের মিথ্যা অভিযোগ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। হযরত সাঈদ (রাঃ) এরূপ বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! এই আরওয়া দাবী করিতেছে যে, আমি তাহার উপর জুলুম করিয়াছি। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে আপনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং তাহাকে তাহার নিজ কূয়াতে ফেলিয়া দিন এবং আমার পক্ষে এমন নূরানী প্রমাণ প্রকাশ করিয়া দিন যদ্দরুন সমস্ত মুসলমানের নিকট ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, আমি তাহার উপর জুলুম করি নাই। ইতিমধ্যে আকীক উপত্যকায় এমন বিরাট ঢলের পানি আসিল যে, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ ঢল হয় নাই। ঢলের পানির কারণে জমিনের সেই সীমানা পরিষ্কার হইয়া গেল যাহার ব্যাপারে হযরত সাঈদ (রাঃ) ও আরওয়ার মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল এবং হযরত সাঈদ (রাঃ)এর সত্যবাদিতা প্রমাণ হইয়া গেল। ইহার পর এক মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে আরওয়া অন্ধ হইয়া গেল এবং একবার সে নিজ জমিনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ নিজের কূয়াতে পড়িয়া গেল।

আমরা যখন ছোট বাচ্চা ছিলাম তখন শুনিতাম একে অপরকে বলিত, 'আল্লাহ তোমাকে এরূপ অন্ধ করিয়া দেয় যেরূপ আরওয়াকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।' আমরা মনে করিতাম আরওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য জংলী ও পাহাড়ী বকরী। (কারণ আরবীতে পাহাড়ী বকরীকে আরওয়া বলা হয়।) পরবর্তীতে যখন আমরা এই ঘটনা জানিতে পারিলাম তখন বুঝিলাম, আরওয়া দ্বারা সেই মহিলা উদ্দেশ্য যাহার উপর হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর বদদোয়া লাগিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তাহার বদদোয়া কবুল করিয়াছিলেন সেহেতু লোকেরা এরূপ বলিত।

আবু রাজা উতারিদী (রহঃ) বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকদের কাহাকেও গালমন্দ করিও না। কেননা বালহুজাইম গোত্রীয় এক ব্যক্তি আমাদের প্রতিবেশী ছিল। সে বেয়াদবীমূলক বলিল, 'তোমরা কি এই ফাসেক হুসাইন ইবনে আলীকে দেখ না? আল্লাহ তাহাকে কতল করুন।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাহার দুই চোখে দুইটি সাদা বিন্দু সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং তাহাকে অন্ধ করিয়া দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের দোয়াতে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে হারামে উচ্চ আওয়াজে কোরআন পড়িতেছিলেন। ইহাতে কোরাইশের কতিপয় লোকের কষ্ট লাগিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরার জন্য উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাতগুলি ঘাড়ের সহিত আটকাইয়া গেল এবং তাহারা অন্ধ হইয়া গেল ; কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা আপনাকে আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিতেছি (যে, দোয়া করিয়া আমাদেরকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করুন)। কোরাইশের প্রতিটি বংশের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলে তাহাদের এই বিপদ দূর হইয়া গেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াতগুলি নাযিল হইল—

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - الى قوله تعالى -
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ ঃ 'ইয়াসীন, হেকমতপূর্ণ কোরআনের শপথ, নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্যতম, (এবং) সরল পথের উপর আছেন, এই কোরআন প্রবল প্রভাবশালী করুণাময়ের পক্ষ হইতে অবতারিত হইয়াছে। যেন আপনি এমন লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। যাহাদের পূর্বপুরুষগণ ভয় প্রদর্শিত হয় নাই, বস্তুতঃ এই কারণেই তাহারা বে-খবর রহিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের উপর (তকদীরের) বিধান সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহারা (কখনও) ঈমান আনিবে না, আমি তাহাদের গ্রীবাদেশে (ভারি ভারি) বেড়ি লাগাইয়া দিয়াছি, আবার উহা চিবুক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, যদ্দরুন তাহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। আমি তাহাদের সম্মুখের দিকে একটি প্রাচীর এবং তাহাদের পশ্চাদ্দিকে একটি প্রাচীর

করিয়া দিয়াছি। যদ্দ্বারা আমি (সকল দিক হইতে) তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি, সুতরাং তাহারা দেখিতে পায় না। আর তাহাদিগকে আপনার ভয় প্রদর্শন করা অথবা প্রদর্শন না করা তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না।'

সুতরাং তাহাদের কেহই ঈমান আনে নাই।

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ একটি ধনুক হাদিয়া দিল। তিনি ওহুদের যুদ্ধের দিন উহা আমাকে দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দ্বারা তীর নিক্ষেপ করিতেছিলাম। অবশেষে ধনুকের একটি কোন ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর আমি একই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারককে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং আগত তীরগুলিকে নিজের চেহারার উপর লইতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে যখনই কোন তীর আসিত তখন তাঁহার চেহারাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি নিজের চেহারা ও মাথা তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া দিতাম। (ধনুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণে) কোনরূপ তীর নিক্ষেপ ছাড়াই আমি এই কাজ করিতেছিলাম। সর্বশেষ তীর আমার চোখে এমনভাবে লাগিল যে, আমার চোখ খুলিয়া আমার গালের উপর গড়াইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে মুশরিক বাহিনীও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অতঃপর আমি আমার চোখ হাতে লইয়া দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমার চোখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! কাতাদাহ তাহার চেহারাকে আপনার নবীর চেহারার সম্মুখে রাখিয়াছে, অতএব তাহার দুই চোখের মধ্যে এই চোখকে অধিক সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া দিন। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চোখকে নিজ হাতে উহার স্থানে রাখিয়া দিলেন।) আর তাহার দুই চোখের মধ্যে সেই চোখ অধিক সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া গেল।

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত

কাতাদাহ (রাঃ)এর চোখে আঘাত লাগিয়াছিল এবং চোখ বাহির হইয়া তাহার গালের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে স্বস্থানে রাখিয়া দিলেন আর সেই চোখ অপর চোখ অপেক্ষা অধিক সুন্দর হইয়া গিয়াছিল।

আবু নুআঈম হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, দুই চোখের মধ্যে সেই চোখটি অধিক সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল।

আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ)এর চোখ আহত হইয়াছিল এবং চোখের পুতলি বাহির হইয়া গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সাহাবা (রাঃ) উহাকে কাটিয়া ফেলিতে চাহিলেন। কিন্তু কতিপয় সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, না, দাঁড়াও। আমরা প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পরামর্শ করিয়া লই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, কাটিও না। তিনি হযরত কাতাদাহ (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং পুতলি হাতে লইয়া চোখের গর্তের ভিতরে চাপ দিয়া বসাইয়া দিলেন। ইহাতে তাহার চোখ এমন ঠিক হইয়া গেল যে, বুঝাই যাইতেছিল না যে, তাহার কোন চোখ নষ্ট হইয়াছিল।

ওবায়দা (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আবু যার (রাঃ)এর এক চোখে আঘাত লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে নিজের মুখের লালা লাগাইয়া দিলে সেই চোখ অপর চোখ অপেক্ষা অধিক সুস্থ হইয়া গেল।

হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমার শরীরে একটি তীর লাগিল, যাহাতে আমার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে মুখের লালা লাগাইয়া দিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন। সুতরাং আমার কোনরূপ কষ্ট অনুভব হইল না।

বনু সালামান গোত্রীয় এক ব্যক্তির মা বর্ণনা করেন যে, আমার মামা হাবীব ইবনে ফুওয়াইক (রহঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার পিতাকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

লইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল, চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পিতা বলিলেন, আমি একটি উটকে অনুশীলন করাইতেছিলাম। এমন সময় আমার পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়া গেল, যদ্দরুন আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখে ফু দিয়া দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। আমার মামা বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখিয়াছি, তাহার বয়স আশি বৎসর হইয়াছিল এবং তাহার উভয় চোখ একেবারে সাদা ছিল, কিন্তু তিনি নিজেই সুইয়ের ছিদ্রে সূতা প্রবেশ করাইয়া লইতেন।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়াছেন যে, (যখন আমার পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়াছিল) তখন আমি দুধ দোহনের জন্য উটের ওলানে হাত বুলাইতেছিলাম। আবু নুআইমের রেওয়ায়াতে আছে, আমি আমার উটকে অনুশীলন করাইতেছিলাম।

সা'দ ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত যিন্নীরাহ (রাঃ) রুমী দাসী ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। মুশরিকগণ বলিল, আমাদের দেবতা লাত ও উয্যা তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। হযরত যিন্নীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি লাত ও উয্যাকে অস্বীকার করি। (তাহারা আমার মা'বুদ নহে এবং তাহারা আমাকে অন্ধ বানায় নাই।) সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত যিন্নীরাহ (রাঃ)কে মুক্ত করিয়া দিলেন তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল। কোরাইশের কাফেরগণ বলিল, লাত ও উয্যা তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। হযরত যিন্নীরাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহারা ভুল বলিয়াছে। বাইতুল্লাহর কসম, লাত ও উয্যা কিছুই করিতে পারে না, তাহারা উপকারও করিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা শত্রুর দালানকোঠা কাঁপিয়া উঠা

হযরত হেশাম ইবনে আস উমাবী (রাঃ) বলেন, (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খেলাফত আমলে) আমাকে ও অপর এক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে রোমের বাদশাহ হেরাকলের নিকট পাঠানো হইল। আমরা রওয়ানা হইয়া দামেশকে গুতা নামক স্থানে পৌঁছিলাম এবং (গাস্সানে বাদশাহ) জাবালা ইবনে আইহাম গাস্সানীর নিকট অবস্থান করিলাম। আমরা জাবালার নিকট উপস্থিত হইতে চাহিলে সে আমাদের সহিত কথা বলার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিল। আমরা বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমরা কোন দূতের সহিত কথা বলিব না। আমাদেরকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যদি বাদশাহ অনুমতি প্রদান করেন তবে আমরা স্বয়ং বাদশাহের সহিত কথা বলিব। নতুবা আমরা দূতের সহিত কথা বলিব না।

দূত যাইয়া বাদশাহকে সমস্ত কথা বলিলে বাদশাহ আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করিল। (আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলে) বাদশাহ বলিল, কি বলিবে, বল। হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিলেন। সে কালো পোশাক পরিধান করিয়াছিল। আমি বলিলাম, আপনি এই কালো পোশাক কেন পরিধান করিয়াছেন? সে বলিল, আমি এই পোশাক পরিধান করিয়া কসম খাইয়াছি যে, যতক্ষণ তোমাদেরকে এই সিরিয়া হইতে বহিস্কার না করিব ততক্ষণ এই পোশাক খুলিব না। আমরা বলিলাম, আল্লাহর কসম, তোমার এই বসার স্থান আমরা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব, ইনশাআল্লাহ! বরং বাদশাহে আ'যম অর্থাৎ রোমের বাদশাহের রাজত্বও আমরা কাড়িয়া লইব। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন। সে বলিল, তোমরা সেই লোক নও (যাহারা আমাদের রাজত্ব কাড়িয়া নিবে)। বরং তাহারা এমন লোক হইবে যাহারা দিনের বেলা রোযা রাখে এবং রাত্রে এবাদত করে। তোমাদের রোযা কেমন বল। আমরা আমাদের রোযার তরীকা ও পদ্ধতি বলিলাম। শুনিয়া তাহার

সম্পূর্ণ চেহারা কালো হইয়া গেল। সে বলিল, যাও, এবং রোমের বাদশাহের নিকট যাওয়ার জন্য একজন দূতও আমাদের সঙ্গে দিয়া দিল।

আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন শহরের নিকটবর্তী হইলাম তখন আমাদের সঙ্গে আগত দূত বলিল, আপনাদের এই সওয়ারীগুলি বাদশাহের শহরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অতএব আপনারা চাহিলে আমরা আপনাদের জন্য তুর্কি ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যবস্থা করিতে পারি। আমরা বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমরা তো এই সওয়ারীতে আরোহণ করিয়াই প্রবেশ করিব। তাহারা বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, ইহারা সওয়ারী পরিবর্তন করিতে অস্বীকৃতি জানাইতেছে।

হেরাকল বাদশাহ, তাহার লোকদেরকে অনুমতি দিল যে, আমরা যেন আমাদের নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়াই শহরে প্রবেশ করি। সুতরাং আমরা তলোয়ার ঝুলাইয়া শহরে প্রবেশ করিলাম এবং বাদশাহের মহল পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম। আমরা মহলের নীচে আমাদের সওয়ারীগুলিকে বসাইলাম। সে আমাদেরকে দেখিতেছিল। আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলিলাম। আল্লাহ ভাল জানেন, ইহাতে বাদশাহের মহল এমনভাবে নড়িতে লাগিল যেন বাতাসে গাছের ডাল নাড়াইতেছে। হেরাকল আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আমাদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তোমাদের দ্বীনের কথা বলার অনুমতি নাই। অতঃপর এই সংবাদ পাঠাইল যে, তোমরা ভিতরে প্রবেশ কর।

আমরা তাহার নিকট গেলাম। সে তাহার মূল্যবান বিছানায় বসিয়াছিল এবং তাহার নিকট রোমের সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ লোকজন উপস্থিত ছিল। তাহার মজলিসে সমস্ত জিনিস লালরঙের ছিল। তাহার আশেপাশে সমস্ত কিছু ও পরিধানের কাপড়ও লালরঙের ছিল। আমরা তাহার নিকটে গেলে সে হাসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, তোমরা পরস্পর যেইভাবে সালাম করিয়া থাক আমাকেও যদি সেইভাবে সালাম করিতে তবে কি ক্ষতি ছিল? তাহার নিকট এক ব্যক্তি ছিল, যে অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে আরবী বলিতেছিল এবং অধিক কথা বলিতেছিল। আমরা বলিলাম, আমরা পরস্পর যেইভাবে সালাম করিয়া থাকি সেইভাবে আপনাকে সালাম করা আমাদের জন্য

জায়েয নাই। এবং যেইভাবে আপনাকে সালাম করা হয় সেইভাবে সালাম করাও আমাদের জন্য জায়েয নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা পরস্পর কিভাবে সালাম কর? আমরা বলিলাম, আস্‌সালামু আলাইকুম। সে বলিল, তোমরা তোমাদের বাদশাহকে কিভাবে সালাম কর? আমরা বলিলাম, একইভাবে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কিভাবে উত্তর প্রদান করেন? আমরা বলিলাম এই শব্দগুলির দ্বারাই।

অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কালাম কি? আমরা বলিলাম, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। আল্লাহ জানেন, আমরা এই কালেমাগুলি উচ্চারণ করিতেই প্রাসাদটি পুনরায় নড়িতে আরম্ভ করিল এবং বাদশাহ মাথা উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর সে বলিল, আচ্ছা, এই সেই কালেমা যাহার কারণে প্রাসাদ নড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। তোমরা যখন তোমাদের ঘরবাড়ীতে এই কালেমা বল তখন কি সেইগুলিও নড়িতে আরম্ভ করে? আমরা বলিলাম, না, আমরা তো আপনার এইখানেই এরূপ হইতে দেখিলাম। সে বলিল, আমার মনের আকাংখা এই যে, তোমরা যখনই এই কালেমাগুলি উচ্চারণ কর তখনই যেন তোমাদের সমস্ত জিনিস নড়িতে আরম্ভ করে, ইহার বিনিময়ে যদি আমার অর্ধেক রাজত্বও দিতে হয়, আমি প্রস্তুত আছি। আমরা বলিলাম, আপনার এরূপ আকাংখার কারণ কি? সে বলিল, যদি এরূপ হইত তবে ইহা নবুওতের আলামত বা চিহ্ন না হইয়া লোকদের ভেল্কিবাজি হইত।

অতঃপর সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিল, আর আমরা উহার উত্তর দিলাম। তারপর সে বলিল, তোমাদের নামায, রোযা কিরূপ? আমরা তাহাকে উহার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করিলাম। সে বলিল, আচ্ছা, উঠ। সুতরাং তাহার আদেশে আমাদের থাকার জন্য উত্তম বাড়ী ও বহু রকমের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হইল। আমরা সেখানে তিনদিন অবস্থান করিলাম। অতঃপর এক রাত্রিতে সে আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইল। আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সে বলিল, তোমাদের কথাগুলি পুনরায় বল। আমরা সমস্ত কথা পুনরায় বলিলাম। তারপর সে সোনার পানি দ্বারা কারুকার্য করা চৌকোণা বাক্সের ন্যায় একটি জিনিস

আনিল। উহাতে ছোট ছোট ঘর বানানো ছিল এবং প্রত্যেকটিতে দরজা লাগানো ছিল। সে তালা খুলিয়া একটি ঘর খুলিল এবং উহা হইতে কালো রঙের একটি রেশমী কাপড় বাহির করিল। আমরা উহাকে মেলিয়া দেখিলাম, উহাতে একজন মানুষের লালরঙের ছবি আঁকা ছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় বড়, বৃহদাকারের নিতম্ব, ঘাড় এরূপ লম্বা যে, আমি কাহারো এরূপ লম্বা ঘাড় দেখি নাই, (চেহারায়) কোন দাড়ি ছিল না, অবশ্য মাথায় চুলের দুইটি বেণী ছিল যাহা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাহার চুল সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছিল।

অতঃপর বাদশাহ দ্বিতীয় দরজা খুলিয়া কালো রঙের রেশমী কাপড় বাহির করিল। যাহাতে সাদা রঙের ছবি আঁকা ছিল। তাহার চুল কোঁকড়া চক্ষুদ্বয় লালবর্ণের, মাথা বড় ও সুন্দর দাড়ি ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত নূহ আলাইহিস সালাম।

অতঃপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রঙের রেশমী কাপড় বাহির করিল। উহাতে একজন অত্যাধিক গৌরবর্ণ মানুষের ছবি আঁকা ছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় অতি সুন্দর, প্রশস্ত ললাট, গণ্ডদ্বয় লম্বা ও দাড়ি সাদা ছিল। চেহারার ভাব এমন যেন মুচকি হাসিতেছেন। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

তারপর সে অপর একটি দরজা খুলিল। উহাতে একটি সাদা রঙের ছবি ছিল। আল্লাহর কসম, উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবি ছিল। সে বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, হাঁ, ইনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমরা আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিতে লাগিলাম। আল্লাহ ভাল জানেন, সে হঠাৎ নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল এবং কিছুক্ষণ পর আবার বসিয়া গেল। তারপর সে বলিল, আল্লাহর কসম, ইনিই কি তিনি? আমরা বলিলাম, নিঃসন্দেহে ইনি, তিনি, আপনি যেন

তাঁহারই দিকেই তাকাইয়া আছেন। সে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সেই ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল, অতঃপর বলিতে লাগিল, এই ছবিটি শেষ ঘরে ছিল, কিন্তু আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আগেই বাহির করিয়াছি, যাহাতে তোমাদের বিষয়টি যাচাই হইয়া যায়।

তারপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রঙের রেশমী কাপড় বাহির করিল। উহাতে বাদামী রঙের কিছুটা কালো মত একজন মানুষের ছবি ছিল। তাহার চুল কোঁকড়ানো, চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল চওড়া, দাঁতগুলি একটার উপর অপরটা উঠানো, ঠোঁট চড়ানো, দেখিতে মনে হয় যেন অত্যন্ত রাগান্বিত। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম।

তাহার পার্শ্বে অপর একটি ছবি ছিল দেখিতে একেবারে তাহার মতই। কিন্তু তাহার চুলে তৈল লাগানো ছিল, কপাল চওড়া এবং তাহার চোখ কিছুটা টেরা ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত হারুন ইবনে এমরান আলাইহিস সালাম।

অতঃপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিল। উহাতে একজন মধ্যমদেহী, দেখিতে মনে হইতেছিল যেন খুবই রাগান্বিত। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি লূত আলাইহিস সালাম।

পুনরায় সে অপর একটি দরজা খুলিয়া সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিল। উহাতে একজন সাদা ও শুভ্র মানুষের ছবি ছিল। তাহার শরীরের রঙ লাল সাদা মিশ্রিত ছিল। নাক উচ্চ, গণ্ডদ্বয় পাতলা, সুন্দর ও সুশ্রী চেহারা ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম।

অতঃপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একখানা সাদা রেশমের কাপড় বাহির করিল। উহাতে একটি ছবি ছিল যাহা হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সামান্য তফাৎ এই ছিল যে, তাহার ঠোঁটের উপর একটি তিল ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে,

তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম।

তারপর সে অপর দরজা খুলিয়া একখানা কালো রেশমের কাপড় বাহির করিল। উহাতে সাদা রঙের এক ব্যক্তির ছবি ছিল। তাহার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর, নাক উঁচা, দেহাবয়ব অতি মনোরম চেহারায় যেন নূর চমকাইতে ছিল এবং চেহারায় বিনয় প্রকাশ পাইতেছিল। গায়ের রঙ সাদালাল মিশ্রিত ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি তোমাদের নবীর দাদা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

অতঃপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একখানা সাদা রেশমের কাপড় বাহির করিল। উহাতে হযরত আদম আলাইহিস সালামের আকৃতির একটি ছবি ছিল। তাহার চেহারা সূর্যের ন্যায় চমকাইতেছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম।

অতঃপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একখানা সাদা রেশমের কাপড় বাহির করিল। উহাতে লালরঙের এক ব্যক্তির ছবি ছিল। তাহার পায়ের গোছা পাতলা, চক্ষুদ্বয় ছোট ও দুর্বল। পেট বড় ও দেহাবয়ব মধ্যম ছিল। গলায় তলোয়ার ঝুলন্ত ছিল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম।

তারপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একখানা সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিল। উহাতে এক ব্যক্তির ছবি ছিল। তাহার নিতম্ব বৃহদাকারের, পাদ্বয় লম্বা ও ঘোড়ায় আরোহী ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম।

তারপর সে অপর একটি দরজা খুলিয়া একখানা কালো রেশমের কাপড় বাহির করিল। উহাতে একটি সাদা রঙের ছবি ছিল। পরিপূর্ণ যুবক, দাড়ি অত্যন্ত কালো এবং চুল অত্যাধিক। চক্ষুদ্বয় ও চেহারা অতি সুন্দর ছিল। বাদশাহ বলিল, ইনি কে, তোমরা চিন কি? আমরা

বলিলাম, না। সে বলিল, ইনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই সমস্ত ছবি কোথায় পাইলেন? আমাদের বিশ্বাস, নবীগণকে যে চেহারা ও আকৃতি দান করা হইয়াছিল উহার সহিত ছবিগুলি হুবহু মিল রহিয়াছে, কেননা আমরা আমাদের নবীর চেহারা ও আকৃতির সহিত তাহার ছবির হুবহু মিল দেখিয়াছি। বাদশাহ বলিল, হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁহার রবের নিকট এই দোয়া করিয়াছিলেন যে, আমার সন্তানগণের মধ্য হইতে যাহারা নবী হইবেন তাহাদেরকে আমাকে দেখাইয়া দিন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা নবীগণের এই ছবিগুলি তাহার উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। এইগুলি সূর্যাস্তের নিকটবর্তী একটি স্থানে যেখানে হযরত আদম আলাইহিস সালামের ভাণ্ডার ছিল সেখানে এইগুলি রাখা ছিল। বাদশাহ যুলকারনাইন সেখান হইতে ছবিগুলি উদ্ধার করিয়া হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালামকে দিয়াছিলেন।

অতঃপর হেরাকল বলিল, মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, আমি আমার রাজত্ব ছাড়িয়া তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন গোলামদের সহিত সর্বাপেক্ষা দুর্ব্যবহার করে আজীবন মৃত্যু পর্যন্ত তাহার গোলাম হইয়া কাটাইতে প্রস্তুত আছি। (কিন্তু মুসলমান হইতে রাজী নই) তারপর সে অতি উত্তম ধরনের তোহফা ইত্যাদি দিয়া আমাদেরকে বিদায় করিল।

আমরা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলাম এবং হেরাকল আমাদিগকে যাহা কিছু দেখাইয়াছে, বলিয়াছে ও যাহা কিছু হাদিয়া তোহফা দিয়াছে সবই তাহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) শুনিয়া কাঁদিয়া দিলেন এবং বলিলেন, বেচারা হেরাকল মিসকীন ও বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালা যদি তাহার কল্যাণ চাহিতেন তবে সে অবশ্যই কল্যাণকর কাজ করিত। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করিত) হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহাও বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ ও নাসারাদের কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মোবারক ও গুণাবলীর বর্ণনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ)এর এই হাদীসে উক্ত ছবিগুলির মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ছবির উল্লেখ নাই। কিন্তু ইমাম বাইহাকী হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) হইতে উপরোক্ত একই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন (এবং উহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ছবির বিষয়ে এইভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, বসরা শহরের কতিপয় খৃষ্টান আমাকে একটি গির্জায় লইয়া গেল, সেখানে অনেকগুলি ছবি রাখা ছিল।) তাহারা আমাকে বলিল, দেখ তো, এই ছবিগুলির মধ্যে সেই নবীর ছবি দেখিতে পাও কি? আমি ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, উহার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবিকল ছবি রহিয়াছে এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ছবিও রহিয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোড়ালী ধরিয়া আছেন। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি কি তাঁহার ছবি দেখিতে পাইয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছবির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ইনিই কি তিনি? আমি বলিলাম, হাঁ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইনিই তিনি।

অতঃপর তাহারা বলিল, তুমি কি এই ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছ, যে তাঁহার গোড়ালী ধরিয়া আছে? আমি বলিলাম, হাঁ। তাহারা বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইনি তোমাদের হযরত অর্থাৎ তোমাদের নবী এবং এই ব্যক্তি তাঁহার পর তাঁহার খলীফা।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি বলিলাম, তাঁহার গোড়ালীর নিকট দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি কে? সেই খৃষ্টান বলিল, তোমাদের নবী ব্যতীত প্রত্যেক নবীর পর নবী আসিতেন, কিন্তু তোমাদের নবীর পর আর কোন নবী আসিবে না, সুতরাং এই ব্যক্তি তাঁহার খলীফা। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, উহা অবিকল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ছবি।

গাসসান ও বনু কাইন গোত্রের কতিপয় বয়স্ক লোক বর্ণনা করেন, হেমসের যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ধৈর্যের পুরস্কার এই দিলেন যে, হেমসে ভূমিকম্প হইল। মুসলমানগণ যখন তাহাদের মোকাবেলায় উদ্যত হইলেন তখন তাহারা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিলেন। তাকবীর দিতেই রুমীদের হেমস শহরে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল এবং

দেয়ালগুলি ফাটিয়া গেল। ইহাতে রুমীগণ ঘাবড়াইয়া তাহাদের ঐ সমস্ত সর্দার ও পরামর্শদাতাগণের নিকট গেল যাহারা তাহাদেরকে মুসলমানদের সহিত সন্ধি করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের কথা মানিল না। বরং তাহাদের সহিত অপমানমূলক আচরণ করিল। মুসলমানগণ পুনরায় উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন। আর উহাতে বহু ঘর ও দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল। শহরবাসী ঘাবড়াইয়া আবার তাহাদের সর্দার ও পরামর্শদাতাগণের নিকট গেল। সর্দারগণ বলিল, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার আযাব দেখিতেছ না। অতএব শহরবাসীগণ সন্ধির প্রস্তাব মানিয়া লইল। অতঃপর হাদীসের আরও অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সাহাবা (রাঃ)দের আওয়াজ পৌঁছিয়া যাওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এক বাহিনী রওয়ানা করিলেন। সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর বানাইলেন। একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর খোতবা দিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি উচ্চস্বরে তিনবার বলিয়া উঠিলেন, হে সারিয়া, বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে লইয়া যাও। পরবর্তীতে উক্ত বাহিনীর দূত আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট বাহিনীর অবস্থা জানিতে চাহিলেন। দূত বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমাদের পরাজয় হইতেছিল এমন সময় আমরা তিনবার উচ্চস্বরে এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে সরিয়া আস। সুতরাং আমরা পাহাড়কে আমাদের পশ্চাতে রাখিয়া দাঁড়াইলাম। আর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে পরাজিত করিলেন। লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনিই তো উচ্চস্বরে এই কথা বলিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর দিন খোতবা দিতেছিলেন। তিনি খোতবার মধ্যে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হে সারিয়া পাহাড়ের দিকে সরিয়া যাও। যে ব্যক্তি বাঘকে বকরির পালের জন্য রাখাল নিযুক্ত করিল সে সেই সকল বকরীর উপর জুলুম করিল।' লোকেরা আশ্চর্য হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা অস্থির হইও না, হযরত

ওমর (রাঃ) নিজেই বলিবেন, তিনি কেন এই কথা বলিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন নামায শেষ করিলেন তখন লোকেরা তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার অন্তরে হঠাৎ এই খেয়াল আসিল যে, শত্রুরা আমাদের ভাইদেরকে পরাজিত করিয়াছে এবং তাহারা একটি পাহাড়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছে। যদি আমাদের ভাইয়েরা পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহাদেরকে শুধু একদিকে লড়াই করিতে হইবে। (আর এইভাবে তাহারা জয়যুক্ত হইবে।) আর যদি তাহারা পাহাড় অতিক্রম করিয়া যায় তবে (তাহাদেরকে চতুর্দিকে লড়াই করিতে হইবে এবং) তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। মনে এই খেয়াল আসার কারণে আমার মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইয়াছে। যাহা তোমরা শুনিয়াছ।

এই ঘটনার একমাস পর (উক্ত বাহিনীর পক্ষ হইতে বিজয়ের) সুসংবাদদাতা আসিল এবং সে বলিল, আমরা সেইদিন হযরত ওমর (রাঃ)এর আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা তাহার আওয়াজ শুনিয়া পাহাড়ের দিকে সরিয়া গেলাম যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিজয় দান করিলেন।

খতীব ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল, আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে খোতবার সময় হে সারিয়া বলিতে শুনেন নাই? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক। হযরত ওমর (রাঃ)কে এই ব্যাপারে কিছু বলিও না, কেননা তিনি যাহাই করেন অবশ্যই উহার কোন কারণ নিহিত থাকে।

আবু নুআঈমের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার মনে এই খেয়াল আসিল যে, শত্রুগণ হযরত সারিয়াকে পাহাড়ের দিকে সরিতে বাধ্য করিয়া দিয়াছে সুতরাং আমি এই মনে করিয়া উক্ত কথা বলিয়াছি যে, হয়ত আমার এই কথা আল্লাহর কোন বান্দা (ফেরেশতা বা কোন মুসলমান জ্বিন) হযরত সারিয়া পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

আবু নুআঈম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর হযরত

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর উপর হযরত ওমর (রাঃ) পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনার কারণে আমি লোকদেরকে মন্দ কথা বলিতে বাধ্য হই ; কারণ আপনি প্রায়ই এমন কাজ করিয়া বসেন যাহার বাহ্যিক কোন কারণ দেখা যায় না, ইহাতে লোকজন আপনার ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি করিতে সুযোগ পায়। আপনি খোতবা দিতে যাইয়া হঠাৎ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে সরিয়া যাও', ইহার কারণ কি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যাপারে আমার নিজের উপর কোন আয়ত্ব ছিল না। আমি দেখিলাম, হযরত সারিয়া (রাঃ)এর বাহিনী একটি পাহাড়ের নিকট যুদ্ধ করিতেছে, এবং অগ্র-পশ্চাত সর্বদিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার নিজের উপর কোন আয়ত্ব রহিল না, এবং আমার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইয়া গেল, 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সরিয়া যাও।' যাহাতে তাহারা পাহাড়ের দিকে সরিয়া যায় (এবং তাহাদেরকে চতুর্দিকের পরিবর্তে শুধু একদিকে লড়াই করিতে হয়)।

কিছুদিন পর হযরত সারিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে পত্রবাহক তাহার পত্র লইয়া হাজির হইল। উক্ত পত্রে লেখা ছিল যে, 'জুমুআর দিন শত্রুসেনার সহিত আমাদের যুদ্ধ হইয়াছে। আমরা ফজরের নামায পড়িয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি। যুদ্ধ করিতে করিতে জুমুআর সময় হইয়া গিয়াছিল এবং সূর্য ঢলিয়া গিয়াছিল। এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কোন লোক দুইবার উচ্চস্বরে এই ঘোষণা দিতেছে যে, 'হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে সরিয়া যাও। সুতরাং আমরা পাহাড়ের দিকে সরিয়া গেলাম আর শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিতে লাগিলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন ও হত্যা করিলেন।'

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর এই কথার উপর অনর্থক আপত্তি করিয়াছিল। এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দাও, (তাহার কোন কাজের উপর আপত্তি করিও না) কেননা আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করিয়া

থাকেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম ও ইয়াকুব ইবনে যায়েদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত ওয়াকেদীর রেওয়ায়াতে এরূপ আছে যে, লোকেরা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কেমন কথা বলিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি হযরত সারিয়া (রাঃ)কে সেই কথাই বলিয়াছি যাহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে।

হযরত আবু কেরসাফা (রাঃ)এর ঘটনা

আয়যাহ বিনতে ইয়াজ ইবনে আবি কেরসাফা (রহঃ) বলেন, রুমীগণ হযরত আবু কেরসাফা (রাঃ)এর এক ছেলেকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। নামাযের সময় হইলে হযরত আবু কেরসাফা (রাঃ) আসকালান শহরের পাঁচিলের উপর উঠিয়া উচ্চস্বরে বলিতেন, হে অমুক, নামাযের সময় হইয়া গিয়াছে। রোম শহরে বন্দি অবস্থায় তাহার ছেলে এই আওয়াজ শুনিতে পাইতেন।

সাহাবা (রাঃ)দের অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়াজ শুনিতে পাওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর গোসল দাতাগণের মধ্যে এই ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিল যে, তাঁহার জামা খুলিয়া গোসল দেওয়া হইবে, না জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেওয়া হইবে? এমন সময় তাহারা এক আওয়াজদাতাকে বলিতে শুনিলেন, তোমরা তোমাদের নবীকে জামা পরিহিত অবস্থায় গোসল দাও, কিন্তু এই আওয়াজদাতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামা পরিহিত অবস্থায়ই গোসল দেওয়া হইল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, কেহ বলিল, তোমরা তাঁহাকে কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই গোসল দাও, কিন্তু এই আওয়াজ দাতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর অদৃশ্য আওয়াজ শ্রবণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে সমুদ্রে সফরকারী এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের জাহাজ রাত্রিবেলা তাহাদেরকে লইয়া চলিতেছিল। এমন সময় উপর দিক হইতে এক আওয়াজদাতা তাহাদেরকে ডাকিয়া বলিল, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সেই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দিব না যাহা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন? আর তাহা এই যে, যেই ব্যক্তি গরমের দিনে (রোযা রাখিয়া) আল্লাহর জন্য পিপাসার্ত থাকিবে, আল্লাহ তায়ালার উপর হক এই যে, তাহাকে বড় পিপাসার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন উত্তমরূপে পানি পান করাইবেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা সমুদ্রে জেহাদের সফরে গেলাম। আমরা সমুদ্রে সফর করিতেছিলাম, বাতাসও অনুকূলে ছিল। জাহাজের পাল তোলা ছিল। এমন সময় আমরা এক ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দিতে শুনিলাম, হে জাহাজের আরোহীগণ, থাম, আমি তোমাদেরকে একটি সংবাদ দিতে চাই। সে এই ঘোষণা একের পর এক সাতবার দিল। আমি জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া বলিলাম, তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কি দেখিতেছ না, আমরা কোথায় আছি? আমরা কি এখানে থামিতে পারি? সে উত্তরে বলিল, আমি কি তোমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তের কথা বলিব না, যাহা আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে করিয়া রাখিয়াছেন? আমি বলিলাম, অবশ্যই বল। সে বলিল, আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি গরম দিনে (রোযা রাখিয়া) নিজেকে আল্লাহর জন্য পিপাসার্ত রাখিবে আল্লাহ তায়ালার উপর হক হইবে যে, তিনি কেয়ামতের দিন তাহার পিপাসা নিবারণ করিবেন। সুতরাং হযরত আবু মূসা (রাঃ) এমন গরম দিনের অপেক্ষায় থাকিতেন যে দিনের গরমে মানুষের চামড়া জ্বলিয়া যায় এবং তিনি সেইদিন রোযা রাখিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ওফাতের দিনের ঘটনা

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর তায়েফে ইন্তেকাল হইলে আমি তাহার জানাযায় শরীক হইলাম। এমন সময় একটি পাখী আসিল। এই আকৃতির পাখী ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই। পাখীটি আসিয়া তাহার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিল। আমরা অপেক্ষায় রহিলাম এই বুঝি পাখীটি বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কেহ উহাকে বাহির হইতে দেখিল না। তাহাকে যখন দাফন করা হইল তখন কেহ তাহার কবরের পার্শ্বে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল কিন্তু পাঠকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.

অর্থ ঃ 'হে নফসে মুতমাইন্না! (অর্থাৎ প্রশান্ত আত্মা) তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল, এইভাবে যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাও, এবং আমার বেহেস্তে প্রবেশ কর।'

হাকেম হইতে বর্ণিত ইসমাঈল ইবনে আলী ও ঈসা ইবনে আলী (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, উহা একটি সাদা পাখী ছিল। হাইসামী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, উহা একটি সাদা পাখী ছিল, যাহাকে বক বলা হয়।

মাইমূন ইবনে মেহরান হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন তাহার কবরে মাটি দেওয়া শেষ হইল তখন আমরা একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু আওয়াজদাতাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না। মাইমূন ইবনে মেহরান হইতে বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইল এবং তাহাকে কাফন পরানো হইতেছিল তখন একটি সাদা পাখী দ্রুতগতিতে আসিয়া তাহার উপর পড়িল এবং তাহার কাফনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অনেক তালাশ করিয়াও উহাকে পাওয়া গেল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর মুক্ত

করা গেলাম হযরত ইকরামা (রহঃ) বলিলেন, তোমরা কি নির্বোধ? (তোমরা এই পাখী তালাশ করিতেছ।) ইহা তো তাহার সেই (হারানো) দৃষ্টিশক্তি, যাহা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তাহার ওফাতের দিন উহা তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে। তারপর যখন লোকেরা তাহার জানাযা কবরের নিকট লইয়া গেল এবং তাহাকে কবরে রাখা হইল তখন এক গায়েবী আওয়াজদাতা কয়েকটি কথা বলিল যাহা সেখানে কবরের নিকট উপস্থিত সকলে শুনিতে পাইল। অতঃপর মাইমূন (রহঃ) পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্বিন জাতি ও গায়েবী আওয়াজ দ্বারা সাহাবা (রাঃ)দের সাহায্য লাভ

হযরত খুরাইম (রাঃ)কে গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে ঈমানের দাওয়াত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি কি আপনাকে বলিব, আমার ইসলাম গ্রহণের সূচনা কিভাবে হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই বল। হযরত খুরাইম (রাঃ) বলিলেন, আমি একবার আমার উট তালাশে উহার পদচিহ্ন দেখিয়া চলিতে চলিতে আবরাক আয্যাফ নামক স্থানে রাত্র হইয়া গেল। আমি উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়া বলিলাম। আমি এই উপত্যকার (জ্বিনের) বাদশাহের নিকট তাহার কাওমের নীচ প্রকৃতির লোকদের হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। এমন সময় গায়েব হইতে কেহ উচ্চস্বরে বলিল—

وَيْحَكَ عُذْ بِاللهِ ذِي الْجَلَالِ   وَالْمَجْدِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْإِفْضَالِ

অর্থ ঃ তোমার ভাল হউক! তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, যিনি মহিমাময় এবং সম্মান, নেয়ামত ও দয়ার অধিকারী।

وَاقْرَأْ بِآيَاتٍ مِنَ الْأَنْفَالِ   وَوَحِّدِ اللّٰهَ وَلَا تُبَالِ

অর্থ ঃ সূরায়ে আনফালের আয়াতগুলি পাঠ কর, এবং আল্লাহকে এক স্বীকার কর, আর কাহারো পরওয়া করিও না।

ইহা শুনিয়া আমি খুবই ভয় পাইয়া গেলাম। অতঃপর যখন একটু স্বাভাবিক হইলাম তখন আমি বলিলাম—

يَا أَيُّهَا الْهَاتِفُ مَا تَقُولُ   أَرُشْدٌ عِنْدَكَ أَمْ تَضْلِيلُ
بَيِّنْ لَنَا هُدِيتَ مَا الْحَوِيلُ

অর্থ ঃ হে অদৃশ্য আওয়াজদাতা, তুমি কি বলিতেছ? তুমি সঠিক পথ দেখাইতে চাও, না পথভ্রষ্ট করিতে চাও। আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাদেরকে স্পষ্ট করিয়া বল, (এখন) উপায় কি?

সে উত্তরে বলিল—

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ذُو الْخَيْرَاتِ   بِيَثْرِبَ يَدْعُو إِلَى النَّجَاةِ
يَأْمُرُ بِالصَّوْمِ وَبِالصَّلَاةِ   وَيَزْجُرُ النَّاسَ عَنِ الْهَنَاتِ

অর্থ ঃ সর্বপ্রকার কল্যাণ লইয়া আগমনকারী রাসূল ইয়াসরাবে অর্থাৎ মদীনায় নাজাতের প্রতি আহবান জানাইতেছেন, তিনি রোযা ও নামাযের আদেশ করিতেছেন, আর লোকদেরকে মন্দকাজে হইতে নিষেধ করিতেছেন।

আমি নিজ বাহনকে আগে বাড়াইয়া বলিলাম—

أَرْشِدْنِي رُشْداً هُدِيتَ   لَا جُعْتَ وَلَا عَرِيتَ
وَلَا بَرِحْتَ سَيِّداً مُقِيتَ[৫]   وَلَا تُؤْثِرَنِّي[৬] عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي أُتِيتَ

অর্থ ঃ 'আমাকে সঠিক পথ বল, আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত না হও আর না কখনও বস্ত্রহীন হও। তুমি সদা শক্তিধর সর্দার থাক, যে কল্যাণ তুমি লাভ করিয়াছ উহার অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।'

অতঃপর সে আমার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং এই কবিতা

আবৃত্তি করিতে লাগিল—

صَاحَبَكَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ نَفْسَكَا   وَبَلَّغَ الْأَهْلَ وَأَدّٰى رَحْلَكَا

آمِنْ بِهِ أَفْلَجَ رَبِّي حَقَّكَا   وَانْصُرْهُ أَعَزَّ رَبِّي نَصْرَكَا

অর্থ ঃ 'আল্লাহ সদা তোমার সাথী হউন, তোমার জানকে নিরাপদ রাখুন, এবং তোমাকে তোমার পরিবারের নিকট পৌঁছাইয়া দিন, আর তোমার বাহনও তোমাকে মিলাইয়া দিন। তুমি রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর। আমার রব তোমার হকের ব্যাপারে তোমাকে সফলকাম করুন, তুমি সেই রাসূলের সাহায্য কর, আমার রব তোমাকে উত্তমরূপে সাহায্য করুন।'

আমি বলিলাম, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি কে? সে বলিল, আমি আছালের পুত্র আমর এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ হইতে নাজদবাসী মুসলমান জ্বিনদের আমীর। তুমি ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত তোমার উটগুলির হেফাজত করা হইবে তোমার এখন কোন চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি শুক্রবার দিন মদীনায় প্রবেশ করিলাম। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমার নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। তোমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। আমি বলিলাম, আমি উত্তমরূপে অযূ করিতে পারি না। সুতরাং তিনি আমাকে অযূ করা শিখাইলেন। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বয়ান করিতে দেখিলাম। তাঁহাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে অযূ করে এবং তারপর সে সর্বদিক রক্ষা করিয়া মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, তুমি এই হাদীসের উপর সাক্ষী পেশ কর, নতুবা আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করিব। অতএব কোরাইশের বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। আর হযরত ওমর (রাঃ) তাহা গ্রহণ

করিলেন।

আবু নুআঈম (রহঃ) দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থে হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে কবিতাগুলি এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—

أَرْشِدْنِي رَشَداً بِهَا هُدِيتَا لَا جُعْتَ يَا هَذَا وَلَا عَرِيتَا

وَلَا صَحِبْتَ صَاحِباً مَقِيتَا[১] لَا يَخْوِيَنَّ الْخَيْرُ[২] إِنْ ثَوِيتَا

অর্থ ঃ আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন, হে অমুক, তুমি না কখনও ক্ষুধার্ত থাক, আর না বস্ত্রহীন, আর না তুমি এমন লোকের সঙ্গ লাভ কর যাহাকে সকলে ঘৃণা করে। তুমি মৃত্যুবরণ করিলেও যেন তোমার কল্যাণ না ফুরায়। (বরং চিরকাল বাকী থাকে।)

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাও যাহাতে আশ্চর্যও লাগে আবার আনন্দও হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাঃ)এর এই ঘটনা শুনাইলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যখনই হযরত ওমর (রাঃ)কে কোন বিষয়ে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আমার ধারণা হয় বিষয়টি এরূপ হইবে' তখনই আমি উহাকে তেমনই পাইয়াছি যেমন হযরত ওমর (রাঃ) ধারণা করিয়াছেন। অতএব একবার হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়াছিলেন এমন সময় তাহার নিকট দিয়া একজন সুদর্শন ব্যক্তি অতিক্রম করিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার অনুমান ভুল না হইলে এই ব্যক্তি এখনও তাহার পূর্বেকার জাহিলিয়াতের দ্বীনের উপর বিদ্যমান রহিয়াছে। আর না হয় সে জাহিলিয়াতের যুগে গণক ছিল। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকেরা তাহাকে ডাকিয়া আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের কথা বলিলেন। সে বলিল, আমি

আজকের ন্যায় এমন দিন আর দেখি নাই যে, কোন মুসলমানের মুখের উপর এরূপ স্পষ্ট কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে জোর তাকীদের সহিত বলিতেছি, আমাকে সবিস্তারে খুলিয়া বল। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আমি জাহিলিয়াতের যুগে গণক ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নিকট যে জ্বিন আসিত তাহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা শুনাও। সে বলিল, আমি একদিন বাজারে ছিলাম। এমন সময় সেই জ্বিন ভীত হইয়া আমার নিকট আসিল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا(١٢) وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا

وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ(١) وَأَحْلَاسِهَا

অর্থ ঃ তুমি কি দেখ নাই যে, সমস্ত জ্বিন অস্থির ও পেরেশান হইয়া গিয়াছে। (পূর্বে তাহারা আসমানে উঠিতে পারিত আর) এখন তাহারা আসমান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে, বরং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া জোয়ান উটনী ও উহার হাওদার নীচে বিছানো চাদরওয়ালা আরবদের সহিত মিলিত হইয়া যাইতেছে।'

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সে সত্য কথা বলিয়াছে। আমিও একদিন কাফেরদের মা'বুদগুলির নিকট ঘুমাইয়া ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি বাছুর আনিয়া উহাকে জবাই করিল। অতঃপর কেহ একজন এমন জোরে চিৎকার করিয়া বলিল যে, আমি কখনও এমন কঠিন চিৎকার শুনি নাই। উক্ত চিৎকারকারী বলিল, হে জালীহ! (কোন ব্যক্তির নাম হইবে।) ইহা সফলতার কাজ, একজন বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতেছে। সমস্ত লোক ঘাবড়াইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি তো যাইব না, যতক্ষণ না এই আওয়াজের রহস্য জানিয়া না লইব। তারপর সেই অজানা ব্যক্তি পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিল, হে জালীহ! ইহা সফলতার কাজ, একজন বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতেছে। অতঃপর আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরই আমাদেরকে বলা হইল, ইনি নবী। এই রেওয়ায়াত শুধু বোখারীতে উল্লেখিত হইয়াছে। আর সেই

(গণক) ব্যক্তি হইলেন, হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ)।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এমন সময় তাহার নিকট দিয়া একজন লোক গেল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি এই লোকটিকে চিনেন, যে আপনার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল? হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ), যাহাকে তাহার জ্বিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মপ্রকাশের সংবাদ দিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, তুমিই কি সাওয়াদ ইবনে কারেব? সাওয়াদ (রাঃ) বলিলেন, জ্বি, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি জাহিলিয়াতের যুগে গণনার কাজ করিতে? ইহা শুনিয়া হযরত সাওয়াদ (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি মুসলমান হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত কেহ আমার মুখের উপর এমন কথা বলে নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আমরা তো জাহিলিয়াতের যুগে শিরকের উপর ছিলাম। আর এই শিরক তো তোমার গণনার কাজ হইতে অধিক নিকৃষ্ট ছিল। তোমার সেই বাধ্যগত জ্বিন, যে তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মপ্রকাশের সংবাদ দিয়াছিল, উহা আমাকে শুনাও।

তিনি বলিলেন, জ্বি, হাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন! এক রাত্রে আমি তন্দ্রাবস্থায় শুইয়াছিলাম। এমন সময় আমার জ্বিন আমার নিকট আসিল এবং পা দ্বারা আমাকে আঘাত করিয়া বলিল, হে সাওয়াদ ইবনে কারেব, উঠ এবং আমার কথা শুন। যদি তোমার মধ্যে আকল বুদ্ধি থাকে তবে বুঝিয়া লও। (কোরাইশের শাখা) লুওয়াই ইবনে গালেব গোত্রে একজন রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন। যিনি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন।

অতঃপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلَابِهَا — وَشَدِّهَا الْعِيسَ[৩] بِأَقْتَابِهَا

تَهْوِي[৪] إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى — مَا صَادِقُ الْجِنِّ كَكَذَّابِهَا

فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ[৫] مِنْ هَاشِمٍ — لَيْسَ قُدَامَاهَا[৬] كَأَذْنَابِهَا

অর্থ ঃ আমি আশ্চর্য হইতেছি এই ব্যাপারে যে, জ্বিনরা হক তালাশ করিতেছে এবং সাদা উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া চতুর্দিকে সফর করিতেছে, তাহারা হেদায়াত হাসিল করিতে চায়। এইজন্য মক্কার দিকে যাইতেছে। সত্যবাদী জ্বিন ও মিথ্যাবাদী জ্বিন এক সমান হইতে পারে না। অতএব তুমি সফর করিয়া সেই ব্যক্তির নিকট যাও যিনি বনূ হাশেমের নির্বাচিত ও উত্তম ব্যক্তি। আর হেদায়াত অর্জনে অগ্রবর্তী ব্যক্তিগণ পরবর্তী ব্যক্তিদের ন্যায় হইবে না। বরং (অগ্রবর্তীগণ উত্তম হইবে।)

আমি সেই জ্বিনকে বলিলাম, আমাকে ঘুমাইতে দাও, সন্ধ্যা হইতে আমার খুব ঘুম পাইতেছে। পরবর্তী রাত্রে সে পুনরায় আমার নিকট আসিল এবং আমাকে পা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল, হে সাওয়াদ ইবনে কারেব! উঠ, আমার কথা শুন, যদি তোমার মধ্যে আকল বুদ্ধি থাকে তবে বুঝিয়া লও, লুওয়াই ইবনে গালেব গোত্রে একজন রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আল্লাহ ও তাঁহার এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَخْيَارِهَا[৮] — وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَكْوَارِهَا

تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى — مَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ كَكُفَّارِهَا

فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ — بَيْنَ رَوَابِيهَا[১০] وَأَحْجَارِهَا

অর্থ ঃ 'আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি, জ্বিনদের পেরেশানী ও অস্থিরতা দেখিয়া। তাহারা সাদা উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া চতুর্দিকে সফর করিতেছে। তাহারা হেদায়াত হাসিল করিতে চায়। মুমিন জ্বিনগণ কাফের জ্বিনদের ন্যায় হইতে পারে না। অতএব তুমি সফর করিয়া সেই ব্যক্তির নিকট যাও যিনি বনূ হাশেম গোত্রে নির্বাচিত ও উত্তম ব্যক্তি, যিনি মক্কার টিলা ও পাথরসমূহের মাঝে বাস করেন।'

আমি তাহাকে বলিলাম, আমাকে ঘুমাইতে দাও, সন্ধ্যা হইতে আমার

খুব ঘুম পাইতেছে। তৃতীয় রাত্রে সে পুনরায় আমার নিকট আসিল এবং পা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল, হে সাওয়াদ ইবনে কারেব! উঠ, আমার কথা শুন। যদি তোমার মধ্যে আকল বুদ্ধি থাকে তবে বুঝিয়া লও। লুওয়াই ইবনে গালেব গোত্রে একজন রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁহার এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। অতঃপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল—

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتِحْسَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِأَحْلَاسِهَا
تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدَى مَا خَيِّرُ الْجِنِّ كَأَنْجَاسِهَا
فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَاسْمُ[২] بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَأْسِهَا

অর্থ ঃ আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি যে, জ্বিনরা হক তালাশ করিতেছে এবং সাদা উটের উপর হাওদার নীচে চট বিছাইয়া চতুর্দিকে সফর করিতেছে। তাহারা হেদায়াত হাসিল করিতে চাহিতেছে। এইজন্য তাহারা মক্কার দিকে ছুটিতেছে। কল্যানকামী জ্বিনগণ নাপাক জ্বিনদের মত নয়। অতএব তুমি সফর করিয়া সেই ব্যক্তির নিকট যাও যিনি বনু হাশেম গোত্রে অতি উত্তম ব্যক্তি। আর চক্ষু উঠাইয়া মক্কার চূড়ার দিকে দেখ।

হযরত সাওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি উঠিলাম এবং মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে ভালভাবে যাচাই করিয়াছেন। (অর্থাৎ জ্বিনের কথা সত্য মনে হইতেছে।) আমি উটের উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলাম। অতঃপর আমি মদীনায় আসিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবাদের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমি নিকটে যাইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। তিনি বলিলেন, বল। আমি এই কবিতাগুলি পাঠ করিলাম—

أَتَانِي نَجِيِّي[৫] بَعْدَ هَدْءٍ وَرَقْدَةٍ وَلَمْ يَكُ فِيمَا قَدْ تَلَوْتُ[৬] بِكَاذِبِ
ثَلَاثَ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ

فَشَمَّرْتُ عَنْ ذَيْلِ الْإِزَارِ وَوَسَّطَتْ ... بِيَ الذِّعْلِبُ[7] الْوَجْنَاءُ عَبْرَ السَّبَاسِبِ

فَأَشْهَدُ[8] أَنَّ اللّٰهَ لَا شَيْءَ[9] غَيْرُهُ ... وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ

وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً ... إِلَى اللّٰهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ

فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى ... وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

অর্থ ঃ রাত্রের প্রথমাংশের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আমার কিছুক্ষণ ঘুমাইবার পর একাধারে তিন রাত্র আমার নিকট সেই জ্বিন আসিল, যে আমার সহিত চুপিসারে কথা বলে। যতখানি আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সে মিথ্যাবাদী নয়। প্রতি রাত্রে সে আমাকে ইহাই বলিল যে, লুওয়াই ইবনে গালেব গোত্র হইতে তোমার নিকট একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন। অতএব আমি সফরের উদ্দেশ্যে নিজের লুঙ্গি উঠাইয়া লইয়াছি। (অর্থাৎ সফর আরম্ভ করিয়াছি।) দ্রুতগামী বড় মুখ বিশিষ্ট উটনী আমাকে লইয়া সমতল ও প্রশস্ত ধূলিময় ময়দানে চলিতে রহিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন জিনিস (এবাদতের উপযুক্ত) নাই এবং আপনি গায়েবের সমস্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আর হে সম্মানিত ও পবিত্র লোকদের পুত্র ! আল্লাহর নিকট পৌঁছার জন্য সকল রাসূলগণের মধ্যে আপনিই সর্বাপেক্ষা নিকটতম মাধ্যম। আর হে জমিনের বুকে বিচরণকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি? আপনি আমাদেরকে সেই সমস্ত আমলের আদেশ করুন, যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার নিকট আসিতেছে। আমরা সেই সমস্ত আমল করিব যদিও উহা করিতে আমাদের চুল সাদা হইয়া যায়। আর আপনি সেইদিন আমার সুপারিশকারী হউন, যেদিন সাওয়াদ ইবনে কারেবের জন্য আর কোন সুপারিশকারী কাজে আসিবে না।'

আমার এই কবিতা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার সাহাবা (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের চেহারাগুলিতে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ পাইতে দেখা গেল।

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা

শুনিতেই হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া হযরত সাওয়াদ (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, তোমার নিকট হইতে এই ঘটনা শুনার আমার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। সেই জ্বিন কি তোমার নিকট এখনও আসে? হযরত সাওয়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন হইতে কোরআন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি তখন হইতে আর আসে নাই। আর আল্লাহর কিতাব সেই জ্বিন অপেক্ষা উত্তম বদল।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একদিন আলে যারীহ নামক কোরাইশের এক গোত্রের নিকট ছিলাম। তাহারা নিজেদের একটি বাছুর জবাই করিল। কসাই উহার গোশত বানাইতেছিল। এমন সময় আমরা সকলে বাছুরের পেটের ভিতর হইতে এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আওয়াজদাতা বলিতেছিল, হে আলে যারীহ! ইহা সফলতার কাজ, একজন আওয়াজদাতা উচ্চস্বরে বিশুদ্ধ ভাষায় বলিতেছে যে, সে সাক্ষ্য দিতেছে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

হযরত বারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন এক রাত্রে আমার বাধ্যগত জ্বিন আমার নিকট আসিল। অতঃপর সম্পূর্ণ ঘটনা ও সর্বশেষ কবিতাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কবিতাগুলি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মোবারক দেখা যাইতে লাগিল এবং বলিলেন, হে সাওয়াদ! তুমি সফলকাম হইয়াছ।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সাওয়াদ (রাঃ) বলেন, জ্বিনের কথা শুনিয়া আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি মহব্বত পয়দা হইয়া গেল। এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হইয়া গেল। সুতরাং সকাল হইলে আমি উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলাম। পথে লোকেরা বলিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি মদীনায় চলিয়া গেলাম এবং সেখানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে

লোকেরা বলিল, তিনি মসজিদে আছেন। আমি মসজিদে গেলাম এবং উটের পা রশি দ্বারা বাঁধিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আশেপাশে লোকজন বসিয়াছিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বক্তব্য শুনুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, নিকটে আস। আমি অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল, এবং তোমার বাধা জ্বিনের তোমার নিকট আসা যাওয়ার ঘটনাও বল।

হযরত আব্বাস ইবনে মেরদাস (রাঃ)এর সহিত জ্বিনের ঘটনা

হযরত আব্বাস ইবনে মেরদাস সুলামী (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের সূচনা এইভাবে হইল যে, যখন আমার পিতা মেরদাসের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি আমাকে তাহার যেমার নামক মূর্তির প্রতি খেয়াল রাখার অসিয়ত করিলেন। আমি সেই মূর্তিটিকে একটি কামরার ভিতর রাখিয়া দিলাম এবং প্রত্যহ তাহার নিকট যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ ঘটিল তখন একবার আমি অর্ধ রাত্রিতে এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। উহাতে আমি ভয় পাইয়া গেলাম এবং লাফাইয়া উঠিয়া সাহায্যের জন্য যেমারের নিকট গেলাম। আমি দেখিলাম যেমারের পেটের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিতেছে এবং সে এই কবিতা পাঠ করিতেছে—

قُلْ لِلْقَبِيلَةِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا   هَلَكَ الْأَنِيسُ(٢) وَعَاشَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ

أَوْدَى(١)(ضِمَارُ)(١) وَكَانَ يُعْبَدُ(مُدَّةً)(٥)   قَبْلَ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهُدَى   بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي

অর্থ ঃ সমগ্র সুলাইম গোত্রকে বলিয়া দাও, মূর্তি ও উহার পূজারীদেরকে মুর্দাবাদ এবং মসজিওয়ালাদেরকে জিন্দাবাদ। যেমার মূর্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট কিতাব আসার পূর্বে বহুদিন উহার এবাদত করা হইত। (হযরত ঈসা) ইবনে মারইয়ামের পর কোরাইশের যে ব্যক্তি নবুওয়াত ও হেদায়াতের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এই বিষয়টি লোকদের নিকট হইতে গোপন রাখিলাম। কাহাকেও বলিলাম না। কাফেরগণ আহযাব অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার আমি যাতে–এরকের নিকট আকীক নামক স্থানের এক পার্শ্বে নিজের উটের পালের মধ্যে ঘুমাইয়াছিলাম। হঠাৎ এক আওয়াজ শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি দেখিলাম, এক ব্যক্তি এক উট পাখীর পাখার উপর বসিয়া বলিতেছে, সেই নূর হাসিল কর যাহা বনু আনকার ভাইদের এলাকায় (অর্থাৎ মদীনায়) আদবা নামী উটওয়ালার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কথার উত্তরে উহার বাম দিক হইতে এক গায়েবী আওয়াজ দাতা এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

بَشِّرِ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا   أَنْ وَضَعَتِ الْمَطِيُّ(٥) أَحْلَاسَهَا
وَكَلَأَتِ(٦) السَّمَاءَ أَحْرَاسُهَا

অর্থ ঃ জ্বিনদেরকে সংবাদ দিয়া দাও যে, জ্বিনগণ এইজন্য হয়রান ও পেরেশান হইয়াছে যে, উটনীরা নিজেদের হাওদা (নামাইয়া) রাখিয়া দিয়াছে এবং আসমানের পাহারাদারগণ আসমানের হেফাজত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ভীত হইয়া উঠিয়া গেলাম এবং বুঝিয়া গেলাম যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল। অতএব আমি ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া অত্যন্ত দ্রুত চলিতে লাগিলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার হাতে বাইআত হইয়া গেলাম। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া যেমারকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং তাঁহাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম—

لَعَمْرُكَ أَنِّي يَوْمَ أَجْعَلُ جَاهِلاً (ضِمَارِ)[٩] لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مُشَارِكَا

وَتَرْكِي رَسُولَ اللهِ وَالْأَوْسُ حَوْلَهُ أُولَئِكَ أَنْصَارٌ لَهُ مَا أُولَئِكَا

كَتَارِكِ سَهْلِ الْأَرْضِ وَالْحَزْنَ (يَبْتَغِي) لِيَسْلُكَ فِي وَعْثِ[١٠] الْأُمُورِ الْمَسَالِكَا

فَآمَنْتُ بِاللهِ الَّذِي أَنَا عَبْدُهُ وَخَالَفْتُ مَنْ أَمْسَى يُرِيدُ الْمَهَالِكَا

وَوَجَّهْتُ وَجْهِي نَحْوَ مَكَّةَ قَاصِداً أُبَايِعُ نَبِيَّ الْأَكْرَمِينَ الْمُبَارَكَا

نَبِيٌّ أَتَانَا بَعْدَ عِيسَى بِنَاطِقٍ مِنَ الْحَقِّ فِيهِ الْفَصْلُ فِيهِ كَذَلِكَا

أَمِينٌ عَلَى الْفُرْقَانِ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مَبْعُوثٍ يُجِيبُ الْمَلَائِكَا

تَلَافَى[١١] عُرَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ انْتِقَاضِهَا فَأَحْكَمَهَا حَتَّى أَقَامَ الْمَنَاسِكَا

عَنَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا تَوَسَّطْتَ فِي الْفَرْعَيْنِ وَالْمَجْدِ مَالِكَا

وَأَنْتَ الْمُصَفَّى مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا سَمَتْ عَلَى ضُمْرِهَا[٢] تَبْقَى الْقُرُونُ الْمُبَارِكَا

إِذَا انْتَسَبَ الْحَيَّانِ[٣] كَعْبٌ وَمَالِكٌ وَجَدْنَاكَ مَحْضاً[٤] وَالنِّسَاءُ الْعَوَارِكَا

অর্থ ঃ 'আপনার জিন্দেগীর কসম, আমি যখন মূর্খ ছিলাম তখন যেমার মূর্তিকে সমগ্র জগতের পালনকর্তার সহিত অংশীদার বানাইয়া রাখিয়াছিলাম। আর আমি আল্লাহর রাসূলকে পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছিলাম। অথচ আওস গোত্র তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল। তাহারা সকলে তাহার সাহায্যকারী ছিল। তাহারা কতই না উত্তম লোক ছিল! আর আমার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় ছিল, যে নরম জমিন ছাড়িয়া শক্ত জমিন তালাশ করিয়া বেড়ায় যেন সে কঠিন কাজের পথে চলে। অতঃপর আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, যাঁহার আমি বান্দা। আমি সেই ব্যক্তির বিরোধিতা করিয়াছি, যে ঈমান ছাড়িয়া ধ্বংসের পথে চলিতে চায়। আর আমি দয়ালু লোকদের মধ্যে মোবারক নবীর হাতে বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের

রোখ মক্কার দিকে করিয়াছি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর আমাদের নিকট এমন নবী আসিয়াছেন, যিনি হক কথা বলে এমন কোরআন লইয়া আসিয়াছেন এবং উহাতে এমন বিষয় রহিয়াছে যদ্দ্বারা হক ও বাতিল পৃথক হইয়া যায়, আর বাস্তবিকই উহাতে এমন বিষয় রহিয়াছে। তিনি কোরআনের আমানতদার এবং (কেয়ামতের দিন) সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম উত্থিত হইবেন, ফেরেশতাদেরকে উত্তর দিবেন। ইসলামের হাতল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তিনি উহাকে জোড়া লাগাইয়াছেন এবং অত্যন্ত মজবুত করিয়াছেন এবং সমস্ত হুকুম আহকাম জিন্দা করিয়াছেন। হে সমগ্র সৃষ্টির সেরা! আপনিই আমার উদ্দেশ্য, আপনি পূর্বাপর সকলের মধ্যে সেরা বংশীয়। মালেক গোত্রে সম্মানে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোরাইশ যখন অনাহারে ও ক্ষুধায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতেছে তখন আপনি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাক-পবিত্র ; আপনি সর্বযুগে বরকতময় থাকিবেন, কা'ব ও মালেক গোত্রদ্বয় যখন তাহাদের বংশ তালিকা বর্ণনা করিবে তখন আমরা আপনাকে খাঁটি বংশওয়ালা ও মহিলাদেরকে অপবিত্র পাইব।'

খারাইতি হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে কবিতার প্রথম তিন পঙক্তির পর এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আব্বাস ইবনে মেরদাস (রাঃ) বলেন, আমি ভীত হইয়া বাহির হইলাম এবং নিজ কাওমের নিকট আসিয়া তাহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং তাহাদেরকে অবহিত করিলাম। অতঃপর নিজ কাওম বনু হারেসার তিনশতজন লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনায় উপস্থিত হইলাম এবং মসজিদে প্রবেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আব্বাস! তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ কি ঘটিয়াছে? আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। এইভাবে আমি ও আমার কাওমের সকলে মুসলমান হইয়া গেলাম।

মদীনাতে একজন মহিলার নিকট এক জ্বিনের আগমন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সর্বপ্রথম সংবাদ মদীনাতে এইভাবে পাওয়া গেল যে, একজন মহিলার এক জ্বিন বাধ্য ছিল। একবার সেই জ্বিন একটি সাদা পাখীর আকৃতিতে আসিয়া সেই মহিলার দেয়ালের উপর বসিল। মহিলা তাহাকে বলিল, তুমি নীচে নামিয়া আসনা কেন? আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলিতাম এবং একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতাম। জ্বিন বলিল, মক্কায় একজন নবী আগমন করিয়াছেন। তিনি ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন এবং আমাদের শান্তি কাড়িয়া লইয়াছেন। (কারণ পূর্বে আমরা আসমানে যাইতে পারিতাম এখন আর যাইতে পারি না।)

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মদীনাতে সর্বপ্রথম সংবাদ এইভাবে আসিল যে, ফাতেমা নামী একজন মহিলা ছিল। তাহার নিকট এক জ্বিন আসা যাওয়া করিত। একদিন সেই জ্বিন আসিয়া দেওয়ালের উপর দাঁড়াইল। মহিলা বলিল, তুমি নীচে আস না কেন? জ্বিন বলিল, এখন সেই রাসূল আগমন করিয়াছেন যিনি ব্যভিচারকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

সিরিয়ার এক গণকের ঘটনা

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমরা এক ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত সিরিয়ায় গেলাম। আমরা যখন সিরিয়ার সীমানায় প্রবেশ করিলাম তখন সেখানকার এক মহিলা গণক আমাদের সম্মুখে আসিল এবং বলিল, আমার সঙ্গী (জ্বিন) আমার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কি ভিতরে আসিবে না? সে বলিল, এখন আর উহার কোন উপায় নাই। কেননা আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং এমন হুকুম আসিয়া গিয়াছে যাহা আমার শক্তির বাহিরে। (হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন,) আমি সেখান হইতে মক্কায় ফিরিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতেছেন।

অপর একটি ঘটনা

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইবনে ঈসা নামক একজন বয়স্ক ব্যক্তি যিনি জাহিলিয়াতের যুগ পাইয়াছিলেন। রোদাসের যুদ্ধে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। (রোদাস রোমের একটি দ্বীপ) উক্ত ব্যক্তি আমাকে তাহার নিজের এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, আমি আমার পরিবারের একটি গাভী হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম এমন সময় আমি উহার পেট হইতে এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, হে যারীহের পরিবার, একটি পরিস্কার ও স্পষ্ট কথা যে, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলিতেছে, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বয়স্ক লোকটি বলেন, অতঃপর আমরা মক্কায় আসিয়া দেখিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

এক কাফের জ্বিনের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক কাফের জ্বিন মক্কায় আবু কোবাইস পাহাড়ের উপর হইতে কবিতাকারে এই কথাগুলি বলিল—

قَبَّحَ اللّٰهُ رَأْيَ كَعْبِ بْنِ فِهْرٍ (٣) مَا أَرَقَّ الْعُقُوْلَ وَالْأَحْلَامَ (٤)؟

دِيْنُهَا أَنَّهَا يُعَنَّفُ فِيْهَا (٥) دِيْنُ آبَائِهَا الْحُمَاةِ الْكِرَامِ

حَالَفَ (٦) الْجِنُّ جِنُّ بُصْرَى عَلَيْكُمْ وَرِجَالُ النَّخِيْلِ وَالْآطَامِ

هَلْ كَرِيْمٌ لَكُمْ لَهُ نَفْسُ حُرٍّ (٧) مَاجِدُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَعْمَامِ

يُوْشِكُ الْخَيْلُ (٨) أَنْ تَرَوْهَا تُهَادَى تَقْتُلُ الْقَوْمَ (٩) فِيْ بِلَادِ التِّهَامِ

ضَارِبٌ ضَرْبَةً تَكُوْنُ نَكَالًا (١٠) وَرَوَاحًا مِنْ كُرْبَةٍ وَاغْتِمَامِ

অর্থ ঃ কা'ব ইবনে ফেহের অর্থাৎ কোরাইশের রায়কে আল্লাহ মন্দ করুক, তাহাদের আকল বুদ্ধি কতই না দুর্বল। (অর্থাৎ কোরাইশের মধ্য হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছে।) তাহাদের দ্বীন হইল, তাহারা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী সম্মানিত বাপ–দাদাদের দ্বীন অর্থাৎ মূর্তিপূজাকে মন্দ বলে। বসরার জ্বিনগণ এবং খেজুর বৃক্ষও কিল্লার এলাকাবাসী অর্থাৎ মদীনাবাসী আনসারগণ (ইসলাম গ্রহণ করিয়া ও উহার প্রচার প্রসার করিয়া) সর্বসাধারণ জ্বিনদের বিরোধিতা করিয়াছে। (আর এইভাবে তাহারা তোমাদের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।) তোমাদের মধ্যে

এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী কি কেহ নাই, যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী, শরীফ ও তাহার পিতামাতা ও চাচাগণ সম্মানিত? অতিসত্বর তোমার এমন ঘোড়সওয়ার সৈন্যদেরকে দেখিবে যে, তাহারা একে অপর হইতে অগ্রগামী হইতেছে। তাহারা তেহামা এলাকার (মুসলমান) কাওমদেরকে কতল করিবে এবং মুসলমানদের উপর তলোয়ার দ্বারা এমন আঘাত করিবে যাহা তাহাদের জন্য শিক্ষণীয় শাস্তিতে পরিণত হইবে। আর তোমাদের অশান্তি ও পেরেশানী প্রশান্তিতে পরিণত হইবে। (উক্ত কাফের জ্বিন মুশরিকদিগকে এই কবিতার মাধ্যমে মিথ্যা সুসংবাদ দিতেছে।)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জ্বিনের এই কথা সমগ্র মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল এবং মুশরিকগণ একে অপরকে এই কবিতাগুলি শুনাইতে লাগিল। আর ঈমানদারদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। এবং তাহাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই জ্বিন এক শয়তান, যে লোকদেরকে মূর্তিপূজার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেছে। তাহার নাম মিসআর। আল্লাহ পাক তাহাকে অপদস্থ করিবেন। সুতরাং তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত পাহাড়ের উপর হইতে এক গায়েবী আওয়াজ দাতা এই কবিতা পাঠ করিল—

نَحْنُ قَتَلْنَا مِسْعَراً لَمَّا طَغَى وَاسْتَكْبَرَا

وَسَفَّهَ الْحَقَّ وَسَنَّ الْمُنْكَرَا قَنَعْتُهُ(۱) سَيْفًا جَرُوفًا مُبْتِرًا(۲)

بِشَتْمِهِ نَبِيَّنَا الْمُطَهَّرَا

অর্থ ঃ যখন মিসআর অবাধ্য হইল এবং অহংকার করিল, হককে অবজ্ঞা করিল ও মন্দ পথ চালু করিল, তখন আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দিয়াছি। আমি তাহার মাথায় এমন তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিয়াছি যাহা কার্য সমাধা করিয়া দেয় ও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেয়। আর এই কাজ এইজন্য করিয়াছি, যেহেতু সে আমাদের পাক নবীর শানে মন্দ কথা বলিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে এক শক্তিশালী বিশালাকার জ্বিন ছিল। তাহার নাম ছিল ছামহাজ। আমি

তাহার নাম আবদুল্লাহ রাখিয়াছি। সে আমার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। সে আমাকে বলিয়াছে যে, তিন দিন যাবৎ সে মেসআরকে তালাশ করিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাহাকে উত্তম বদলা দান করুন।

খাসআম গোত্রীয় লোকদের জ্বিনের গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ

আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, খাসআম গোত্রীয় কতিপয় লোক বলিত, আমরা যেই সমস্ত উপায়ে ইসলামের দাওয়াত পাইয়াছি তন্মধ্যে একটি এই যে, আমরা মূর্তিপূজক কাওম ছিলাম। একদিন আমরা আমাদের একটি মূর্তির নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় কতিপয় লোক তাহাদের একটি বিষয়ে ফয়সালার জন্য সেই মূর্তির নিকট আসিল। তাহাদের আশা ছিল যে, তাহারা উহার নিকট হইতে নিজেদের পারস্পরিক মতানৈক্যের বিষয়ে ফয়সালা লাভ করিবে। কিন্তু এক অদৃশ্য আওয়াজ দাতা তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ذَوُو الْأَجْسَامِ ‏ مِنْ بَيْنِ أَشْيَاخٍ إِلَى غُلَامِ

مَا أَنْتُمْ وَطَائِشُ(١٠) الْأَحْلَامِ ‏ وَمُسْنِدُ الْحُكْمِ إِلَى الْأَصْنَامِ

أَكُلُّكُمْ فِي حَيْرَةٍ نِيَامِ ‏ أَمْ(١١) لَا تَرَوْنَ مَا الَّذِي أَمَامِي

مِنْ سَاطِعٍ(١) يَجْلُو دُجَى(٢) الظَّلَامِ ‏ قَدْ لَاحَ(٣) لِلنَّاظِرِ مِنْ تِهَامِ

ذَاكَ نَبِيٌّ سَيِّدُ الْأَنَامِ ‏ قَدْ جَاءَ بَعْدَ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ

أَكْرَمَهُ الرَّحْمٰنُ مِنْ إِمَامِ ‏ وَمِنْ رَسُولٍ صَادِقِ الْكَلَامِ

أَعْدَلُ ذِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ ‏ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ

وَالْبِرِّ وَالصِّلَاتِ لِلْأَرْحَامِ ‏ وَيَزْجُرُ(٤) النَّاسَ عَنِ الْآثَامِ

وَالرِّجْسِ(٥) وَالْأَوْثَانِ وَالْحَرَامِ ‏ مِنْ هَاشِمٍ فِي ذِرْوَةِ السَّنَامِ

مُسْتَعْلِنًا فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ

অর্থ ঃ হে দেহধারী মানবজাতি ! হে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকল মানুষ ! তোমরা একেবারেই নির্বোধ, তোমরা নিজেদের ফয়সালা মূর্তিদের সোপর্দ করিয়াছ। তোমরা কি দিশাহারা ঘুমন্ত? তোমরা কি তাহা দেখিতে পাইতেছ না যাহা আমার সম্মুখে রহিয়াছে। উহা একটি উজ্জ্বল নূর যাহা অন্ধকারের অন্ধকারকে দূর করিয়া দিতেছে, দর্শনকারীর জন্য উহা তেহামার পাহাড় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। তিনি একজন নবী, যিনি সমস্ত সৃষ্টির সর্দার। তিনি কুফরের পর ইসলাম লইয়া আগমন করিয়াছেন। রহমান তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান করিয়াছেন। তিনি ইমাম, রাসূল, সত্যবাদী ও সর্বাপেক্ষা ইনসাফের সহিত ফয়সালাকারী। তিনি নামায, রোযা, সৎকাজ ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করেন। এবং লোকদেরকে গুনাহ, অপবিত্রতা, মূর্তিপূজা ও হারাম কাজ হইতে নিষেধ করেন। তিনি বনু হাশেম গোত্র হইতে, সর্বোচ্চ বংশীয়। আল্লাহর সম্মানিত শহর মক্কায় তিনি এই সকল কাজ প্রকাশ্যে করিতেছেন।'

আমরা এই কথাগুলি শুনার পর মূর্তির নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম। (বিদায়াহ)

হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর জ্বিনের গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ

হযরত তামীম দারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হইলেন তখন আমি সিরিয়াতে ছিলাম। আমি নিজের কোন প্রয়োজনে সফরে রওয়ানা হইলে পথে রাত্র হইয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি আজ রাত্রে এই উপত্যকার বড় সর্দার (জ্বিন)এর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি যখন বিছানায় শয়ন করিলাম তখন এক অদৃশ্য ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। সে বলিল, তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা জ্বিনরা আল্লাহর মোকাবিলায় কাহাকেও আশ্রয় দিতে পারে না। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, তুমি কি বলিতেছ? সে বলিল, নিরক্ষর জাতি অর্থাৎ আরবদের রাসূল আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম। আমরা হাজুন নামক স্থানে তাঁহার পিছনে নামায পড়িয়াছি এবং আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি ও তাঁহার অনুসারী হইয়াছি। বর্তমানে জ্বিনদের সকল ধোকাবাজি খতম হইয়া গিয়াছে। এখন (তাহারা আসমানে যাইতে চাহিলে) তাহাদেরকে প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয়। তুমি (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, যিনি রাব্বুল আলামীনের রাসূল, এবং মুসলমান হইয়া যাও। হযরত তামীম (রাঃ) বলেন, আমি সকালবেলা দায়রে আইউব নামক গ্রামে গেলাম এবং সেখানে এক পাদ্রীকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া এই ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, জ্বিনরা তোমাকে সত্য কথা বলিয়াছে। এই নবী হারাম অর্থাৎ মক্কায় আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং হিজরত করিয়া হারাম অর্থাৎ মদীনায় যাইবেন। তিনি সমস্ত নবীগণের মধ্যে উত্তম। তোমার পূর্বে কেহ যেন তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া না যায়। অতএব দ্রুত তাহার নিকট চলিয়া যাও। হযরত তামীম (রাঃ) বলেন, আমি সাহস করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

হযরত হাজ্জাজ ইবনে এলাত (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, হযরত হাজ্জাজ ইবনে এলাত বাহ্যী সুলামী (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এই যে, তিনি আপন কাওমের কতিপয় আরোহীর সহিত মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। রাত্রিবেলা এক ভয়ানক উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হইলে তাহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। সঙ্গীগণ তাহাকে বলিল, হে আবু কেলাব! উঠ, এবং (এই ময়দানের জ্বিন সর্দারের নিকট) নিজের জন্য ও তোমার সঙ্গীদের জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া লও। হযরত হাজ্জাজ (রাঃ) দাঁড়াইয়া কবিতার মাধ্যমে বলিলেন—

أُعِيذُ نَفْسِي وَأُعِيذُ صَحْبِي ۞ مِنْ كُلِّ جِنِّيٍّ بِهٰذَا النَّقْبِ

حَتّٰى أَؤُوبَ سَالِمًا وَرَكْبِي

অর্থ ঃ 'আমি নিজেকে ও নিজের সঙ্গীদের এমন প্রত্যেক জ্বিন হইতে আশ্রয় প্রদান করিতেছি, যে এই পাহাড়ী রাস্তায় উপস্থিত রহিয়াছে, যাহাতে আমি ও আমার আরোহী সঙ্গীগণ নিরাপদে নিজ বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাই।'

অতঃপর হযরত হাজ্জাজ (রাঃ) অদৃশ্য কাহাকেও এই আয়াত পাঠ করিতে শুনিতে পাইলেন—

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ

অর্থ ঃ হে জ্বিন ও মানবের দল, যদি তোমাদের এই ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা হইতে কোথাও বাহির হইয়া যাইতে পার, তবে বাহির হইয়া যাও। কিন্তু অসাধারণ শক্তি ব্যতীত বাহির হইতে পারিবে না।

অতঃপর যখন তাহারা মক্কায় পৌঁছিলেন তখন কোরাইশদের এক মজলিসে তাহারা এই ঘটনা শুনাইলেন। কোরাইশের লোকেরা বলিল, হে আবু কেলাব! তুমি ঠিক বলিতেছ, আল্লাহর কসম, এই কালাম সেই কালামেরই অংশ যাহার ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাবী করিয়া থাকেন যে, তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত হাজ্জাজ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি নিজে উহা শুনিয়াছি এবং আমার সঙ্গীগণও শুনিয়াছে।

মজলিসে এই সমস্ত কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময় আসী ইবনে ওয়ায়েল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকেরা বলিল, হে আবুল হেশাম! আবু কেলাব যাহা বলিতেছে তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন? সে জিজ্ঞাসা করিল, আবু কেলাব কি বলিতেছে? লোকেরা তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। সে বলিল, ইহাতে তোমাদের আশ্চর্য হইবার কি আছে? যেই জ্বিন সেখানে তাহাকে এই কালাম শুনাইয়াছে, সেই জ্বিনই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মুখে এই কালাম বলাইয়া দেয়।

হযরত হাজ্জাজ (রাঃ) বলেন, আসীর এই কথার কারণে আমার

সঙ্গীগণ আমার রায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত হইয়া গেল। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর দ্বারা আমার বিশ্বাস আরো বাড়িয়া গেল। (অতঃপর আমরা আমাদের এলাকায় ফিরিয়া গেলাম) অনেক দিন পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম, তিনি মক্কা হইতে মদীনা চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি উটনীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিয়া গেলাম। আমি সেই উপত্যকায় যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা জানাইলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি হক কথা শুনিয়াছ। আল্লাহর কসম, এই কালাম সেই কালামেরই অংশ যাহা আমার রব আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। হে আবু কেলাব! তুমি হক কথা শুনিয়াছ। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। তিনি আমার নিকট এখলাসের কালিমার সাক্ষ্য তলব করিলেন এবং বলিলেন, এখন তুমি তোমার কাওমের নিকট যাও, এবং তাহাদেরকে এই কথার দাওয়াত দাও যাহা আমি তোমাকে দিয়াছি। কারণ ইহা হক ও সত্য।

মুসলমানদের জামাতকে জ্বিন কর্তৃক পথ প্রদর্শন

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। তাহারা যখন দেখিল, মৃত্যু সুনিশ্চিত তখন তাহারা কাফন পরিধান করিয়া মৃত্যুর জন্য শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে গাছের সারি হইতে এক জ্বিন বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল, আমি সেই সমস্ত জ্বিনদের মধ্য হইতে একা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছি যাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন পড়িতে শুনিয়াছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মুমিন মুমিনের ভাই, সফরে সম্মুখে যাইয়া অবস্থা যাচাই করিয়া তাহাকে জানাইয়া দেয়, পথ হারাইলে তাহাকে দেখাইয়া দেয়, তাহাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে না।' এইখানে পানি আছে, আর এই

তোমাদের পথ। অতঃপর সে তাহাদেরকে পানির স্থান বলিয়া দিল এবং পথ দেখাইয়া দিল।

খাইবার যুদ্ধের একটি ঘটনা

বনু সাহম ইবনে মুররা গোত্রীয় সাঈদ ইবনে শুয়াইম (রহঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে এই ঘটনা শুনাইয়াছেন যে, খাইবারের ইহুদীদের সাহায্যার্থে উয়াইনা ইবনে হিসন যে বাহিনী লইয়া গিয়াছিল আমিও সেই বাহিনীতে ছিলাম। আমরা উয়াইনার বাহিনীতে এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, হে লোকসকল, নিজেদের ঘরবাড়ীর খবর লও, কেননা তাহাদের উপর শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। এই আওয়াজ শুনার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বাহিনী এমনভাবে ফিরিয়া চলিয়া গেল যে, কেহ কাহারো অপেক্ষা করিল না। আমরা এই আওয়াজ সম্পর্কে কিছু জানিতে পারি নাই যে, কোথা হইতে আসিল। এই কারণে আমার ধারণা হইল, উহা আসমান হইতে আসিয়াছিল। (এসাবাহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের জন্য জ্বিন ও শয়তান বাধ্য হওয়া

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একবার আমি ঘুমাইয়া ছিলাম, এমন সময় আমার সম্মুখে এক শয়তান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহার গলা ধরিয়া এমন জোরে চাপ দিলাম যে, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল এবং আমার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তাহার জিহ্বার শীতলতা অনুভব করিলাম। আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের উপর রহম করুন। যদি তাহার দোয়া না হইত তবে সেই শয়তান বাধা থাকিত আর তোমরা সকলে তাহাকে দেখিতে পাইতে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, গত রাত্রে এক অবাধ্য ও দুষ্ট জ্বিন হঠাৎ আসিয়া আমার নামায নষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহার উপর শক্তি দান করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমার

ইচ্ছা ছিল তাহাকে মসজিদের কোন খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখি, যেন সকালে তোমরা সকলে তাহাকে দেখিতে পাও। কিন্তু আমার ভাই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের এই দোয়া আমার স্মরণ হইল—

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ

অর্থ ঃ 'হে আমার রব, আমাকে মাফ করুন, এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যাহা (আমার যুগে) আমি ব্যতীত আর কাহারো ভাগ্যে না ঘটে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তাহাকে অপদস্থ করিয়া ফিরাইয়া দিলাম। হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, যদি আমাদের ভাই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়া না হইত তবে সে সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকিত এবং মদীনাবাসীদের ছেলেমেয়েরা তাহাকে লইয়া খেলা করিত।

হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) শয়তানকে ধরিয়াছিলেন। আমি হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শয়তানকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার খেজুর জমা করিয়া আমাকে দিলেন। আমি সেই খেজুরগুলি একটি কামরায় রাখিয়া দিলাম। আমি দেখিলাম, প্রতিদিন সেই খেজুর কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমি এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, ইহা শয়তানের কাজ। তুমি ওঁৎ পাতিয়া থাক। অতএব আমি রাত্রে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিলাম। রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হাতির আকৃতি ধারণ করিয়া শয়তান আসিল। দরজার নিকট পৌঁছিয়া সে আকৃতি পরিবর্তন করিল এবং দরজার ফাঁক

দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। খেজুরের নিকট যাইয়া সে উহা খাইতে আরম্ভ করিল। আমি নিজের কাপড় কষিয়া লইলাম এবং তাহার মাঝ বরাবর ধরিয়া ফেলিলাম, আর বলিলাম—

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

'হে আল্লাহর দুশমন, তুই সদকার খেজুরের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়াছিস আর উহা লইতেছিস? অথচ তোর অপেক্ষা গরীব সাহাবাগণ এই খেজুরের অধিক হকদার। আমি তোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। তিনি তোকে অপদস্থ করিবেন। সে আমার সহিত আর আসিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিল।

আমি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি বলিলেন, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি বলিলাম, সে আমার সহিত আর আসিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে অবশ্যই আবার আসিবে। তুমি ওঁৎ পাতিয়া থাকিও।

সুতরাং দ্বিতীয় রাত্রেও আমি ওঁৎ পাতিয়া থাকিলাম। সে প্রথম রাত্রের ন্যায় করিল এবং আমি তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় আচরণ করিলাম। সে পুনরায় আমার সহিত আর আসিবে না বলিয়া ওয়াদা করিল। সুতরাং আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমি যখন সকাল সকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ জানাইতে গেলাম তখন শুনিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী ঘোষণা করিতেছে, মুআয কোথায়? অতঃপর আমাকে বলিলেন, হে মুআয! তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, সে অবশ্যই আসিবে, তুমি ওঁৎ পাতিয়া থাকিও।

আমি তৃতীয় রাত্রে ওঁৎ পাতিয়া থাকিলাম। সে পূর্বের ন্যায় করিল, আমিও তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় আচরণ করিলাম এবং তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর দুশমন, তুই দুইবার আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিস। ইহা তৃতীয়বার আমি অবশ্যই (এইবার) তোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। তিনি তোকে

অপদস্থ করিবেন। সে বলিল, আমি অনেক সন্তান-সন্ততির বাপ এক শয়তান। নাসীবীন এলাকা হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি। (নাসীবীন সিরিয়ার একটি এলাকা) এই খেজুর ব্যতীত যদি আর কিছু পাইতাম তবে আপনার নিকট আসিতাম না। আমরা আপনাদের এই শহরে বাস করিতাম, কিন্তু যখন আপনাদের সঙ্গী নবুওয়াত লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর দুইটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে তখন সেই দুই আয়াত আমাদেরকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে এবং আমরা নাসীবীন এলাকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যেই ঘরে সেই দুই আয়াত তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘরে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান প্রবেশ করিতে পারে না। যদি আপনি আমাকে ছাড়িয়া দেন তবে আমি আপনাকে সেই দুই আয়াত শিখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, ঠিক আছে। সে বলিল, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি অর্থাৎ

امَنَ الرَّسُوْلُ

হইতে শেষ পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ জানাইতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করিতে শুনিলাম, মুআয ইবনে জাবাল কোথায়? আমি যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি বলিলেন, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি বলিলাম, সে আমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আর আসিবে না, এবং সে যাহা কিছু বলিয়াছিল তাহাও আরজ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খবীস যদিও মিথ্যাবাদী কিন্তু সে তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, তারপর হইতে আমি আয়াতগুলি পাঠ করিতে লাগিলাম আর খেজুরও কমা বন্ধ হইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু আইউব (রাঃ)এর ঘটনা

ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের সদকায়ে ফিতরের হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া সেখান হইতে পাত্র ভরিয়া লইতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত ও আমার উপর অনেক সন্তান সন্ততির দায়িত্ব রহিয়াছে এবং আমার খুবই প্রয়োজন। সুতরাং আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

সকালবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অত্যাধিক অভাবগ্রস্ত ও সন্তান-সন্ততির বোঝা তাহার উপর রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। শুনিয়া তাহার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে বিধায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, সে তোমার সহিত মিথ্যা বলিয়াছে এবং সে আবার আসিবে। হযরত আবু হোরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বলিয়াছেন সে আবার আসিবে সেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে, সে অবশ্যই আবার আসিবে।

অতএব আমি ওঁৎ পাতিয়া রহিলাম। সে আসিয়া পাত্র ভরিয়া লইতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, কারণ আমি অভাবগ্রস্ত, অনেকগুলি সন্তানের দায়িত্ব আমার উপর রহিয়াছে, আমি আর আসিব না। আমার তাহার প্রতি দয়া হইল, সুতরাং আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবু হোরায়রা তোমার কয়েদীর কি হইল? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অত্যাধিক অভাবগ্রস্ত হওয়ায় ও অনেক বালবাচ্চার দায়িত্ব তাহার উপর রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। তাহার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে বিধায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, সে তোমার সহিত মিথ্যা

বলিয়াছে, সে আবার আসিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বলিয়াছেন, সে আবার আসিবে সেহেতু আমিও বুঝিয়া গিয়াছি যে, সে অবশ্যই আবার আসিবে।

সুতরাং আমি ওঁৎ পাতিয়া রহিলাম। সে আসিয়া পাত্র ভরিয়া লইতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইব। তুমি দুইবার আসিবে না বলিয়াছ, কিন্তু আবার আসিয়াছ। এইবার তৃতীয় বার এবং শেষ বার। সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এমন কয়েকটি কলেমা শিখাইয়া দিব যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপকার করিবেন। তুমি যখন বিছানায় শয়ন করিবে তখন আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা তোমার হেফাজতে নিযুক্ত থাকিবেন এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না। আমি তাহার পথ ছাড়িয়া দিলাম। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার গতরাত্রের কয়েদীর কি হইল? আমি বলিলাম, সে বলিয়াছে যে, আমাকে কয়েকটি কলেমা শিখাইয়া দিবে যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার উপকার করিবেন। অতএব আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কলেমাগুলি কি? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, সে আমাকে বলিয়াছে, যখন তুমি বিছানায় শয়ন কর তখন তুমি আয়াতুল কুরসী শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিও, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা তোমার হেফাজতে নিযুক্ত থাকিবেন। এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না। সাহাবা (রাঃ) যে কোন কল্যাণ কাজে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, যদিও সে

মিথ্যাবাদী কিন্তু তোমার সহিত সে সত্য কথা বলিয়াছে। হে আবু হোরায়রা! তুমি জান কি? তিন দিন যাবৎ তুমি কাহার সহিত কথা বলিয়াছ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, সে একটি শয়তান ছিল। (মেশকাত)

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমার একটি তাক ছিল, যাহাতে খেজুর রাখা থাকিত। এক পেত্নী আসিয়া সেখান হইতে খেজুর লইয়া যাইত। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, যাও, যখন তাহাকে দেখিবে তখন বলিবে 'বিসমিল্লাহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডাকিতেছেন, তাঁহার নিকট চল। সুতরাং (এইভাবে) আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সে আর আসিবে না বলিয়া কসম খাইল। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীস পূর্বে যিকিরের অধ্যায়ে অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও এক শয়তানের ঘটনা

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর সহিত এক শয়তানের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার সহিত কুস্তি লড়িলেন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার বৃদ্ধাঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিলেন। শয়তান বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এমন একটি আয়াত শিখাইয়া দিব, আমাদের যে কেহ এই আয়াত শুনিতে পায় পিঠ দেখাইয়া পালাইয়া যায়। উক্ত মুসলমান (সাহাবী) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু শয়তান সেই আয়াত শিখাইতে অস্বীকার করিল। মুসলমান লোকটি তাহার সহিত আবার কুস্তি লড়িলেন এবং তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী দাঁত দ্বারা কামড়াইয়া ধরিলেন, আর বলিলেন, আমাকে আয়াত শিখাইয়া দে। (সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিলে শিখাইয়া দিব। মুসলমান তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু) সে শিখাইতে অস্বীকার করিল। মুসলমান লোকটি যখন তৃতীয়বার তাহাকে

ধরাশায়ী করিলেন তখন শয়তান বলিল, সূরা বাকারার এই আয়াত

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

হইতে শেষ পর্যন্ত। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আব্দির রহমান! সেই মুসলমান লোকটি কে ছিল? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতীত আর কে হইতে পারে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর এক জ্বিনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই জ্বিনের সহিত কুস্তি লড়িলেন এবং তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। জ্বিন বলিল, আবার কুস্তি লড়। দ্বিতীয় বার কুস্তি হইল। তিনি এইবারও তাহাকে পরাজিত করিলেন। উক্ত সাহাবী জ্বিনকে বলিলেন, তোমাকে তো হালকা পাতলা দেখিতেছি, তোমার শরীরের রংও বিবর্ণ দেখিতেছি, তোমার হাত কুকুরের হাতের ন্যায় ছোট ছোট। তোমরা জ্বিনরা সকলে কি এই রকমই? না তুমিই শুধু এই রকম? সেই জ্বিন বলিল, না, আল্লাহর কসম, আমি তো তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকারের ও শক্তিশালী। আচ্ছা, আমার সহিত তৃতীয় বার কুস্তি লড়। যদি এইবার আমাকে হারাইতে পার তবে তোমাকে এমন একটি জিনিস শিখাইয়া দিব যাহাতে তোমার উপকার হইবে। সুতরাং তৃতীয় বার কুস্তি হইল। উক্ত সাহাবী এইবারও তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন এবং বলিলেন, দাও আমাকে সেই জিনিস শিখাইয়া দাও। জ্বিন বলিল, তুমি কি আয়াতুল কুরসী পড়িতে পার? সাহাবী বলিলেন, হাঁ। জ্বিন বলিল, তুমি এই আয়াতুল কুরসী যে কোন ঘরে পাঠ করিবে সেই ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যাইবে এবং বাহির হওয়ার সময় গাধার ন্যায় তাহার বায়ু নির্গত হইতে থাকিবে এবং সকাল পর্যন্ত সে এই ঘরে আর প্রবেশ করিবে না।

উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আব্দির রহমান। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ সাহাবী ছিলেন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ভ্রু কুঁচকাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন এবং বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতীত আর কে হইতে

পারে?

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা আলোচনা করিতাম যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে শয়তানরা শিকলাবদ্ধ ছিল। তাহার শাহাদাতের পর তাহারা মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এক জ্বিনের সহিত হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর ঘটনা

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) কোরাইশদের একদল আরোহীদের সহিত ওমরা করিয়া ফিরিতেছিলেন। যখন তাহারা ইয়ানাসিব পাহাড়ের নিকট পৌছিলেন তখন সেখানে একটি গাছের নিকট একজন লোকের দেখা পাইলেন। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) আপন সঙ্গীদের হইতে অগ্রসর হইয়া লোকটির নিকট গেলেন এবং তাহাকে সালাম দিলেন। লোকটি তাহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিল না এবং খুবই ক্ষীণ আওয়াজে সালামের উত্তর দিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিলেন, কিন্তু লোকটি একটুও নড়িল না, নিজ স্থানে স্থির হইয়া রহিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, ছায়া হইতে সরিয়া যাও। সে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত একদিকে সরিয়া গেল।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে বসিয়া গেলাম এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন জ্বিন। সে এই কথা বলিতেই (রাগে) আমার শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাহাকে জোরে টান মারিয়া বলিলাম, জ্বিন হইয়া তুমি এইভাবে আমার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ কর? আমি এইবার লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার পা জানোয়ারের পায়ের ন্যায়। আমি যখন একটু শক্তি দেখাইলাম তখন সে নরম হইয়া গেল। আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, এত নীচজাত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছ? এই কথা শুনিয়া সে ভাগিয়া গেল। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিকট যে লোকটি সে কোথায় গেল? আমি বলিলাম, লোকটি একজন জ্বিন ছিল, ভাগিয়া গিয়াছে। আমার এইকথা শুনামাত্র তাহারা প্রত্যেকে নিজ সওয়ারী হইতে

মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর আমি তাহাদের সকলকে উঠাইয়া সওয়ারীর পিঠে বাঁধিয়া দিলাম এবং তাহাদেরকে লইয়া হজ্জে উপস্থিত হইলাম। তখনও পর্যন্ত তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি স্বাভাবিক হয় নাই।

আহমাদ ইবনে আবিল হাওয়ারী (রহঃ) বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ)কে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) চাঁদনী রাত্রে আপন সওয়ারীতে চড়িয়া বাহির হইলেন। চলিতে চলিতে তবুকে যাইয়া নামিলেন। তিনি হঠাৎ তাহার সওয়ারীর উপর একজন সাদা চুল দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাহার উপর আক্রমণ করিয়া বসিলেন। ইহাতে সে সওয়ারী হইতে একদিকে সরিয়া গেল এবং হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) আপন সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। বৃদ্ধলোক উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল, হে ইবনে যুবাইর! আল্লাহর কসম, যদি আপনার অন্তরে চুল পরিমাণও আমার ভয় প্রবেশ করিত তবে আমি আপনার মাথা নষ্ট করিয়া দিতাম। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, ওরে মালাউন, সামান্য পরিমাণ তোর ভয়ও কি আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে?

সাহাবা (রাঃ)দের নিষ্প্রাণ অর্থাৎ জড়বস্তুর আওয়াজ শ্রবণ

সুওয়াইদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত আবু যার (রাঃ)কে মসজিদে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া তাহার নিকট যাইয়া বসিলাম এবং তাহার সহিত হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তো সর্বদা হযরত ওসমান (রাঃ)এর ব্যাপারে ভালই জানি, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার একটি বিশেষ জিনিস দেখিয়াছি। আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকী পাওয়ার সুযোগ তালাশ করিতাম এবং এরূপ সুযোগে তাঁহার নিকট হইতে কিছু শিখিতাম। সুতরাং একদিন আমি গেলাম তখন তিনি বাহির হইয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি একস্থানে যাইয়া বসিয়া

পড়িলেন। আমিও তাঁহার নিকট বসিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু যার, কেন আসিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতে আসিয়াছি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন এবং সালাম দিয়া তাঁহার ডান পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! কেন আসিয়াছ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতের কারণে আসিয়াছি। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ডান পার্শ্বে বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর! কেন আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতে আসিয়াছি। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) আসিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর ডান পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওসমান! কি কারণে আসিয়াছ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মহব্বতে আসিয়াছি।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাতটি অথবা নয়টি কংকর হাতে লইলেন। কংকরগুলি তাসবীহ পাঠ করিতে লাগিল। আমি মৌমাছির ন্যায় উহাদের ভনভন আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তিনি সেইগুলি মাটিতে রাখিয়া দিলে উহারা চুপ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি কংকরগুলি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে রাখিলেন। উহারা পুনরায় তাসবীহ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমি মৌমাছির ন্যায় উহাদের ভনভন আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তিনি সেইগুলি রাখিয়া দিলে উহারা চুপ হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলিকে উঠাইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে রাখিলে উহারা আবার তাসবীহ পাঠ করিতে লাগিল এবং আমি মৌমাছির ন্যায় উহাদের ভনভন আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি সেইগুলিকে রাখিয়া দিলে উহারা চুপ হইয়া গেল।

বাইহাকী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকরগুলি হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে রাখিলেন, উহারা তাসবীহ পাঠ করিতে লাগিল এবং আমি মৌমাছির

ন্যায় উহাদের ভনভন আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর তিনি সেইগুলিকে মাটিতে রাখিয়া দিলে উহারা চুপ হইয়া গেল। এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা নবুওয়াতের খেলাফত। (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইহারাই নবীর খলীফা হইবেন।) তাবারানী হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকরগুলি হযরত আলী (রাঃ)কে দিলেন। (উহারা তাসবীহ পাঠ করিতে লাগিল। তারপর তিনি সেইগুলি রাখিয়া দিলে উহারা চুপ হইয়া গেল। তাবারানী হইতে দুইটি সনদের মধ্য হইতে এক সনদে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই হালকায় অর্থাৎ মজলিসে উপস্থিত সকলেই তাহাদের হাতে কংকরগুলিকে তাসবীহ পাঠ করিতে শুনিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কংকরগুলি আমাদের হাতে দিলেন, কিন্তু আমাদের কাহারো হাতে সেইগুলি তাসবীহ পাঠ করিল না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ পাঠ শ্রবণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহকে বরকত মনে করিতাম, আর তোমরা মনে কর উহা কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার জন্য হইত। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। পানি কম হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশিষ্ট পানি লইয়া আস। সাহাবা (রাঃ) একটি পাত্রে সামান্য পানি লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানিতে নিজের হাত মোবারক রাখিলেন। অতঃপর বলিলেন, পাক ও বরকতময় পানি লওয়ার জন্য আস, আল্লাহর পক্ষ হইতে বরকত আসিতেছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান হইতে ঝর্ণার ন্যায় পানি

বাহির হইতেছে। (ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেমন একটি মু'জেযা অনুরূপ অপর একটি মু'জেযা এই যে,) কখনও খানা খাওয়ার সময় আমরা খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ পাঠ শ্রবণ করিতাম।

পূর্বে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার বর্ণনায় অতিবাহিত হইয়াছে যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার উপর) দরজার চৌকাঠ ও ঘরের দেয়ালগুলি তিনবার 'আমীন' বলিয়াছে।

গাছের গুঁড়ির শিশুর ন্যায় কান্না

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন খেজুর গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া খোতবা প্রদান করিতেন। একজন আনসারী মহিলা অথবা পুরুষ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য একটি মিম্বার বানাইয়া দিব কি? তিনি বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা হইলে বানাইয়া দাও। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি মিম্বার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জুমুআর দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মিম্বারের নিকট গেলেন তখন সেই গাছের গুঁড়ি শিশুর ন্যায় উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া উহার নিকট আসিলেন এবং উহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। সেই গাছের গুঁড়ি এমনভাবে কাঁদিতেছিল যেমন কোন শিশুকে তাহার কান্না থামাইবার জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হইয়া থাকে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, সেই গাছের গুঁড়ি এইজন্য কাঁদিতেছিল, যেহেতু এ যাবৎ সে তাহার নিকট আল্লাহ পাকের যিকির শুনিতে পাইতেছিল। (এখন আর তাহা শুনিতে পাইবে না।)

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রস্তুত করিয়া উহাকে মসজিদে আনিয়া রাখা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে আরোহণ করিলেন তখন আমরা সেই গাছের গুঁড়ির ভিতর হইতে গর্ভবতী উটনীর ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। এই

আওয়াজ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার নিকট আসিলেন এবং উহার উপর নিজের হাত মোবারক রাখিলেন। ইহাতে সেই গুঁড়ি শান্ত হইয়া গেল এবং চুপ হইয়া গেল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার প্রস্তুত হইয়া গেল এবং তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন তখন সেই গুঁড়ি অস্থির হইয়া উটনীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। মসজিদে উপস্থিত সকলেই তাহা শুনিতে পাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া উহার নিকটে গেলেন এবং উহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ইহাতে উহা চুপ হইয়া গেল।

আবু নুআঈম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, যদি আমি উহাকে জড়াইয়া না ধরিতাম তবে উহা কেয়ামত পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)ও হযরত আনাস (রাঃ) হইতে মিম্বার প্রস্তুতের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খোতবা প্রদানের জন্য গাছের গুঁড়ির পরিবর্তে মিম্বারের উপর আরোহণ করিলেন তখন আমি সেই গুঁড়িকে অস্থির ও পেরেশান প্রেমিকের ন্যায় কাঁদিতে শুনিয়াছি এবং সেই গুঁড়ি অনবরত কাঁদিতে থাকিল যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিলেন ও হাঁটিয়া উহার নিকট গেলেন এবং উহাকে আপন বুকের সহিত লাগাইলেন। বুকে লওয়ার পর উহা শান্ত হইল।

ইমাম বাগাবী (রহঃ)ও হযরত আনাস হইতে উক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাসান (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করার সময় নিজেও কাঁদিতেন এবং বলিতেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কারণে কাষ্ঠখণ্ড তাঁহার প্রতি মনের টান ও মহব্বতে কাঁদিয়াছিল, অতএব তোমাদের মধ্যে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের আগ্রহ সেই কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত।

আবু ইয়ালা (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই পাক সত্তার কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, যদি আমি উহাকে নিজের সহিত জড়াইয়া না ধরিতাম তবে উহা আল্লাহর রাসূলের বিরহের দুঃখে এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে উহাকে দাফন করিয়া দেওয়া হইল।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর হাঁড়ির ঘটনা

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু দারদা (রাঃ) নিজ হাঁড়ির নীচে আগুন ধরাইতেছিলেন। ঘরে হযরত সালমান (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) হঠাৎ হাঁড়ির ভিতর হইতে আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। অতঃপর আওয়াজ উচ্চ হইল। উহা শিশুর তাসবীহ পাঠের ন্যায় আওয়াজ ছিল। তারপর সেই হাঁড়ি নীচে পড়িয়া গেল এবং উল্টাইয়া উপুড় হইয়া গেল। তারপর পুনরায় নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল, কিন্তু উহার ভিতরের কোন জিনিস পড়িল না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সালমান, আশ্চর্য কাণ্ড দেখ, এরূপ আশ্চর্য কাণ্ড না তুমি কখনও দেখিয়াছ, আর না তোমার পিতা দেখিয়াছে। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি চুপ থাকিতে তবে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের আরো বড় আলামতসমূহ শুনিতে পাইতে।

কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখন হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট পত্র লিখিতেন অথবা হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট পত্র লিখিতেন তখন একে অপরকে পেয়ালার কুদরতী ঘটনা অবশ্যই স্মরণ করাইতেন। কায়েস (রহঃ) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করিতাম যে, তাহারা উভয়ে পেয়ালা হইতে খানা খাইতেছিলেন। আর স্বয়ং পেয়ালা ও উহার ভিতরের খাদ্যদ্রব্য উভয়ে তাসবীহ পাঠ করিতেছিল।

আগুনের আওয়াজ শ্রবণ

জা'ফর ইবনে আবি ইমরান (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই রেওয়ায়াত পৌছিয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) একবার আগুনের আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, 'আমিও'। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে আমর! আপনি ইহা কি বলিলেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, এই আগুন জাহান্নামের বড় আগুনে ফেরত যাওয়া হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। (সুতরাং আমিও উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছি।)

সাহাবা (রাঃ)দের কবরবাসীদের কথাবার্তা শ্রবণ করা

ইয়াহইয়া ইবনে আবি আইউব খুযায়ী (রহঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে একজন অধিক এবাদতকারী যুবক ছিল। সে সর্বদা মসজিদেই থাকিত। আর হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। তাহার এক বৃদ্ধ পিতা ছিল। যুবক এশার নামাযের পর নিজ পিতার নিকট চলিয়া যাইত। তাহার ঘরে যাওয়ার পথ একজন মহিলার দরজার নিকট দিয়াছিল। উক্ত মহিলা যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত। এক রাত্রে সেই যুবক মহিলার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় মহিলা তাহাকে ফুসলাইতে লাগিল। অবশেষে যুবক তাহার পিছন পিছন চলিতে আরম্ভ করিল। যখন উক্ত মহিলার দরজার নিকট পৌছিল তখন মহিলা ভিতরে চলিয়া গেল, কিন্তু যুবক যখন ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল তখন হঠাৎ তাহার আল্লাহর কথা স্মরণ হইল এবং গুনাহের খেয়াল তাহার অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়া এই আয়াত তাহার মুখে উচ্চারিত হইল—

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ.

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় যাহারা আল্লাহকে ভয় করে, যখন তাহাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন আশংকা দেখা দেয় তখন তাহারা (আল্লাহর) স্মরণে লিপ্ত হইয়া যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অন্তর চক্ষু খুলিয়া যায়।'

উক্ত আয়াত পাঠ করিতেই যুবক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। মহিলা তাহার দাসীকে ডাকিল এবং উভয়ে মিলিয়া তাহাকে তাহার ঘরের দরজায় বসাইয়া দিল এবং দরজা খটখটাইয়া চলিয়া আসিল। যুবকের পিতা তাহার তালাশে বাহির হইয়া দেখিল, সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। পিতা ঘরের লোকদেরকে ডাকিয়া তাহাদের সাহায্যে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। রাত্রে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার জ্ঞান ফিরিল। পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বেটা! তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, ভাল। পিতা বলিল, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, ঘটনা খুলিয়া বল। সে সমস্ত ঘটনা বলিল। পিতা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন আয়াত পাঠ করিয়াছিলে? সে উক্ত আয়াত পাঠ করিতেই পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে নাড়া দিয়া দেখিল তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাকে গোসল দিয়া বাহিরে আনিল এবং রাত্রেই দাফন করিয়া দিল। সকালে তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পিতার নিকট যাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন, আমাকে কেন সংবাদ দিলে না। পিতা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, রাত্র হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ দেই নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে তাহার কবরের নিকট লইয়া চল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ কবরের নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে অমুক!

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি নিজ রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিতে থাকে, তাহার জন্য (বেহেশতে) দুইটি বাগান থাকিবে।'

যুবক কবরের ভিতর হইতে উত্তর দিল এবং দুইবার বলিল, হে ওমর, আমার রব আমাকে বেহেশতে সেই দুই বাগান দান করিয়াছেন।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে, সেই যুবক বলিল, চাচাজান, হযরত ওমর (রাঃ)কে যাইয়া আমার সালাম বলিবেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তাহার প্রতিদান কি হইবে? এই রেওয়ায়াতের শেষে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমার জন্য দুই বাগান, তোমার জন্য দুই বাগান।

মুহাম্মাদ ইবনে হিমইয়ার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বাকীউল গারকাদ গোরস্থানের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম, হে কবরবাসীগণ! আমাদের এইখানের সংবাদ তো এই যে, তোমাদের স্ত্রীগণ অন্যদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তোমাদের ঘরে অন্যরা বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তোমাদের সমস্ত সম্পদ বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়েব হইতে উত্তরে এই আওয়াজ আসিল যে, আমাদের এইখানের সংবাদ হইল, আমরা যে সকল নেকআমল অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলাম, উহার আজর ও সওয়াব আমরা পাইয়া গিয়াছি। আর যে মাল আমরা (আল্লাহর জন্য অন্যের উপর) খরচ করিয়াছি উহাতে লাভবান হইয়াছি। আর যে মাল আমরা পিছনে রাখিয়া আসিয়াছি উহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

সাহাবা (রাঃ)দের আযাবে লিপ্ত ব্যক্তিদের আযাবকে দেখা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একবার বদর প্রান্তরের এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার গলায় শিকল পরা ছিল। সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। আমি জানি না, সে আমার নাম জানিত, না আরবদের নিয়মানুসারে আমাকে অচেনা ব্যক্তি হিসাবে আবদুল্লাহ বলিয়া ডাকিয়াছে। অতঃপর সেই একই গর্ত হইতে অপর এক ব্যক্তি চাবুক হাতে বাহির হইয়া আসিল। সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে আবদুল্লাহ! তাহাকে পানি পান করাইও না, কেননা এই ব্যক্তি কাফের। তারপর

তাহাকে চাবুক মারিল, যাহাতে সে পুনরায় গর্তে ফিরিয়া গেল। আমি দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন আবু জাহ্‌ল ছিল। কেয়ামতের দিন পর্যন্ত এইরূপে তাহার আযাব হইতে থাকিবে।

সাহাবা (রাঃ)দের মৃত্যুর পর কথা বলা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যে (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বনু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রের হযরত যায়েদ ইবনে খারেজাহ আনসারী (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল। লোকেরা তাহাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিল। তারপর লোকেরা তাহার বুকের মধ্যে কম্পন ও শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর সে কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, 'হযরত আহমাদ, হযরত আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নাম লাওহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন, তিনি নিজের ব্যাপারে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে শক্তিশালী ছিলেন। এই সমস্ত বিষয় লাওহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন। তিনি শক্তিশালী ও আমানতদার ছিলেন। ইহাও লাওহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ) আছে। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন। তিনি উক্ত তিনজনের পথে আছেন। নিরাপত্তার ও শান্তির চার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, দুই বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে। তারপর ফেৎনা আরম্ভ হইবে, শক্তিশালী দুর্বলকে খাইয়া ফেলিবে এবং কেয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। অতিসত্বর তোমাদের বাহিনীর পক্ষ হইতে এক বিরাট সংবাদ আসিবে। আরীসের কূপ এক বিরাট জিনিস। এই কূপ এক বিরাট জিনিস।

সাঈদ (রহঃ) বলেন, অতঃপর বনু খাতমার এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইল। লোকেরা তাহাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল। লোকেরা তাহার

بسم الله خير الاسماء رب الارض و رب السماء الذى ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم -

অর্থ ঃ 'আল্লাহর নামে (এই বিষপান করিতেছি) আল্লাহ শব্দ তাঁহার নামের মধ্যে সর্বোত্তম নাম যিনি জমিন আসমানের রব, আর তাঁহার নামের সহিত কোন রোগ ক্ষতি করিতে পারে না, এবং তিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও পরম দয়ালু।'

লোকেরা হযরত খালেদ (রাঃ)কে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু তিনি তাহাদের আসার পূর্বেই তাড়াতাড়ি সেই বিষ গিলিয়া ফেলিলেন। (আর তাহার মধ্যে বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইল না।) ইহা দেখিয়া আমর বলিল, হে আরবের লোকেরা! যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে একজনও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ তোমরা যাহা চাহিবে অর্জন করিয়া লইবে। অতঃপর আমর হীরাবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি আজকের ন্যায় সুস্পষ্ট গ্রহণযোগ্য জিনিস আর দেখি নাই।

গরম ও শীতের প্রভাব দূর হইয়া যাওয়া

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) শীতের দিনে একটি লুঙ্গি ও একটি চাদর পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেন। লুঙ্গি ও চাদর উভয়টাই পাতলা কাপড় ছিল। আর গরমের দিনে মোটা কাপড় ও তুলাভরা জুব্বা পরিধান করিয়া বাহির হইতেন। লোকেরা আবদুর রহমান (রহঃ)কে বলিল, আপনার পিতা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত রাত্রে কথাবার্তা বলিয়া থাকেন, অতএব আপনি যদি আপনার পিতাকে বলিতেন, তিনি এই বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিলাম, লোকেরা আমীরুল মুমিনীনের একটি বিষয় লইয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে। পিতা বলিলেন, তাহা কি? আমি বলিলাম, তিনি কঠিন গরমের সময়

হযরত ওসমান আমীরুল মুমিনীন (রাঃ), যিনি মুসলমানদের উপর অত্যন্ত দয়ালু মেহেরবান। দুই (বৎসর) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে চার (বৎসর) অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে, কোনরূপ শৃঙ্খলা থাকিবে না, গাছপালাও কাঁদিবে, অর্থাৎ কাহারো সম্মান করা হইবে না এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়া যাইবে। লোকেরা একে অপরকে খাইতে আরম্ভ করিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে খারেজা (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর অপেক্ষা করিতেছিলাম। ভাবিলাম দুই রাকাআত নামায পড়িয়া লই। এমন সময় হযরত যায়েদ (রাঃ) আপন চেহারা হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। ঘরের লোকেরা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিল। আমি নামাযরত অবস্থায়ই বলিলাম, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! অতঃপর হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, সকলে চুপ কর, সকলে চুপ কর। হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

বাইহাকী হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হইতে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে, তিন খলীফার মধ্যবর্তীজন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের পরওয়া করিতেন না। এবং কোন শক্তিশালীকে এই সুযোগ দিতেন না যে, কোন দুর্বলকে খাইয়া ফেলে। তিনি হইলেন, আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন। তিনি সত্য বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন। ইহা লাওহে মাহফুজে (লিপিবদ্ধ) আছে। কিছুক্ষণ পর হযরত যায়েদ (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আমিরুল মুমিনীন, তিনি লোকদের অন্যায়কে অধিক পরিমাণে ক্ষমা করেন, দুই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে চার অবশিষ্ট রহিয়াছে। তারপর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে এবং একে অপরকে খাইতে আরম্ভ করিবে, কোন শৃঙ্খলা থাকিবে না, বড় বড় বাহাদুর ব্যক্তিগণ কাঁদিবে, অতঃপর মুসলমানদের উন্নতি থামিয়া যাইবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কথা আল্লাহ তায়ালা লিখিয়া দিয়াছেন এবং নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। হে লোকসকল, আপন

আমীরের প্রতি মনোযোগী হইয়া যাও, তাহার কথা শুন, মান্য কর। অতঃপর যাহাকে শাসনকর্তা বানানো হইবে তাহার রক্ত নিরাপদ হইবে না। আল্লাহর ফয়সালা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহু আকবার! এই যে জান্নাত, আর এই যে জাহান্নাম এবং সমস্ত নবী ও সিদ্দীকগণ সালামুন আলাইকুম বলিতেছেন। হে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা! আপনি আমার পিতা হযরত খারেজা (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি? তাহারা উভয়ে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ

অর্থ ঃ 'এমন কখনই হইবে না, উহা এমন লেলিহান অগ্নিশিখা, যাহা চর্ম পর্যন্ত খসাইয়া ফেলিবে, উহা (অগ্নি) সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত এবং মুখ ফিরাইয়া থাকিত। এবং ধন সঞ্চয় করিত অতঃপর উহাকে সংরক্ষণ করিত।'

তারপর হযরত যায়েদ (রাঃ)এর আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন, 'ইনি হযরত আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালামুন আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইল। তাহাকে যায়েদ ইবনে খারেজা বলা হইত। আমরা তাহাকে একটি কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিলাম এবং আমি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলাম। এমন সময় শোরগোল শুনা গেল। আমি তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার শরীর নড়াচড়া করিতেছে। অতঃপর তিনি (অর্থাৎ হযরত যায়েদ (রাঃ)) বলিতে লাগিলেন, (লোকদের মধ্যে (অর্থাৎ তিন খলীফার মধ্যে) মধ্যবর্তী ব্যক্তি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তিনি নিজ কাজকর্মেও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আল্লাহর কাজেও শক্তিশালী

ছিলেন। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) পাক ও অত্যন্ত নেক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যিনি অধিক পরিমাণে অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতেন। দুই রাত্র অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, চার অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে, তাহাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকিবে না। হে লোকসকল, আপন ইমামের প্রতি মনোযোগী হও, এবং শুন ও মান্য কর। এই যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। অতঃপর বলিলেন, আমার পিতা খারেজা ইবনে যায়েদের কি হইল? তারপর বলিলেন, আরীস কূপ জুলুম করিয়া দখল করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত বলার পর তাহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া গেল।

সাহাবা (রাঃ)দের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা একজন আনসারী অসুস্থ যুবককে দেখিতে গেলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আমরা তাহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া একখানা কাপড় দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দিলাম। আমাদের মধ্য হইতে একজন উক্ত যুবকের মাকে বলিল, ছেলের মৃত্যুতে সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ। মা বলিল, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। ইহা শুনিয়া তাহার মা আসমানের দিকে দুই হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিল, 'আয় আল্লাহ! আমি আপনার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং হিজরত করিয়া আপনার রাসূলের নিকট আসিয়াছি। আর যখনই আমার উপর কোন বিপদ আপদ ও কঠিন অবস্থা আসিয়াছে আমি আপনার নিকট দোয়া করিয়াছি তখন আপনি আমার সেই বিপদ আপদ ও কঠিন অবস্থাকে অবশ্যই দূর করিয়া দিয়াছেন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছি যে, আপনি আমার উপর এই মুসীবত চাপাইবেন না।'

দোয়া করিতেই তাহার ছেলে (জীবিত হইয়া গেল এবং) চেহারা হইতে কাপড় সরাইয়া বসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর যখন আমরা খানা খাইলাম তখন সেও আমাদের সহিত খানা খাইল। বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে,

উক্ত মহিলা হইলেন, হযরত উম্মে সায়েব (রাঃ), যিনি বৃদ্ধা ও অন্ধ ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আওন (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এই উম্মতের মধ্যে এমন তিনটি বিষয় পাইয়াছি, যদি উহা বনী ইসরাঈলের মধ্যে হইত তবে কোন উম্মত তাহাদের সমতুল্য হইতে পারিত না। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু হামযা! সেই তিনটি বিষয় কি? তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সুফ্‌ফাতে অর্থাৎ মসজিদ সংলগ্ন ছাপরায় বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন মহিলা হিজরত করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিজের এক সাবালক ছেলেও তাহার সঙ্গে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে (মদীনার) মহিলাদের সোপর্দ করিলেন এবং তাহার ছেলেকে আমাদের সহিত শামিল করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পর সেই ছেলে মদীনার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। কয়েকদিন রোগাক্রান্ত থাকিয়া ছেলেটি মারা গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আমাদেরকে তাহার জানাযা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। আমরা যখন তাহাকে গোসল দিতে চাহিলাম তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনাস, তাহার মায়ের নিকট যাইয়া সংবাদ দাও। সুতরাং আমি তাহাকে সংবাদ দিলাম। সংবাদ পাইয়া মা আসিল এবং ছেলের পায়ের নিকট বসিয়া তাহার উভয় পা ধরিয়া সে এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! আমি স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়াছি, আর মূর্তিপূজা হইতে আমার মন উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তোমার নিকট হিজরত করিয়া আসিয়াছি। আয় আল্লাহ! আমার উপর মুসীবত নাযিল করিয়া মূর্তিপূজকদেরকে খুশী করিবেন না। আর যে মুসীবত আমি সহ্য করিতে পারিব না, তাহা আমার উপর নাযিল করিবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মায়ের দোয়া শেষ না হইতেই ছেলে পা নাড়া দিল এবং চেহারার কাপড় সরাইয়া জীবিত হইয়া বসিয়া গেল।

অতঃপর বহুদিন জীবিত রহিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং তাহার সম্মুখে তাহার মায়েরও ইন্তেকাল হইল। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সামনে আমরা উল্লেখ করিব। (বেদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের শহীদগণের মধ্যে হায়াত বা জীবনের চিহ্ন

আবু নাযরাহ (রহঃ) বলেন, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওহুদের যুদ্ধের সময় আমার পিতা রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ধারণা হয়, আগামীকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই শহীদ হইব। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমার নিকট তোমার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কাহাকেও আমি রাখিয়া যাইতেছি না। আমার উপর ঋণ রহিয়াছে, তাহা তুমি পরিশোধ করিয়া দিও, আর তুমি তোমার বোনদের ব্যাপারে আমার এই অসিয়ত গ্রহণ কর যে, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সুতরাং পরদিন সকালে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ হইলেন। আমি তাহাকে অপর এক সাহাবীর সহিত একই কবরে দাফন করিলাম। পরবর্তীতে আমার মন মানিল না যে, তাহাকে অন্য কাহারো সহিত এক কবরে রাখি। সুতরাং আমি ছয় মাস পর তাহাকে কবর হইতে বাহির করিলাম। তাহার শরীর ঠিক তেমনি ছিল যেমন দাফন করার দিন ছিল। শুধু কানের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন হইয়াছিল।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার মনে প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইল যে, আমি তাহাকে পৃথকভাবে দাফন করি। সুতরাং আমি তাহাকে কবর হইতে বাহির করিলাম এবং দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, মাটি তাহার শরীরকে একেবারেই খায় নাই, শুধুমাত্র কানের লতিতে সামান্য মাটিতে খাওয়ার চিহ্ন ছিল।

ইবনে সা'দের অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, আমি তাহার শরীরে কোনরূপ পরিবর্তন দেখিলাম না, অবশ্য তাহার দাড়ির কয়েকটি চুলের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল, যাহা মাটির সহিত লাগিয়াছিল।

আবু যুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন ঝর্ণার পানি প্রবাহ করিতে চাহিলেন তখন আমাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়া হইল, আমরা যেন ওহুদের যুদ্ধে আমাদের শহীদদের লাশ স্থানান্তর করি। অতএব আমরা চল্লিশ বৎসর পর তাহাদের লাশ বাহির করিলাম, তখনও তাহাদের শরীর এরূপ নরম ছিল যে, হাত–পা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরানো সম্ভব হইতেছিল।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু যুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা চল্লিশ বৎসর পর শহীদগণের লাশ কবর হইতে বাহির করার পর দেখিল উহা একেবারে তরতাজা রহিয়াছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) মাগাযীতে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আনসারদের কতিপয় বয়স্ক লোকদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন শহীদগণের কবরের নিকট দিয়া ঝর্ণার পানি প্রবাহিত করিলেন এবং ঝর্ণার পানি কবরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল তখন আমরা হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে তাহাদের কবর হইতে বাহির করিয়া আনিলাম। তাহাদের উপর দুইটি চাদর ছিল,যাহা দ্বারা তাহাদের চেহারা ঢাকা ছিল এবং তাহাদের পাগুলি ঘাস দ্বারা আবৃত ছিল। তাহাদের শরীর অনায়াসে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করা সম্ভব হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন তাহাদেরকে গতকল্য দাফন করা হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর কর্মীগণ আপনার পিতার কবর খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আপনার পিতার শরীরের কিছু অংশ বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি যাইয়া দেখিলাম, তাহাকে যেমন দাফন করিয়াছিলাম ঠিক তেমনই আছেন। তাহার শরীরে কোন পরিবর্তন হয় নাই। যুদ্ধের ময়দানে যে আঘাত লাগিয়াছিল উহা ব্যতীত শরীরে আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। অতঃপর আমি তাহাকে পুনরায় দাফন করিয়া দিলাম।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি

সা'সাআহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত আমর ইবনে জামুহ আনসারী সালামী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর আনসারী সালামী (রাঃ) উভয়ে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং উভয়কে একই কবরে দাফন করা হইয়াছিল। তাহাদের কবরের পাশ দিয়া বর্ষার পানি প্রবাহের একটি নালা ছিল। একবার বর্ষার পানিতে তাহাদের কবর খুলিয়া গেল। উভয়ের লাশ স্থানান্তরের জন্য কবর খোঁড়া হইলে দেখা গেল, তাহাদের শরীরে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই, আর মনে হইতেছিল, যেন গতকল্য তাহাদিগকে দাফন করা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে একজন আহত হইয়াছিলেন, জখমের উপর হাত রাখা অবস্থায় তাহাকে দাফন করা হইয়াছিল। তাহার হাত জখমের উপর হইতে সরাইয়া দেওয়া হইলে তাহা পূর্বের ন্যায় নিজস্থানে জখমের উপর ফিরিয়া গেল। কবর খননের এই ঘটনা ওহুদের যুদ্ধের ছয়চল্লিশ বৎসর পর ঘটিয়াছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) গৌরবর্ণের ছিলেন, মাথায় চুল ছিল না, এবং দীর্ঘাকায়ী ছিলেন না, কিন্তু হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) দীর্ঘাকায়ী ছিলেন। এই কারণে ওহুদের দিন সাহাবা (রাঃ) তাহাদের উভয়কে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং উভয়কে একই কবরে দাফন করিয়াছিলেন। তাহাদের কবর একটি বর্ষাকালীন পানি প্রবাহের নালার নিকট ছিল। একবার সেই নালার পানি তাহাদের কবরে প্রবেশ করিলে তাহাদের কবর খোঁড়া হইল। তাহাদের শরীরের উপর সাদা রেখাযুক্ত দুইটি কালো চাদর ছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর চেহারায় জখম ছিল এবং তাহার হাত সেই জখমের উপর রাখা ছিল। জখমের উপর হইতে হাত সরানো হইলে তাজা রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুনরায় যখন জখমের উপর হাত রাখিয়া দেওয়া হইল তখন রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার দেখিয়া মনে হইল যেন আমার পিতা আপন কবরে ঘুমাইয়া আছেন। এবং শারীরিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি তাহার কাফন দেখিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাকে একটি রেখাযুক্ত চাদর দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল। যাহা দ্বারা তাহার চেহারা ঢাকিয়া

দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হারমাল নামক চারাগাছ ঘাস ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সেই চাদর যেমন ছিল তেমনই পাইয়াছি এবং হারমালের চারাগাছও যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। অথচ দাফনের ছয়চল্লিশ বৎসর পর কবর খনন করা হইয়াছিল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের চল্লিশ বৎসর পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন ওহুদের শহীদানদের নিকট দিয়া নহর প্রবাহিত করিলেন তখন তাহার পক্ষ হইতে শহীদদানদের ওয়ারিশ অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়া হইল যেন আমরা আমাদের শহীদানদের ব্যবস্থা করি। আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদেরকে বাহির করিলাম। (কবর খোঁড়ার সময়) হযরত হামযা (রাঃ)এর পায়ের উপর কোদালের আঘাত লাগিলে পা হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। (বিদায়াহ্)

আমর ইবনে দীনার ও আবু যোবায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত হামযা (রাঃ)এর পায়ের উপর কোদালের আঘাত লাগিলে সেখান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অথচ তাহাকে দাফন করার পর চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

শায়েখ সামহুদী (রহঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, কবর খোঁড়ার ঘটনা তিনবার ঘটিয়াছে। প্রথমবার দাফনের ছয়মাস পর, দ্বিতীয় বার চল্লিশ বৎসর পর যখন নহর প্রবাহ করা হইয়াছে। তৃতীয়বার ছয়চল্লিশ বৎসর পর, যখন বর্ষাকালীন নালার পানি কবরের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেক ঘটনা সম্পর্কে অনেকগুলি রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আর যেহেতু ইহা সাহাবা (রাঃ)দের প্রকাশ্য কারামাত সেহেতু এই ঘটনা বারবার সংঘটিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের কবর হইতে মেশকের খুশবু ছড়ানো

মুহাম্মাদ ইবনে শুরাহ্বীল (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর কবর হইতে এক মুষ্টি মাটি লইল। মুষ্টি খুলিয়া দেখিল উহা মেশক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে খুশীর

চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ইবনে সা'দ হইতে অপর রেওয়ায়াতে আছে, মুহাম্মাদ ইবনে শুরাহবীল (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর কবর হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সেই মাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, উহা মেশকে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, বাকী'তে হযরত সা'দ (রাঃ)এর কবর খননকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা যতই মাটি খনন করিতেছিলাম ততই মেশকের খুশবু ছড়াইতেছিল। এইভাবে বগলি কবর খনন শেষ করা পর্যন্ত মেশকের খুশবু ছড়াইতে থাকিল।

নিহত সাহাবা (রাঃ)দেরকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) যখন বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হইয়া গেলেন এবং হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ) বন্দী হইলেন তখন আমের ইবনে তোফাইল একজন শহীদ সাহাবীর প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)। আমের ইবনে তোফায়েল বলিল, আমি তাহাকে নিহত হওয়ার পর দেখিয়াছি যে, তাহাকে আসমানের দিকে উঠাইয়া নেওয়া হইতেছে। অতঃপর আমি আসমানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার ও জমিনের মাঝখানে আসমান রহিয়াছে। (অর্থাৎ তাহাকে আসমানের উপর উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।) তারপর তাহার লাশ ফেরত জমিনে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সকল শহীদ সাহাবা (রাঃ)দের সংবাদ পৌছিলে তিনি সাহাবা (রাঃ)দেরকে তাহাদের শাহাদাতের সংবাদ দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীদিগকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা তাহাদের রবের নিকট এই দরখাস্ত করিয়াছে যে, 'হে আমাদের রব, আমাদের ভাইদেরকে আমাদের সংবাদ পৌছাইয়া দিন এবং তাহাদেরকে ইহাও জানাইয়া দিন যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন।' অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সাহাবা (রাঃ)দেরকে তাহাদের এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলেন। এই সকল শহীদানদের মধ্যে হযরত ওরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সাল্‌ত (রাঃ) ও হযরত মুনযির ইবনে আমর (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাহাদের নাম অনুসারে নিজের এক পুত্রের নাম ওরওয়া ও অপরজনের নাম মুনযির রাখিয়াছেন।

ওয়াকেদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ)এর হত্যাকারী জাব্বার ইবনে সুলমা কেলাবী ছিল। সে বলিয়াছে যে, আমি যখন তাহাকে বর্শা মারিলাম তখন তিনি বলিলেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি। পরবর্তীতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি স্বয়ং নিহত হইতেছে আর বলিতেছে, 'আমি সফলকাম হইয়াছি' ইহার কি অর্থ? লোকেরা বলিল, এই সফলতা হইল বেহেশত লাভের সফলতা। আমি বলিলাম, তিনি সত্য বলিয়াছেন। আর এই কথার উপর জাব্বার মুসলমান হইয়া গেলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, পরবর্তীতে হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ)এর লাশ সেখানে কোথাও পাওয়া যায় নাই। সাহাবা (রাঃ) মনে করেন যে, তাহাকে ফেরেশতাগণ দাফন করিয়াছেন।

ওয়াকেদী হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণ তাহার লাশকে দাফন করিয়াছেন। এবং তাহাকে ইল্লীঈনে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমের ইবনে তোফায়েল শাহাদাতবরণকারী সাহাবাদের মধ্য হইতে একজন সম্পর্কে বলিয়াছিল যে, যখন তিনি শহীদ হইয়া গেলেন তখন তাহাকে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। এমনকি আমি আসমানকে তাহার নীচে দেখিতেছিলাম। লোকেরা বলিল, তিনি হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ) ছিলেন। যুহরী (রহ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, লোকেরা হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ)এর লাশ অনেক তালাশ করিয়াও পায় নাই। এই কারণে লোকদের বিশ্বাস এই যে, তাহাকে ফেরেশতাগণ দাফন করিয়া দিয়াছে।

মৃত্যুর পর সাহাবা (রাঃ)দের লাশের হেফাজত

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একা গুপ্তচর হিসাবে কোরাইশদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি হযরত খোবাইব (রাঃ)এর (সেই) কাষ্ঠখণ্ডের নিকট গেলাম। (যাহার উপর হযরত খোবাইব (রাঃ)কে শূলে চড়ানো হইয়াছিল এবং তখনও তাহার লাশ উহাতে ঝুলন্ত ছিল।) আমি ভয় করিতেছিলাম, গুপ্তচররা আমাকে দেখিয়া না ফেলে। অতএব আমি কাষ্ঠখণ্ডের উপর আরোহণ করিয়া হযরত খোবাইব (রাঃ)এর বাঁধন খুলিয়া দিলাম, আর তাহার লাশ মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর আমি (আত্মগোপনের জন্য) সরিয়া কিছুদূর চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল, যেন জমিন তাহাকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। এখন পর্যন্ত তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একা গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিলেন। আমি হযরত খোবাইব (রাঃ)এর কাষ্ঠখণ্ডের নিকট গেলাম। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

যাহহাক (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খোবাইব (রাঃ)কে শূলের কাষ্ঠ হইতে নামানোর জন্য হযরত মেকদাদ (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। তাহারা উভয়ে তানঈম নামক স্থানে (অর্থাৎ মক্কার বাহিরে যেখানে হযরত খোবাইব (রাঃ)কে শূল বিদ্ধ করা হইয়াছিল) পৌঁছিলেন। তাহারা সেখানে হযরত খোবাইব (রাঃ)এর আশেপাশে চল্লিশজন লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাইলেন। তাহারা হযরত খোবাইব (রাঃ)কে শূলের কাষ্ঠ হইতে নামাইলেন এবং হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার লাশকে আপন ঘোড়ার উপর লইয়া লইলেন। তাহার লাশ একেবারে তরতাজা ছিল, কোন পরিবর্তন হইয়াছিল না। মুশরিকগণ টের পাইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল। তাহারা যখন নিকটে পৌঁছিয়া গেল তখন হযরত যুবাইর (রাঃ) (নিরুপায় হইয়া) হযরত খুবাইব (রাঃ)এর লাশকে নীচে ফেলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জমিন তাহার লাশকে গিলিয়া ফেলিল। এই কারণেই

হযরত খুবাইব (রাঃ)এর নাম বালীউল আরদ (অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যাহাকে জমিন গিলিয়া ফেলিয়াছে) রাখা হইয়াছে।

হযরত আলা হাযরামী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই উম্মতের মধ্যে এমন তিনটি বিষয় পাইয়াছি, যদি উহা বনী ইসরাঈলের মধ্যে হইত তবে কোন উম্মত তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিত না। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লেখিত (হযরত আলা হাযরামী (রাঃ)এর সমুদ্র পার হওয়ার) হাদীস উল্লেখ করত। উহার পরবর্তী অংশ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হযরত ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। আমরা তাহাকে গোসল দিয়া জানাযা প্রস্তুত করিলাম এবং কবর খনন করিয়া তাহাকে দাফন করিয়া দিলাম।

দাফন করার পর এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? আমরা বলিলাম, ইনি যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত ইবনে হাযরামী (রাঃ)। লোকটি বলিল, এই জমিন মুর্দাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। আপনারা যদি তাহাকে দুই মাইল দূরে লইয়া যাইয়া দাফন করেন তবে উত্তম হইবে। কেননা সেখানকার জমিন মুর্দাকে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা পরস্পর আলোচনা করিলাম, আমাদের সঙ্গীর সদাচরণ ও সৎকর্মের প্রতিদান এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না যে, আমরা তাহাকে এইখানে দাফন করিয়া চলিয়া যাই। আর তাহার লাশ জমিনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে এবং হিংস্র জীব-জানোয়ারে খাইয়া ফেলে। সুতরাং আমরা একমত হইলাম যে, কবর খুঁড়িয়া তাহার লাশকে বাহির করা হউক এবং অন্যত্র দাফন করা হউক। অতঃপর আমরা কবর খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং যখন আমরা কবরের বগলী পর্যন্ত পৌঁছিলাম তখন দেখিলাম, তাহার লাশ সেখানে নাই এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত নূর চমকাইতেছে। আমরা কবরকে মাটি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)ও এই ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে আমরা বালুর মধ্যে দাফন করিলাম।

সেখান হইতে কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা ভাবিলাম, কোন হিংস্র জানোয়ার আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব আমরা ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু তাহাকে কবরের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা তলোয়ার দ্বারা তাহার জন্য কবর খনন করিলাম, কিন্তু বগলী কবর বানাইলাম না, এবং তাহাকে দাফন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী বলিলেন, আমরা তাহাকে দাফন তো করিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য বগলী কবর না বানাইয়া ভাল করি নাই। সুতরাং আমরা বগলী কবর বানাইবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু তাহার কবর খুঁজিয়া পাইলাম না।

(ইবনে সা'দ)

হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ)এর লাশের হেফাজত

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবিল আফলাহ (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর হযরত খোবাইব ইবনে আদী (রাঃ)এর ঘটনা সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করতঃ বলেন, হযরত আসেম (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন মুশরিকের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইব না। (অতএব তিনি শাহাদাতবরণ করিলেন।) তিনি আল্লাহর সহিত এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন মুশরিককে স্পর্শ করিবেন না, এবং কোন মুশরিকও যেন তাহাকে স্পর্শ না করে।

হযরত আসেম (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন কোরাইশের বড় এক সর্দারকে কতল করিয়াছিলেন। এই কারণে কোরাইশগণ এক জামাত পাঠাইয়াছিল যেন হযরত আসেম (রাঃ)এর শরীরের কিছু অংশ কাটিয়া লইয়া আসে। আল্লাহ তায়ালা মৌমাছি অথবা বোলতার এক ঝাঁক পাঠাইয়া দিলেন। উহারা হযরত আসেম (রাঃ)এর শরীরকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিল এবং কাফেরদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। এই জন্যই তাহাকে হামিউদ্দাবর (অর্থাৎ যাহাকে মৌমাছি বা বোলতা শত্রুর হাত হইতে রক্ষা

করিয়াছ) বলা হয়।

ওরওয়া (রহঃ) এই ঘটনায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুশরিকগণ চাহিয়াছিল, তাহার মাথা কাটিয়া মক্কার মুশরিকদের নিকট পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মৌমাছি বা বোলতার ঝাঁক পাঠাইয়া দিলেন। উহারা চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া লইল এবং মুশরিকদের মুখের উপর উড়িয়া কামড়াইতে লাগিল। এইভাবে উহারা মুশরিকদের জন্য তাহার মাথা কাটিতে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

সাহাবাদের জন্য হিংস্র জন্তুদের অধীন হওয়া ও তাহাদের সহিত কথা বলা

হযরত হামযা ইবনে আবি উসাইদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ)এর জানাযার জন্য বাকীতে অর্থাৎ মদীনার গোরস্থানে গেলেন, পথে এক বাঘ সম্মুখের দুই পা মাটিতে বিছাইয়া বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বাঘ তোমাদের বকরীর পাল হইতে নিজের জন্য অংশ নির্ধারণ করাইতে আসিয়াছে। অতএব তাহার অংশ নির্ধারণ করিয়া দাও। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যাহা রায় হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চরিয়া খায় এমন বকরীর প্রতি পাল হইতে বৎসরে এক বকরী (উহাকে দিয়া দিবে)। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইহাতো অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে বাঘকে বলিলেন, তুমি তোমার সাধ্যমত ছিনাইয়া লইয়া যাইও। সুতরাং বাঘ চলিয়া গেল।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ছিলেন। এক বাঘ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বাঘটি হিংস্র জন্তুদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তোমরা যদি চাও তবে তাহার জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করিয়া দিতে পার, সে নির্ধারিত অংশ লইয়া যাইবে, উহার

অতিরিক্ত নিতে চেষ্টা করিবে না। আর যদি চাও তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও এবং নিজেদের জানোয়ার রক্ষা করার চেষ্টা কর। সে যাহা লইয়া যাইতে পারে, উহা তাহার নিজের রুযী হইবে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খুশীমনে তাহাকে কিছু দিয়া দিব, এমন তো হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বাঘকে বলিলেন, তুমি আক্রমণ করিয়া লইয়া যাইও। সুতরাং বাঘ শব্দ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন প্রায় একশত বাঘ বাঘদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ আসিয়া বসিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহারা বাঘদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তাহারা চায়, তোমাদের পশু হইতে তোমরা উহাদের অংশ নির্ধারণ করিয়া উহাদেরকে দিয়া দাও, আর অবশিষ্ট পশুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া যাও। সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেদের অভাব অনটনের অভিযোগ করিলেন। তিনি বলিলেন, তবে উহাদেরকে ফেরত যাইতে বল। (এবং বলিয়া দাও যে, তোমরা তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ কর নাই।) সুতরাং উহারা শব্দ করিতে করিতে মদীনা হইতে বাহির হইয়া গেল।

হযরত সাফীনা (রাঃ) ও সিংহের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, আমি একবার সমুদ্রে সফর করিতেছিলাম। আমি যেই জাহাজে সফর করিতেছিলাম উহা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি একটি তক্তার উপর বসিয়া গেলাম। উহা ভাসিতে ভাসিতে আমাকে এক জঙ্গলের ভিতর লইয়া গেল যেখানে সিংহের আবাস ছিল। এক সিংহ আমাকে খাওয়ার জন্য অগ্রসর হইল। আমি বলিলাম, হে আবুল হারেস, (আরবীতে সিংহের উপনাম) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম। ইহা শুনিতেই সে মাথা ঝুকাইয়া দিল এবং

অগ্রসর হইয়া আমাকে ঘাড় দ্বারা ধাক্কা দিল। (অতঃপর আমার সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করিল।) অবশেষে আমাকে জঙ্গলের বাহিরে পৌঁছাইয়া রাস্তায় উঠাইয়া দিল। তারপর নীচস্বরে ডাক দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে বিদায় জানাইতেছে। ইহাই ছিল সিংহের সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সফীনা (রাঃ) বলেন, আমি সমুদ্রে সফর করিতেছিলাম, আমাদের জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল। (আমরা এক জঙ্গলে উপনীত হইলাম।) আমরা পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এমন সময় হঠাৎ এক সিংহ আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। উহাকে দেখিয়া আমার সঙ্গীগণ পিছনে হটিয়া গেল। আমি সিংহের নিকটে যাইয়া বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সফীনা। আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। (আমাদেরকে পথ দেখাইয়া দাও।) সিংহ আমার সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করিল এবং চলিতে চলিতে আমাদেরকে পথে উঠাইয়া দিল এবং আমাকে আস্তে একটি ধাক্কা দিয়া বুঝাইল যে, সে আমাকে পথ দেখাইতেছে। তারপর সে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে এখন আমাদেরকে বিদায় জানাইতেছে।

ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত সফীনা (রাঃ) রোম দেশে নিজ বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন অথবা রুমী সৈন্যগণ তাহাকে বন্দী করিয়াছিল। তিনি তাহাদের বন্দীশালা হইতে কোনক্রমে পালাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং আপন বাহিনী তালাশ করিতে করিতে হঠাৎ এক সিংহের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, হে আবুল হারেস, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম, আমার এই এই ঘটনা। সিংহ লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। (অতঃপর সে তাহার সম্মুখে চলিতে লাগিল এবং পথে) কোন দিক হইতে যে কোন জন্তুর আওয়াজ শুনিত সেইদিকে দৌড়াইয়া যাইত আর উহাকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় তাহার নিকট আসিয়া যাইত। সম্পূর্ণ পথ সে এইভাবে অতিক্রম করিল এবং অবশেষে

তাহাকে নিজ বাহিনীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। তারপর সে চলিয়া গেল। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

ওহব ইবনে আবান কুরাশী (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার এক সফরে গেলেন। তিনি সফরে চলিতেছিলেন, এমন সময় একস্থানে কিছু লোককে পথের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? এই লোকগুলি কেন দাঁড়াইয়া আছে? লোকেরা বলিল, সামনে রাস্তার উপর এক সিংহ রহিয়াছে, যাহার কারণে লোকজন ভয় পাইতেছে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আপন সওয়ারী হইতে নামিয়া সিংহের নিকট গেলেন এবং উহার কান মলিয়া দিলেন, ঘাড়ের উপর থাপ্পড় দিয়া রাস্তা হইতে সরাইয়া দিলেন। অতঃপর (ফিরিয়া আসিতে আসিতে নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ভুল বলেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আদম সন্তানের উপর আল্লাহ তায়ালা সেই জিনিসকেই ক্ষমতা প্রদান করেন যাহাকে আদম সন্তান ভয় করে। যদি আদম সন্তান আল্লাহ ব্যতীত কোন জিনিসকে ভয় না করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অন্য কোন জিনিসকে ক্ষমতা প্রদান করেন না। আদম সন্তান যেই জিনিস হইতে লাভ–লোকসানের বিশ্বাস রাখে তাহাকে উহার সোপর্দ করিয়া দেওয়া হয়। যদি আদম সন্তান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হইতে লাভ-লোকসানের বিশ্বাস না রাখে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অন্য কাহারো সোপর্দ করেন না। (কানয)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর সিংহের সহিত কথা বলা

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি দ্বিপ্রহরে আরীহা নামক স্থানে একটি গীর্জায় আরাম করিতেছিলাম। বর্তমানে উহা মসজিদে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে নামায পড়া হইয়া থাকে। আমার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখিলাম ঘরের ভিতর একটি

সিংহ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি ঘাবড়াইয়া নিজের হাতিয়ারের দিকে গেলাম। সিংহ বলিল, থাম, আমাকে তোমার নিকট একটি পয়গাম দেওয়ার জন্য পাঠানো হইয়াছে। যাহাতে তুমি উহা অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আমি বলিলাম, তোমাকে কে পাঠাইয়াছে? সে বলিল, আমাকে আল্লাহ তায়ালা তোমার নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন যেন তুমি বহু সফরকারী মুআবিয়াকে জানাইয়া দাও যে, তিনি জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আমি বলিলাম, কোন্ মুআবিয়া? সে বলিল, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর পুত্র। (তাবারানী)

এক রাখালের সহিত বাঘের কথা বলা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক বাঘ এক বকরীর উপর হামলা করিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল, রাখাল সেই বাঘের পিছনে ধাওয়া করিল এবং বাঘের মুখ হইতে বকরী ছিনাইয়া লইল। বাঘ আপন লেজের উপর বসিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেই রুযী দান করিয়াছেন তাহা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিতেছ? রাখাল বলিল, কি আশ্চর্যের কথা, বাঘ আমার সহিত মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছে! বাঘ বলিল, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের কথা শুনাইব না? ইয়াসরাবে (অর্থাৎ মদীনায়) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে অতীতকালের সংবাদ বলিতেছেন।

রাখাল এই কথা শুনা মাত্রই বকরীর পাল লইয়া মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বকরীগুলিকে মদীনার এক পার্শ্বে একত্র করিয়া রাখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে মদীনায় ঘোষণা দেওয়া হইল যে, আজ সকলে (মসজিদে নববীতে) একত্রে নামায আদায় করিবে। লোকজন সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে আসিয়া সেই রাখালকে বলিলেন, লোকদের সেই ঘটনা শুনাও। সে সমস্ত লোকের সম্মুখে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষণ না হিংস্র পশুগণ মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং মানুষের সহিত তাহার চাবুকের মাথা ও জুতার ফিতা কথা বলিবে এবং পরিবারের লোকেরা তাহার অনুপস্থিতিতে কি অপকর্ম করিয়াছে তাহার উরু তাহা বলিয়া দিবে।

কাজী ইয়ায (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিনি বাঘের সহিত কথা বলিয়াছিলেন তিনি হইলেন হযরত উহবান ইবনে আওস (রাঃ)। এই কারণে তাহাকে 'মুকাল্লিমুয যিব' (অর্থাৎ বাঘের সহিত কথা বলনেওয়ালা) বলা হইত।

ইবনে ওহব (রাঃ) হইতে অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, বাঘের সহিত কথা বলার ঘটনা হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ) ও হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ)এর সহিতও ঘটিয়াছিল। তাহারা দেখিলেন, একটি বাঘ একটি হরিণকে ধরার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে হরিণটি হারামের সীমানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে, অতএব বাঘটি ফিরিয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইলেন। তাহাদেরকে আশ্চর্য হইতে দেখিয়া বাঘ বলিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইল, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাইতেছেন, আর তোমরা তাঁহাকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ডাকিতেছ। (উক্ত দুইজন তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, লাত ও ওয্যার কসম, যদি তুমি এই কথা মক্কায় আলোচনা কর তবে সমস্ত মক্কাবাসী মক্কা ছাড়িয়া (মদীনায়) চলিয়া যাইবে।

সাহাবা (রাঃ)দের জন্য সমুদ্র বাধ্য হওয়া

কায়েস ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) আপন উস্তাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর জয় করার পর যখন অনারব বূনা মাস আরম্ভ হইল তখন মিসরবাসী তাহার নিকট আসিয়া বলিল, আমীর সাহেব! আমাদের এই নীল নদের একটি প্রচলিত প্রথা আছে, উহা

ব্যতীত•এই নদী প্রবাহিত হয় না। হযরত আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই প্রচলিত প্রথা কি? তাহারা বলিল, যখন বর্তমান মাসের বার রাত্রি অতিবাহিত হয় তখন আমরা পিতামাতার একমাত্র কন্যা এমন একজন কুমারী মেয়ে তালাশ করি এবং তাহার পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করি। অতঃপর তাহাকে উত্তম কাপড় ও অলংকারাদি দ্বারা সাজাইয়া নীল নদে ফেলিয়া দেই। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, এই কাজ ইসলামে হইতে পারে না, কেননা ইসলাম পূর্বেকার সকল অন্যায় রীতি–নীতিকে শেষ করিয়া দেয়।

সুতরাং মিসরবাসীগণ বূনা, আবীচ ও মাসরা এই তিন মাস অপেক্ষা করিল, কিন্তু নদীতে কম–বেশী কোন পানিই প্রবাহিত হইল না। এই অবস্থা দেখিয়া মিসরবাসী মিসর ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিল। ইহা দেখিয়া হযরত আমর (রাঃ) এই ব্যাপারে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, তুমি সঠিক কাজ করিয়াছ, নিঃসন্দেহে ইসলাম পূর্বেকার সকল অন্যায় রীতি–নীতিকে শেষ করিয়া দেয়। আমি তোমার নিকট একটি কাগজের টুকরা পাঠাইতেছি। তোমার নিকট আমার চিঠি পৌঁছার পর সেই কাগজের টুকরা নীল নদের ভিতর ফেলিয়া দিবে।

হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট যখন চিঠি পৌঁছিল তখন তিনি সেই কাগজ খুলিলেন। উহাতে লেখা ছিল, 'আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ হইতে মিসরের নীল নদের নামে, আম্মাবাদ, যদি তুমি নিজের পক্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া থাক তবে প্রবাহিত হইও না, আর যদি তোমাকে এক আল্লাহ যিনি কাহ্হার প্রবাহিত করিয়া থাকেন তবে আমরা এক আল্লাহ যিনি কাহহার, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন।'

সুতরাং সালীবের দিনের (অর্থাৎ আকাশে বিশেষ চারটি তারকা উদয়ের দিনের) একদিন পূর্বে হযরত আমর (রাঃ) সেই কাগজের টুকরা নীল নদে ফেলিলেন। অপর দিকে মিসরবাসী মিসর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। কেননা একমাত্র এই নীল নদের পানির উপরই তাহাদের জীবনধারণ ও চাষাবাদ নির্ভর

পরিত। সালীবের দিন সকাল বেলা লোকেরা দেখিল, নীল নদে ষোল হাত পানি প্রবাহিত হইতেছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মিসরবাসীদের সেই কুপ্রথাকে চিরতরে খতম করিয়া দিয়াছেন। (আর সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত নীলনদ বরাবর প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।)

হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর জন্য সমুদ্র বাধ্য হওয়া

বনু সা'দ গোত্রের গোলাম ওরওয়া আ'মা (রহঃ) বলেন, হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) একবার সমুদ্র সফর করিতেছিলেন। তিনি নিজের কিছু খাতা সেলাই করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার সুঁই সমুদ্রে পড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ এই দোয়া করিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, আমার সুঁই অবশ্যই ফেরত দিবেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুঁই সমুদ্রের উপর ভাসিয়া উঠিল, আর তিনি সুঁই লইয়া লইলেন।

(এসাবাহ)

হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর জন্য সমুদ্র বাধ্য হওয়া

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে বাহরাইন পাঠাইলেন তখন আমিও তাহার সহিত চলিলাম। আমি তাহার তিনটি বিষয় দেখিয়াছি। আমি জানিনা তিনটির কোনটি অধিক আশ্চর্যজনক। প্রথম বিষয় এই যে, আমরা যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছিলাম তখন তিনি বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া সমুদ্রে নামিয়া পড়। আমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া (নৌকা বা জাহাজ ব্যতীতই) সমুদ্রে নামিয়া পড়িলাম এবং আমরা (নিজ জানোয়ারে আরোহণপূর্বক) সমুদ্র পার হইয়া গেলাম। আমাদের উটের পায়ের তলাও ভিজে নাই।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আমরা যখন সেখান হইতে ফিরিতেছিলাম তখন বিশাল এক মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলাম। আমাদের নিকট কোন পানি ছিল না। আমরা তাহার নিকট পানির অভাবের কথা জানাইলাম। তিনি দুই রাকাত নামায পড়িয়া দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশে ঢালের ন্যায় মেঘ দেখা দিল এবং মেঘ তাহার সমস্ত মুখ খুলিয়া

দিল, অর্থাৎ খুব বর্ষণ হইল। আমরা নিজেরাও পান করিলাম এবং আমাদের জানোয়ারদেরকেও পান করাইলাম।

তৃতীয় বিষয় এই যে, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আমরা তাহাকে বালুর মধ্যে দাফন করিলাম। সেখান হইতে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমাদের মনে হইল যে, এই এলাকার মাটি নরম বালুময়, কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া তাহাকে কবর হইতে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিবে। সুতরাং আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম কবর যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু কবর খোড়ার পর আমরা তাহার লাশ পাইলাম না। আবু নুআঈম (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন (আমরা সমুদ্র পার হইয়া দ্বীপে পৌছিলাম এবং) কিসরার নিযুক্ত করা গভর্ণর আমাদেরকে জানোয়ারের পিঠে (সমুদ্র পার হইয়া) আসিতে দেখিল তখন সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, না, আমরা ইহাদের মোকাবিলা করিতে পারিব না এবং এই বলিয়া সে নৌকায় চড়িয়া ইরান চলিয়া গেল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই উম্মতের মধ্যে তিন বিষয় পাইয়াছি। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে, অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একটি বাহিনী প্রস্তুত করিলেন এবং হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে উক্ত বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলেন। আমিও সেই জেহাদে শরীক ছিলাম। যখন আমরা জেহাদের স্থানে পৌছিলাম তখন আমরা দেখিলাম, শত্রুগণ আমাদের আগমন টের পাইয়া পানির সকল উৎস ও চিহ্ন মিটাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল এবং পিপাসায় আমাদের ও আমাদের জানোয়ারদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। জুমুআর দিন ছিল। যখন সূর্য অস্ত যাইতে লাগিল তখন হযরত আলা (রাঃ) আমাদেরকে দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে হাত উঠাইলেন।

আমরা আকাশে মেঘের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইতেছিলাম না। আল্লাহর কসম, হযরত আলা (রাঃ) এখনও হাত নামান নাই, এমন সময় আল্লাহ তায়ালা বাতাস পাঠাইলেন এবং মেঘ উঠাইলেন। মেঘ হইতে এত জোরে বৃষ্টি বর্ষণ হইল যে, সমস্ত নালা পুকুর ও ময়দান পানিতে ভরিয়া গেল। আমরা নিজেরাও পানি পান করিলাম, আমাদের

জানোয়ারদেরকেও পান করাইলাম এবং নিজেদের মশক ও পাত্রগুলিও ভরিয়া লইলাম। অতঃপর আমরা শত্রুর মোকাবিলায় পৌঁছিলাম। শত্রুগণ নিজেদের স্থান ত্যাগ করিয়া উপসাগর পার হইয়া সমুদ্রের ভিতর এক দ্বীপে যাইয়া উঠিল। হযরত আলা (রাঃ) সেই উপসাগরের পারে দাঁড়াইয়া এইভাবে আল্লাহকে ডাকিলেন—

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ

অতঃপর আমাদিগকে বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া এই সমুদ্র পার হইয়া যাও। অতএব আমরা সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম। আমাদের জানোয়ারের পায়ের খুরও ভিজিতেছিল না। অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাদেরকে কতল করিলাম এবং বন্দী করিয়া গোলাম বানাইয়া লইলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় সেই উপসাগরের পারে পৌঁছিলাম। হযরত আলা (রাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে পূর্বের ন্যায় ডাকিলেন এবং আমরা পূর্বের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম এবং আমাদের জানোয়ারের পায়ের খুরও ভিজিতেছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহাদেরকে কতল করিলাম এবং বন্দী করিয়া গোলাম বানাইয়া লইলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় সেই উপসাগরের নিকট পৌঁছিলাম। হযরত আলা (রাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে পূর্বের ন্যায় ডাকিলেন এবং আমরা পূর্বের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম এবং আমাদের জানোয়ারের পায়ের খুরও ভিজিতেছিল না। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহ্‌ম ইবনে মিনজাব (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)এর সহিত জেহাদে গেলাম। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং দোয়ার শব্দগুলি এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

يَا عَلِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ

'আমরা আপনার বান্দা, আপনার রাস্তায় আপনার দুশমনের সহিত যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়াছি, আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন যদ্দ্বারা

আমাদের পান করার ও অযূ করার ব্যবস্থা হইয়া যায়। আর যখন আমরা উহা ছাড়িয়া যাই তখন যেন আমরা ব্যতীত আর কাহারো জন্য উহাতে অংশ না থাকে।' সমুদ্র পার হওয়ার সময় দোয়ার শব্দ এরূপ ছিল, আমাদের জন্য আমাদের দুশমন পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা করিয়া দিন। আবু নুআঈম হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলা (রাঃ) আমাদেরকে লইয়া সমুদ্রে নামিয়া পড়িলেন। আমরা যখন সমুদ্রের ভিতরে গেলাম তখন আমাদের ঘোড়ার পিঠে জিনের নীচে ব্যবহৃত কাপড়ও ভিজিল না এবং এইভাবে আমরা দুশমনের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম।

ইবনে জারীর (রহঃ) তাহার ইতিহাসগ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর (রহঃ) আল বিদায়াহ গ্রন্থে এই ঘটনা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে বাহরাইনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। উক্ত রেওয়ায়াতে মুসলিম বাহিনীর খাদ্যরসদ, তাঁবু ও খাবার পানি বোঝাই উটগুলির পালাইয়া যাওয়া ও পুনরায় উহাদের সামানপত্র সহ নিজে নিজেই ফিরিয়া আসার ঘটনা এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মুসলমানদের অবস্থানস্থলের নিকটে স্বচ্ছ পানির হাউজ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার ঘটনাসহ মুরতাদদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করার ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই ঘটনা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আলা (রাঃ) মুসলমানদেরকে বলিলেন, চল (বাহরাইনের দ্বীপাঞ্চল) দারীনে যাই এবং সেখানে দুশমনদের সহিত যুদ্ধ করি। এই প্রস্তাবে সমস্ত মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হইয়া গেল। অতএব তিনি মুসলমানদেরকে লইয়া সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়া গেলেন। প্রথমে তাহার ধারণা ছিল নৌকাযোগে পার হইয়া দারীন পৌঁছিবেন, কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সফর অনেক দীর্ঘ, নৌকাযোগে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর দুশমনগণ ততক্ষণে সেখান হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। সুতরাং নিম্নের দোয়া পড়িতে পড়িতে ঘোড়া লইয়া সমুদ্রে নামিয়া পড়িলেন—

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا حَكِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا حَيُّ يَا مُحْيِي يَا قَيُّوْمُ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا رَبَّنَا

বাহিনীকেও হুকুম দিলেন, তাহারাও যেন এই দোয়া পড়িতে পড়িতে সমুদ্রে ঢুকিয়া পড়ে। হুকুম অনুযায়ী তাহারাও এরূপ করিলেন। হযরত আলা (রাঃ) এইভাবে সকলকে লইয়া আল্লাহর হুকুমে সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। তাহারা সমুদ্রের ভিতর নরম বালুর ন্যায় জমিনের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। পানি এত কম ছিল যে, উটের পাও ডুবিতেছিল না এবং সেই পানি ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্তও পৌঁছিতেছিল না। নৌকায় এই সফর এক রাত্র একদিনে অতিক্রম হইত। কিন্তু হযরত আলা (রাঃ) এইভাবে অপর পারে পৌঁছিয়া গেলেন। সেখানে দুশমনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন এবং গনীমতের মাল একত্র করিয়া পূর্বের জায়গায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সমস্ত কাজ তিনি মাত্র একদিনে সমাধা করিলেন।

মুসলমানদের জন্য দাজলা নদীর বাধ্য হওয়া

ইবনে রুফাইল (রহঃ) বলেন, বাহুরাসীর নিকটবর্তী শহর ছিল, আর দাজলা নদীর অপর পারে দূরবর্তী শহর ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) বাহুরাসীর জয় করিয়া উহাতে ছাউনী স্থাপন করিলেন এবং নৌকা তালাশ করিতে লাগিলেন, যাহাতে লোকজন দাজলা পার হইয়া দূরবর্তী শহরে পৌঁছিতে পারে এবং উহা জয় করিতে পারে। কিন্তু তিনি কোন নৌকা পাইলেন না। কারণ ইরানীরা সেখান হইতে সমস্ত নৌকা সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। মুসলমানগণ সফর মাসের কয়েকদিন বাহুরাসীতে অবস্থান করিয়া রহিলেন। তাহারা হযরত সা'দ (রাঃ)কে প্রস্তাব দিতে লাগিলেন যে, (নৌকা ব্যতিরেকেই) নদী পার হইয়া যাওয়া হউক। কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের প্রতি স্নেহ ও মমতার কারণে ইহার অনুমতি দিতেছিলেন না।

ইতিমধ্যে সেখানকার কতিপয় অনারব কাফের আসিয়া তাহাকে নদী

পার হওয়ার সেই ঘাট দেখাইয়া দিলেন, যেখান দিয়া পার হইলে অপর পারে শক্ত মাটির ময়দানে পৌঁছা যাইবে। কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ) সেখান দিয়া পার হইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং তিনি এই ব্যাপারে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে জোয়ারের কারণে নদীতে পানি বাড়িয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, নদীতে পানি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলমানদের ঘোড়াগুলি নদীতে নামিয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা নদী পার হইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন দেখার পর তিনি নদী পার হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং লোকদেরকে একত্র করিয়া বয়ান করিলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তোমাদের শত্রুগণ এই নদীর কারণে তোমাদের হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পার না, কিন্তু তাহারা যখন ইচ্ছা নৌকায় চড়িয়া তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে পারে। আর তোমাদের পিছনে এমন কিছু নাই যাহার কারণে তোমরা পিছন দিক হইতে আক্রমণের আশংকা করিতে পারে।

অতএব আমি নদী পার হইয়া শত্রুর উপর আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি। মুসলমানগণ একবাক্যে বলিলেন, আপনি অবশ্যই এরূপ করুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও আপনাকে হেদায়াতের উপর মজবুত রাখুন। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) লোকদেরকে নদী পার হওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম নদী পার হইয়া অপর পারের ঘাট দখল করিবে এবং উহা শত্রুর হাত হইতে সংরক্ষণ করিবে, যাহাতে শত্রুগণ মুসলমানদেরকে অপর পারে পৌঁছিতে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে। এই কথা শুনার পর হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) এই কাজের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া গেলেন এবং তাহার পর আরো ছয়শত বীর বাহাদুর প্রস্তুত হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আসেম (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

হযরত আসেম (রাঃ) তাহাদেরকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং দাজলার পারে দাঁড়াইয়া আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছে, যাহাতে আমরা ঘাটের অপর পার শত্রু হইতে সংরক্ষণ করিতে পারি? এই আহ্বান শুনিয়া

ষাটজন প্রস্তুত হইল। হযরত আসেম (রাঃ) তাহাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। অর্ধেককে ঘোড়ার উপর ও অর্ধেককে ঘুড়ির উপর আরোহণ করাইলেন যাহাতে ঘোড়াদের জন্য সাঁতরাইতে সহজ হয়। অতঃপর তাহারা দাজলা নদীতে নামিয়া পড়িলেন (এবং আল্লাহ তায়ালার মদদ ও সাহায্যে নদী পার হইয়া গেলেন)। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন দেখিলেন, হযরত আসেম (রাঃ) ঘাটের অপর পর দখল করিয়া উহাকে সংরক্ষণ করিয়া লইয়াছেন তখন তিনি সমস্ত লোকদের নদীতে নামিয়া পড়ার আদেশ দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই দোয়া পড়—

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

বাহিনীর অধিকাংশ লোক একে অপরের পিছনে চলিতে লাগিল এবং তাহারা গভীর পানির ভিতর চলিতেছিল, অথচ নদীতে জোয়ার ও প্রচণ্ড স্রোত বহিতেছিল। পানিতে অত্যাধিক ফেনা সৃষ্টি হইতেছিল মাটি ও বালুর কারণে পানির রং কালো দেখাইতেছিল। লোকদের দুই দুইজন করিয়া জোড়া বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা নদী পার হওয়ার সময় পরস্পর এইভাবে কথাবার্তা বলিতেছিল যেমন জমিনের উপর চলিতে কথাবার্তা বলিয়া থাকে। ইরানীরা এই দৃশ্য দেখিয়া হতবাক হইয়া গেল, কেননা তাহাদের এরূপ ধারণাই ছিল না। তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া এত দ্রুত পলায়ন করিল যে, তাহারা নিজেদের অধিকাংশ মালামাল ফেলিয়া গেল। হিজরী ষোল সনের সফর মাসে মুসলমানগণ সেই শহরে প্রবেশ করিলেন এবং কিসরার ধনভাণ্ডার যাহার পরিমাণ তিন মিলিয়ন ছিল, উহা মুসলমানদের দখলে আসিয়া গেল। শাহ শীরওয়ায় ও তাহার পরবর্তী বাদশাহগণ যাহাকিছু ধনসম্পদ জমা করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মুসলমানদের হাতে আসিয়া গেল।

আবু বকর ইবনে হাফস ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ঘোড়াগুলি মুসলমানদেরকে পিঠে লইয়া সাঁতরাইতেছিল। হযরত সা'দ (রাঃ)এর সহিত পাশাপাশি হযরত সালমান (রাঃ) চলিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিতেছিলেন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি অতি উত্তম

কার্যনির্বাহক, আল্লাহর কসম, যদি আমাদের বাহিনীর মধ্যে এই পরিমাণ গুনাহ না থাকে যাহা নেক আমল অপেক্ষা অধিক হয় তবে আল্লাহ তায়ালা আপন বন্ধুদেরকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং আপন দ্বীনকে বিজয় দান করিবেন এবং আপন দুশমনদেরকে পরাস্ত করিবেন।'

হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, ইসলাম এখনও নতুন। আল্লাহর কসম, মুসলমানদের জন্য আজ নদী সমুদ্র এমনভাবে বাধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেমন তাহাদের জন্য স্থলভাগ বাধ্য করা হইয়াছিল। মনোযোগ দিয়া শুনুন, 'সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে সালমানের প্রাণ রহিয়াছে, মুসলমানগণ যেমন দলে দলে এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছে তেমনি তাহারা অবশ্যই দলে দলে ইহা হইতে বাহির হইয়া যাইবে, অর্থাৎ পার হইয়া যাইবে।'

সুতরাং মুসলমানগণ নদীর এই পার হইতে অপর পার পর্যন্ত এমনভাবে ছাইয়া গিয়াছিল যে, কোথাও পানি দেখা যাইতেছিল না। (শুধু মানুষই মানুষ দেখা যাইতেছিল।) আর তাহারা স্থলভাগে চলিতে পরস্পর যেই পরিমাণ কথাবার্তা বলিত উহা অপেক্ষা বেশী কথাবার্তা বলিতেছিল। হযরত সালমান (রাঃ)এর উক্তি অনুযায়ী সমস্ত মুসলমান নদী পার হইয়া গেল, তাহাদের কোন জিনিস হারায় নাই এবং তাহাদের কেহ ডুবেও নাই।

আবু ওসমান নাহ্দী (রহঃ) বলেন, সমস্ত মুসলমান নিরাপদে পার হইয়া গেলেন, তবে 'বারেক ঝর্ণা' এলাকার এক ব্যক্তি যাহাকে গারকাদাহ বলা হইত সে তাহার লালবর্ণের ঘুড়ীর উপর হইতে পানিতে পড়িয়া গেল। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে, তাহার ঘুড়ী ঘাড়ের কেশর হইতে ঘাম ঝাড়িতেছিল আর উক্ত ব্যক্তি পানির উপরেই ভাসিতেছিল। হযরত কা'কা' ইবনে আমর (রাঃ) আপন ঘোড়ার লাগাম তাহার দিকে ঘুরাইলেন এবং তাহাকে নিজ হাতে ধরিয়া টানিতে থাকিলেন, অবশেষে সেও নদী পার হইয়া গেল।

বাহিনীর কাহারো কোন জিনিস নদীতে পড়ে নাই, শুধু একটি পেয়ালা পড়িয়াছিল যাহা একটি পুরাতন রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। রশি ছিড়িয়া উহা পানিতে পড়িয়া গেল এবং পানি উহাকে ভাসাইয়া লইয়া

গেল। পেয়ালার মালিকের সঙ্গী তাহাকে ঠেস মারিয়া বলিল, তোমার পেয়ালায় তকদীরের এমন তীর লাগিয়াছে যে, উহা পানিতে পড়িয়া গিয়াছে। পেয়ালার মালিক বলিল, না, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি যে, সম্পূর্ণ বাহিনীর মধ্য হইতে তিনি শুধু আমার পেয়ালা নিবেন, এমন হইবে না। সুতরাং ঢেউ সেই পেয়ালাকে নদীর তীরে নিয়া ফেলিল। সেখানে পাহারাদারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তীরে একটি পেয়ালা পড়িয়া আছে দেখিয়া আপন বর্শা দ্বারা উহা উঠাইয়া লইল। সমস্ত বাহিনী যখন নদী পার হইয়া গেল তখন সে উক্ত পেয়ালা লইয়া বাহিনীতে আসিল এবং উহার মালিককে তালাশ করিতে লাগিল। অবশেষে মালিক পাওয়া গেল এবং মালিক উহা লইয়া লইল।

ওমায়ের সায়েদী (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) যখন লোকদেরকে লইয়া দাজলা নদীতে নামিতে লাগিলেন তখন সকলে দুই দুইজন করিয়া জোড়া বানাইয়া লইল। হযরত সালমান (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর জোড়া ছিলেন এবং পানির উপর তাহারা পাশাপাশি চলিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন—

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

অর্থ ঃ 'ইহা তাহারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়। নদীর পানি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ঘোড়া কিছু সময় সোজা দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন ক্লান্ত হইয়া যাইত তখন একটি টিলা ভাসিয়া উঠিত আর ঘোড়া উহার উপর মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকার ন্যায় কিছু সময় জিরাইয়া লইত। মাদায়েন শহরে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য আর কখনও দেখা যায় নাই। পানি অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও স্থানে স্থানে টিলা ভাসিয়া উঠার দরুন সেইদিন টিলার দিন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

আবু নুআঈম ও ওমায়ের সায়েদী হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মাদায়েন শহরে এরূপ আশ্চর্য ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। নদীর মধ্যে যে কেহ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যাইত তাহার সম্মুখে একটি টিলা ভাসিয়া উঠিত, আর সে উহাতে বিশ্রাম করিয়া লইত। এই কারণে সেইদিনকে

টিলার দিন বলা হইত।

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রাঃ) বলেন, আমরা যখন দাজলা নদীতে নামিলাম তখন নদী কানায় কানায় ভরা ছিল। যেখানে পানি সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল সেখানে পৌঁছার পর যখন ঘোড়সওয়ার কিছু সময় দাঁড়াইল তখন দেখা গেল পানি ঘোড়ার পেটি বাঁধার স্থান সমানও হয় নাই।

হাবীব ইবনে সুহবান (রহঃ) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম হাজার ইবনে আদী ছিল। তিনি বলিলেন, নদী পার হইয়া শত্রু পর্যন্ত পৌঁছিতে শুধু এই পানির কাত্‌রাই তোমাদেরকে বাধা দিতেছে? পানির কাত্‌রা বলিয়া তিনি দাজলা নদী বুঝাইতেছিলেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

অর্থ ঃ 'আর কাহারো মৃত্যু আসা সম্ভব নহে আল্লাহর আদেশ ব্যতীত; এইভাবে যে, উহার নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকে।'

উক্ত আয়াত পাঠ করিয়া তিনি নিজের ঘোড়া দাজলা নদীতে নামাইয়া দিলেন। তাহাকে নামাইতে দেখিয়া সকলে আপন আপন ঘোড়া নদীতে নামাইয়া দিল। শত্রুগণ যখন তাহাদেরকে এইভাবে নদী পার হইতে দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ইহারা তো দেও-দানব, দেও-দানব। এবং এই বলিয়া তাহারা সকলে পলায়ন করিল।

হাবীব ইবনে সুহবান আবু মালেক (রহঃ) বলেন, মুসলমানগণ যখন মাদায়েন বিজয়ের দিন দাজলা নদী পার হইতে লাগিলেন তখন শত্রুগণ তাহাদেরকে নদী পার হইতে দেখিয়া ফারসী ভাষায় বলিতে লাগিল, ইহারা তো দেও-দানব। অতঃপর তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, আল্লাহর কসম, এইবার মানুষের সহিত নহে, বরং তোমাদের জ্বিনদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে তাহারা ভয় পাইয়া গেল এবং পরাজিত হইল।

আ'মাশ (রহঃ) আপন এক সঙ্গী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন দাজলা নদীর নিকট পৌঁছিলাম তখন নদী ভরপুর ছিল। অনারবগণ

নদীর অপর পারে ছিল। একজন মুসলমান বিসমিল্লাহ বলিয়া আপন ঘোড়া নদীতে নামাইয়া দিল। সে ডুবিল না, বরং তাহার ঘোড়া পানির উপর চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য সমস্ত লোক বিসমিল্লাহ বলিয়া আপন আপন ঘোড়া নদীতে নামাইয়া দিল এবং তাহারাও সকলে পানির উপর চলিতে লাগিল। অনারব লোকেরা তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল, ইহারা তো দেও–দানব, দেও–দানব। অতঃপর যে যেদিকে পারিল পালাইয়া গেল।

সাহাবা (রাঃ)দের জন্য আগুনের অনুগত হওয়া

মুআবিয়া ইবনে হারমাল (রহঃ) বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় গেলাম। হযরত তামীম দারী (রাঃ) আমাকে তাহার সহিত খাওয়ার জন্য লইয়া গেলেন। আমি অনেক খাইলাম, কিন্তু অধিক ক্ষুধার কারণে আমার পেট ভরে নাই কারণ আমি তিন দিন যাবৎ মসজিদে অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। একদিন মদীনার প্রস্তরময় ময়দান হইতে আগুন বাহির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া হযরত তামীম (রাঃ)কে বলিলেন, উঠ, এই আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা কর। হযরত তামীম (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি কে? কিইবা আমার যোগ্যতা? কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) বারংবার বলাতে তিনি চলিলেন। আমি তাহাদের উভয়ের পিছনে চলিলাম। তাহারা উভয়ে আগুনের নিকট গেলেন এবং হযরত তামীম (রাঃ) আপন হাত দ্বারা আগুনকে এমনভাবে ধাক্কা দিতে লাগিলেন যে, অবশেষে আগুন সেই গিরিপথে ফিরিয়া চলিয়া গেল যেখান হইতে বাহির হইয়াছিল। আগুনের পিছন পিছন হযরত তামীম (রাঃ)ও গিরিপথের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেছিলেন, (এই ঈমানী দৃশ্য) যে দেখে নাই সে তাহার বরাবর হইতে পারে না, যে দেখিয়াছে।

মুআবিয়া ইবনে হারমাল (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনার বাহিনী আমাকে বন্দী করার পূর্বেই আমি তওবা করিয়া লইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি (মিথ্যা

নবুওতের দাবীদার) মুসাইলামা কাযযাবের জামাতা মুআবিয়া ইবনে হারমাল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাও, মদীনার সর্বোত্তম ব্যক্তির নিকট তুমি মেহমান হইয়া যাও। আমি হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর মেহমান হইয়া গেলাম। একবার মদীনার প্রস্তরময় ময়দানে আগুন বাহির হইল। আমরা তখন কথাবার্তা বলিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া হযরত তামীম (রাঃ)কে বলিলেন, হে তামীম, যাও (এই আগুনের ব্যবস্থা কর)। হযরত তামীম (রাঃ) বলিলেন, আমার কি যোগ্যতা আছে? আপনি কি এই ভয় করেন না যে, আপনার নিকট আমার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়া যাইবে? হযরত তামীম (রাঃ) প্রকৃতপক্ষে নিজেকে খাট করিতেছিলেন। (কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন।) অতএব হযরত তামীম (রাঃ) উঠিলেন এবং আগুনকে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। অবশেষে যেই দরজা দিয়া আগুন বাহির হইয়াছিল সেই দরজার ভিতরেই উহাকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং নিজেও আগুনের পিছন পিছন সেই দরজার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর বাহির হইয়া আসিলেন, এতদসত্ত্বেও আগুন তাহার কোন ক্ষতি করিল না।

আবু নুআঈমের রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত তামীম (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু রুকাইয়া, এই ধরনের কাজের কারণেই আমরা তোমাকে ভালবাসি।

সাহাবা (রাঃ)দের জন্য আলো জ্বলিয়া উঠা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এশার নামায পড়িতেছিলাম। তিনি যখন সেজদায় যাইতেন তখন হযরত হাসান, হুসাইন (রাঃ) লাফাইয়া তাঁহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিতেন। যখন তিনি সেজদা হইতে মাথা উঠাইতেন তখন নরমভাবে ধরিয়া তাহাদেরকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিতেন। তিনি যখন পুনরায় সেজদায় যাইতেন তখন তাহারা আবার চড়িয়া বসিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া তাহাদের উভয়কে নিজের উরু মোবারকের উপর বসাইলেন। আমি উঠিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাদেরকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব কি? এমন সময় বিদ্যুত চমকাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মায়ের নিকট চলিয়া যাও। তাহারা মায়ের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়া থাকিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ)কে অত্যাধিক ভালবাসিতেন। একবার অন্ধকার রাত্রিতে হযরত হাসান (রাঃ) তাঁহার নিকট ছিলেন। হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার মায়ের নিকট যাইব কি? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার সহিত যাইব কি? তিনি বলিলেন, না। এমন সময় আকাশে বিদ্যুত চমকাইল এবং হযরত হাসান (রাঃ) সেই বিদ্যুতের আলোতে হাঁটিয়া তাহার মায়ের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর জন্য খেজুরের ডালে আলো জ্বলা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) জুমুআর বিশেষ সময়ের ঘটনায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর সেই রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এশার নামাযের জন্য বাহির হইলেন তখন হঠাৎ বিদ্যুত চমকাইল। বিদ্যুতের আলোতে তিনি হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ)কে দেখিতে পাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কাতাদাহ! এই অন্ধকার রাত্রে কি মনে করিয়া আসিলে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির কারণে আজ নামাযে লোকজন কম আসিবে মনে করিয়া আমি হাজির হইয়া গেলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি নামায শেষ করিয়া আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিও।' অতঃপর তিনি নামায শেষ করিয়া আসিয়া তাহাকে একটি খেজুরের ডাল দিয়া বলিলেন, ইহা লও, পথে এই ডাল তোমার সম্মুখে ও পশ্চাতে দশ হাত করিয়া আলোকিত করিবে। যখন তুমি ঘরে

প্রবেশ করিবে তখন ঘরের এক কোণে একটি কালো জিনিস দেখিতে পাইবে, কোন কথা বলার পূর্বে উহাকে এই ডাল দ্বারা প্রহার করিবে, কেননা সে হইল শয়তান।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, নামাযের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি খেজুরের ডাল দিলেন এবং বলিলেন, তুমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার পর তোমার পরিবারের নিকট শয়তান আসিয়াছে। তুমি এই ডাল লইয়া যাও, ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত শক্তভাবে ইহা ধরিয়া রাখিও এবং ঘরের কোণে শয়তানকে ধরিয়া এই ডাল দ্বারা খুব প্রহার করিও। সুতরাং আমি মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাল হইতে মোমবাতির ন্যায় আলো বাহির হইতে লাগিল আর আমি উহার আলোতে চলিতে লাগিলাম। আমি যখন ঘরে পৌঁছিলাম তখন ঘরের লোকেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের কোণে দেখিলাম একটি সজারু বসিয়া আছে। আমি সেই ডাল দ্বারা উহাকে মারিতে লাগিলাম। অবশেষে উহা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হযরত উসাইদ (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর জন্য আলো জ্বলা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন সাহাবী অন্ধকার রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বাহির হইলেন। তাহাদের উভয়ের সম্মুখে চেরাগের ন্যায় দুইটি বাতি আলো দিতেছিল। তাহারা যখন পৃথক হইলেন তখন প্রত্যেকের সহিত একটি করিয়া বাতি হইয়া গেল এবং উহার আলোতে তাহারা নিজ নিজ ঘরে পৌঁছিয়া গেলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর আনসারী (রাঃ) ও অপর একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেদের কোন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইহাতে রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়া গেল। অত্যন্ত অন্ধকার রাত্র ছিল। তাহারা যখন ঘরে ফিরার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বাহির হইলেন তখন

তাহাদের উভয়ের হাতে ছোট একটি করিয়া লাঠি ছিল। তাহাদের একজনের লাঠি হইতে আলো বাহির হইতে লাগিল। তাহারা উহার আলোতে পথ চলিতে লাগিলেন। যখন তাহাদের পথ ভিন্ন হইয়া গেল তখন অপরজনের লাঠি হইতেও আলো বাহির হইতে লাগিল এবং তিনি আপন লাঠির আলোতে পথ চলিতে লাগিলেন। এইভাবে আলোতে চলিতে চলিতে তাহারা নিজ নিজ ঘরে পৌঁছিয়া গেলেন।

বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বাহির হইলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত হামযা ইবনে আমর (রাঃ)এর আঙ্গুল হইতে আলো বাহির হওয়া

হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি ছিল। আমরা এই অন্ধকার রাত্রিতে এদিক সেদিক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে আমার আঙ্গুল হইতে আলো বাহির হইতে লাগিল। লোকেরা এই আলোতে নিজেদের সওয়ারী ও সামানপত্র যাহা পড়িয়া গিয়াছিল একত্র করিয়া লইল। এতসময় পর্যন্ত আমার আঙ্গুল হইতে আলো বাহির হইতে থাকিল।

হযরত হামযা ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন তবূকে ছিলাম তখন এক পাহাড়ী গিরিপথে মুনাফিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীকে উত্যক্ত করিলে উহা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু জিনিসপত্র নীচে পড়িয়া গেল। এমন সময় আমার পাঁচ আঙ্গুল হইতে আলো বাহির হইতে লাগিল। আমি উহার আলোতে পড়িয়া যাওয়া জিনিসপত্র যেমন, চাবুক, রশি ইত্যাদি উঠাইতে লাগিলাম।

হযরত আবু আব্‌স (রাঃ)এর লাঠিতে আলো জ্বলা

মাইমূন ইবনে যায়েদ ইবনে আব্স (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা বলিয়াছেন, হযরত আবু আব্স (রাঃ) সমস্ত নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আদায় করিতেন। নামাযের পর বনু হারেসা গোত্রের মহল্লায় ফিরিয়া যাইতেন। একবার অত্যন্ত গাঢ় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি হইল। তিনি মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পর তাহার লাঠি হইতে আলো বাহির হইতে লাগিল। তিনি উহার আলোতে হাঁটিয়া বনু হারেসার মহল্লায় পৌঁছিয়া গেলেন। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আব্স (রাঃ) বদরী সাহাবী ছিলেন।

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবাইস ইবনে জাবর (রাঃ)এর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একটি লাঠি দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা আলো গ্রহণ করিও। সুতরাং উক্ত লাঠি দ্বারা তাহার জন্য এইখান হইতে ঐখান পর্যন্ত আলোকিত হইয়া যাইত।

হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ)এর চাবুক হইতে আলো বাহির হওয়া

নূরওয়ালা হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার কারণে তাহার চাবুক হইতে আলো বাহির হইতে লাগিল। উহার আলোতে তিনি পথ চলিতে থাকিলেন। প্রথম খণ্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের অধ্যায়ে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী (রাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে দাওয়াত প্রদানের ঘটনায় অতিবাহিত হইয়াছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন নিদর্শন চাহিলেন যাহাতে উহা তাহার কাওমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে কোন নিদর্শন দান করুন।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আমার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে

এলাকার লোকদের দৃষ্টিগোচর হইবার স্থানে পৌছিলাম তখন আমার উভয় চোখের মাঝখানে চেরাগের ন্যায় একটি নূর প্রকাশিত হইল। হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি দোয়া করিলাম, আয় আল্লাহ! আমার চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই নূর প্রকাশ করুন। কারণ আমার আশংকা হয় যে, কাওমের লোকেরা (চোখের মাঝখানে এই নূর দেখিয়া) হয়ত ধারণা করিবে যে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগ করার দরুন আমার চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেই নূর দুই চোখের মাঝখান হইতে সরিয়া আমার চাবুকের মাথায় আসিয়া গেল। তারপর আমি যখন সেই পাহাড়ী পথ হইতে নীচে নামিতেছিলাম তখন এলাকার লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় সেই নূর ঝুলন্ত বাতির ন্যায় দেখিয়া একে অপরকে দেখাইতেছিল। অবশেষে আমি তাহাদের নিকট পৌছিয়া গেলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) প্রায়ই বলিতেন, আমি দেখিয়াছি, যখনই আমি কাহারো সহিত সদাচরণ করিয়াছি তখন আমার ও তাহার মধ্যে আলো সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর যখনই কাহারো সহিত অসদাচরণ করিয়াছি তখন আমার ও তাহার মধ্যে অন্ধকার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি সর্বদা সদাচরণ ও এহসান করাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। কারণ ইহা খারাপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। (কানয)

সাহাবা (রাঃ)দের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করা

হযরত কা'ব (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম বলেন, আমরা হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ), হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ) ও হযরত শাফে' ইবনে হাবীব হুযালী (রাঃ)এর সহিত এক সফরে গেলাম। হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ) একদিন আপন পালায় জানোয়ার চরাইতে গেলেন। দ্বিপ্রহরের সময় আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, একখণ্ড মেঘ তাহার উপর ছায়া করিয়া আছে। তাহার উপর হইতে উহা মোটেও সরিতেছে না। (তিনি যেইদিকে যান মেঘও সেইদিকে যাইতেছিল।) আমি তাহাকে এই কথা জানাইলে তিনি

বলিলেন, ইহা আমার একটি গোপন বিষয়, কাহাকেও বলিও না। যদি আমি জানিতে পারি যে, তুমি অপর কাহাকেও বলিয়াছ তবে তোমার ভাল হইবে না। বর্ণনাকারী উক্ত গোলাম বলেন, তাহার ইন্তেকাল পর্যন্ত বিষয়টি আমি আর কাহাকেও বলি নাই।

সাহাবা (রাঃ)দের দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া

বোখারী শরীফে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া খোতবা দিতেছিলেন। এমন সময় মিম্বার বরাবর সামনের দরজা দিয়া এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (পশু) সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেল, (কেননা বহুদিন যাবৎ অনাবৃষ্টি চলিতেছে) এবং (পানির অভাবে লোকদের চলাচল না করার কারণে) রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখিতে পাইতেছিলাম না এবং আমাদের ও সিলা' পাহাড়ের মাঝে কোন ঘরবাড়ীও ছিল না। (আমরা পরিষ্কার আকাশ দেখিতে পাইতেছিলাম, কোনরূপ আড়াল ছিল না।) এমন সময় সালা' পাহাড়ের পিছন হইতে ঢাল পরিমাণ মেঘ দেখা গেল। উহা আকাশের মাঝখানে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং বর্ষণ হইতে লাগিল। অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকিল। আল্লাহর কসম, আমরা ছয়দিন পর্যন্ত সূর্য দেখিতে পাই নাই। এমনকি পরবর্তী জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাঁড়াইয়া খোতবা দিতে আরম্ভ করিলেন তখন পূর্বের সেই একই দরজা দিয়া এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে যে, (পশু) সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেল, সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া গেল, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! আশেপাশে বৃষ্টি হউক, আমাদের উপর না হউক, আয় আল্লাহ! টিলা ও উচু নীচু পাহাড়ের উপর, গাছ ও ঘাস জন্মাইবার স্থানে বৃষ্টি হউক।'

এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। মসজিদ হইয়া আমরা রৌদ্রের মধ্যে চলিতেছিলাম।

বোখারী শরীফের অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি দেখিলাম, মেঘ ফাটিয়া ডানে বামে সরিয়া গেল। অন্যান্য স্থানে বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু মদীনায় কোন বৃষ্টি ছিল না। বোখারী শরীফের অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য উভয় হাত উঠাইলেন। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখিতে পাইতেছিলাম না। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও হাত নীচে নামান নাই এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে আকাশে পাহাড়ের ন্যায় মেঘ ছাইয়া গেল। আর তিনি মিম্বার হইতে নীচে নামার পূর্বেই আমি তাঁহার দাড়ি হইতে বৃষ্টির পানি গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়াছি।

হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দিল মুনযির (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে মিম্বারের উপর জুমুআর খোতবা দেওয়ার সময় বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খামারে এখনো খেজুর রাখা আছে। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! যতক্ষণ পর্যন্ত আবু লুবাবা আপন লুঙ্গি খুলিয়া তাহার খামারের নালা বন্দ না করিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকুন। সেই সময় আকাশে কোন মেঘ দেখা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল।. আনসারগণ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ হইবে না যতক্ষণ না আপনি সেই

কাজ করিবেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। অতএব হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) উঠিয়া কাপড় খুলিলেন এবং নিজের লুঙ্গি দ্বারা খামারের নালা বন্ধ করিলেন। তারপর বৃষ্টি বন্ধ হইল।

প্রথম খণ্ডে আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে ৫৩৯ নং পৃষ্ঠায় হযরত ওমর (রাঃ)এর হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত আসমানের দিকে উঠাইলেন (এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করিলেন।) তিনি (দোয়া শেষ করিয়া) হাত নামাইবার পূর্বেই মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টির ফোটা পড়িতে আরম্ভ করিল এবং পরে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) নিজ নিজ পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া লইলেন। তারপর আমরা দেখিতে গেলাম যে, বৃষ্টি কোন্ পর্যন্ত হইয়াছে। দেখিলাম, শুধু সৈন্যদের অবস্থানের উপরই বৃষ্টি হইয়াছে, বাহিরে কোথাও হয় নাই।

হযরত আব্বাস ইবনে সাহ্ল (রাঃ) বলেন, যখন সকাল হইল তখন লোকদের নিকট মোটেও পানি ছিল না। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করিলে তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ মেঘ পাঠাইলেন এবং মুষলধারায় বর্ষণ হইল। লোকজন পরিতৃপ্ত হইয়া পানি পান করিল এবং তাহারা প্রয়োজন মত পানি পাত্রে ভরিয়া সঙ্গে লইয়া লইল।

হযরত ওমর (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া

হযরত খাওয়াত ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে লইয়া শহরের বাহিরে গেলেন। তাহাদেরকে দুই রাকাত ইসতেসকার অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য নামায পড়াইলেন এবং নিজের চাদরের দুই কিনারা পরিবর্তন করিলেন। অর্থাৎ ডানকে বামে ও বামকে ডানে নিলেন। তারপর এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং আপনার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি। হযরত ওমর

(রাঃ)এর স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল এবং খুব বৃষ্টি হইল। কিছুদিন পর গ্রাম এলাকা হইতে লোকজন আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিল, হে আমীরুল মুমিনীন, অমুক দিন অমুক সময় আমরা আমাদের খেত–খামারে কাজ করিতেছিলাম, হঠাৎ আমাদের মাথার উপর মেঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সেই মেঘ হইতে এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, হে আবু হাফ্স (হযরত ওমর (রাঃ)এর উপনাম) আপনার সাহায্য আসিয়া গিয়াছে, হে আবু হাফ্স, আপনার সাহায্য আসিয়া গিয়াছে। (কানয)

মালেক দার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার নিকট আপন উম্মতের জন্য বৃষ্টির আবেদন করুন, কেননা উম্মত ধ্বংস হইয়া গেল। উক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিল। তিনি বলিলেন, ওমরকে যাইয়া আমার সালাম বল, এবং বলিয়া দাও যে, বৃষ্টি হইবে। আর তাহাকে ইহাও বল যেন বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করে, বুদ্ধি বিবেচনার পথ অবলম্বন করে। সেই ব্যক্তি আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা শুনাইল। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আমার রব, বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করিতে আমি কোন প্রকার ত্রুটি করি না, তবে কোন কাজ আমার সাধ্যের বাহিরে হইলে তাহা ভিন্ন কথা।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, মদীনা মুনাওয়ারা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকার কারণে খাওয়া দাওয়ার সমস্ত জিনিস শেষ হইয়া গিয়াছিল। সম্পূর্ণ এলাকায় কঠিন দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লোকজন অনাহারে মারা যাইতে লাগিল। এই দুর্ভিক্ষ রামাদাহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। (রামাদাহ অর্থ ছাই—অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ ছাই বর্ণের হইয়া গিয়াছিল।) দুর্ভিক্ষের কারণে জঙ্গলের জানোয়ারগুলি মানুষের বসতিতে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। ঘাস পানির অভাবে গৃহপালিত পশুর শরীরে

গোশত শেষ হইয়া শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছিল যে, কেহ ক্ষুধার তাড়নায় বকরী জবাই করিতে যাইয়া যখন উহার দুর্বল অবস্থা দেখিত তখন সে উহা জবাই করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিত। মানুষ এই অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিল।

মিশর সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় বিভিন্ন দেশ হইতে মুসলমানদের জন্য খাদ্য সামগ্রীর সাহায্য চাহিয়া আনার প্রতিও হযরত ওমর (রাঃ)এর তেমন কোন লক্ষ্য ছিল না। এমতাবস্থায় একদিন হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) আসিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই বলিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে সংবাদ বাহক হিসাবে আসিয়াছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বলিতেছেন, আমি তোমাকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করিতাম, এ যাবৎ তুমি সঠিক চলিতেছিলে, কিন্তু এখন তোমার কি হইল? হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই স্বপ্ন কখন দেখিয়াছ? হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, অদ্য রাত্রে।

হযরত ওমর (রাঃ) বাহিরে যাইয়া লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, 'আসসালাতু জামেয়াহ' (অর্থাৎ আজ সকলে নিজেদের মসজিদের পরিবর্তে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করিবে) লোকজন সমবেত হইলে তিনি তাহাদেরকে দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। তারপর দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি তো নিজ জ্ঞানমত প্রত্যেক কাজে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকি, তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি কোন কাজ এমন করিয়াছি যাহা অপেক্ষা অন্য কোন পন্থা উত্তম হইতে পারিত? লোকেরা বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অথচ হযরত বেলাল (রাঃ) এরূপ এরূপ বলিতেছেন। (প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই, লোকেরা বুঝিতে পারিল।) অতএব লোকেরা বলিল, হযরত বেলাল (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন। আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং (মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের) মুসলমানদের

নিকট হইতেও সাহায্য চাহিয়া পাঠান।

সুতরাং এ যাবৎ মুসলমানদের নিকট হইতে খাদ্য শস্য চাহিয়া আনার প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেয়াল ছিল না, এখন তিনি এই দিকে খেয়াল দিলেন এবং এই ব্যাপারে তাহাদেরকে চিঠি লিখিলেন। মোট কথা লোকদের কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহু আকবার, দুর্ভিক্ষের পরীক্ষা আপন শেষ সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। এখন উহা দূর হইয়া যাইবে। যেই জাতি আল্লাহর নিকট দোয়ার তৌফিক লাভ করে তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত শহরের গভর্নরদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ কঠিন দুর্ভিক্ষের মুসীবতে পতিত হইয়াছে, অতএব তাহাদের সাহায্য কর। তিনি নিজে লোকদেরকে এসতেসকার নামাযের জন্য শহরের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া গেলেন। পায়ে হাঁটিয়া গেলেন। প্রথমে সংক্ষিপ্ত বয়ান করিলেন, তারপর নামায পড়াইলেন।

নামাযের পর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এইরূপ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা আপনারই এবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। অতঃপর সেখান হইতে ফেরার পথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল এবং সমস্ত গর্ত ও পুকুর বৃষ্টির পানিতে ভরিয়া গেল, এই সকল গর্ত ও পুকুর পার হইয়া তাহারা ঘরে পৌঁছিলেন।

তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হইতেও এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, মুযাইনা গোত্রীয় এক পরিবার গ্রাম এলাকায় বসবাস করিত। তাহারা তাহাদের পরিবারের প্রধানকে বলিল, আমাদের অনাহার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, আমাদের জন্য একটি বকরী জবাই কর। প্রধান বলিল, এই বকরীগুলিতে কিছুই নাই। কিন্তু পরিবারের লোকদের পীড়াপীড়িতে সে একটি বকরী জবাই করিল। যখন উহার চামড়া ছিলিল তখন দেখা গেল লালবর্ণের হাড্ডি ব্যতীত উহাতে গোশতের চিহ্নও নাই। ইহা দেখিয়া সে

এক চিৎকার মারিয়া বলিয়া উঠিল, হায় মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (অর্থাৎ যদি তিনি থাকিতেন তবে এমন হইত না।)

তারপর সে স্বপ্নে দেখিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, বৃষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর, ওমরকে আমার সালাম বলিও এবং তাহাকে বলিও, হে ওমর! আমি তো তোমাকে ওয়াদা পালনকারী ও কথায় পরিপক্ক দেখিয়াছি। এখন তোমার কি হইল? অতএব বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন কর। বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন কর। উক্ত ব্যক্তি গ্রাম হইতে রওয়ানা হইল এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বারে পৌঁছিয়া তাহার গোলামকে বলিল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহকের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লইয়া দাও। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ও হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ

সুলাইম ইবনে আমের খাবায়েরী (রহঃ) বলেন, একবার বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) ও দামেশকবাসী এস্তেসকার অর্থাৎ বৃষ্টির নামাযের জন্য শহরের বাহিরে গেলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মিম্বারে বসিয়া বলিলেন, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ জুরাশী কোথায়? শুনিয়া লোকেরা তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, আর তিনি লোকদেরকে টপকাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর আদেশে মিম্বারে উঠিয়া তাহার পায়ের নিকট বসিয়া গেলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এইভাবে দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আজ আমরা আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে আপনার নিকট সুপারিশকারী হিসাবে আনিয়াছি। আয় আল্লাহ! আমরা ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ জুরাশীকে সুপারিশকারী হিসাবে আনিয়াছি। হে ইয়াযীদ! নিজের উভয় হাত আল্লাহর নিকট উঠাও।

হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) নিজের হাত উঠাইলেন, লোকেরাও তাহাদের হাত উঠাইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম দিক হইতে মেঘ উঠিল এবং

বাতাস উহাকে দ্রুত আমাদের উপর লইয়া আসিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। এত বৃষ্টি হইল যে, লোকদের ঘরে পৌঁছা মুশকিল হইয়া গেল।

হযরত আনাস (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ

ছুমামাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, একবার গরমের মৌসুমে হযরত আনাস (রাঃ)এর বাগানের মালি আসিয়া তাহার নিকট বৃষ্টি না হওয়ার কারণে জমিন তৃষ্ণার্ত হওয়ার অভিযোগ করিল। হযরত আনাস (রাঃ) পানি আনাইয়া অযূ করিলেন এবং নামায পড়িলেন। অতঃপর মালিকে বলিলেন, আকাশে কি তুমি কোন মেঘ দেখিতে পাইতেছ? সে বলিল, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। হযরত আনাস (রাঃ) ভিতরে যাইয়া পুনরায় নামায পড়িলেন। এইভাবে তৃতীয় বারে অথবা চতুর্থ বারে বলিলেন, এইবার যাইয়া দেখ। মালি বলিল, পাখীর ডানা পরিমাণ মেঘ দেখা যাইতেছে। হযরত আনাস (রাঃ) অনবরত নামায পড়িতে থাকিলেন এবং দোয়া করিতে থাকিলেন। অবশেষে মালি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, সমস্ত আকাশে মেঘ ছাইয়া গিয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, বিশর ইবনে শাগাফের পাঠানো ঘোড়ায় চড়িয়া যাও এবং দেখ, কোন্ পর্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। সে উক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া গেল এবং দেখিয়া আসিয়া বলিল, বৃষ্টি মুসাররীনের মহলগুলি ও গাযবানের মহলগুলির পর আর কোথাও হয় নাই। (হযরত আনাস (রাঃ)এর বাগান এই পর্যন্তই ছিল।)

সাবেত বুনানী (রহঃ) হইতে তাবকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়াত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর বাগানের মালি তাহার নিকট বৃষ্টি না হওয়ার কারণে জমিন তৃষ্ণার্ত হওয়ার অভিযোগ করিল। এই রেওয়ায়াতের শেষে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, বাগানের মালি যাইয়া দেখিল, বৃষ্টি শুধুমাত্র হযরত আনাস (রাঃ)এর জমিতেই হইয়াছে, আর কোথাও হয় নাই।

হযরত হুজর ইবনে আদী (রাঃ)এর দোয়ায় বৃষ্টি বর্ষণ

হযরত হুজর ইবনে আদী (রাঃ)এর একবার ফরয গোসলের প্রয়োজন

হইল। (তিনি তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর জেলখানায় বন্দী ছিলেন।) যেই ব্যক্তির উপর তাহার দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার জন্য পান করার যে পানি রহিয়াছে উহা দিয়া দাও, আমি গোসল করিয়া লই, আগামীকাল পান করার কোন পানি আমাকে দিও না। সে বলিল, আমার ভয় হয়, আপনি পিপাসায় মারা গেলে আমাকে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) কতল করিয়া দিবেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট পানির জন্য দোয়া করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরা মেঘ আসিল এবং উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি উহা হইতে প্রয়োজন মত পানি লইয়া লইলেন। (বন্দীখানায়) তাহার সঙ্গীগণ বলিল, আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন যেন আমাদেরকে বন্দীখানা হইতে মুক্তিদান করেন। হযরত হুজর (রাঃ) এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমাদের জন্য যাহা কল্যাণকর হয় আপনি তাহাই করুন। সুতরাং তিনি সহ তাহার সঙ্গীদের মধ্য হইতে একদলকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আনসারদের এক গোত্রের মৃতদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ

হাসান (রহঃ) বলেন, আনসারদের এক গোত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া ছিল যে, তাহাদের যে কেহ মারা যাইবে তাহার কবরের উপর মেঘ আসিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। একবার এই গোত্রের আযাদকৃত এক গোলাম মারা গেলে মুসলমানগণ বলিলেন, আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম সেই কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন সেই গোলামকে দাফন করা হইল তখন একটুকরা মেঘ আসিয়া তাহার কবরের উপর বর্ষিত হইল।

আসমান হইতে বালতি অবতরণপূর্বক পানি পান করানো

ওসমান ইবনে কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) যখন হিজরত করিলেন তখন রাওহা পৌছার পূর্বে মুনসারাফ নামক স্থানে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। তাহার নিকট

পানিও ছিল না। তিনি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় আসমান হইতে সাদা রশিতে বাঁধা একটি বালতি নামিয়া আসিল। তিনি সেই বালতি হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পানি পান করিলেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) বলিতেন, এই ঘটনার পর হইতে আমার কখনও পিপাসা লাগে নাই। অথচ আমি কঠিন গরমের মধ্যে রোযা রাখিতাম, যেন আমার পিপাসা লাগে, কিন্তু তারপরও আমার পিপাসা লাগিত না।

পানিতে বরকত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত রাখা ও কুলি করার কারণে পানিতে বরকত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আসরের সময় হইলে লোকেরা অযূর জন্য পানি তালাশ করিল, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সামান্য অযূর পানি আনা হইল। তিনি সেই পানিতে নিজের হাত মোবারক রাখিলেন এবং লোকদেরকে বলিলেন, তাহারা যেন সেই পাত্র হইতে পানি লইয়া অযূ করে। আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলের নীচ হইতে পানি বাহির হইতেছিল, আর এই সামান্য পানি দ্বারা সকলে অযূ করিয়া লইল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নামাযের আযান হইয়া গেল। যাহাদের ঘর মসজিদের নিকটে ছিল তাহারা উঠিয়া নিজেদের ঘরে অযূ করিতে চলিয়া গেল। আর যাহাদের ঘর মসজিদ হইতে দূরে ছিল তাহারা মসজিদে রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাথরের একটি পেয়ালা আনা হইল। পেয়ালাটি এত ছোট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ছড়াইয়া উহাতে রাখিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি আঙ্গুল গুটাইয়া উহার মধ্যে হাত রাখিলেন। (আর তাঁহার হাত হইতে পানি বাহির হইতে লাগিল।) মসজিদে যত লোক ছিল সকলে সেই পানি দ্বারা অযূ করিয়া লইল।

বর্ণনাকারী হুমাইদ (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, মসজিদে কত লোক ছিল, যাহারা অযূ করিল? তিনি বলিলেন, আশিজন অথবা উহা হইতেও অধিক ছিল। এই রেওয়ায়াত বোখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। বোখারী শরীফে অনুরূপ অপর এক রেওয়ায়াতও বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন। সেখানে তাঁহার নিকট একটি পাত্র আনা হইল। তিনি সেই পাত্রে নিজের হাত মোবারক রাখার পর তাঁহার আঙ্গুল হইতে বেগে পানি বাহির হইতে লাগিল। সকলে উহা দ্বারা অযূ করিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা তিনশতজন বা উহার কাছাকাছি ছিলাম।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমরা চৌদ্দশতজন ছিলাম। হুদাইবিয়া একটি কূয়ার নাম। আমরা উহা হইতে এত পানি বাহির করিলাম যে, উহাতে আর এক ফোটা পানিও অবশিষ্ট রহিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জানিতে পারিয়া) কূয়ার পারে আসিয়া বসিলেন। পানি আনাইয়া উহা দ্বারা কুলি করিলেন এবং কুলির পানি কূয়াতে ফেলিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কূয়া পানিতে ভরিয়া গেল। আমরা নিজেরাও পান করিলাম এবং আমাদের জানোয়ারগুলিকেও পান করাইলাম। আমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হইলাম এবং আমাদের জানোয়ারগুলিও পরিতৃপ্ত হইল। প্রথম খণ্ডে বোখারী শরীফের রেওয়ায়াতে হযরত মেসওয়ার (রাঃ) ও হযরত মারওয়ান (রাঃ) হইতে হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন লোকদের পিপাসা লাগিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি পেয়ালা রাখা ছিল। তিনি উহা হইতে অযূ করিতেছিলেন। লোকজন কান্নামুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? লোকেরা

বলিল, আমাদের নিকট না অযূ করার পানি আছে, আর না পান করার পানি। শুধু এইটুকু পানিই আছে যাহা আপনার সম্মুখে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালার ভিতর নিজের হাত রাখিলেন, আর ফোয়ারার ন্যায় তাঁহার আঙ্গুলের মাঝখান হইতে পানি বাহির হইতে লাগিল। আমরা সেই পানি পান করিলাম এবং উহা দ্বারা অযূও করিলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমরা ছিলাম তো পনের শত, তবে যদি এক লক্ষও হইতাম তথাপি আমাদের জন্য সেই পানি যথেষ্ট হইয়া যাইত।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। নামাযের সময় হইল, কিন্তু আমাদের নিকট সামান্য পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনাইয়া একটি পেয়ালায় ঢালিলেন। অতঃপর তিনি উহাতে আপন হাত রাখিলেন। আর তাহার আঙ্গুলের মাঝখান হইতে পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আস, অযূ করিয়া লও এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত বরকত হাসিল কর। লোকজন আসিয়া অযূ করিতে লাগিল, আর আমি অগ্রসর হইয়া সেই পানি পান করিতে লাগিলাম, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত বরকত হাসিল কর।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট পানি আছে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, আমার অযূর পাত্রে সামান্য পানি আছে। তিনি বলিলেন, লইয়া আস। আমি সেই পাত্র তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, উহা হইতে অল্প পানি লও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দ্বারা অযূ করিলেন। সেই পাত্রে এক ঢোক পরিমাণ পানি অবশিষ্ট রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু

কাতাদাহ ! এই পানিটুকু হেফাজত করিয়া রাখ, অতিসত্বর এই পানির আশ্চর্য ঘটনা ঘটিবে।

দ্বিপ্রহরে যখন প্রচণ্ড গরম পড়িল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন এবং তাঁহার উপর লোকদের দৃষ্টি পড়িল। লোকেরা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা পিপাসায় ধ্বংস হইয়া গেলাম, আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তোমরা ধ্বংস হইবে না। অতঃপর বলিলেন, হে আবু কাতাদাহ ! সেই অযূর পাত্রটি লইয়া আস। আমি সেই পাত্র তাঁহার খেদমতে লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, আমার পেয়ালা খুলিয়া আন। আমি উহা খুলিয়া আনিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অযূর পাত্র হইতে পেয়ালায় পানি ঢালিয়া লোকদেরকে পানি পান করাইতে লাগিলেন। তাঁহার আশেপাশে লোকদের অনেক ভীড় হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, উত্তম আখলাক অবলম্বন কর। (একে অপরকে ধাক্কা দিও না) তোমাদের প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত হইয়াই ফিরিবে। অতএব সকলে পান করিল। আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমার জন্য পানি ঢালিয়া বলিলেন, হে আবু কাতাদাহ ! তুমি পান কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আগে পান করুন। তিনি বলিলেন, না, যে লোকদেরকে পান করায় সে সকলের শেষে পান করিয়া থাকে। সুতরাং প্রথমে আমি পান করিলাম, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করিলেন। অযূর পাত্রে পানি যেই পরিমাণ পূর্বে ছিল, সেই পরিমাণই থাকিয়া গেল। আর পানি পানকারীর সংখ্যা তিনশতজন ছিল। ইব্রাহীম ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, পানকারীর সংখ্যা সাতশতজন ছিল। (আবু নুআঈম)

মুসলিম শরীফে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে তবূকের যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে প্রথম দুই নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল তোমরা

তবূকের ঝর্ণার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে তোমাদের চাশতের সময় হইয়া যাইবে। তোমাদের যে কেহ সেই ঝর্ণার নিকট পৌঁছিয়া যায় সে যেন আমি আসা পর্যন্ত উহার পানিতে হাত না দেয়। অতএব আমরা যখন ঝর্ণার নিকট পৌঁছিলাম তখন আমাদের পূর্বেই দুই ব্যক্তি সেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ঝর্ণা হইতে জুতার ফিতার ন্যায় অল্প অল্প পানি প্রবাহিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই ঝর্ণার পানিতে হাত লাগাইয়াছ? তাহারা বলিল, জ্বি হাঁ লাগাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে মন্দ বলিলেন। অতঃপর তাঁহার আদেশে লোকেরা আঁজলা ভরিয়া অল্প অল্প করিয়া কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পাত্রে নিজের চেহারা ও হাত ধুইলেন এবং সেই পানি ঝর্ণায় ফেলিয়া দিলেন। পানি ফেলাতেই ঝর্ণা হইতে খুব জোরে অধিক পরিমাণে পানি বাহির হইতে লাগিল। সকলে সেই পানি পান করিল এবং পরিতৃপ্ত হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয! যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয় তবে তুমি এই সমস্ত জায়গা বাগান দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিবে।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলেন। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করিয়া হযরত এমরান (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের অত্যাধিক পিপাসা লাগিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিতেছিলাম। এমন সময় আমরা একজন মহিলা পাইলাম, যে দুইটি বড় মশকের উপর পা ঝুলাইয়া আপন উটনীর উপর বসিয়াছিল। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পানি কোথায়? সে বলিল, এইখানে কোথাও পানি নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার ঘর হইতে পানি কত দূরে? সে বলিল, একদিন একরাত্র চলার পথ। আমরা বলিলাম, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চল। সে বলিল, আল্লাহর রাসূল কে?

আমরা তাহাকে কোন প্রকার সুযোগ না দিয়া সরাসরি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহাই বলিল যাহা আমাদের সহিত বলিয়াছিল, এবং ইহাও বলিল যে, তাহার সন্তানগণ এতীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বড় বড় উভয় মশকের নিকট গেলেন এবং উহার মুখের উপর আপন হাত বুলাইলেন। আমরা চল্লিশজন ছিলাম এবং অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিলাম, প্রথমতঃ আমরা উহা হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিলাম, তারপর আমাদের নিকট পানির যত মশক ও পাত্র ছিল সমস্ত ভরিয়া লইলাম এবং এমনভাবে ভরিলাম যে, আমাদের মশক ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে লইয়া আস। সুতরাং আমরা কিছু রুটির টুকরা ও খেজুর একত্র করিয়া মহিলাকে দিলাম। মহিলা তাহার পরিবারের লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, আমি হয় একজন সর্বাপেক্ষা বড় জাদুকরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আর না হয় তাহাদের কথা অনুসারে একজন সত্যিকার নবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার উসীলায় সেখানকার সমস্ত লোককে হেদায়াত দান করিলেন এবং মহিলাও ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সেখানকার সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল।

উক্ত হাদীস ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে বলিলেন, তোমার সন্তানদের জন্য খাওয়ার এই জিনিসগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আর জানিয়া রাখ, আমরা তোমার পানি হইতে একটুও কম করি নাই বরং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে (তাহার গায়েবী ভাণ্ডার হইতে) পান করাইয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট পানি আছে কি? আমি বলিলাম, আছে, কিন্তু অল্প যাহা আপনার জন্য যথেষ্ট হইবে না। তিনি বলিলেন,

একটি পাত্রে ঢালিয়া লইয়া আস। আমি (পাত্রে ঢালিয়া) লইয়া আসিলাম। তিনি উহাতে নিজের হাত মোবারক রাখিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার প্রত্যেক দুই আঙ্গুলের মাঝখান হইতে ঝর্ণার ন্যায় পানির স্রোত বাহির হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যদি আমার রবকে লজ্জা না করিতাম তবে এইভাবে আমরা পানি পান করিতাম ও করাইতাম। (অতএব মু'জেযা স্বরূপ অল্প সময়ের জন্য এরূপ হওয়াই যথেষ্ট।) যাও আমার সাহাবাদের মধ্যে ঘোষণা দিয়া দাও যে, যে কেহ পানি লইতে চায় সে যেন আঁজলা ভরিয়া যত ইচ্ছা লইয়া লয়।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বলেন, আমার কাওমের এক প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করিয়া ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি কূয়া আছে। শীতের মৌসুমে উহা আমাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আমরা সেই কূয়ার নিকট একত্রিত থাকি, কিন্তু গরমের মৌসুমে উহার পানি কমিয়া যায় বলিয়া আমরা আশেপাশের ঝর্ণার নিকট ছড়াইয়া পড়ি। এখন আর আমরা ছড়াইয়া যাইতে পারিব না, কারণ (ইসলাম গ্রহণের দরুন) আমাদের আশেপাশের সমস্ত লোক আমাদের শত্রু হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া দিন যেন গরমের মৌসুমেও উহার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি কংকর আনাইলেন এবং প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে হাতে লইয়া দোয়া করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা যখন কূয়ার নিকট পৌঁছিবে তখন একটি একটি করিয়া কংকরগুলি উহার মধ্যে ফেলিবে এবং ফেলিবার সময় আল্লাহর নাম লইবে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলিবে। সুতরাং তাহারা ফিরিয়া যাইয়া এরূপ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই কূয়ার পানি এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, তাহারা উহার তলা দেখিতে পাইতেছিলেন না।

আবু আওন (রহঃ) বলেন, হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার পর পথে ইবনে মুতী'এর নিকট

দিয়া অতিক্রম করিলেন। সে তাহার কূয়া খনন করিতেছিল। বর্ণনাকারী হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করিয়া বলেন, ইবনে মুতী' তাহাকে বলিলেন, আমি আমার এই কূয়াকে এইজন্য ঠিক করিতেছিলাম যাহাতে পুনরায় উহাতে পানি আসে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বালতিতে কোন পানি উঠিতেছে না। আপনি যদি এই কূয়ার জন্য আল্লাহর নিকট বরকতের দোয়া করিয়া দিতেন তবে বড় মেহেরবানী হইত।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, কূয়া হইতে সামান্য পানি আন। ইবনে মুতী' কূয়া হইতে বালতিতে সামান্য পানি আনিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) উহা হইতে কিছু পান করিলেন এবং কুলি করিলেন। অতঃপর সেই পানি কূয়াতে ফেলিয়া দিলেন। ফলে কূয়ার পানি মিষ্টিও হইয়া গেল এবং বৃদ্ধিও পাইয়া গেল। (ইবনে সাদ)

জেহাদের সফরে খাদ্যদ্রব্যে বরকত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার দ্বারা খাদ্যে বরকত

হযরত আবু আমরা আনসারী (রাঃ) বলেন, আমরা এক জেহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। লোকদের অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিল। কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কয়েকটি উট জবাই করার অনুমতি চাহিয়া বলিল, এই গোশত খাওয়ার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই পরিমাণ শক্তি দান করিবেন যে, আমরা গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছিতে পারিব। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু উট জবাই করার অনুমতি দিতে মনস্থ করিয়াছেন তখন তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল যখন আমরা ক্ষুধার্ত ও পায়দল দুশমনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইব তখন আমাদের কি অবস্থা হইবে? অতএব আমার রায় এই যে, আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে লোকদের নিকট যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য

অবশিষ্ট রহিয়াছে উহা একত্র করিয়া আল্লাহর নিকট উহাতে বরকতের দোয়া করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়ার উসিলায় উহাতে বরকতও দান করিবেন এবং আমাদেরকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাইয়াও দিবেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে তাহাদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনিতে বলিলেন, লোকেরা উহা আনিতে লাগিল। কেহ একমুষ্টি খেজুর আনিল, কেহ উহা অপেক্ষা বেশী আনিল। যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী আনিল, সে সাড়ে তিন সের খেজুর আনিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলিকে একত্র করিলেন। তারপর দাঁড়াইয়া কিছু সময় দোয়া করিলেন। অতঃপর বাহিনীর লোকদেরকে বলিলেন, নিজ নিজ পাত্র লইয়া আস এবং আঁজলা ভরিয়া আপন আপন পাত্রে ঢালিয়া লও। সুতরাং বাহিনীর লোকেরা নিজেদের সমস্ত পাত্র ভরিয়া লইল এবং তাহাদের লওয়ার পরও খাদ্যদ্রব্য সেই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়া গেল যেই পরিমাণ পূর্বে ছিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মোবারক প্রকাশ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এই দুই বিষয়ের উপর ঈমান রাখিয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে কেয়ামতের দিন তাহার নিকট হইতে জাহান্নামকে দূরে সরাইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবু খুনাইস গিফারী (রাঃ) বলেন, তেহামার যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। আমরা যখন উসফান নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসিয়া উঠা হইতে শেষ পর্যন্ত যে অংশ রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করেন নাই। বরং এই হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। যখন উসফান অতিক্রম করিয়া

সম্মুখে অগ্রসর হইলেন তখন বৃষ্টি হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) নীচে নামিলেন এবং সকলে বৃষ্টির পানি পান করিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, তবুকের যুদ্ধের সফরে লোকদের অত্যাধিক ক্ষুধা লাগিল। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের উট জবাই করিয়া উহার গোশত খাইতাম এবং উহার চর্বি ব্যবহার করিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জবাই কর। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। পরবর্তী অংশ হযরত আবু আমরা (রাঃ)এর হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। তিনি আমাদের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে যে পরিমাণ খেজুর আছে, তাহা একত্র করার আদেশ দিলেন এবং একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছাইয়া দিলেন। আমরা নিজেদের খেজুর আনিয়া উহার উপর ছড়াইয়া দিলাম। তারপর (ভিড়ের দরুন) শরীর টান করিলাম এবং ঘাড় উঁচা করিয়া দেখিলাম যে, আনুমানিক একটি বকরী বসিয়া থাকিলে যেই পরিমাণ উঁচা হইয়া থাকে সেই পরিমাণ একটি স্তূপ হইয়াছে। আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। আমরা সকলে খাইলাম। তারপর আমি ঘাড় উঁচা করিয়া দেখিলাম এবং অনুমান করিলাম যে, একটি বকরী বসিয়া থাকিলে যেই পরিমাণ উঁচা হয় সেই পরিমাণই রহিয়াছে। অতঃপর তিনি পানিতে বরকতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমরা সেখান হইতে এই পরিমাণ খেজুর খাইলাম যে, পেট ভরিয়া গেল এবং নিজেদের চামড়ার থলিগুলিও পরিপূর্ণ করিয়া লইলাম। (বিদায়াহ)

খন্দকের যুদ্ধে খাদ্যে বরকত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক খনন করিতেছিলেন। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) ক্ষুধার

কারণে পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের জানামতে এমন লোক আছে কি যে, আমাদেরকে একবেলা খাওয়াইতে পারে? এক ব্যক্তি বলিল, জ্বি হাঁ, আমার জানা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন আর কোন উপায় নাই, তখন তুমিই অগ্রসর হও এবং আমাদেরকে লইয়া চল।

অতএব তাহারা সেই ব্যক্তির ঘরে গেলেন, কিন্তু ঘরের মালিক ঘরে ছিল না, সে তো নিজের অংশের খন্দক খননের কাজে ব্যস্ত ছিল। তাহার স্ত্রী সংবাদ পাঠাইল যে, তাড়াতাড়ি আস, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাদের ঘরে আসিয়াছেন। সেই ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! তাহার একটি বকরী ছিল এবং উহার একটি বাচ্চাও ছিল। সে (জবাই করার জন্য) দ্রুত বকরীর দিকে অগ্রসর হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বকরী জবাই করিলে উহার বাচ্চার কি উপায় হইবে? কাজেই বকরী জবাই করিও না। সুতরাং সে বকরীর বাচ্চা জবাই করিল এবং তাহার স্ত্রী সামান্য আটা লইয়া উহা মথিল এবং রুটি বানাইল। ইতিমধ্যে গোশতের হাড়ি ও রান্না হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী পেয়ালার মধ্যে রুটি ও গোশত দ্বারা সারীদ বানাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের সম্মুখে পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন, বিসমিল্লাহ, আয় আল্লাহ! ইহাতে বরকত দান করুন। (তারপর সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন,) খাও। সাহাবা (রাঃ) উহা হইতে পেট ভরিয়া খাইলেন, কিন্তু তাহারা উহা হইতে মাত্র তিনভাগের একভাগ খাইতে পারিলেন, আরো দুই ভাগ অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যে দশজন সাহাবা ছিলেন তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, যাও, তোমাদের ন্যায় আরো দশজনকে পাঠাইয়া দাও। সুতরাং তাহারা চলিয়া গেলেন এবং অপর দশজনকে আসিলেন। তাহারাও অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া খাইলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঘরের উক্ত মহিলা ও তাহার ঘরের সকলের জন্য বরকতের দোয়া করিলেন। তারপর তাহারা সকলে খন্দকের দিকে চলিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাদেরকে সালমানের নিকট লইয়া চল। সেখানে পৌছিয়া দেখিলেন, হযরত সালমান (রাঃ)এর সম্মুখে একটি কঠিন পাথর দেখা দিয়াছে যাহা তিনি ভাঙ্গিতে পারিতেছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে সুযোগ দাও, আমিই উহার উপর সর্বপ্রথম আঘাত করিব। সুতরাং বিসমিল্লাহ বলিয়া তিনি উহাতে আঘাত করিলে উহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ একটি টুকরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, সিরিয়ার মহলগুলি জয়লাভ হইবে। তিনি পুনরায় আঘাত করিলে আরো এক টুকরা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, কা'বার রবের কসম, পারস্যের মহলগুলি জয়লাভ হইবে। এই সময় মুনাফিকগণ বলিল, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে খন্দক খনন করিতে হইতেছে, আর তিনি আমাদের সহিত পারস্য ও রোম বিজয়ের ওয়াদা করিতেছেন। (বিদায়াহ)

পূর্বে খরচ করার অধ্যায়ে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে এই হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে যে, তিনি সাড়ে তিনসের যবের আটা দ্বারা রুটি বানাইলেন এবং একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করিয়া সালন পাক করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের সমস্ত লোকদের ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদের সংখ্যা এক হাজার বা উহার কাছাকাছি ছিল। তাহারা সকলে সেই বকরীর বাচ্চা ও সামান্য পরিমাণ যবের রুটি দ্বারা পেট ভরিয়া খাইলেন, তারপরও খাবার যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

বাড়ীঘরে অবস্থানকালে সাহাবা (রাঃ)দের খাদ্যদ্রব্যে বরকত

হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাঁহার খেদমতে এক পেয়ালা সারীদ পেশ করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও খাইলেন এবং লোকেরাও খাইল। প্রায় যোহর পর্যন্ত লোকেরা পালাক্রমে খাইতে থাকিল। কিছুলোক খাইয়া উঠিয়া গেলে আবার কিছুলোক আসিত, তাহারা খাইয়া উঠিয়া গেলে আবার কিছুলোক আসিয়া খাইয়া যাইত। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, সেই পেয়ালাতে কি আবার সারীদ আনিয়া ঢালা হইতেছিল? হযরত সামুরা (রাঃ) বলিলেন, জমিন হইতে তো ঢালা হইতেছিল না, তবে আসমান হইতে অবশ্যই ঢালা হইতেছিল। অপর রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে কি আরো সারীদ আনিয়া ঢালা হইতেছিল? হযরত সামুরা (রাঃ) বলিলেন, এরূপ হইলে আর উহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি রহিল? তারপর আসমানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, সেখান হইতে ঢালা হইতেছিল। (বিদায়াহ)

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, আমি সুফফায় অবস্থানকারী সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে ছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়া এক টুকরা রুটি আনাইলেন। উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া একটি পেয়ালায় রাখিলেন। উহার উপর গরম পানি ঢালিলেন এবং উহার সহিত কিছু চর্বি মিশাইয়া উহাকে খুব ভালভাবে ঘুঁটিলেন। তারপর উহাকে স্তূপাকার করিয়া মাঝখানে উচা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও, তুমি সহ দশজনকে লইয়া আস। আমি তাহাদেরকে লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, খাও, কিন্তু উপর হইতে খাইবে না, নীচের অংশ হইতে খাইবে। কেননা উপর অর্থাৎ মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাহারা সকলে পেট ভরিয়া খাইল।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, আমি সুফফায় অবস্থানকারী সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে একজন ছিলাম। আমার সঙ্গীগণ ক্ষুধার অভিযোগ করিয়া আমাকে বলিল, হে ওয়াসেলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও এবং আমাদের জন্য কিছু খাবার চাহিয়া আন। আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সঙ্গীগণ ক্ষুধার অভিযোগ করিতেছে। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর তো কিছু নাই, তবে কিছু রুটির গুঁড়া রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, উহাই আমার নিকট লইয়া আস।

হযরত আয়েশা (রাঃ) চামড়ার একটি পাত্র আনিলেন (উহাতে রুটির গুঁড়া ছিল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা আনাইয়া উহাতে গুঁড়াগুলি ঢালিলেন এবং নিজ হাতে উহা দ্বারা সারীদ বানাইতে আরম্ভ করিলেন। উহা বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পেয়ালা ভরিয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে ওয়াসেলা, যাও, তোমার সঙ্গীদের মধ্য হইতে তুমি সহ দশজনকে ডাকিয়া আন। আমি গেলাম এবং আমি সহ দশজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি বলিলেন, বসিয়া যাও এবং আল্লাহর নাম লইয়া খাইতে আরম্ভ কর। পেয়ালার কিনার হইতে খাইবে উপর হইতে অর্থাৎ মাঝখান হইতে খাইবে না, কেননা মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়। তাহারা সকলে পেট ভরিয়া খাইল। তারপর যখন উঠিল তখন পেয়ালায় সারীদ পূর্বে যেই পরিমাণ ছিল সেই পরিমাণই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজহাতে গুটাইয়া ঠিক করিতে লাগিলেন, আর উহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে পেয়ালা ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে ওয়াসেলা! তোমার সঙ্গীদের মধ্য হইতে দশজনকে লইয়া আস।

আমি দশজন লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, বসিয়া যাও, তাহারা বসিয়া গেল এবং পেট ভরিয়া খাইল। তারপর তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, যাও, তোমার সঙ্গীদের মধ্য হইতে আরো দশজন লইয়া আস। আমি যাইয়া দশজন লইয়া আসিলাম। তাহারাও পেট ভরিয়া খাইল এবং উঠিয়া চলিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কেহ বাকি আছে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। দশজন বাকী আছে। তিনি বলিলেন, যাও, তাহাদেরকেও লইয়া আস। আমি তাহাদেরকে লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, বসিয়া যাও। তাহারা বসিয়া গেল

এবং তাহারাও পেট ভরিয়া খাইল, আর উঠিয়া চলিয়া গেল। পেয়ালায় পূর্বে যেই পরিমাণ সারীদ ছিল সেই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওয়াসেলা, এইগুলি আয়েশার নিকট লইয়া যাও। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি সুফফায় অবস্থানকারীদের মধ্য হইতে ছিলাম। আমরা প্রায় বিশজন মানুষ ছিলাম। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই হাদীসে রুটির টুকরা ও সামান্য দুধের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, কয়েকদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই খাইতে পান নাই। যখন ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া গেলেন তখন তিনি নিজের সমস্ত বিবিদের ঘরে গেলেন, কিন্তু কাহারো ঘরে খাওয়ার কিছুই পাইলেন না। তারপর তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে বেটি, তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? কেননা আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আল্লাহর কসম, কিছুই নাই। তিনি যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর এক প্রতিবেশীনী দুইটি রুটি এবং এক টুকরা গোশত পাঠাইল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) উহা গ্রহণ করিলেন এবং একটি পেয়ালায় রাখিয়া দিলেন। আর মনে মনে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই খাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগে খাওয়াইব। না নিজে খাইব, আর না আমার নিকট যাহারা আছে তাহাদেরকে খাওয়াইব। অথচ তাহাদেরও একটু পেট ভরিয়া খাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি হযরত হাসান (রাঃ) অথবা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহাকে ডাকিয়া আনার জন্য পাঠাইলেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরজ করিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আল্লাহ তায়ালা কিছু পাঠাইয়াছেন, যাহা আমি আপনার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমার বেটি, লইয়া আস। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, আমি সেই পেয়ালা লইয়া আসিলাম এবং উহা খোলার পর দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সমস্ত পেয়ালা রুটি ও গোশত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বুঝিলাম, আল্লাহর পক্ষ হইতে বরকত হইয়াছে। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলাম এবং তাঁহার নবীর উপর দরূদ পাঠ করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খাবার রাখিয়া দিলাম। তিনি খাবার দেখিয়া বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! হে আমার বেটি, এই খাবার তুমি কোথা হইতে পাইয়াছ? আমি বলিলাম, আব্বাজান, এই খাবার আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে, আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব ও ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের মেয়েদের সর্দার (হযরত মারইয়াম (রাঃ))এর সাদৃশ্য বানাইয়াছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন তাহাকে রুযী দান করিতেন, আর তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে, আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব ও ধারণাতীত রিযিক দান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠাইয়া হযরত আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং স্বয়ং তিনি, হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) ও তাঁহার বিবিগণ এবং তাঁহার ঘরের সমস্ত লোক পেট ভরিয়া খানা খাইলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, সকলের খাওয়ার পর খাবার যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল এবং অবশিষ্ট খাবার সমস্ত প্রতিবেশীদের জন্য যথেষ্ট হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা সেই খাবারের মধ্যে অত্যাধিক খায়ের ও বরকত দান করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডে ১৫৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের অধ্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)এর হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশেমকে ডাকিলেন।

তাহারা প্রায় চল্লিশজন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ (অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক) পরিমাণ খাবার রান্না করিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। তাহারা সকলে পেট ভরিয়া খাইল। কিন্তু তাহাদের খাওয়ার পরও খাবার যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এক পেয়ালা পানীয় পান করাইলেন। তাহারা সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল। কিন্তু তাহাদের পান করার পরও উহা পূর্বে যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত তাহাদেরকে খাওয়া দাওয়া করাইলেন। তারপর তাহাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) হইতে খাবারে বরকতের ঘটনাবলী পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে। মেহমানদের মেহমানদারীর ঘটনাবলীতে হযরত আবু তালহা (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মেহমানদারীতে বরকত ও রহমত প্রকাশের ঘটনা তৃতীয় খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় ও ১০৭ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে। হযরত যায়নাব (রাঃ)এর বিবাহের ঘটনায় তাহার ওলীমাতে বরকত প্রকাশের ঘটনাও পূর্বে চতুর্থ খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের শস্য ও ফলফলাদিতে বরকত

হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, দাউস গোত্রের এক মহিলা ছিলেন যাহাকে উম্মে শরীক বলা হইত। তিনি রমযান মাসে মুসলমান হইলেন এবং মদীনায় হিজরত করিলেন। সফরে তাহার সহিত এক ইহুদীও ছিল। তাহার অত্যন্ত পিপাসা লাগিল, আর ইহুদীর নিকট পানি ছিল। তিনি ইহুদীর নিকট পানি চাহিলেন। ইহুদী বলিল, তুমি যতক্ষণ ইহুদী না হইবে ততক্ষণ তোমাকে পানি পান করাইব না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ তাহাকে পানি পান করাইতেছে।

ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলেন, তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার কোন পিপাসা নাই। অতঃপর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিলেন তখন সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি নিজেকে ইহার উপযুক্ত মনে করিলেন না এবং আরজ করিলেন, আপনি ব্যতীত আর কাহারো সহিত আমাকে বিবাহ দিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)এর সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলেন এবং তাহাকে ত্রিশ সা' (প্রায় আড়াই মণ) যব দেওয়ার আদেশ দিলেন, আর বলিলেন, এইগুলি খাইতে থাক, কিন্তু মাপিও না। তাহার নিকট চামড়া নির্মিত এক ডিব্বা ঘি ছিল, যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হাদিয়া স্বরূপ আনিয়াছিলেন। তিনি আপন বাঁদীকে বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া যাও। বাঁদী উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে লইয়া গেল এবং তাঁহার পাত্রে ঢালিয়া দিয়া ডিব্বা খালি করিয়া লইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীকে বলিলেন, এই ডিব্বাকে ঘরে যাইয়া লটকাইয়া রাখিও এবং উহার মুখ রশি দ্বারা বাঁধিও না। বাঁদী তাহাই করিল। হযরত উম্মে শরীক (রাঃ) ঘরে আসিয়া দেখিলেন ডিব্বা ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি বাঁদীকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দিয়া আস? বাঁদী বলিল, আমি তো দিয়া আসিয়াছি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, ডিব্বার মুখ কখনও বন্ধ করিও না। সুতরাং বহুদিন পর্যন্ত ঘরের লোকেরা সেই ডিব্বা হইতে ঘি বাহির করিয়া খাইতে থাকিল। একবার হযরত উম্মে শরীক (রাঃ) সেই ডিব্বার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর উহা শেষ হইয়া গেল। এমনিভাবে তাহারা সেই যবকে মাপিয়া দেখিল, উহা ত্রিশ সা'ই রহিয়াছে, একটুও কমে নাই।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত উম্মে শরীক দুওয়াইসিয়া (রাঃ) হিজরত করিলেন। পথে এক ইহুদী সফরসঙ্গী হইল।

তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সন্ধ্যা হইলে ইহুদী তাহার স্ত্রীকে বলিল, তুমি যদি এই মহিলাকে পানি দাও তবে আমি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। অবশেষে তিনি পিপাসার্তই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রের শেষ প্রহরে (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তাহার বুকের উপর একটি বালতি ও একটি থলি রাখা হইল। তিনি সেই বালতি হইতে তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন। অতঃপর তিনি সেই ইহুদী ও তাহার স্ত্রীকে ঘুম হইতে জাগাইলেন যাহাতে রাত্রের শেষ প্রহরে সফর আরম্ভ করিতে পারেন। ইহুদী বলিল, এই মহিলার আওয়াজ শুনিয়া আমার মনে হইতেছে, সে পানি পান করিয়াছে। হযরত উম্মে শরীক (রাঃ) বলিলেন, (আমি অবশ্যই পানি পান করিয়াছি) তবে আল্লাহর কসম, তোমার স্ত্রী আমাকে পানি পান করায় নাই। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)এর চামড়া নির্মিত একটি ঘিয়ের ডিব্বা ছিল। অতঃপর ঘিতে বরকতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

সামান্য যবের মধ্যে বরকত

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া কিছু খাদ্যশস্য চাহিল। তিনি তাহাকে আধা ওসাক (অর্থাৎ দুই মণ পঁচিশ সের পরিমাণ) যব দিলেন। উক্ত ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও তাহার খাদেম বহুদিন পর্যন্ত উহা হইতে খাইতে থাকিল। একদিন তাহারা উহাকে মাপিয়া দেখিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিয়া বলিলেন, যদি তোমরা উহাকে না মাপিতে তবে সর্বদা খাইতে থাকিতে, কখনও শেষ হইত না এবং উহা সর্বদা চলিতে থাকিত। (বিদায়াহ)

হযরত নওফাল (রাঃ)এর যবে বরকত

হযরত নওফাল ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের বিবাহের ব্যাপারে সাহায্য চাহিলাম। তিনি এক মহিলার সহিত আমাকে বিবাহ করাইয়া দিলেন। আমাকে দেওয়ার জন্য কিছু তালাশ করিলেন,

কিন্তু দেওয়ার মত কিছুই পাইলেন না। তিনি নিজের একটি বর্ম হযরত আবু রাফে' (রাঃ) ও হযরত আবু আইউব (রাঃ)কে দিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সেই বর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট হইতে তিন সা' (অর্থাৎ দুই মণ পাঁচিশ সের) যব ধার লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তিনি সেই যব আমাকে দিয়া দিলেন। আমরা সেই যব ছয় মাস পর্যন্ত খাইতে থাকিলাম। তারপর যখন আমরা উহা মাপিলাম তখন সেই পরিমাণই ছিল যেই পরিমাণ আনিয়াছিলাম। একটুও কম হয় নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথা আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহা না মাপিতে তবে যতদিন জীবিত থাকিতে উহা হইতে খাইতে থাকিতে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর যবে বরকত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমার তাকে রাখা সামান্য যব ব্যতীত আমার নিকট খাওয়ার মত আর কিছুই ছিল না। বহুদিন পর্যন্ত আমি উহা হইতে খাইতে রহিলাম। অবশেষে একদিন আমি উহা মাপিয়া দেখিলাম। তারপর উহা শেষ হইয়া গেল।

হযরত জাবের (রাঃ)এর খেজুরে বরকত

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমার পিতা ইন্তেকালের সময় ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তাহার ইন্তেকালের পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলাম, আমার পিতা বহু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন, আর এই ঋণ পরিশোধ করার মত আমার নিকট কিছু নাই। তাহার শুধু একটি খেজুরের বাগান রহিয়াছে, উহার আমদানী ব্যতীত আর কিছুই নাই। উহার আমদানীও এত কম যে, উহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে কয়েক বৎসর লাগিয়া যাইবে। আপনি আমার সহিত চলুন, যাহাতে পাওনাদারগণ আমাকে গালমন্দ না করে। অতএব তিনি আমার সহিত গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারিদিকে ঘুরিয়া

দোয়া করিলেন, তারপর দ্বিতীয় স্তুপের চারিদিকে ঘুরিলেন এবং সেখানে বসিয়া গেলেন এবং পাওনাদারদেরকে বলিলেন, তোমরা এখান হইতে লইতে আরম্ভ কর। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দিতে আরম্ভ করিলেন এবং) পাওনা অনুযায়ী তাহাদের সকলকে পুরাপুরি দিলেন। তারপরও যেই পরিমাণ তাহাদেরকে দিলেন, সেই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

আবু নুআঈম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্তুপের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, যাও, তোমার (পাওনাদার) সঙ্গীদেরকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদেরকে ডাকিয়া আনিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে মাপিয়া মাপিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করিয়া দিলেন। অথচ আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাতেও সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন, আর আমি একটি খেজুরও আমার বোনদের নিকট ফেরত লইয়া যাইতে না পারি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা খেজুরের সম্পূর্ণ স্তুপই বাঁচাইয়া দিলেন। বরং যেই স্তুপের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন উহাকে যেমন ছিল তেমনই দেখিতে পাইতেছিলাম, যেন একটি খেজুরও কমে নাই।

খন্দক খননের সময় খেজুরে বরকত

সা'দ ইবনে মীনা (রহঃ) বলেন, হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ)এর মেয়ে যিনি হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ)এর বোন। তিনি বলেন, আমার মা হযরত আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া এক আঁজলা খেজুর আমার কাপড়ে দিয়া বলিলেন, বেটি, তোমার পিতা ও তোমার মামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর নিকট তাহাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য লইয়া যাও। আমি সেই খেজুর লইয়া চলিলাম এবং আমার পিতা ও মামাকে তালাশ করিতে করিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বেটি,

এইদিকে আস, তোমার নিকট এইগুলি কি? আমি বলিলাম, এইগুলি খেজুর, আমার মা আমাকে আমার পিতা ও আমার মামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর নিকট এইগুলি পাঠাইয়াছেন, যাহাতে তাহারা দুপুরে খাইতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে দিয়া দাও। আমি সেই খেজুর তাঁহার উভয় হাতে ঢালিয়া দিলাম। খেজুর এত অল্প ছিল যে, তাঁহার উভয় হাতও ভরিল না।

অতঃপর তাঁহার আদেশে একটি কাপড় বিছানো হইল এবং তিনি সেইগুলি উহার উপর ঢালিয়া দিলেন। খেজুরগুলি কাপড়ের উপর ছড়াইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, খন্দকের লোকদেরকে ঘোষণা দিয়া দাও, যেন তাহারা সকলে দুপুরের খাওয়ার জন্য আসিয়া যায়। ঘোষণা শুনিয়া খন্দকের লোকজন সকলে আসিয়া একত্রিত হইল এবং খেজুর খাইতে আরম্ভ করিল। আর খেজুর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। খন্দকের সকলে খাইয়া চলিয়া গেল, আর খেজুরের পরিমাণ এত বেশী হইয়া গেল যে, কাপড়ের বাহিরে পড়িয়া যাইতে লাগিল।

তবূকের যুদ্ধে সাতটি খেজুরে বরকত

হযরত এরবায (রাঃ) বলেন, আমি সফরে ও বাড়ীতে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে পড়িয়া থাকিতাম। একবার আমরা তবূকের সফরে ছিলাম। আমরা রাত্রে কোন কাজে গিয়াছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম তখন তিনি ও তাঁহার নিকট যাহারা ছিল তাহারা সকলে রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে? আমি তাহাকে জানাইলাম। ইতিমধ্যে হযরত জুয়াল ইবনে সুরাকা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রাঃ)ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা তিনজন হইলাম, আমাদের প্রত্যেকে ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার নিকট আমাদের খাওয়ার জন্য কিছু চাহিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না।

অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ)কে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, কিছু আছে কি? হযরত বেলাল (রাঃ) চামড়ার থলি লইয়া ঝাড়িতে লাগিলেন। উহা হইতে সাতটি খেজুর বাহির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলিকে একটি বড় পেয়ালায় লইয়া উহার উপর হাত মোবারক রাখিলেন এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া খাও। আমরা খেজুর খাইলাম। আমি খেজুর খাইতেছিলাম আর গুণিতেছিলাম এবং উহার দানাগুলি অপর হাতে রাখিতেছিলাম। খাওয়া শেষে আমি গুণিয়া দেখিলাম যে, আমি চুয়ান্নটি খেজুর খাইয়াছি। আমার অপর দুই সঙ্গীগণও আমার ন্যায় করিতেছিল এবং খেজুর গুণিতেছিল। তাহারা প্রত্যেকে পঞ্চাশটি করিয়া খেজুর খাইয়াছিল। আমরা যখন খাওয়া শেষে হাত উঠাইয়া লইলাম তখন দেখিলাম, সাতটি খেজুর যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বেলাল, এইগুলি তোমার থলিতে রাখিয়া দাও।

দ্বিতীয় দিন তিনি সেই খেজুরগুলি পেয়ালায় ঢালিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া খাও। আমরা দশজন ছিলাম, সকলেই পেট ভরিয়া খাইলাম। আমরা যখন খাওয়া শেষ করিয়া হাত গুটাইয়া লইলাম তখনও সেই সাতটি খেজুরই অবশিষ্ট রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি আমি আমার রবকে লজ্জা না করিতাম তবে আমরা সকলে মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এই খেজুরগুলিই খাইতে থাকিতাম। অতঃপর তিনি যখন মদীনায় পৌঁছিলেন তখন একটি ছোট্ট ছেলে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেই খেজুরগুলি তাহাকে দিয়া দিলেন, আর সে খেজুর মুখে পুরিয়া মুখ নাড়াইতে লাগিল। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর খেজুর থলিতে বরকত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, ইসলামের যুগে আমার উপর এমন তিনটি মুসীবত আসিয়াছে যাহা আর কখনও আমার উপর আসে নাই। এক হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মুসীবত। কেননা আমি তাঁহার একজন সাধারণ সাহাবী ছিলাম। দ্বিতীয় হইল, হযরত ওসমান (রাঃ)এর শাহাদাতের মুসীবত। তৃতীয় হইল, খাবারের থলির দুর্ঘটনা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা! খাবারের থলির দুর্ঘটনা কি? তিনি বলিলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি বলিলাম, খাবারের থলিতে কিছু খেজুর আছে। তিনি বলিলেন, লইয়া আস। আমি খেজুর বাহির করিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিয়া দিলাম। তিনি উহার উপর হাত বুলাইলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, দশজনকে ডাকিয়া আন। আমি দশজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহারা পেট ভরিয়া খেজুর খাইল। এইভাবে দশজন করিয়া আসিয়া খাইয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাহিনী খাইয়া গেল, কিন্তু তারপরও থলির মধ্যে খেজুর বাঁচিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, তুমি যখন এই থলি হইতে খেজুর বাহির করিতে চাহিবে তখন হাত ঢুকাইয়া বাহির করিবে, উহাকে উল্টাইবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পূর্ণ জীবনকাল উহা হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে থাকিলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সম্পূর্ণ জীবনকাল এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্পূর্ণ জীবনকাল উহা হইতে বাহির করিয়া খাইতে রহিয়াছি। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)এর সম্পূর্ণ জীবনকাল উহা হইতে খাইতে রহিয়াছি। অতঃপর যখন হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হইলেন তখন আমার সামানপত্র লুট হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে আমার সেই খাবারের থলিও লুট হইয়া গেল। আমি উহা হইতে কি

পরিমাণ খেজুর খাইয়াছি তাহা তোমাদেরকে বলিব কি? আমি উহা হইতে দুইশত ওসাক (অর্থাৎ এক হাজার পঞ্চাশ মণ) হইতেও বেশী খেজুর খাইয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ)এর ফলে বরকত

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার এই ছোট্ট খাদেম, তাহার জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহার মাল ও আওলাদ বৃদ্ধি করিয়া দিন, তাহার বয়স দীর্ঘ করিয়া দিন এবং তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার দুই কম একশত (অর্থাৎ আটানব্বই) জন নিজ সন্তান দাফন করিয়াছি। অথবা বলিয়াছেন, একশতের উপর দুই (অর্থাৎ একশত দুই)জন দাফন করিয়াছি। আর আমার বাগানে বৎসরে দুইবার ফল আসে, আর আমার জীবন এত দীর্ঘ হইয়াছে যে, এখন জীবন হইতে বিরক্তি আসিয়া গিয়াছে। আর আমি চতুর্থ দোয়াও পূরণ হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। (অর্থাৎ গুনাহ মাফ হওয়ার।)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, (আমার মা) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাসের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহার মাল ও আওলাদ বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং উহাতে বরকত দান করুন। সুতরাং আমি আমার নাতিপোতা ব্যতীত একশত পঁচিশজন নিজ সন্তান দাফন করিয়াছি, আর আমার জমিনে বৎসরে দুইবার ফল আসে, অথচ অত্র এলাকায় আর কোন জমিন বৎসরে দুইবার ফলে না।

সাহাবা (রাঃ)দের দুধ ও ঘিয়ের মধ্যে বরকত

আনসারী মহিলা হযরত উম্মে মালেক (রাঃ)এর ঘিতে বরকত

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে মালেক বাহযিয়্যাহ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিজ ডিব্বায় করিয়া ঘি হাদিয়া পাঠাইতেন। একবার তাহার ছেলেরা তাহার নিকট সালন চাহিল। সেই সময় তাহার নিকট কিছু ছিল না। তিনি সেই ডিব্বার নিকট গেলেন যাহাতে করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাইতেন। দেখিলেন উহাতে ঘি রহিয়াছে। (অথচ তিনি উহা খালি করিয়া লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন।) অতঃপর বহুদিন পর্যন্ত তিনি ছেলেদেরকে উহা হইতে ঘি বাহির করিয়া দিতে থাকিলেন। অবশেষে একবার তিনি সেই চামড়ার ডিব্বাকে নিংড়াইয়া লইলেন। তারপর হইতে ঘি শেষ হইয়া গেল। হযরত উম্মে মালেক (রাঃ) এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহাকে নিংড়াইয়াছিলে? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি উহাকে এইভাবে রাখিতে, না নিংড়াইতে তবে সবদা উহা হইতে ঘি পাইতে থাকিতে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে মালেক আনসারিয়া (রাঃ) এক ডিব্বা ঘি লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)কে তাহার নিকট হইতে ঘি গ্রহণ করার হুকুম দিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) চামড়ার সেই ডিব্বা নিংড়াইয়া ঘি বাহির করিয়া লইলেন এবং খালি ডিব্বা হযরত উম্মে মালেক (রাঃ)কে ফেরত দিয়া দিলেন। তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ডিব্বা ঘিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং আরজ করিলেন, আমার ব্যাপারে কি আসমান হইতে কোন ওহী নাযিল হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে

মালেক কেন, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আপনি আমার হাদিয়া কেন ফেরত দিয়াছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তো ডিব্বা হইতে সমস্ত ঘি বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। বরং আমি উহাকে এমনভাবে নিংড়াইয়া লইয়াছি যে, আমার লজ্জা লাগিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে মালেক! তোমাকে মোবারক হউক! আল্লাহ তায়ালা তোমার হাদিয়ার বিনিময় দ্রুত দান করিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার পড়ার কথা শিক্ষা দিলেন।

হযরত উম্মে আওস (রাঃ)এর ঘিতে বরকত

হযরত উম্মে আওস রাহযিয়্যাহ (রাঃ) ঘি প্রস্তুত করিয়া একটি চামড়া নির্মিত ডিব্বায় লইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন এবং ডিব্বা হইতে সমস্ত ঘি ঢালিয়া লইয়া তাহার জন্য বরকতের দোয়া করিলেন এবং তাহাকে ডিব্বা ফেরত দিয়া দিলেন। তিনি ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ডিব্বা ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত তাহার হাদিয়া গ্রহণ করেন নাই। অতএব তিনি চিৎকার করিতে করিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। (এবং আরজ করিলেন, আপনি আমার হাদিয়া গ্রহণ করিলেন না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা বলিয়া দাও (যে, আমরা তোমার হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বরকত।) অতঃপর হযরত উম্মে আওস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল পর্যন্ত উহা হইতে ঘি খাইতে থাকিলেন। তারপর হযরত আবু

বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলেও উহা হইতে ঘি খাইতে রহিলেন। তারপর যখন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল তখন পর্যন্ত উহা হইতে ঘি খাইয়াছেন।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর ঘিতে বরকত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার মায়ের একটি বকরী ছিল। তিনি উহার ঘি একটি চামড়ার ডিব্বাতে জমা করিতে থাকিলেন। যখন উহা পূর্ণ হইয়া গেল তখন তিনি নিজের এক পালক মেয়ের হাতে উহা দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, হে বেটি, এই ডিব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছাইয়া দাও, তিনি ইহাকে সালন হিসাবে ব্যবহার করিবেন। সেই মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ঘিয়ের ডিব্বা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আপনার খেদমতে পাঠাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের লোকদেরকে বলিলেন, তাহার ডিব্বা খালি করিয়া দিয়া দাও। ঘরের লোকেরা উহা খালি করিয়া তাহাকে দিয়া দিল।

সেই মেয়ে উহা লইয়া চলিয়া গেল এবং ঘরে ফিরিয়া উহাকে একটি খুঁটির সহিত লটকাইয়া রাখিল। সেই সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) ঘরে ছিলেন না। তিনি ঘরে আসিয়া দেখিলেন ডিব্বা ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং উহা হইতে ঘিয়ের ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছে। তিনি বলিলেন, এই মেয়ে, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, এই ডিব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাইয়া দিয়া আস? মেয়ে বলিল, আমি তো দিয়া আসিয়াছি, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তবে আপনি যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) মেয়েকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই মেয়ের হাতে একটি ডিব্বা আপনার খেদমতে পাঠাইয়াছিলাম, উহাতে ঘি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, সে ডিব্বা লইয়া আসিয়াছিল। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক ও সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ডিব্বাতো ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং উহা হইতে ফোটা ফোটা ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম, তুমি কি এই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করিতেছ যে, তুমি যেমন আল্লাহর নবীকে খাওয়াইয়াছ তেমনভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে খাওয়াইতেছেন। উহা হইতে তুমি নিজেও খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়াও। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আমি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটি বড় পেয়ালায় ও অন্যান্য পাত্রে ঢালিয়া সেই ঘি বন্টন করিলাম এবং সামান্য উহাতে রাখিয়া দিলাম যাহা এক বা দুই মাস পর্যন্ত আমরা সালন হিসাবে খাইলাম।

হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)এর ঘিতে বরকত

হযরত উম্মে শরীক (রাঃ) বলেন, আমার নিকট একটি ঘিয়ের ডিব্বা ছিল যাহাতে করিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাইতাম। একদিন আমার বাচ্চারা আমার নিকট ঘি চাহিল। আমার নিকট ঘি ছিল না। আমি উঠিয়া সেই ঘিয়ের ডিব্বা দেখার জন্য গেলাম (হয়ত অবশিষ্ট কিছু ঘি পাওয়া যাইতে পারে)। আমি যাইয়া দেখিলাম ডিব্বা ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উহা হইতে ঘি বাহিয়া পড়িতেছে। আমি উহা হইতে বাচ্চাদের জন্য কিছু ঘি ঢালিয়া লইলাম। তাহারা অনেক দিন পর্যন্ত তাহা খাইতে থাকিল। তারপর আমি দেখিতে গেলাম যে, উহাতে আর কি পরিমাণ ঘি বাকি রহিয়াছে এবং উহাতে যাহা ছিল সম্পূর্ণ ঢালিয়া লইলাম। আর উহা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম (এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম)। তিনি বলিলেন, তুমি কি উহাকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া লইয়াছিলে? মনোযোগ দিয়া শুন, যদি তুমি উহাকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া না লইতে তবে বহুদিন পর্যন্ত এই ঘি বাকি থাকিত।

অপর রেওয়ায়াতে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)এর একটি ঘিয়ের ডিব্বা ছিল। যে কেহ তাহার নিকট আসিত তিনি তাহাকে উহা ধার দিয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাহার সেই ঘিয়ের ডিব্বা খরিদ করিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, উহাতে কিছুই নাই। অতঃপর উহাতে ফু দিয়া (ফুলাইয়া) উহাকে রৌদ্রে লটকাইয়া রাখিলেন। (যাহাতে ঘি গলিয়া এক জায়গায় জমা হয়) তারপর দেখিলেন, উহা ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই বলা হইত যে, উম্মে শরীকের ঘিয়ের ডিব্বা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শনসমূহ হইতে এক নিদর্শন। এই হাদীসের কিছু অংশ পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত হামযা আসলামী (রাঃ)এর ঘিতে বরকত

হযরত হামযা ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের খানা বিভিন্ন সাহাবা (রাঃ) পালাক্রমে রান্না করিয়া আনিতেন। এক রাত্রে একজন আনিত, অপর রাত্রে আরেকজন আনিত। একরাত্রে আমার পালা আসিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিলাম, আর যেই মশকের মধ্যে ঘি ছিল, উহার মুখ রশি দ্বারা বাঁধিলাম না। যখন খানা লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম তখন ঘিয়ের মশক নড়িয়া উঠিল এবং উহা হইতে ঘি পড়িয়া গেল। ভাবিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খানা আমার হাতেই পড়িয়া গেল? আমি যখন খানা লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম তখন তিনি বলিলেন, কাছে আস, তুমিও খাও। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা সম্ভব নয় (কারণ খানার পরিমাণ কম।) খানা খাওয়াইয়া আমি নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মশক হইতে ঢক্ ঢক্ করিয়া ঘি পড়ার শব্দ হইতেছে। আমি বলিলাম, এই শব্দ কিসের? ভাবিলাম, উহার মধ্যে যে ঘি অবশিষ্ট ছিল উহা পড়ার শব্দ হইবে। আমি উহা দেখার জন্য গেলাম। যাইয়া দেখি, মশকের বুক পর্যন্ত ঘি পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি উহা লইয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহাতে হাত না লাগাইতে এবং যেইভাবে ছিল সেইভাবেই থাকিতে দিতে তবে উহা মুখ পর্যন্ত ভরিয়া যাইত এবং উহার মুখ রশি দ্বারা বাঁধিতে হইত।

এক রেওয়ায়াতে আছে, যদি তুমি উহাকে যেইভাবে ছিল সেইভাবেই থাকিতে দিতে তবে সারা ময়দানে ঘি প্রবাহিত হইত।

হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন এবং এই সফরে ঘিয়ের মশক রাখার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আমি দেখিলাম, মশকে সামান্য পরিমাণ ঘি রহিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা প্রস্তুত করিলাম। এবং সেই মশক রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। (অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেই মশক ঘি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মশক হইতে ঘি গড়াইয়া পড়ার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি হাত দ্বারা উহার মাথা ধরিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, যদি তুমি উহার মাথা না ধরিয়া যেইভাবে ছিল সেইভাবে রাখিয়া দিতে তবে সারা ময়দান এই ঘিতে ভাসিয়া যাইত।

হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর বকরীর দুধে বরকত

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ)এর কন্যা বলেন, আমার পিতা এক জেহাদে গেলেন এবং আমাদের জন্য মাত্র একটি বকরী রাখিয়া গেলেন। আমাদেরকে বলিয়া গেলেন, যখন ইহার দুধ দুহিতে চাহিবে তখন ইহাকে সুফফায় অবস্থানকারীদের নিকট লইয়া যাইবে, তাহারা দোহন করিয়া দিবে। অতএব আমরা বকরী লইয়া সুফফায় গেলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তিনি সেই বকরী ধরিয়া উহার পা বাঁধিলেন এবং দুধ দুহিতে আরম্ভ করিলেন। আর আমাদেরকে বলিলেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় পাত্রটি লইয়া আস। আমি গেলাম এবং আটা গোলার একটা বড় পেয়ালা ব্যতীত আর কোন বড় পাত্র পাইলাম না। আমি উহা লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে দুধ দুহিলে উহা ভরিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, যাও, নিজেরাও পান কর এবং প্রতিবেশীদেরকেও পান করাও। আর যখন এই বকরী দুহিতে চাও আমার নিকট লইয়া আসিও, আমি দুধ দুহিয়া দিব। সুতরাং আমরা সেই বকরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের অবস্থা ভাল হইয়া গেল।

তারপর আমার পিতা জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং যখন বকরীর পা বাঁধিয়া দুধ দুহিলেন তখন উহার দুধ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। আমার মা বলিলেন, আপনি তো আমাদের বকরীকে নষ্ট করিয়া দিলেন। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে? মা বলিলেন, আপনি যাওয়ার পর হইতে এই বকরী তো এই পরিমাণ দুধ দিত যে, এই বড় পেয়ালা ভরিয়া যাইত। আমার পিতা বলিলেন, কে দুধ দোহন করিত? মা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পিতা বলিলেন, তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমতুল্য মনে করিতেছ? আল্লাহর কসম, তাঁহার হাতে আমার হাত অপেক্ষা অনেক বেশী বরকত রহিয়াছে।

প্রথম খণ্ডে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে ৫২৪ নং পৃষ্ঠায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীসে ও আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানের অধ্যায়ে ১৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রাঃ)এর হাদীসে দুধ বৃদ্ধির ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে।

গোশতে বরকত

হযরত মাসউদ ইবনে খালেদ (রাঃ)এর গোশতে বরকত

হযরত মাসউদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি বকরী পাঠাইলাম। আমি নিজের কোন কাজে চলিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কিছু গোশত আমার ঘরে পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রী উম্মে খুনাস (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তাহার

নিকট কিছু গোশত রাখা রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মে খুনাস! এই গোশত কোথা হইতে আসিয়াছে? স্ত্রী বলিল, আপনি আপনার খলীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেই বকরী পাঠাইয়াছিলেন তিনি উহা হইতে এই গোশত আমাদেরকে দিয়াছেন। আমি বলিলাম, কি ব্যাপার, তুমি ঘরের লোকদেরকে এখনো এই গোশত খাওয়াও নাই কেন? স্ত্রী বলিল, আমি তো তাহাদেরকে খাওয়াইছি। এইগুলি, যাহা খাওয়ার পর বাঁচিয়া গিয়াছে। (হযরত মাসউদ (রাঃ) বলেন, সামান্য গোশত সকলে খাওয়ার পরও বাঁচিয়া গিয়াছে,) অথচ পূর্বে তাহারা দুই বা তিন বকরী জবাই করিলেও তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইত না।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর গোশতে বরকত

হযরত খালেদ ইবনে আব্দিল ওয্যা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জবাই করার উপযুক্ত একটি বকরী পেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও উহা হইতে খাইলেন এবং তাহার কতিপয় সাহাবা (রাঃ)ও খাইলেন। তাহাদের খাওয়ার পরও গোশত বাঁচিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা আমাকে দান করিলেন। আমি ও আমার সন্তানগণ সকলে উহা হইতে খাইলাম। তারপরও গোশত বাঁচিয়া গেল। অথচ আমার সন্তানদের সংখ্যা অনেক ছিল। (এসাবাহ)

ধারণাতীত স্থান হইতে রুযী লাভ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আসমান হইতে খাবার অবতীর্ণ হওয়া

হযরত সালামা ইবনে নুফাইল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার জন্য কখনওকি আসমান হইতে খাবার অবতীর্ণ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা হইতে কি কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছিল? তিনি

বলিলেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অবশিষ্ট খাবার কি হইল? তিনি বলিলেন, উহা আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

হযরত সালামা ইবনে নুফাইল সাকূনী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! আপনার নিকট কি কখনও আসমান হইতে খাবার অবতীর্ণ হইয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ডেগচীতে করিয়া গরম খাবার আসিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়ার পর কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিল কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, সে অবশিষ্ট খাবার কি হইল? তিনি বলিলেন, আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। আর তিনি চুপে চুপে আমাকে বলিতেছিলেন, আমি তোমাদের মধ্যে অল্প কিছু দিন অবস্থান করিব এবং তোমরাও আমার পর অল্প কিছুদিনই থাকিবে। বরং জীবন দীর্ঘ মনে হইবে, আর তোমরা বলাবলি করিবে, আমরা আর কতদিন দুনিয়াতে পড়িয়া থাকিব? অতঃপর তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করিয়া দিবে। কেয়ামতের পূর্বে অত্যাধিক মৃত্যু সংঘটিত হইবে। উহার পর ভূমিকম্পের বৎসর হইবে।

সাহাবা (রাঃ)দের সামুদ্রিক প্রাণী দ্বারা রিযিক লাভ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে খাওয়াইবেন। সুতরাং আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছিলাম। সমুদ্রে বিরাট এক ঢেউ উঠিল আর উহার সহিত বিশাল এক মাছ বাহিরে আসিয়া পড়িল। আমরা উহা হইতে এক টুকরা কাটিয়া লইলাম এবং আগুন জ্বালাইয়া কিছু ভুনা করিলাম এবং বাকি গোশত রান্না করিলাম। তারপর খুব পেট ভরিয়া খাইলাম। সেই মাছ এত বড় ছিল যে, আমি উহার চোখের কোটরের ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং আমার সহিত অমুক

অমুক পাঁচজন প্রবেশ করিল। আর সেই কোটর এত বড় ছিল যে, বাহিরের কেহ আমাদেরকে দেখিতে পাইতেছিল না। অতঃপর আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। উহার শরীরে বড় বড় কাঁটা ছিল। আমরা একটি কাঁটা লইয়া ধনুকের ন্যায় উহাকে খাড়া করিলাম, আর সর্বাপেক্ষা লম্বা উটের উপর সর্ববৃহৎ হাওদা রাখিয়া কাফেলার সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্যক্তিকে উহার উপর বসাইলাম। উক্ত ব্যক্তি সেই উটের উপর হাওদায় বসিয়া কাঁটার নীচ দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু তাহার মাথা কাঁটার সহিত লাগিল না।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত সাহাবা (রাঃ)দের এক বাহিনী সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার দিকে প্রেরণ করিলেন। হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিলেন। আমরা মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার পর পথে আমাদের রসদ শেষ হইয়া গেল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বাহিনীর সমস্ত খাদ্যরসদ একত্র করার আদেশ দিলেন। অতএব সমস্ত খাদ্য, রসদ, একত্র করা হইলে তাহা খেজুরের দুইটি থলি হইল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাদেরকে প্রতিদিন উহা হইতে অল্প অল্প করিয়া দিতে লাগিলেন। একসময় উহাও শেষ হইয়া গেল এবং প্রতিদিন আমরা একটি করিয়া খেজুর পাইতে লাগিলাম। বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি খেজুর দ্বারা কি কাজ হইত? হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, একটি খেজুরের মূল্য তখন বুঝে আসিল যখন উহাও শেষ হইয়া গেল। অতঃপর আমরা যখন সমুদ্র তীরে পৌঁছিলাম তখন সেখানে ছোট পাহাড়ের ন্যায় উঁচা এক মাছ পাইলাম। উহার গোশত আঠার দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাহিনী খাইতে থাকিল। অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর আদেশে সেই মাছের পাঁজরের দুইটি কাঁটা খাড়া করা হইল এবং একটি উটের উপর হাওদা রাখিয়া উহাকে কাঁটার নীচ দিয়া অতিক্রম করানো হইল, কিন্তু কাঁটার সহিত না উটের মাথা লাগিল, আর না উহার হাওদা লাগিল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনশত আরোহীর সহিত এক বাহিনীতে প্রেরণ

করিলেন। আমাদের আমীর হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ছিলেন। আমাদেরকে এক কোরাইশী ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই সফরে আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধার কষ্ট হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়ার সমস্ত জিনিস শেষ হইয়া যাওয়ার দরুন আমাদেরকে গাছের পাতা খাইতে হইয়াছিল। এই কারণে এই বাহিনী 'পাতার বাহিনী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এক ব্যক্তি বাহিনীর জন্য তিনটি উট জবাই করিল, তারপর আরো তিনটি জবাই করিল, তারপর আরো তিনটি জবাই করিল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) তাহাকে আর উট জবাই করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। অতঃপর সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ আম্বর নামক এক বিরাট মাছকে তীরে আনিয়া ফেলিল। অর্ধ মাস পর্যন্ত আমরা উহার গোশত খাইলাম এবং উহার চর্বি শরীরে মাখিলাম। যাহাতে আমাদের শারীরিক দুর্বলতা ও অপুষ্টি দূর হইয়া পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া গেল। অতঃপর কাঁটার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোরাইশী এক ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদেরকে পাথেয় হিসাবে দেওয়ার মত এক থলি খেজুর ব্যতীত আর কিছু ছিল না। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) সেখান হইতে আমাদেরকে প্রত্যহ একটি করিয়া খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবের (রাঃ)কে বলিলাম, আপনারা একটি খেজুর দিয়া কি করিতেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমরা শিশুর মত উহাকে চুষিতাম এবং তারপর পানি পান করিয়া লইতাম। আর একদিন এক রাত্র ইহার উপর কাটাইয়া দিতাম। তারপর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা পাড়িয়া লইতাম এবং পানিতে ভিজাইয়া খাইতাম। এইভাবে চলিতে চলিতে আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছিলাম। আমরা দূর হইতে টিলার ন্যায় একটা কিছু দেখিতে পাইলাম। নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আম্বর নামক বড় এক মাছ। প্রথমতঃ হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, ইহা মৃত খাইও না। তারপর বলিলেন, না, বরং আমরা তো

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত এবং আল্লাহর রাস্তায় আছি, আর তোমরা (এমন) নিরুপায় অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছ, (যখন মৃত খাওয়া হালাল হইয়া যায়) অতএব তোমরা খাও।

আমরা তিনশতজন ছিলাম। একমাস পর্যন্ত উহার গোশত খাইতে থাকিলাম এবং আমরা মোটা হইয়া গেলাম। উহার চোখের কোটরার ভিতর বড় বড় মটকা ভরিয়া চর্বি বাহির করিতাম এবং ষাঁড়ের ন্যায় এক একখানা গোশতের টুকরা কাটিয়া লইতাম। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) উহার চোখের কোটরা হইতে চর্বি বাহির করার জন্য তেরজন লোক উহার মধ্যে নামাইয়াছিলেন। আর উহার একটি কাঁটা লইয়া উহাকে খাড়া করিলেন এবং সর্বাপেক্ষা লম্বা উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া উহার উপর লোক বসাইয়া সেই কাঁটার নীচ দিয়া অতিক্রম করাইলেন। উটসহ লোকটি উহার নীচ দিয়া অতিক্রম করিয়া গেল। আমরা ফিরার সময় উহার বড় বড় গোশতের টুকরা সঙ্গে লইয়া লইলাম।

অতঃপর আমরা যখন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া মাছের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা তো এমন রিযিক যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাঁহার গায়েবী খাজানা হইতে দান করিয়াছেন; তোমাদের নিকট উহার কিছু গোশত আছে কি যাহা আমাদেরকে খাওয়াইতে পার? আমরা কিছু গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠাইলাম। তিনি উহা হইতে খাইলেন।

এক সাহাবী ও তাহার স্ত্রীর জন্য ধারণাতীত রিযিক

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরে অভাব অনটন। সুতরাং সে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। তাহার স্ত্রী এই অবস্থা দেখিয়া উঠিল এবং যাঁতার উপরের পাথর নীচের পাথরের উপর রাখিল এবং তন্দুরের ভিতর আগুন জ্বালাইল। তারপর দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমাদেরকে রিযিক দান করুন। মহিলা হঠাৎ দেখিল, বড় এক পেয়ালা আটা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তারপর তন্দুরে যাইয়া দেখিল, উহা রুটি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে তাহার স্বামীও ফিরিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যাওয়ার পর তোমরা কিছু পাইয়াছ কি? তাহার স্ত্রী বলিল, হাঁ। আমাদের রবের পক্ষ হইতে কিছু আসিয়াছে। স্বামী উঠিয়া যাইয়া যাঁতার উপরের পাথর সরাইয়া ফেলিল। (আর যাঁতা চলা বন্ধ হইয়া গেল।) কেহ যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, যদি সে যাঁতার পাথর না উঠাইত তবে এই যাঁতা কেয়ামত পর্যন্ত ঘুরিতে থাকিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত মহিলা এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে এমন রিযিক দান করেন, যাহা পিষিতে পারি এবং উহাকে গোলাইয়া খামীর করিতে পারি এবং উহা দ্বারা রুটি বানাইতে পারি। অতঃপর সে দেখিল বড় পেয়ালা রুটি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, যাঁতাতে আটা পিষা হইতেছে, এবং তন্দুর ভুনা গোশতের চাপ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার স্বামী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিল, আল্লাহ তায়ালা রিযিক দান করিয়াছেন। স্বামী যাঁতার পাথর উঠাইয়া উহার আশেপাশের স্থানকে পরিষ্কার করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিতে পারিলেন তখন বলিলেন, যদি সে যাঁতাকে আপন অবস্থায় রাখিত তবে যাঁতা কেয়ামত পর্যন্ত আটা পিষিতে থাকিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন আনসারী অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ও গরীব ছিল। তাহার পরিবারের লোকদের নিকট কিছুই ছিল না। সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার স্ত্রী মনে মনে ভাবিল, আমি যাঁতা ঘুরাই আর খেজুর ডাল দ্বারা তন্দুরে আগুন জ্বালাই তবে আমার প্রতিবেশী যাঁতা ঘুরার আওয়াজ শুনিতে পাইবে এবং ধোঁয়া দেখিয়া মনে করিবে আমাদের নিকট খাওয়া-দাওয়ার জিনিস রহিয়াছে এবং আমাদের ঘরে কোন অভাব নাই। সুতরাং সে উঠিয়া তন্দুরে আগুন জ্বালাইল এবং যাঁতা ঘুরাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তাহার স্বামী আসিয়া বাহির হইতে যাঁতা ঘুরার আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং দরজা খটখটাইল। স্ত্রী উঠিয়া দরজা খুলিল। স্বামী

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পিষিতেছ? স্ত্রী সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। অতঃপর তাহারা উভয়ে ভিতরে যাইয়া দেখিল, যাঁতা আপনা আপনি ঘুরিতেছে, আর উহার ভিতর হইতে আটা বাহির হইতেছে। স্ত্রী পাত্রের মধ্যে আটা ভরিতে লাগিল এবং ঘরের সমস্ত পাত্রে আটা ভরিয়া ফেলিল। তারপর বাহিরে যাইয়া দেখিল, তন্দুর রুটি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা শুনাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যাঁতার কি করিলে? স্বামী বলিল, আমি উহাকে উঠাইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি যাঁতাকে উহার অবস্থায় থাকিতে দিতে তবে উহা আমার জীবিত থাকা পর্যন্ত এইভাবেই চলিতে থাকিত, অথবা বলিয়াছেন, তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত এইভাবেই চলিতে থাকিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কা হইতে রওয়ানা হইলাম। আমরা চলিতে চলিতে আরবের এক গোত্রের নিকট পৌঁছিলাম। গোত্রের এক কিনারায় অবস্থিত এক ঘরের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সেখানে গেলেন। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া যখন সওয়ারী হইতে নীচে নামিলাম তখন দেখিলাম, সেখানে শুধু একজন মহিলা রহিয়াছে। মহিলা বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, আমি একজন মহিলা মানুষ, আমি একা, আমার সহিত আর কেহ নাই। তোমরা যদি মেহমান হইতে চাও তবে গোত্রের সর্দারের নিকট চলিয়া যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। বরং সেখানেই অবস্থান করিলেন। আর তখন সন্ধ্যার সময় ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে মহিলার ছেলে বকরীর পাল হাঁকাইয়া লইয়া আসিল। মহিলা ছেলেকে বলিল, বেটা, এই বকরী আর ছুরি এই দুই ব্যক্তির নিকট লইয়া যাও এবং তাহাদেরকে বল, আমার মা বলিতেছেন, এই বকরী

জবাই করিয়া আপনারাও খান এবং আমাদেরকেও খাওয়ান। ছেলে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছুরি লইয়া যাও এবং (দুধ লইবার জন্য) পেয়ালা লইয়া আস। ছেলে বলিল, এই বকরী তো চারণভূমি হইতে দূরে ছিল, ইহার তো দুধ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তুমি যাও। সে যাইয়া একটি পেয়ালা লইয়া আসিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর স্তনে হাত বুলাইয়া দুধ দুহিতে আরম্ভ করিলেন। এত দুধ বাহির হইল যে, পেয়ালা ভরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই পেয়ালা তোমার মাকে দিয়া আস। তাহার মা খুব পরিতৃপ্ত হইয়া উহা পান করিল। তারপর সে পেয়ালা লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বকরী লইয়া যাও এবং অন্য আরেকটি বকরী লইয়া আস। সে অপর একটি বকরী লইয়া আসিল। তিনি উহার দুধ দুহিয়া আমাকে পান করাইলেন। অতঃপর ছেলে তৃতীয় একটি বকরী আনিল। উহার দুধ দুহিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পান করিলেন।

আমরা সেই রাত্র সেখানে কাটাইলাম এবং পরদিন সকালবেলা সামনে রওয়ানা হইলাম। উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক (অর্থাৎ বরকতময়) রাখিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা উক্ত মহিলার বকরীর পালে খুব বরকত দান করিলেন এবং সে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে উহা লইয়া মদীনায় আসিল। আমি সেখান দিয়া যাওয়ার সময় মহিলার ছেলে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল, আম্মাজান, এই ব্যক্তি সেই মোবারক ব্যক্তির সহিত ছিল। মহিলা উঠিয়া আমার নিকট আসিল এবং বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, সেই মোবারক ব্যক্তি যিনি তোমার সহিত ছিলেন, তিনি কে ছিলেন? আমি বলিলাম, তোমার কি জানা নাই, তিনি কে? মহিলা বলিল, না। আমি বলিলাম, তিনি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। আমি তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া

গেলাম। তিনি তাহাকে খানা খাওয়াইলেন, দেরহাম ও দীনার দিলেন এবং হাদিয়া স্বরূপ তাহাকে পনীর ও গ্রাম্য জিনিসপত্র দিলেন। পরিধানের কাপড়ও দান করিলেন। উক্ত মহিলা মুসলমানও হইয়া গেল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি উকবা ইবনে আবি মুআইতের বকরী চরাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ছেলে, দুধ আছে কি? আমি বলিলাম, আছে, কিন্তু এই বকরীগুলি ও উহার দুধ আমার নিকট আমানত স্বরূপ আছে। আর আমি হইলাম উহার আমানতদার। (অর্থাৎ মালিকের অনুমতি ব্যতীত দিতে পারি না) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কোন বকরী আছে কি, যাহাকে এখনো পাল দেওয়া হয় নাই? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি এরূপ একটি বকরী তাঁহার নিকট লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার স্তনের উপর হাত বুলাইলে স্তনে দুধ নামিয়া আসিল। তিনি একটি পাত্রে দুধ দুহিলেন এবং নিজেও পান করিলেন, আর হযরত আবু বকর (রাঃ)কেও পান করাইলেন। অতঃপর তিনি স্তনকে বলিলেন, গুটাইয়া যাও। সুতরাং উহা গুটাইয়া ছোট হইয়া গেল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকেও এই কালাম শিখাইয়া দিন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, হে বালক, তোমার উপর আল্লাহ তায়ালা রহম করুন, তুমি তো শিক্ষালাভ করিয়াছ, তোমাকে শিখানো হইয়াছে।

বাইহাকীতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি বকরীর বাচ্চা লইয়া আসিলাম যাহার বয়স এক বৎসরেরও কম ছিল। তিনি উহার পা নিজের পা দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া উহার স্তনে হাত বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নিকট একটি

পেয়ালা আনিলেন। তিনি উহাতে দুধ দোহন করিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে পান করাইলেন এবং নিজেও পান করিলেন।

(বিদায়াহ)

হযরত খাব্বাব (রাঃ) ও তাহার জামাতের ধারণাতীতভাবে রিযিক লাভ

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক বাহিনীতে প্রেরণ করিলেন। এই সফরে আমাদের কঠিন পিপাসা লাগিল। আমাদের নিকট পানি একেবারেই ছিল না। এমন সময় আমাদের এক সাথীর উটনী বসিয়া গেল এবং উহার স্তন এমনভাবে দুধে ভরিয়া গেল যে, দেখিতে মশকের ন্যায় মনে হইতেছিল। অতঃপর আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া উহার দুধ পান করিলাম।

হযরত খুবাইব (রাঃ)এর বন্দী অবস্থায় ধারণাতীত রিযিক লাভ

হুজাইর ইবনে আবি ইহাবের বাঁদী হযরত মারিয়্যাহ (রাঃ) যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হইয়াছিলেন,তিনি বলেন, হযরত খুবাইব (রাঃ)কে আমার ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। একবার আমি দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে মানুষের মাথা পরিমাণ আঙ্গুরের ছড়া রহিয়াছে। তিনি উহা হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন। অথচ আমার জানামতে সেই সময় জমিনের বুকে খাওয়ার যোগ্য কোথাও কোন আঙ্গুর ছিল না।

দুই সাহাবী (রাঃ)এর ধারণাতীত রিযিক লাভ

হযরত সালেম ইবনে আবিল জা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোন কাজে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দুইজন আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট পথের খাবার কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একটি মশক তালাশ করিয়া আন। তাহারা একটি

মশক লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, ইহাকে (পানি দ্বারা) ভরিয়া দাও। আমরা উহাকে পানি দ্বারা ভরিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রশি দ্বারা উহার মুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা লইয়া যাও। চলিতে চলিতে তোমরা যখন অমুক স্থানে পৌছিবে সেখানে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে গায়েব হইতে রিযিক দান করিবেন। সুতরাং তাহারা উভয়ে রওয়ানা হইয়া গেলেন। যখন তাহারা সেই স্থানে পৌছিলেন, যেই স্থানের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন তখন মশকের মুখ আপনাআপনি খুলিয়া গেল। তাহারা দেখিলেন, মশকের ভিতর (পানির পরিবর্তে) বকরীর দুধ ও মাখন ভরা রহিয়াছে, তাহারা পেট ভরিয়া মাখন খাইলেন ও দুধ পান করিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের স্বপ্নে পানি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নিজ ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন। আমি তাহাকে সালাম করার জন্য গেলাম। তিনি বলিলেন, মারহাবা, হে আমার ভাই! আমি অদ্য রাত্রে এই জানালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছেন, হে ওসমান, এই সমস্ত লোকেরা তোমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহারা তোমাকে পিপাসার্ত করিয়া রাখিয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির একটি বালতি লটকাইয়া দিলেন। আমি উহা হইতে খুব পরিতৃপ্ত হইতে পান করিলাম। আমি এখনো পর্যন্ত আমার বুকে ও কাঁধে উহার শীতলতা অনুভব করিতেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি যদি চাও তবে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) তোমাকে সাহায্য করা হইবে। আর যদি চাও, তবে আমাদের নিকট আসিয়া ইফতার করিও। আমি উভয়টা হইতে ইফতারকে অবলম্বন করিয়াছি। সুতরাং সেইদিনই তাহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বে হযরত উম্মে শরীক (রাঃ)এর ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে যে, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ তাহাকে পানি পান করাইতেছে। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, তাহার তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে এবং তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

ধারণাতীত স্থান হইতে মাল লাভ করা

হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত যুবাআহ বিনতে যুবাইর (রাঃ) বলেন, লোকেরা দুই বা তিনদিন পর মলত্যাগ করিতে যাইত (কারণ খাওয়া-দাওয়ার অভাব ছিল, আর যাহা খাইত তাহাও শুষ্ক খাবার ছিল বলিয়া) তাহাদের পায়খানা উটের পায়খানার ন্যায় হইত। একদিন হযরত মেকদাদ (রাঃ) জরুরত সারিবার জন্য গেলেন। তিনি বাকীউল গারকাদে হাজাবা নামক স্থানের একটি অনাবাদ জায়গায় জরুরত সারিবার জন্য বসিয়া গেলেন। এমন সময় বড় এক ইঁদুর তাহার গর্ত হইতে একটি দীনার বাহির করিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল এবং পুনরায় গর্তে ফিরিয়া গিয়া একটি করিয়া দীনার আনিয়া রাখিতে লাগিল। এইভাবে সতেরটি দীনার হইল।

হযরত মেকদাদ (রাঃ) সেই সতেরটি দীনার লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি গর্তের মধ্যে নিজের হাত ঢুকাইয়াছিলে? হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, না। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেহেতু এই দীনারগুলি তুমি মেহনত করিয়া হাসিল কর নাই বরং আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরতের দ্বারা গায়েবী খাজানা হইতে দিয়াছেন সেহেতু এইগুলির মধ্য হইতে এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া তোমার উপর ওয়াজিব নহে। আল্লাহ তায়ালা তোমার এই দীনারে বরকত দান করুন। হযরত যুবাআহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই দীনারগুলিতে অনেক বরকত দান করিয়াছেন। আর এইগুলি তখন শেষ হইয়াছে যখন আমি হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর ঘরে বস্তাভরা রূপার দেরহাম দেখিয়াছি।

হযরত সায়েব ইবনে আকরা' (রাঃ) ও মুসলমানদের ধারণাতীত মাল লাভ

হযরত সায়েব ইবনে আকরা' (রাঃ)কে হযরত ওমর (রাঃ) মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করিলেন। একবার তিনি কিসরার মহলে বসিয়াছিলেন। এমন সময় দেয়ালের উপর স্থাপিত একটি মূর্তির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। মূর্তির একটি আঙ্গুল একস্থানের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিল। হযরত সায়েব (রাঃ) বলেন, আমার মনে হইল, সে কোন গোপন ধনভাণ্ডারের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সুতরাং আমি সেই স্থান খনন করিয়া বিশাল এক ধনভাণ্ডার আবিস্কার করিলাম। আমি চিঠির মাধ্যমে হযরত ওমর (রাঃ)কে ধনভাণ্ডার পাওয়ার সংবাদ দিলাম এবং ইহাও লিখিলাম যে, এই ধনভাণ্ডার আমার একার মেহনতে আল্লাহ আমাকে দিয়াছেন। কোন মুসলমান আমাকে এই কাজে সাহায্য করে নাই। (অতএব ইহা সম্পূর্ণ আমার হওয়া উচিত।) হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, (নিঃসন্দেহে এই ধনভাণ্ডার তোমারই কিন্তু) তুমি তো মুসলমানদের একজন আমীর, অতএব তুমি উহা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।

শা'বী (রহঃ) বলেন, মেহরাজান শহর জয়ের যুদ্ধে হযরত সায়েব (রাঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন হুরমুযানের মহলে প্রবেশ করিলেন তখন পাথর ও চুনা দ্বারা তৈরী একটি হরিণী দেখিতে পাইলেন। উহার সামনের একটি পা একদিকে লম্বা করা ছিল। হযরত সায়েব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম খাইয়া বলিতেছি, ইহা কোন একটি মূল্যবান ধনভাণ্ডারের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন, হুরমুযানের গোপন ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। উহার মধ্যে অতি মূল্যবান মনিমুক্তার একটি থলিও ছিল।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, হযরত আবু উমামা (রাঃ)এর এক বাঁদী (যে পূর্বে খৃষ্টান ছিল) আমাকে এই ঘটনা শুনাইয়াছে যে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) দান করিতে অত্যন্ত

পছন্দ করিতেন। তিনি এইজন্য মাল জমা করিতেন এবং কোন প্রার্থীকে তিনি খালি হাত ফেরত দিতেন না। কিছু না থাকিলে অন্ততঃপক্ষে একটি পেঁয়াজ বা একটি খেজুর বা খাওয়ার কোন জিনিস হইলেও দিয়া দিতেন। একদিন একজন কিছু চাহিতে আসিল। সেই সময় তাহার নিকট উল্লেখিত কোন জিনিসই ছিল না, শুধু তিনটি দীনার ছিল। সেই ব্যক্তি যখন চাহিল তখন তিনি তাহাকে একটি দীনার দান করিলেন। তারপর দ্বিতীয় একজন আসিল। তিনি তাহাকে একটি দীনার দিয়া দিলেন। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তি আসিল। তিনি তাহাকে এক দীনার দিয়া দিলেন। তিনি যখন তিনটিই দিয়া দিলেন তখন আমার খুব রাগ হইল। আমি বলিলাম, আপনি আমাদের জন্য কিছুই রাখিলেন না। অতঃপর তিনি দ্বিপ্রহরে আরাম করার জন্য শুইলেন।

জোহরের আযান হইলে আমি তাহাকে উঠাইলাম। তিনি অযূ করিয়া নিজের মসজিদে চলিয়া গেলেন। তিনি যেহেতু রোযা রাখিয়াছিলেন সেহেতু তাহার প্রতি আমার মায়া হইল এবং আমার রাগ চলিয়া গেল। আমি কর্জ লইয়া তাহার জন্য রাত্রের খাবার তৈয়ার করিলাম এবং সন্ধ্যার সময় তাহার জন্য চেরাগও জ্বালাইলাম। আমি চেরাগ ঠিক করার জন্য তাহার বিছানার নিকট গেলাম এবং বিছানা উল্টাইয়া দেখিলাম, সেখানে স্বর্ণের দীনার রাখা রহিয়াছে। আমি গুণিয়া দেখিলাম, তিনশত দীনার। আমি ভাবিলাম, এতগুলি দীনার রাখা ছিল বলিয়া তিনি তিন দীনার দান করিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন এশার পর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন তখন দস্তরখান ও চেরাগ দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, মনে হয় এই সমস্ত কিছু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসিয়াছে। (কারণ তাহার ধারণা ছিল, ঘরে তো কিছুই নাই, অতএব খাওয়াও হইবে না, বাতিও হইবে না।) আমি উঠিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। তারপর বলিলাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি এতগুলি দীনার এমনভাবে রাখিয়া গেলেন যে, হারাইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। আমাকে বলিলে তো আমি হেফাজত করিয়া রাখিতে পারিতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দীনার? আমি তো কিছুই রাখিয়া যাই নাই। সুতরাং আমি বিছানা উল্টাইয়া তাহাকে সেই দীনারগুলি দেখাইলাম।

তিনি দেখিয়া খুশিও হইলেন, আবার আশ্চর্যও হইলেন। আমি উঠিয়া আমার পৈতা কাটিয়া ফেলিলাম এবং মুসলমান হইয়া গেলাম।

ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, আমি সেই বাঁদীকে হেমসের মসজিদে মহিলাদেরকে কোরআন, ফারায়েয ও সুন্নাত শিক্ষা দিতে এবং দ্বীনের কথা বুঝাইতে দেখিয়াছি।

সাহাবা (রাঃ)দের মালে বরকত

হযরত সালমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) গোলাম ছিলেন। তাহার মালিক তাহার সহিত মুক্তিপণ আদায়ের উপর চুক্তি করিয়াছিল যে, মুক্তিপণ আদায় করিয়া দিলে মুক্ত হইয়া যাইবেন। তিনি মুক্তিপণ আদায় করিতে অপারগ হইলেন। এমতাবস্থায় তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। তিনি তাহার ইসলাম গ্রহণের দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন, মুক্তিপণ আমার ঘাড়ে রহিয়া গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন খনি হইতে মুরগীর ডিম পরিমাণ স্বর্ণ আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুক্তিপণ ধার্যকৃত সেই ফারসীর কি হইল? লোকেরা আমাকে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে স্মরণ করিতেছেন। আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি বলিলেন, হে সালমান! ইহা লও, আর যেই পরিমাণ মাল তোমার উপর রহিয়াছে উহা আদায় করিয়া দাও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো খুবই সামান্য, আমার উপর যেই পরিমাণ মাল রহিয়াছে উহা এই সামান্য স্বর্ণ দ্বারা কিরূপে আদায় হইবে? তিনি বলিলেন, ইহা লইয়া লও। আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিবেন। আমি সেই স্বর্ণ লইয়া মালিককে মাপিয়া মাপিয়া দিতে লাগিলাম। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে সালমানের প্রাণ রহিয়াছে ; আমার উপর চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ ছিল। উহা সম্পূর্ণই আদায় হইয়া গেল। আর আমি গোলামী হইতে মুক্ত হইয়া গেলাম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সালমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যখন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাতো অতি সামান্য, আমার উপর যেই পরিমাণ মাল রহিয়াছে উহা এই সামান্য দ্বারা কিরূপে আদায় হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা লইয়া নিজের জিহ্বার উপর ওলট–পালট করিলেন তারপর বলিলেন, ইহা লইয়া যাও এবং ইহা দ্বারা তাহাদের চল্লিশ উকিয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ হক আদায় করিয়া দাও।

হযরত ওরওয়া বারেকী (রাঃ)এর মালে বরকত

হযরত ওরওয়া বারেকী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাফেলার সাক্ষাৎ পাইলেন, যাহারা বাহির হইতে ব্যবসায়ী সামানপত্র লইয়া আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক দীনার দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা আমাদের জন্য একটি বকরী খরিদ করিয়া আন। আমি যাইয়া এক দীনারে দুইটি বকরী খরিদ করিলাম। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে পাইলাম, তাহার নিকট এক দীনারে একটি বকরী বিক্রয় করিয়া দিলাম। অতঃপর এক দীনার ও এক বকরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিলাম। তিনি খুশী হইয়া আমাকে এই দোয়া দিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার হাতের ক্রয়–বিক্রয়ে বরকত দান করুন। হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়ার বরকতে) আমি কুফার প্রসিদ্ধ বাজার কুনাসায় কাজ–কারবারের উদ্দেশ্যে দাঁড়াই এবং ঘরে ফিরিবার পূর্বেই চল্লিশ হাজার মুনাফা অর্জন করি।

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, আমি নিজের অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, কুফার কুনাসা বাজারে দাঁড়াইয়াছি আর ঘরে ফিরার পূর্বে চল্লিশ দীনার মুনাফা অর্জন করিয়াছি। আবদুর রাযযাক ইবনে আবি শাইবার রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর জন্য তাহার ক্রয়–বিক্রয়ে বরকতের দোয়া করিয়াছেন। অতএব তিনি মাটি খরিদ করিলেও উহাতে তাহার মুনাফা হইত।

আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ)এর মালে বরকত

আবু আকীল (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার দাদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ) বাজারে লইয়া যাইতেন এবং শস্য খরিদ করিতেন। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা উভয়ে আমার দাদাকে বলিতেন, আপনার ব্যবসায় আমাদেরকেও শরীক করুন, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য বরকতের দোয়া করিয়াছেন। আমার দাদা তাহাদেরকে শরীক করিয়া লইতেন। তিনি কখনও খাদ্য বোঝাই পূর্ণ একটি উট মুনাফা করিতেন আর উহা ঘরে পাঠাইয়া দিতেন।

(বিনা চিকিৎসায়) ব্যথা-বেদনা ও রোগ-ব্যাধি হইতে সুস্থতা লাভ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) বলেন, মুসতানীর ইবনে রেযাম ইহুদী শাওহাত গাছে বাঁকা ডাল দ্বারা আমার চেহারার উপর আঘাত করিল। উহাতে আমার মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া স্থানচ্যুত হইয়া গেল এবং আঘাতের আছর মগজে যাইয়া পৌঁছিল। আমি এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি কাপড় সরাইয়া উহাতে দম করিয়া দিলেন, আর তৎক্ষণাৎ আমার হাড় ও জখম ইত্যাদি ঠিক হইয়া গেল। আমি সেখানে কোন যখম ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

হযরত শুরাহবীল (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত শুরাহবীল (রাঃ) বলেন, আমার হাতে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ টিউমার সৃষ্টি হইল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! এই মাংসপিণ্ডের কারণে আমার সমস্ত হাত ফুলিয়া গিয়াছে। আমি না

তরবারীর বাঁট ধরিতে পারি, আর না সওয়ারীর লাগাম ধরিতে পারি। তিনি বলিলেন, কাছে আস। আমি কাছে গেলে আমার হাত খুলিয়া উহাতে দম করিলেন এবং আপন হাত দ্বারা মাংসপিণ্ডটিকে কিছুক্ষণ মলিতে থাকিলেন। তিনি যখন হাত সরাইলেন তখন সেই মাংসপিণ্ডের সামান্য অংশও আর দেখিলাম না।

হযরত আবইয়াদ ইবনে হাম্মাল (রাঃ)এর সুস্থতা লাভ

হযরত আবইয়াদ ইবনে হাম্মাল মাআরিবী (রাঃ) বলেন, আমার চেহারায় দাদ হইয়াছিল। যাহা নাক সহ ঘিরিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া আমার চেহারার উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত রোগের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকিল না।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর সুস্থতা লাভ

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলাম। সেখানে হাঁড়িতে গোশত রান্না হইতেছিল। চর্বির একটি টুকরা আমার খুবই পছন্দ হইল। আমি উহা লইয়া গিলিয়া ফেলিলাম। আর উহার কারণে সারা বৎসর অসুস্থ থাকিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, সেই চর্বির টুকরার উপর সাতজন মানুষের বদনজর লাগিয়াছিল। তারপর তিনি আমার পেটের উপর হাত বুলাইয়া দিলেন। আর উহার বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমার পেট হইতে সেই চর্বির টুকরা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সত্তার কসম, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, উহার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমার পেটে কোন অসুখ হয় নাই।

হযরত আলী (রাঃ)এর সুস্থতা লাভ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার আমি অসুস্থ হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়া গেলেন। আমি তখন এই দোয়া করিতেছিলাম, আয় আল্লাহ! যদি আমার মৃত্যুর সময় হইয়া থাকে তবে আমাকে মৃত্যু দিয়া শান্তি দান করুন। আর যদি উহাতে দেরী থাকে তবে আমাকে সুস্থতা দান করুন। আর যদি পরীক্ষা উদ্দেশ্য হয় তবে আমাকে সবর করার তৌফিক দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছ? আমি পুনরায় দোয়া উল্লেখ করিলাম। তিনি আমাকে পা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ, তাহাকে সুস্থতা দান করুন। তাঁহার এই দোয়ার পর আজ পর্যন্ত আমার আর কখনও এই রোগ হয় নাই।

প্রথম খণ্ডে দাওয়াতের অধ্যায়ে ৭১ নং পৃষ্ঠায় হযরত সাহ্ল (রাঃ)এর হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ)এর চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখে দম করিলেন আর তৎক্ষণাৎ তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। অতঃপর আর কখনও তাহার চোখে অসুখ হয় নাই। এমনিভাবে প্রথম খণ্ডে নুসরতের অধ্যায়ে ৬৪৫ নং পৃষ্ঠায় আবু রাফে' এর হত্যার ঘটনায় হযরত বারা (রাঃ)এর হাদীস অতিবাহিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক (রাঃ) বলেন, এই ঘটনায় আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম তখন আমি তাঁহাকে (আমার পা ভাঙ্গার কথা) জানাইলাম। তিনি বলিলেন, তোমার পা মেল। আমি আমার পা মেলিয়া দিলাম। তিনি উহার উপর নিজের হাত মোবারক বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার হাত বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা এমন ভাল হইয়া গেল যেন ইতিপূর্বে পায়ে কিছুই হয় নাই।

হযরত হানযালা ইবনে হিযইয়াম (রাঃ)এর সুস্থতা লাভ

হযরত হানযালা ইবনে হিযইয়াম ইবনে হানীফা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা হিযইয়াম (রাঃ)এর সঙ্গে এক প্রতিনিধিদলের সহিত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমার পিতা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কয়েকজন ছেলে আছে। তন্মধ্যে কাহারো দাড়ি উঠিয়াছে আর কাহারো দাড়ি উঠে নাই। তাহাদের মধ্যে এই ছেলে সর্বকনিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিকটে ডাকিলেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী যাইয়াল (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত হানযালা (রাঃ)এর নিকট এমন ব্যক্তিকে আনা হইত যাহার চেহারা ফুলিয়া গিয়াছে অথবা এরূপ বকরী আনা হইত যাহার স্তন ফুলিয়া গিয়াছে, আর তিনি বলিতেন—

بِسْمِ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় যে স্থানে হাতব বুলাইয়াছেন উহার বরকতে।' অতঃপর ফুলিয়া যাওয়া স্থানে হাত বুলাইয়া দিতেন, আর উহা সঙ্গে সঙ্গে ভাল হইয়া যাইত। ইমাম আহমাদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, যাইয়াল (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত হানযালা (রাঃ)এর নিকট এমন ব্যক্তিকে আনা হইত যাহার চেহারা ফুলিয়া গিয়াছে, আর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া নিজের মাথার সেই স্থানে হাত বুলাইতেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বুলাইয়াছিলেন। তারপর নিজের হাতে দম করিয়া ফুলা স্থানে হাত বুলাইয়া দিতেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই ফুলা দূর হইয়া যাইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্‌ত (রাঃ)এর উট সুস্থ হইয়া যাওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্‌ত (রাঃ) বলেন, একবার আমার এক উট চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। প্রথমে ভাবিলাম, উট সেখানেই ছাড়িয়া চলিয়া যাই। কিন্তু পরে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে উট সুস্থ হইয়া গেল এবং আমি উহাতে আরোহণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বিষক্রিয়া দূর হইয়া যাওয়া

হযরত খালেদ (রাঃ)এর বিষপানের ঘটনা

আবু সফর (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) পারস্যের হীরা শহরে এক গভর্নরের নিকট মেহমান হইলেন। লোকেরা তাহাকে বলিল, আপনি এই সমস্ত অনারব লোকদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকিবেন যেন আপনাকে বিষপান করাইয়া না দেয়। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, সেই বিষ আমার নিকট আন দেখি। লোকেরা বিষ লইয়া আসিল। তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া সেই বিষ সম্পূর্ণই গিলিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই হইল না। এসাবার রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট বিষ আনা হইল। তিনি উহাকে নিজ হাতের তালুর উপর লইলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়িয়া উহা পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর উহার কোন প্রতিক্রিয়া হইল না।

হযরত যিল জাওশান যাবাবী (রাঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, আমর ইবনে বুকাইলার সহিত তাহার এক খাদেম ছিল। তাহার কোমরবন্ধের সহিত একটি থলি ঝুলানো ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই থলি লইলেন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু ছিল নিজ হাতের উপর ঢালিয়া লইলেন এবং আমরকে বলিলেন, ইহা কি? আমর বলিল, খোদার কসম, ইহা এমন বিষ যাহা মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করিয়া দেয়। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, তুমি বিষ কেন সঙ্গে রাখিয়াছ? সে বলিল, আমার মনে এই আশংকা ছিল যে, আপনারা আমার ধারণার বিপরীত জয়যুক্ত হইবেন। আর অমার মৃত্যু অবধারিত হইবে। অতএব এরূপ অবস্থার পূর্বেই আমি বিষ খাইয়া মরিয়া যাইব। কেননা আপন কাওম ও শহরবাসীর জন্য এরূপ অপমানকর পরাজয়ের কারণ হওয়া অপেক্ষা আমার নিকট আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে হইয়াছে। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, কোন মানুষ তাহার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মারা যাইতে পারে না।

অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন—

তুলাভরা জুব্বা ও মোটা কাপড় পরিধান করিয়া বাহির হন, গরমের কোন পরওয়াই করেন না, আর কঠিন শীতের সময় পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া বাহির হন, না তিনি শীতের কোন পরওয়া করেন আর না শীত হইতে বাঁচার কোন চেষ্টা করেন। আপনি এই ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে কিছু শুনিয়াছেন? লোকেরা আমাকে বলিয়াছে, আপনি রাত্রে যখন তাহার সহিত কথাবার্তা বলেন, তখন এই বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

অতএব আমার পিতা যখন রাত্রে হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট গেলেন তখন বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, লোকেরা আপনার নিকট হইতে একটি বিষয় জানিতে চাহিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, উহা কি? আমার পিতা বলিলেন, আপনি কঠিন গরমের সময় তুলাভরা জুব্বা ও মোটা কাপড় পরিধান করিয়া বাহির হন, আর কঠিন শীতের সময় পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া বাহির হন, আপনি না শীতের পরওয়া করেন, আর না উহা হইতে বাঁচার চেষ্টা করেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আবু লায়লা, আপনি কি খাইবারের যুদ্ধে আমাদের সহিত ছিলেন না? আমার পিতা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের সহিত ছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি লোকদেরকে লইয়া দুর্গের উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনি লোকদেরকে লইয়া দুর্গের উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় হইল না। তিনিও ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইবার আমি ঝাণ্ডা এমন লোককে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসে, আল্লাহ তায়ালা তাহার হাতে বিজয় দান করিবেন। আর সে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নকারী হইবে না। অতএব তিনি লোক পাঠাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমার চোখে অসুখ ছিল আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম

না। তিনি আমার চোখে নিজের মুখের লালা লাগাইয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! গরম ও শীত হইতে তাহাকে হেফাজত করুন। এই দোয়ার পর হইতে আমার না কখনও গরম লাগিয়াছে, আর না কখনও শীত লাগিয়াছে।

আবু নোআইমের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উভয় হাতের তালুতে লালা মাখিয়া আমার চোখের উপর মলিয়া দিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ! তাহার উপর হইতে গরম ও শীত দূর করিয়া দিন।' সেই পবিত্র সত্তার কসম, যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, এই দোয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত গরম ও শীতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

তাবারানী হইতে এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সুআইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) বলেন, শীতের মৌসুমে হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি শুধু দুইটি কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, আপনি আমাদের এলাকার ব্যাপারে ধোকায় পড়িবেন না। আমাদের এলাকা আপনাদের এলাকার ন্যায় নয়, ইহা অত্যাধিক শীতের এলাকা। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার অত্যাধিক শীত লাগিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে খাইবারে পাঠাইতে লাগিলেন তখন আমি আরজ করিলাম, আমার চোখে অসুখ। তিনি আমার চোখে লালা লাগাইয়া দিলেন। তারপর আমার না কখনও গরম লাগিয়াছে, আর না শীত লাগিয়াছে। আর না কখনও আমার চোখে অসুখ হইয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের শীতের প্রভাব দূর হইয়া যাওয়া

হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, আমি একবার শীতের রাত্রিতে ফজরের আযান দিলাম, কিন্তু (নামাজের জন্য) কেহ আসিল না। আমি পুনরায় আযান দিলাম, কিন্তু তারপরও কেহ আসিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বেলাল, লোকদের কি হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, শীত অত্যন্ত বেশী বলিয়া লোকজন সাহস করিতেছে না। ইহা

শুনিয়া তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, লোকদের উপর হইতে শীতের প্রভাব দূর করিয়া দিন। হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, এই দোয়ার পর আমি লোকদেরকে দেখিয়াছি, তাহারা ফজর ও এশরাকের নামাজে আরামের সহিত আসিতেছে। তাহারা শীত অনুভব করিতেছে না, বরং কিছু লোক তো পাখা করিতে করিতে আসিতেছিল।

ক্ষুধার চিহ্ন দূর হইয়া যাওয়া

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত ফাতেমা (রাঃ) আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা! নিকটে আস। তিনি নিকটে আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা, আরো নিকটে আস। তিনি আরো নিকটে আসিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা, আরো নিকটে আস। তিনি একেবারে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম, ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণ তাহার চেহারা হলুদবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চেহারা একেবারে রক্তশূন্য হইয়া রহিয়াছে। (তখনও পর্দার হুকুম নাযিল হইয়াছিল না।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল ছড়াইয়া তাহার বুকের উপর হাত রাখিলেন এবং মাথা উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, হে ক্ষুধার্তের পেট ভরার মালিক, হে হাজত ও প্রয়োজন মিটাইবার মালিক, আর হে নীচ লোকদেরকে উঁচা করার মালিক, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদকে ক্ষুধার্ত রাখিবেন না। আমি দেখিয়াছি, হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর চেহারার হলুদবর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে এবং চেহারায় রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, হে এমরান, এই দোয়ার পর আর কখনও আমি ক্ষুধার্ত হই নাই।

বার্ধক্যের চিহ্ন দূর হইয়া যাওয়া

হযরত যায়েদ আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত যায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, নিকটে আস। (আমি নিকটে আসিলে) তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, তাহাকে সুন্দর বানাইয়া দেন, অতঃপর তাহার সৌন্দর্য সর্বদা অটুট রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু যায়েদ (রাঃ)এর বয়স একশত বৎসরেরও বেশী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার দাড়িতে অল্প কয়েকটা চুল সাদা হইয়াছিল এবং তাহার চেহারা শক্ত সুঠাম ছিল, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার চেহারা কুঁচকায় নাই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, আবু নাহিক (রহঃ) বলেন, আবু যায়েদ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট পানি চাহিলেন, আমি একটি পেয়ালায় পানি লইয়া তাঁহার নিকট গেলাম। উহাতে একটি চুল ছিল আমি উহা উঠাইয়া বাহির করিয়া দিলাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, তাহাকে সুন্দর বানাইয়া দিন। আবু নাহিক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু যায়েদ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তাহার চুরানব্বই বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটি দাড়িও সাদা হইয়াছিল না। আবু নুআঈম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু নাহিক (রহঃ) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার তিরানব্বই বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মাথায় ও দাড়িতে একটি চুলও সাদা হইয়াছিল না।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা

আবুল আলা (রহঃ) বলেন, হযরত কাতাদাহ ইবনে মিলহান (রাঃ)এর যেখানে ইন্তেকাল হইয়াছিল আমি সেখানে তাহার নিকট ছিলাম। ঘরের পিছনের অংশ দিয়া এক ব্যক্তি অতিক্রম করিল আর আমি তাহার প্রতিচ্ছবি হযরত কাতাদাহ (রাঃ)এর চেহারায় দেখিতে

পাইলাম। ইহার কারণ এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চেহারায় হাত বুলাইয়াছিলেন। পূর্বে আমি যখনই হযরত কাতাদাহ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, মনে হইত যেন চেহারায় তৈল মাখিয়া রাখিয়াছেন।

হাইয়ান ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কাতাদাহ ইবনে মিলহান (রাঃ)এর চেহারায় নিজের হাত মুছিয়া দিলেন। এই কারণে যখন তিনি বৃদ্ধ হইলেন তখন তাহার সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু চেহারায় বার্ধক্যের কোন চিহ্ন ছিল না। আমি তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটে ছিলাম। তাহার নিকট দিয়া একজন মহিলা অতিক্রম করিল, আর আমি তাহার চেহারায় আয়নার ন্যায় মহিলার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলাম।

হযরত নাবেগা জা'দী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত নাবেগা জা'দী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলাম—

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَثَرَاؤُنَا(৫)   وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرًا

অর্থ ঃ 'আমাদের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে, আর আমরা আরও উপরে উঠার আশা রাখি।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু লায়লা, আরও উপরে কোথায় উঠিবে? আমি বলিলাম, জান্নাতে। তিনি বলিলেন, হাঁ, ইনশাআল্লাহ। আরও কবিতা পড়। অতঃপর আমি এই কবিতা পাঠ করিলাম—

وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ   بَوَادِرُ(১) تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ   حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا(২)

অর্থ ঃ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় কোন কল্যাণ নাই, যতক্ষণ না আকস্মিক কোন কাজ যাহা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে ঘোলা ও অস্বচ্ছ করা হইতে রক্ষা করে। আর মূর্খের ন্যায় আচরণে কোন কল্যাণ নাই যতক্ষণ না উহার

জন্য এমন কোন ধৈর্যশীল ব্যক্তি হয়, যখন সে কোন কাজ আরম্ভ করে তখন উহা সম্পন্ন করিয়া ছাড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবিতা অত্যন্ত পছন্দ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি খুবই উত্তম কবিতা পড়িয়াছ, আল্লাহ তোমার দাঁত পড়িতে না দেন। বর্ণনাকারী ইয়া'লা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত নাবেগা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তাহার বয়স একশত বৎসরেরও বেশী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটি দাঁতও পড়ে নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে জারাদ (রহঃ) বলেন, বনু জা'দাহ গোত্রীয় হযরত নাবেগা (রাঃ)কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই কবিতা

علونا السماء

শুনাইলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে আবু লায়লা উপরে উঠিয়া কতদূর যাইবে? আমি বলিলাম, জান্নাতে। তিনি বলিলেন, হাঁ, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আমাকে তোমার আরও কবিতা শুনাও। সুতরাং আমি

لا خير فى حلم

হইতে উভয় পংক্তি শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, তুমি অতি উত্তম কবিতা পড়িয়াছ, আল্লাহ তোমার দাঁতগুলি পড়িতে না দেন। আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত নাবেগা (রাঃ)এর দাঁত বর্ষিত শীলার ন্যায় চমকদার ছিল। কোন দাঁত না ভাঙ্গা ছিল, আর না কোন দাঁত বাঁকা ছিল। আসেম লাইসী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত নাবেগা (রাঃ)এর দাঁত জীবনভর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে সে স্থানে নতুন দাঁত উঠিয়া যাইত। তাহার বয়সও অনেক বেশী হইয়াছিল। (এসাবাহ)

শোক-দুঃখের আছর দূর হইয়া যাওয়া

উম্মে ইসহাক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ) বলেন, আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে আমার ভাইয়ের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলাম। পথে এক স্থানে পৌঁছিয়া আমার ভাই আমাকে বলিল, হে উম্মে ইসহাক, তুমি একটু এইখানে বস, আমি আমার খরচপত্র মক্কায় ভুলে রাখিয়া আসিয়াছি, (আমি যাইয়া উহা লইয়া আসি)। উম্মে ইসহাক (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার ব্যাপারে ঐ দুষ্ট লোকটার (অর্থাৎ আমার স্বামীর) আশংকা করি, (সে তোমাকে কতল করিয়া না দেয়)। ভাই বলিল, ইনশাআল্লাহ, এমন কখনও হইবে না। হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ) বলেন, আমি কিছুদিন সেখানে অপেক্ষা করিলাম। একদিন আমার নিকট দিয়া এক লোক গেল যাহাকে আমি চিনি, কিন্তু নাম বলিব না। সে বলিল, হে উম্মে ইসহাক, তুমি এখানে কেন বসিয়া আছ? আমি বলিলাম, আমি আমার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। সে বলিল, আজকের পর হইতে তোমার আর কোন ভাই নাই। তাহাকে তোমার স্বামী কতল করিয়া দিয়াছে।

আমি সবর করিলাম আর সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং মদীনায় পৌঁছিয়া গেলাম। আমি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি অযূ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাই ইসহাক কতল হইয়া গিয়াছে। আমি যতবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাই ততবারই তিনি অযূর পানির দিকে মাথা নত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি পানি লইয়া আমার চেহারার উপর ছিটাইয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী বাশশার (রহঃ) বলেন, আমার দাদি বলিয়াছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানি ছিটাইবার বরকতে) হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ)এর উপর যে কোন মুসীবত আসিত তাহার চোখে তো অশ্রু দেখা যাইত, কিন্তু সেই অশ্রু কখনও চেহারার উপর

গড়াইয়া পড়িত না। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ) বলেন, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আমার ভাই) ইসহাক কতল হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আঁজলা পানি লইয়া আমার চেহারায় ছিটাইয়া দিলেন। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ)এর উপর বড় কোন মুসীবত আসিলেও তাহার চোখে তো অশ্রু দেখা যাইত, কিন্তু উহা তাহার গণ্ডদ্বয়ের উপর গড়াইয়া পড়িত না।

দোয়ার দ্বারা বৃষ্টি হইতে হেফাজত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার বলিলেন, চল, আমাদের কাওমের জমিনে যাই। (অর্থাৎ চল আমাদের গ্রাম এলাকা দেখিয়া আসি।) সুতরাং আমরা চলিলাম। আমি ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জামাত হইতে কিছুটা পিছনে রহিয়া গেলাম। এমন সময় দ্রুত এক মেঘ আসিল এবং বর্ষিতে আরম্ভ করিল। হযরত উবাই (রাঃ) দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, এই বৃষ্টির কষ্ট আমাদের হইতে দূর করিয়া দিন। (সুতরাং আমরা বৃষ্টির মধ্যে চলিতেছিলাম কিন্তু আমাদের কোন জিনিস ভিজিল না।) আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সঙ্গীদের নিকট পৌঁছিলাম তখন তাহাদের জানোয়ার, উহার হাওদা ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাস্তায় অনেক বৃষ্টি পাইলাম, তোমরা কি কোন বৃষ্টি পাও নাই? আমি বলিলাম, আবুল মুনযির অর্থাৎ হযরত উবাই (রাঃ) আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিয়াছিলেন যে, আমাদের হইতে এই বৃষ্টির কষ্ট দূর করিয়া দিন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা দোয়ার মধ্যে আমাদেরকে কেন তোমাদের সহিত শামিল করিলে না। (মুন্তাখাব)

গাছের ডাল তরবারীতে পরিণত হওয়া

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) ও আরো অন্যান্যরা বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত উক্কাশা ইবনে মেহসান (রাঃ)এর তরবারী ভাঙ্গিয়া

গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে গাছের একটি ডাল দিলেন। তিনি উহা হাতে লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো তরবারীতে পরিণত হইয়া গেল। উহা খাঁটি লোহা ও অত্যন্ত মজবুত ছিল। (ইবনে সা'দ)

দোয়ার দ্বারা শরাব সিরকায় পরিবর্তন হইয়া যাওয়া

খাইসামা (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার নিকট এক মশক ভরা শরাব ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে মধু বানাইয়া দিন। সেই শরাব তৎক্ষণাৎ মধু হইয়া গেল। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি অতিক্রম করিল। তাহার নিকট এক মশক শরাব ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কি? উক্ত ব্যক্তি বলিল, সিরকা। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহাকে সিরকা বানাইয়া দিক। লোকেরা (মশক খুলিয়া) দেখিল, সত্যই উহা সিরকা হইয়া গিয়াছে। অথচ পূর্বে উহা শরাব ছিল।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট দিয়া এক ব্যক্তি অতিক্রম করিল। তাহার নিকট শরাবের একটি মশক ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি কি? সে উত্তর দিল, মধু। হযরত খালেদ (রাঃ) দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, এইগুলিকে সিরকা বানাইয়া দিন। উক্ত ব্যক্তি নিজ সঙ্গীদের নিকট পৌঁছিয়া বলিল, আমি তোমাদের নিকট এমন শরাব লইয়া আসিয়াছি যাহা আরবগণ কখনও পান করে নাই। অতঃপর সে মশক খুলিয়া দেখিল, উহাতে শরাবের পরিবর্তে সিরকা রহিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম, ইহাতে হযরত খালেদ (রাঃ)এর দোয়া লাগিয়া গিয়াছে।

কয়েদখানা হইতে বন্দীর মুক্তিলাভ

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত মালেক আশজায়ী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমার ছেলে আওফ বন্দী হইয়া গিয়াছে। নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার নিকট এই সংবাদ পৌছাইয়া দাও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আদেশ করিতেছেন যে,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

অধিক পরিমাণে পড়িতে থাক। অতএব সংবাদবাহক হযরত আওফ (রাঃ)কে যাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌছাইয়া দিল। আর হযরত আওফ (রাঃ) অধিক পরিমাণে

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কাফেরগণ হযরত আওফ (রাঃ)কে কাঁচা চামড়ার রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সেই রশি খুলিয়া পড়িয়া গেল। হযরত আওফ (রাঃ) কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তাহাদের একটি উটনী পাইলেন। তিনি উহাতে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর আসিয়া দেখিলেন, কাফেরদের সমস্ত পশুপাল একস্থানে একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি এক আওয়াজ দিলেন, আর সমস্ত পশু তাহার পিছনে চলিতে আরম্ভ করিল। তিনি আকস্মিকভাবে তাহার পিতামাতার ঘরের নিকট পৌছিয়া দরজায় আওয়াজ দিলেন।

তাহার পিতা আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, কা'বার রবের কসম, আওফ মনে হইতেছে। তাহার মা বলিলেন, হায়! আওফ কিভাবে হইতে পারে! আওফ তো রশির বন্ধনে কষ্ট পাইতেছে। তাহার পিতা ও খাদেম দৌড়াইয়া দরজার নিকট যাইয়া দেখিলেন, সত্যই আওফ, আর সারা উঠান উটে পরিপূর্ণ। হযরত আওফ (রাঃ) নিজের ও উটের সমস্ত ঘটনা পিতাকে শুনাইলেন। তাহার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাইয়া সমস্ত ঘটনা শুনাইলে তিনি বলিলেন, এই উটগুলি তুমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, তোমার নিজের উটের সহিত যাহা করিয়া থাক তাহাই করিতে পার।

অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -

অর্থ ঃ ''আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন, আর তাহাকে এমন স্থান হইতে রিযিক দান করিয়া থাকেন, যাহা তাহার ধারণাও হয় না ; আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করিবে তাহার জন্য তিনিই যথেষ্ট।'

ইবনে জারীরের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আওফ (রাঃ)এর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিজের ছেলের বন্দী হওয়ার ও তাহার কষ্টের কথা বলিতেন আর তিনি তাহাকে সবর করার কথা বলিতেন এবং বলিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর তাহার জন্য এই কষ্ট হইতে মুক্তির পথ বাহির করিবেন।

সাহাবা (রাঃ)দেরকে কষ্ট দেওয়ার কারণে নাফরমানদের উপর কি কি মুসীবত অবতীর্ণ হইয়াছে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অমান্য করার কারণে মুসীবত

হযরত আব্বাস ইবনে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) অথবা হযরত আব্বাস ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের কাওমে সামূদের এলাকা) হাজারের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে সেখানে অবস্থান করিলেন। লোকেরা সেখানকার কূয়া হইতে পানি উঠাইয়া নিজেদের পাত্র ভরিয়া লইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখান হইতে সামনে রওয়ানা হইলেন তখন লোকদেরকে বলিলেন, এই কূয়ার পানি মোটেও পান করিবে না। আর না উহার দ্বারা নামাযের জন্য অযু করিবে। উহার পানি দ্বারা যেই আটা মাখাইয়াছ উহা উটকে খাওয়াইয়া দাও। নিজেরা খাইও না। আর আজ রাত্রে যে কেহ বাহিরে যাইবে সে যেন নিজের কোন সাথীকে সঙ্গে লইয়া যায়, একা না যায়।

সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মত কাজ করিল। কিন্তু বনু সায়েদা গোত্রের দুই ব্যক্তি একা বাহিরে গেল। একজন হাজত সারিবার জন্য গেল, আর অপরজন নিজের উট তালাশ করিতে গেল। যে ব্যক্তি হাজত সারিতে গিয়াছিল তাহাকে (জিনদের) কেহ গলা টিপিয়া দিল। আর যে উট তালাশ করিতে গিয়াছিল তাহাকে জোর বাতাসে উড়াইয়া লইয়া (ইয়ামানের) তায় গোত্রের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ফেলিল। উক্ত দুই ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে সাথী ব্যতীত একা বাহিরে যাইতে নিষেধ করি নাই? অতঃপর পথে যাহার গলা টিপিয়া দিয়াছিল তাহার জন্য দোয়া করিলেন, আর তাহার অবস্থা ভাল হইয়া গেল। অপরজন তবূক হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত যিয়াদের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তায় গোত্রের লোকেরা উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

জাহ্জাহ্ গিফারীর উপর মুসীবত

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) মিম্বারের উপর বয়ান করিতেছিলেন। এমন সময় জাহ্জাহ্ গিফারী দাঁড়াইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাত হইতে লাঠি লইয়া তাহার হাঁটুর উপর এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, হাঁটুর হাড় ফাটিয়া গেল এবং লাঠিও ভাঙ্গিয়া গেল। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে আল্লাহ তায়ালা জাহ্জাহ্ এর হাতে পচনশীল ক্ষতরোগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন, আর উহাতে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল।

ইবনে সাকান হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, জাহ্জাহ্ ইবনে সাঈদ গিফারী উঠিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট গেল এবং তাহার হাত হইতে ছড়ি লইয়া তাহার হাঁটুর উপর এমন জোরে আঘাত করিল যে, হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজন ইহাতে শোরগোল করিয়া উঠিল আর

হযরত ওসমান (রাঃ) মিম্বার হইতে নামিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা গিফারীর হাঁটুতে রোগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। বছর অতিক্রম না হইতেই সেই রোগে তাহার মৃত্যু হইয়া গেল।

হযরত সা'দ (রাঃ)কে কষ্টদানকারীর উপর মুসীবত

আবদুল মালিক ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং এই কবিতা পাঠ করিল—

অর্থ ঃ আমরা তো এইজন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম, যেন আল্লাহ তায়ালা আপন সাহায্য নাযিল করেন। আর (হযরত) সা'দ কাদেসিয়ার দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আমরা যখন যুদ্ধের ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন অনেক মহিলা (তাহাদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কারণে) বিধবা হইয়াছে, কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ) স্ত্রীগণের কেহই বিধবা হয় নাই।

(হযরত সা'দ (রাঃ) অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই বলিয়া উক্ত ব্যক্তি তাহাকে কটাক্ষ করিয়া এই কবিতা পড়িল।) হযরত সা'দ (রাঃ) যখন এই কবিতা সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তখন তিনি হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তির জবান ও হাতকে আপনি যেইভাবে ইচ্ছা আমার ব্যাপারে রুখিয়া দেন।' এই দোয়ার ফলে কাদেসিয়ার যুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির শরীরে একটি তীর বিদ্ধ হইল যদ্দরুন তাহার জিহ্বাও কাটিয়া গেল এবং তাহার হাতও কাটিয়া গেল, আর সে নিহতও হইল।

কাবীসাহ ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, আমাদের এক চাচাত ভাই কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় (হযরত সা'দ (রাঃ)কে কটাক্ষ করিয়া) উপরোক্ত দুই কবিতা পাঠ করিয়াছিল। এই রেওয়ায়াতে প্রথম কবিতার শব্দ একটু ভিন্ন রকমের যাহার অর্থ এরূপ, 'তুমি কি দেখ নাই, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাঁহার সাহায্য অবতীর্ণ করিলেন?' হযরত সা'দ (রাঃ) যখন এই

কবিতা সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ করুন যেন তাহার জিহ্বা ও হাত অকেজো হইয়া যায়। সুতরাং এক তীর আসিয়া তাহার মুখে লাগিল, আর সে বোবা হইয়া গেল। যুদ্ধে তাহার হাতও কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে না পারার ওজর লোকদের নিকট প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আমাকে উঠাইয়া দরজার নিকট লইয়া চল। লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া বাহিরে আনিলে তিনি নিজের পিঠের কাপড় সরাইয়া দেখাইলেন। সেখানে অনেকগুলি যখম ছিল। উহা দেখিয়া লোকদের বিশ্বাস হইয়া গেল যে, তিনি প্রকৃতই মাজুর ও অপারগ ছিলেন। কেহই তাহাকে কাপুরুষ মনে করিত না।

পূর্বে বড়দের খাতিরে রাগ হওয়ার বর্ণনায় হযরত আমের ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর শানে অশোভনীয় বাক্য উচ্চারণকারীর জন্য হযরত সা'দ (রাঃ)এর বদদোয়ার ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, (হযরত সা'দ (রাঃ)এর বদদোয়ার সঙ্গে সঙ্গে) একটি বুখতী উটনী দ্রুতবেগে আসিল। লোকজন উহাকে দেখিয়া এদিক সেদিক সরিয়া গেল, আর উটনী উক্ত লোকটিকে পা দ্বারা পাড়াইয়া (মারিয়া) ফেলিল। এমনিভাবে কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ)এর নিন্দাকারীর জন্য হযরত সা'দ (রাঃ)এর বদদোয়ার ঘটনাও অতিবাহিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, আমাদের বিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই (আল্লাহ তায়ালার কুদরত জাহির হইল এবং) তাহার সওয়ারী জমিনের ভিতর ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহাকে মাথা নীচের দিক করিয়া পাথরের উপর ফেলিয়া দিল। যদ্দরুন তাহার মাথা ফাটিয়া মগজ বাহির হইয়া গেল এবং সে মারা গেল।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, উত্তেজিত এক উট আসিল এবং লোকদের মাঝখান দিয়া অতিক্রম করিয়া উক্ত লোকটির নিকট পৌঁছিয়া গেল, আর তাহাকে মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। অতঃপর তাহার উপর বসিয়া বুক দ্বারা তাহাকে মাটির সহিত ঘষিতে ঘষিতে টুকরা টুকরা

করিয়া দিল। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, আমি লোকদেরকে দেখিয়াছি, তাহারা দৌড়াইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট যাইতেছিল আর তাহাকে বলিতেছিল, আপনার দোয়া কবুল হওয়া মোবারক হউক!

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর বদদোয়া

ইবনে শাওয়াব (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এই সংবাদ পাইলেন যে, যিয়াদ হেজাযের গভর্নর হইতে চায়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাহার রাজত্বে বাস করিতে পছন্দ করিলেন না। সুতরাং তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আপনার মাখলুকের মধ্য হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা করেন তাহাকে কতল করাইয়া তাহার গুনাহের কাফফারা করিয়া দেন। (যিয়াদ) ইবনে সুমাইয়ার যেন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কতল হইয়া মৃত্যু না হয়। সুতরাং তৎক্ষণাৎ যিয়াদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে প্লেগ রোগের ফোঁড়া বাহির হইল এবং জুমুআর দিন আসার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইয়া গেল।

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)কে কষ্টদানকারীর উপর মুসীবত

আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ) অথবা আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, সেখানে (অর্থাৎ কারবালায়) যাহা কিছু ঘটিয়াছিল সেই সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে কি হুসাইন (রাঃ) আছে? লোকেরা বলিল, হাঁ, আছেন। সে হযরত হুসাইন (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমার জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ হউক। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, আমার জন্য দুইটি সুসংবাদ পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। এক হইল, অতি দয়ালু রব সেখানে থাকিবেন, দ্বিতীয় হইল, সুপারিশকারী নবী সেখানে থাকিবেন যাহার সুপারিশ কবুল করা হইবে। লোকেরা উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কে? সে বলিল, ইবনে জুওয়াইরাহ অথবা বলিল, ইবনে জুওয়াইযাহ। হযরত হুসাইন (রাঃ) এই দোয়া করিলেন,

আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে টুকরা টুকরা করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সওয়ারী ভীত হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, আর সে এমনভাবে নীচে পড়িয়া গেল যে, তাহার পা পা–দানির সহিত আটকাইয়া রহিল। সওয়ারী দ্রুতগতিতে ছুটিতেছিল আর তাহার শরীর ও মাথা মাটিতে হেঁচড়াইতেছিল, যদ্দরুণ তাহার সমস্ত শরীর টুকরা টুকরা হইয়া ছিড়িয়া পড়িতেছিল। আল্লাহর কসম, শেষ পর্যন্ত পা–দানির সহিত শুধু তাহার পা ঝুলিয়া রহিল।

কালবী (রহঃ) বলেন, হযরত হুসাইন (রাঃ) পানি পান করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে তীর মারিল যদ্দরুণ তাহার উভয় চোয়াল অবশ হইয়া গেল। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ কখনও তোর তৃষ্ণা না মিটান। অতঃপর সে পানি পান করিল, কিন্তু তাহার তৃষ্ণা মিটিল না। অবশেষে সে এত পানি পান করিল যে, পেট ফাটিয়া গেল।

ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের দারওয়ান বর্ণনা করিয়াছে যে, যখন ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হযরত হুসাইন (রাঃ)কে শহীদ করিল তখন আমিও তাহার পিছন পিছন মহলে প্রবেশ করিলাম। আমি দেখিলাম, মহলের ভিতরে হঠাৎ দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার চেহারার দিকে অগ্রসর হইল আর সে জামার আস্তিন দ্বারা চেহারা ঢাকিয়া লইল। অতঃপর সে আমাকে বলিল, তুমিও কি এই আগুন দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, এই ঘটনা গোপন রাখিও, কাহাকেও বলিও না।

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, আমার দাদী আমাকে বলিয়াছেন, জু'ফী গোত্রীয় দুই ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির লজ্জাস্থান এত লম্বা হইয়া গিয়াছিল যে, সে উহা পেঁচাইয়া রাখিত। আর অপরজনের এত পিপাসা লাগিত যে, সে মশকে মুখ লাগাইয়া সম্পূর্ণ মশকের পানি পান করিয়া ফেলিত। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, আমি উক্ত দুইজনের একজনের ছেলেকে দেখিয়াছি, তাহাকে দেখিতে একেবারে পাগল মনে হইত।

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রাঃ)এর কবরের উপর পায়খানা করিল। আর এই কারণে তাহার পরিবারের মধ্যে পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ ও শ্বেত রোগ সৃষ্টি হইল এবং পরিবারের সকলে গরীব হইয়া গেল।

সাহাবা (রাঃ)দের কতল হওয়ার কারণে দুনিয়ার অবস্থায় কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

টাটকা রক্ত বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া

রবীআহ ইবনে লাকীত (রহঃ) বলেন, যেই বৎসর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর জামাতের মধ্যে যুদ্ধ হইল সেই বৎসর আমি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তাহারা ফিরিতেছিলেন। পথে টাটকা রক্তের বৃষ্টি হইল। আমি বৃষ্টির মধ্যে পাত্র রাখিতাম আর উহা টাটকা রক্তে ভরিয়া যাইত। লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, পরস্পর একে অপরের যে রক্ত তাহারা প্রবাহিত করিয়াছে উহার কারণেই এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী তাহার প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, যদি তোমরা তোমাদের ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যে সম্পর্ক ঠিক করিয়া লও তবে এই দুই পাহাড়ও যদি পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া যায় তবুও তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। (কানয)

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতের দিন প্রত্যেক পাথরের নীচে রক্ত দেখা যাওয়া

যুহরী (রহঃ) বলেন, আবদুল মালিক (রহঃ) আমাকে বলিলেন, আপনি আমাকে বলুন, হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতের দিন কি আলামত দেখা গিয়াছে? তবেই বুঝা যাইবে যে, আপনি একজন বড় আলেম। আমি বলিলাম, সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাসে যে কোন কংকর উঠানো হইত উহার নীচে তাজা রক্ত দেখা যাইত। আবদুল মালিক (রহঃ) বলিলেন, এই কথা বর্ণনা করার মধ্যে আমি ও আপনি আমরা উভয়ে সমান। (অর্থাৎ আমিও এই বিষয়টি জানি।)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, যুহরী (রহঃ) বলেন, যেদিন হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)কে শহীদ করা হইয়াছে সেদিন শাম দেশে যে কোন পাথর উঠানো হইত উহার নীচে রক্ত দেখা যাইত।

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতে আসমানে রক্তিম আভা ও সূর্যগ্রহণ

উম্মে হাকীম (রহঃ) বলেন, হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতের দিন আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত আসমান রক্তের ন্যায় লাল ছিল।

আবু কাতীল (রহঃ) বলেন, হযরত হুসাইন (রাঃ)এর শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যগ্রহণ হইল এবং এত বেশী হইল যে, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় তারকা দেখা যাইতে লাগিল। আর আমরা মনে করিলাম, কেয়ামত আসিয়া গিয়াছে, বুঝি।

সাহাবা (রাঃ)দের কতল হওয়ার উপর জ্বিনদের বিলাপ করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য বিলাপ

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে যখন শহীদ করা হইল তখন ইয়ামানের তাবালা পাহাড়ের উপর এক আওয়াজ শুনা গেল, কেহ দুইটি কবিতা পাঠ করিল,—

لِيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا   فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ

وَأَدْبَرَتِ[১] الدُّنْيَا وَأَدْبَرَ خَيْرُهَا   وَقَدْ مَلَّهَا[২] مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

অর্থ ঃ 'ইসলামের জন্য যাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হয় সে কাঁদিয়া লউক। কেননা সমস্ত লোক ধ্বংসের নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে, অথচ এখনও ইসলামের বেশীদিন অতিবাহিত হয় নাই, দুনিয়া ও দুনিয়ার কল্যাণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া লইয়াছে, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের ওয়াদার উপর একীন রাখে তাহার অন্তর দুনিয়া হইতে বিরক্ত হইয়া গিয়াছে।'

লোকেরা এদিক সেদিক খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু তাহারা কবিতা

পাঠকারী কোন লোক দেখিতে পাইল না। (অতএব সকলে বুঝিল, জ্বিনদের কেহ এই কবিতা পাঠ করিয়াছে।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাত্রিবেলা কাহাকেও এই কবিতা দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সংবাদ দিতে শুনিয়াছি। আর আমার বিশ্বাস এই সংবাদদাতা কোন মানুষ ছিল না।

جَزَى اللهُ خَيْراً مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ   يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ(١) الْمُمَزَّقِ

فَمَنْ يَمْشِ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ(٢)   لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ

قَضَيْتَ أُمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ(٨) بَعْدَهَا   بَوَائِقَ(٩) فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমিনীনকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত দ্বারা সেই চামড়ায় বরকত দান করুন। যাহাকে ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। (হে আমীরুল মুমিনীন!) আপনি যেই মহান কাজ করিয়া গিয়াছেন যদি কেহ পায়ে হাঁটিয়া চলে অর্থাৎ ধীরগতিতে চলে বা কেহ উট পাখীর ডানায় চড়িয়া উড়িয়া চলে অর্থাৎ দ্রুতগতিতে চলে তবুও সে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। বরং সে পিছনেই থাকিয়া যাইবে। অনেক বড় বড় কাজ আপনি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উহার পর এমন মুসীবত রাখিয়া গিয়াছেন যাহা অস্ফুটন্ত কলির ভিতর সুপ্ত রহিয়াছে।

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালে এক জ্বিন কবিতার মধ্যে এরূপ বিলাপ করিল—

عَلَيْكَ سَلَامٌ مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ   يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُخَرَّقِ

قَضَيْتَ أُمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا   بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقِ

فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ   لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ

أَبَعْدَ قَتِيلٍ بِالْمَدِينَةِ أَظْلَمَتْ   لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ(١) بِأَسْوُقِ

অর্থ ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আর আল্লাহ তায়ালা আপন কুদরত দ্বারা সেই চামড়ায় বরকত দান করুন, যাহাকে ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। অনেক বড় বড় কাজ আপনি

—৪৩

করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উহার পর এমন মুসীবত রাখিয়া গিয়াছেন যাহা অস্ফুটন্ত কলির ভিতর সুপ্ত রহিয়াছে। (হে আমীরুল মুমিনীন,) আপনি সেই মহান কাজ করিয়া গিয়াছেন, যদি কেহ দৌড়াইয়া চলে বা উট পাখীর ডানায় চড়িয়া উড়িয়া চলে তবুও সে সেখান পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না। সেই ব্যক্তিত্ব, যাহার মদীনায় কতল হওয়ার কারণে সমস্ত জমিন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তাহার কতল হওয়ার পর মরুভূমির কাঁটাযুক্ত গাছ কি আপন কাণ্ডের উপর আন্দোলিত হইতেছে? (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতে গাছপালাও সজীবতা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ইন্তেকালের তিন দিন পর জ্বিনরা কবিতার মাধ্যমে তাহার শোক প্রকাশ করিল। অতঃপর তিনি উপরোক্ত চার লাইন কবিতা ভিন্ন ধারায় বর্ণনা করিয়া অতিরিক্ত পঞ্চম লাইন উল্লেখ করিয়াছেন—

فَلَقَاكَ رَبِّي فِي الْجِنَانِ تَحِيَّةً   وَمِنْ كِسْوَةِ الْفِرْدَوْسِ مَالَمْ يُمَزَّقِ

অর্থ ঃ 'আমার রব জান্নাতে আপনাকে সালাম পৌছান, এবং আপনাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের এমন কাপড় পরিধান করান যাহা কখনও ছিঁড়িবে না।'

হযরত হুসাইন (রাঃ)এর জন্য জ্বিনদের শোক প্রকাশ

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর জন্য জ্বিনদেরকে শোক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) একবার বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কাহারো মৃত্যুতে কখনও জ্বিনদেরকে শোক প্রকাশ করিতে শুনি নাই। কিন্তু আজ রাত্রে আমি শুনিতে পাইয়াছি; আমার মনে হয়, আমার ছেলে (হযরত হুসাইন (রাঃ)) ইন্তেকাল করিয়াছে। সুতরাং তিনি নিজের বাঁদীকে বলিলেন, বাহিরে যাইয়া খবর লইয়া আস। বাঁদী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হযরত হুসাইন (রাঃ) শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, এক মহিলা জ্বিন এই কবিতা পাঠ

করিতেছিল—

أَلَا يَا عَيْنُ فَاحْتَفِلِي(٢) بِجَهْدِي وَمَنْ يَبْكِي عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدِي
عَلَى رَهْطٍ تَقُودُهُمُ الْمَنَايَا(١) إِلَى مُتَجَبِّرٍ فِي مُلْكِ عَبْدِ

অর্থ ঃ হে চক্ষু, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি যে কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছি উহাকে গুরুত্ব প্রদান কর, আমি যদি না কাঁদি তবে আমার পর শহীদগণের জন্য কে কাঁদিবে? শহীদগণের জামাত যাহাদেরকে মৃত্যু টানিয়া লইয়া গিয়াছে এক জালেমের নিকট (অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ) যে এক গোলাম (অর্থাৎ ইয়াযীদ)এর রাজত্বে সেনাপ্রধান।

হযরত মাইমূনাহ (রাঃ) বলেন, আমি জ্বিনদেরকে হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর জন্য শোক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি।

সাহাবা (রাঃ)দের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর স্বপ্ন

(হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন,) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি এমন জায়গায় আছি যেখানে অনেকগুলি রাস্তা রহিয়াছে। তারপর সমস্ত রাস্তা শেষ হইয়া গেল, শুধু একটি রাস্তা বাকি রহিল। আমি সেই রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিলাম, চলিতে চলিতে এক পাহাড়ের উপর পৌঁছিয়া গেলাম। সেখানে দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়া আছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে ইশারা করিতেছেন যে, এখানে বস।' এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি বলিলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন, আল্লাহর কসম, আমীরুল মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)) এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি এই স্বপ্ন হযরত ওমর (রাঃ)কে জানান না কেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে স্বয়ং তাহার মৃত্যু সংবাদ কেন দিব?

হযরত ওসমান (রাঃ)এর স্বপ্ন

কাসীর ইবনে সাল্ত (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যেদিন শহীদ হইলেন সেদিন তিনি ঘুমাইলেন এবং ঘুম হইতে উঠিয়া বলিলেন, যদি লোকেরা এরূপ না বলে যে, ওসমান ফেৎনা সৃষ্টি করিতে চায় তবে আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলিতে পারি। আমরা বলিলাম, আল্লাহ আপনার ভাল করুন, আপনি আমাদেরকে বলুন। আমরা এমন কথা বলিব না যাহা অন্যরা বলিতে পারে। তিনি বলিলেন, আমি এইমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তুমি এই জুমুআর দিনে আমাদের নিকট পৌছিয়া যাইবে। ইবনে সা'দ হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, সেইদিনই জুমুআর দিন ছিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, সকালবেলা হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, অদ্যরাত্রে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, হে ওসমান, আমাদের নিকট আসিয়া ইফতার করিও। অতএব সেদিন হযরত ওসমান (রাঃ) রোযা রাখিলেন এবং সেইদিনই তাহাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম আবু সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) বিশজন গোলাম আযাদ করিলেন এবং পায়জামা আনাইয়া উহা পরিধান করিলেন এবং শক্ত করিয়া বাঁধিলেন। অথচ ইতিপূর্বে না তিনি জাহিলিয়াতের যুগে পায়জামা পরিধান করিয়াছেন আর না ইসলামের যুগে কোনদিন উহা পরিধান করিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন, আমি গত রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাহারা আমাকে বলিয়াছেন, সবর কর, কেননা তুমি আগামী রাত্রে আমাদের নিকট আসিয়া ইফতার করিবে। তারপর তিনি কোরআন শরীফ আনাইয়া নিজের সম্মুখে খুলিয়া লইলেন। তিনি যখন শহীদ হইলেন তখন কোরআন শরীফ সম্মুখে খোলা রাখা ছিল।

রহিয়াছেন, আর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কোমর ধরিয়া রহিয়াছেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর কোমর ধরিয়া রহিয়াছেন। আর আমি দেখিয়াছি, আসমান হইতে জমিনের উপর রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। হযরত হাসান (রাঃ) যখণ এই স্বপ্ন শুনাইলেন তখন সেখানে কয়েকজন শিয়া সম্প্রদায়ের লোক বসিয়াছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হযরত আলী (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখেন নাই? হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় তো ইহাই ছিল যে, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমর ধরিয়া রাখিয়াছেন, দেখি। কিন্তু ইহা তো একটি স্বপ্ন, যাহা আমি দেখিয়াছি তাহাই তোমাদেরকে শুনাইয়াছি। অতঃপর হাদীসের আরও অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

আবু ইয়ালা (রহঃ) বলেন, হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল, আমি অদ্য রাত্রে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন আরশের উপর আছেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং আরশের একটি পায়ার নিকট দাঁড়াইলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) আসিলেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার রব, আপন বান্দাগণকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা আমাকে কি কারণে হত্যা করিয়াছে? তারপর আসমান হইতে দুইটি নালী বাহিয়া জমিনের দিকে রক্ত পড়িতেছে। হযরত হাসান (রাঃ) স্বপ্ন বর্ণনা করার পর কেহ হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল, আপনি দেখিতেছেন না, হযরত হাসান (রাঃ) কি বর্ণনা করিতেছেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, সে যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে তাহাই বর্ণনা করিয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাসান (রাঃ) বলিলেন, এই স্বপ্ন দেখার পর আমি আর কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিব না। এই রেওয়ায়াতে

ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাসান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিলাম, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর উপর হাত রাখিয়া আছেন, আর আমি তাহাদের পিছনে অনেক রক্ত দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রক্ত কিসের? কেহ উত্তরে বলিল, এইগুলি হযরত ওসমান (রাঃ)এর রক্ত। তিনি আল্লাহর দরবারে উহার দাবী জানাইতেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর স্বপ্ন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম, তাঁহার চুল এলোমেলো এবং শরীরে ধুলাবালি লাগিয়া রহিয়াছে, তাঁহার হাতে একটি শিশি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই শিশি কিসের? তিনি বলিলেন, ইহাতে হুসাইন ও তাহার সঙ্গীদের রক্ত রহিয়াছে। আমি সকাল হইতে উহা জমা করিতেছি। এই স্বপ্নের পর দেখিলাম, সত্যই হযরত হুসাইন (রাঃ) সেইদিনই শহীদ হইয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাঁহার হাতে একটি শিশি যাহাতে রক্ত রহিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ)দের পরস্পর একে অপরকে স্বপ্নে দেখা

হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাহার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর স্বপ্ন

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর প্রতিবেশী ছিলাম। আমি তাহার চাইতে উত্তম ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখি নাই। রাত্রভর নামায পড়িতেন এবং দিনভর রোযা রাখিতেন আর মানুষের কাজে সময় ব্যয় করিতেন। তাহার ইন্তেকালের পর আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম যেন তাহাকে স্বপ্নে দেখাইয়া দেন। সুতরাং আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি কাঁধের উপর চাদর রাখিয়া মদীনার বাজার হইতে আসিতেছেন। আমি তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

কি অবস্থা? তিনি বলিলেন, ভাল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পাইলেন? তিনি বলিলেন, এইমাত্র হিসাব হইতে অবসর হইয়াছি। যদি দয়াবান রব না পাইতাম তবে আমার মান-সম্মান শেষ হইয়া যাইত।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাহার ইন্তেকালের পর আমি এক বৎসর যাবৎ আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকিলাম যেন স্বপ্নে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। অবশেষে বৎসর শেষে আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি নিজের কপাল হইতে ঘাম মুছিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার রব আপনার সহিত কি ব্যবহার করিলেন? তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি (হিসাব হইতে) অবসর হইয়াছি। যদি আমার রব দয়া ও মেহেরবানী না করিতেন তবে আমার ইজ্জত সম্মান সবই শেষ হইয়া যাইত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এক বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছি যেন স্বপ্নে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। সুতরাং আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। আমি আরজ করিলাম, আপনার সহিত কি ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, বড় দয়াবান অত্যন্ত মেহেরবান রবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। যদি আমার রবের রহমত না হইত তবে আমার ইজ্জত সম্মান মাটিতে মিশিয়া যাইত।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও একজন আনসারী সাহাবীর স্বপ্ন

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রাঃ)এর কি অবস্থা হইয়াছে তাহা জানার আমার খুবই আগ্রহ ছিল। অবশেষে আমি স্বপ্নে একটি মহল দেখিলাম, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মহল কাহার জন্য? লোকেরা বলিল, ইহা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর জন্য। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) মহল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার শরীরে একখানা চাদর ছিল। মনে হইতেছিল যেন এইমাত্র গোসল করিয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সহিত কি ব্যবহার হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ভাল ব্যবহার করা হইয়াছে।

যদি আমার রব ক্ষমাশীল না হইতেন তবে আমার ইজ্জত মাটির সহিত মিশিয়া যাইত। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছি কত বৎসর হইয়াছে? আমি বলিলাম, বার বৎসর হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি এইমাত্র হিসাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছি।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছি যেন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত স্বপ্নে আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। দশ বৎসর পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি কপাল হইতে ঘাম মুছিতেছেন। আমি আরজ করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, এইমাত্র হিসাব হইতে অবসর হইয়াছি। যদি আমার রবের দয়া না হইত তবে আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর স্বপ্ন

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হজ্ব হইতে ফিরার পথে আমি (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) সুকইয়া নামক স্থানে ঘুমাইয়া ছিলাম। আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি সম্মুখ হইতে হাঁটিয়া আসিলেন। আমার পার্শ্বে আমার স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রাঃ) ঘুমাইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া তাহাকে পা দ্বারা নাড়া দিয়া জাগাইলেন এবং তারপর পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। লোকজন তাহার তালাশে বাহির হইল। আমি কাপড় আনাইয়া পরিধান করিলাম এবং লোকদের সহিত তাহাকে তালাশ করিতে লাগিলাম। সবার পূর্বে আমিই তাহার নিকট পৌঁছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, তাহাকে তালাশ করিতে করিতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গেলাম। সুতরাং আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি তো লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে তাহারা খুঁজিয়া পাইবে না। আল্লাহর কসম, আমি যতক্ষণ অত্যন্ত ক্লান্ত না হইয়াছি ততক্ষণ আপনাকে পাই নাই। তিনি বলিলেন, আমার মনে হয়, আমি তো খুব বেশী দ্রুত হাঁটি নাই।

হযরত আবদুর রহমান বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আবদুর রহমানের প্রাণ রহিয়াছে, তাহার এইভাবে সকলের অগ্রে চলিয়া যাওয়ার ব্যাখ্যা হইল, তাহার আমল অত্যন্ত শক্তিশালী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)এর স্বপ্ন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আমার ভাই! আমাদের দুইজনের যে কেহ আগে মারা যায় সে যেন জীবিতের সহিত স্বপ্নে দেখা করে। আমি বলিলাম, এরূপ কি সম্ভব হইতে পারে? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, হইতে পারে, কারণ মুমিনের রূহ স্বাধীন থাকে, জমিনের বুকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। আর কাফেরের রূহ বন্দী থাকে। অতএব হযরত সালমান (রাঃ)এর আগে ইন্তেকাল হইল। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি আমার চৌকির উপর ঘুমাইবার জন্য শুইলাম। আমার হালকা একটু ঘুম আসিতেই হযরত সালমান (রাঃ) স্বপ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কেমন স্থান লাভ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, অতি উত্তম! তুমি তাওয়াক্কুলকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকিও, কেননা তাওয়াক্কুল অতি উত্তম জিনিস। তাওয়াক্কুলকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকিও, কেননা তাওয়াক্কুল অতি উত্তম জিনিস। তাওয়াক্কুলকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকিও, কেননা তাওয়াক্কুল অতি উত্তম জিনিস।

আবু নুআঈমের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ)এর প্রথমে ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনার কি অবস্থা? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, ভাল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন আমলকে সর্বোত্তম পাইলেন? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি তাওয়াক্কুলকে বড় আশ্চর্য জিনিস পাইয়াছি।

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর স্বপ্ন

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে চামড়ার তাঁবু ও সবুজ চারণভূমি দেখিলাম। তাঁবুর আশেপাশে অনেকগুলি বকরী বসিয়া জাবর কাটিতেছে, আর লাদির পরিবর্তে আজওয়া খেজুর বাহির করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তাঁবু কাহার? কেহ বলিল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, এই সমস্ত কিছু আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোরআনের বদৌলতে দান করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যদি এই পাহাড়ী পথের অপরদিকে দেখ, তবে তোমরা এমন সমস্ত নেয়ামতসমূহ দেখিতে পাইবে যাহা তোমাদের চক্ষু কখনও দেখে নাই, তোমাদের কান কখনও শুনে নাই, আর তোমাদের দিলে কখনও উহার ধারণাও জন্মে নাই। এই সমস্ত নেয়ামতসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। কারণ তিনি আপন উভয় হাত ও বুক দ্বারা দুনিয়াকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ)এর স্বপ্ন

ইমাম ওয়াকেদী (রহঃ)এর উস্তাদগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) বলিয়াছেন যে, ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে হযরত মুবাশ্শির ইবনে আবদুল মুনযির (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, তুমি কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় আছেন? তিনি বলিলেন, আমরা জান্নাতে আছি এবং যেখানে ইচ্ছা হয় চরিয়া বেড়াই। আমি বলিলাম, আপনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ, কতল হওয়ার পর পুনরায় জীবিত হইয়া গিয়াছি। আমি এই স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু জাবের! এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তুমি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাতের মরতবা লাভ করিবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

কোন্ সমস্ত কারণে সাহাবা (রাঃ) গায়েবী সাহায্য লাভ করিতেন এবং কিরূপে তাহারা সেই সমস্ত কারণসমূহকে আঁকড়াই ধরিয়া থাকিতেন? আর তাহারা কিরূপে বস্তুগত ও ক্ষণস্থায়ী উপকরণ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া রাখিতেন।

মনের বিপরীত বিষয় ও কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আওফ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবদুর ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, ইসলাম মনের বিপরীত বিষয় ও কষ্ট লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। (অর্থাৎ মনের বিপরীত জিনিস ও কষ্ট সহ্য করায় ইসলাম উন্নতি লাভ করে।) আমরা মনের বিপরীত জিনিসের মধ্যে সর্বাধিক কল্যাণ পাইয়াছি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (হিজরতের উদ্দেশ্যে মনের বিপরীত) মক্কা হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই হিজরতের কারণে আমাদেরকে উন্নত করিলেন ও সফলতা দান করিলেন। এমনিভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদর যুদ্ধে গেলাম। সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যেমন আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন—

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ. وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ (سورة انفال)

অর্থ ঃ 'আর ঈমানদারদের একটি দল ইহাতে সম্মত ছিল না, তাহারা আপনার সহিত বিবাদ করিতেছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তাহা প্রকাশিত হওয়ার পর, যেন কেহ তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে। আর তোমরা সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দুইটি দলের মধ্য হইতে একটি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতেছিলেন যে, উহা তোমাদের হস্তগত হইবে, আর তোমরা এই কামনা করিতেছিলে যেন নিস্কন্টক (অর্থাৎ নিরস্ত্র) দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে।'

সশস্ত্র দল কোরাইশ বাহিনী ছিল। আল্লাহ তায়ালা এই সফরেও আমাদের জন্য উন্নতি ও সফলতা রাখিলেন। (অথচ এই জেহাদ সম্পূর্ণ

আমাদের মনের বিপরীত ছিল।) মোটকথা আমরা সমস্ত কল্যাণের কল্যাণ মনের বিপরীত চলার মধ্যে পাইয়াছি।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত খালেদ (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ইয়ামামায় থাকা অবস্থায় তাহাকে এই চিঠি লিখিলেন—

আল্লাহর বান্দা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আবু বকরের পক্ষ হইতে (হযরত) খালেদ ইবনে ওলীদের নামে এবং তাহার সহিত যে সকল মুহাজিরীন ও আনসার ও এখলাসের সহিত তাহাদের অনুসরণকারী রহিয়াছেন তাহাদের সকলের নামে, সালামুন আলাইকুম, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মাবা'দ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন ওয়াদাকে পূর্ণ করিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আপন দোস্তকে ইজ্জত দান করিয়াছেন এবং আপন দুশমনকে অপদস্থ করিয়াছেন এবং সমস্ত দলের উপর একাই বিজয়ী হইয়াছেন। সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই তিনি বলিয়াছেন—

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (سورة نور)

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যকার যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকর্মসমূহ করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে ওয়াদা দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে (এই অনুসরণ ও অনুকরণের বরকতে) পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তী (হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক) দিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন, এবং

তিনি তাহাদের জন্য যে দ্বীন (অর্থাৎ ইসলাম)কে পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে তাহাদের জন্য শক্তিশালী করিয়া দিবেন।'

হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পূর্ণ আয়াত লিখিলেন। অতঃপর লিখিলেন, ইহা আল্লাহর ওয়াদা যাহা কখনও খেলাফ হইতে পারে না এবং আল্লাহর ফরমান যাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয করিয়াছেন এবং কোরআনে বলিয়াছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (سورة بقره)

অর্থ ঃ 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইয়াছে, অথচ উহা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।' এই আয়াত লিখিয়া লিখিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন উহাকে পূরণ করাও। (আর উহার উপায় হইল, আল্লাহ তায়ালা আপন ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করিয়াছেন উহাকে পালন কর।) আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যেই কাজ ফরয করিয়াছেন উহাতে আল্লাহকে মান্য কর, যত বড় কষ্টই হউক না কেন, আর যত বড় মুসীবতই সহ্য করিতে হউক না কেন, যত দূরেরই সফর করিতে হউক না কেন, এবং জানমালে যত ক্ষতিই সহ্য করিতে হউক না কেন। কেননা আল্লাহ তায়ালার বিশাল আজর ও সওয়াবের মোকাবিলায় এই সমস্ত খুবই নগণ্য। আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা হালকা হও বা ভারী হও সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও এবং মাল ও জান লইয়া খুব জেহাদ কর। অতঃপর এই বিষয়ে আয়াত উল্লেখ করিলেন। অতঃপর লিখিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, আমি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ইরাক যাওয়ার আদেশ করিয়াছি এবং সেখানে পৌছিয়া যেন আমার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করে। অতএব তোমরা সকলে তাহার সহিত যাও এবং তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া মাটির সহিত জড়াইয়া ধরিয়া থাকিও না। কেননা ইহা এমন রাস্তা যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির জন্য আজর ও সওয়াবকে বহুগুণে বাড়াইয়া দেন যে তাহার নিয়তকে সুন্দর করে এবং কল্যাণকাজে অধিক আগ্রহ করে। তোমরা

যখন ইরাক পৌঁছিয়া যাও তখন আমার পরবর্তী আদেশ আসা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তোমাদের দুনিয়া–আখেরাতের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজে যথেষ্ট হইয়া যান। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

পূর্বে কষ্ট সহ্য করা, হিজরত ও নুসরত এবং জেহাদ ইত্যাদির অধ্যায়ে সাহাবা (রাঃ)দের কষ্ট ও মুসীবত সহ্য করার বিস্তারিত ঘটনাবলী অতিবাহিত হইয়াছে।

বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত আল্লাহর হুকুমকে পালন করা

হযরত ওতবা ইবনে আব্দ সুলামী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, উঠ, এই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই, আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা এরূপ বলিব না যেরূপ বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল যে, আপনি যান এবং আপনার রব যাক, আপনারা উভয়ে যাইয়া যুদ্ধ করুন, আমরা তো এইখানে বসিলাম। বরং আমরা তো আরজ করিব যে, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি চলুন, আপনার রবও চলুক, আর আমরাও আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব।

(জেহাদের অধ্যায়ে হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর অনুরূপ উক্তি অতিবাহিত হইয়াছে, যাহা ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুওয়াইহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০নং পৃষ্ঠায় হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর উক্তিও অতিবাহিত হইয়াছে যে, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদের সওয়ারীগুলি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করাইতে আদেশ করেন তবে আমরা তাহাই করিব। আর যদি (ইয়ামানের) সুদূর বারকুল গিমাদ পর্যন্ত সওয়ারী হাঁকাইতে বলেন তবে আমরা তাহা করিতেও প্রস্তুত আছি।

এমনিভাবে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে মুসনাদে আহমাদে ও হযরত আলকামা ইবনে ওক্কাস লাইসী (রাঃ) হইতে ইবনে মারদুওয়াইহ এর কিতাবে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর উক্তিও অতিবাহিত হইয়াছে যে, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আপনার উপর (পবিত্র) কিতাব (কোরআন) নাযিল করিয়াছেন, আমি এই পথে কখনও চলাচল করি নাই এবং এই পথ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই, তথাপি যদি আপনি ইয়ামানের বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যাইতে উদ্যত হন তবে আমরাও আপনার সহিত যাইব। আমরা সেই সকল লোকদের ন্যায় হইব না যাহারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, আপনি ও আপনার রবই যান এবং আপনারা উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এইখানেই বসিলাম। বরং আমরা বলিব, আপনি ও আপনার রব চলুন এবং আপনারা উভয়ে যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের অনুসরণ করিব। হয়ত আপনি (আবু সুফিয়ানের কাফেলা ধরিবার) এক উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখন আপনার দ্বারা অন্য কোন কাজ (অর্থাৎ কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ) করাইতে চাহিতেছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা এখন যাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন আপনি সে বিষয়ে ভাবিয়া দেখুন এবং অগ্রসর হউন। (আমাদের ব্যাপারে আপনার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে।) সুতরাং আপনি যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় ছিন্ন করুন। যাহার সহিত ইচ্ছা হয় শত্রুতা করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সন্ধি করুন। আমাদের অর্থসম্পদ হইতে যত ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথার উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ -

অর্থ ঃ 'যেরূপ আপনার রব আপনাকে আপনার ঘর হইতে (বদরের দিকে) ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বাহির করিলেন। অথচ ঈমানদারদের

একটি দল ইহাতে সম্মত ছিল না। তাহারা আপনার সহিত বিবাদ করিতেছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে তাহা প্রকাশিত হইবার পর, যেন কেহ তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে।'

উমাবী তাহার মাগাযী গ্রন্থে উপরোক্ত বক্তব্যের পর হযরত সা'দ (রাঃ)এর অতিরিক্ত এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমাদের ধনসম্পদ হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি গ্রহণ করুন এবং যেই পরিমাণ ইচ্ছা হয় আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিবেন তাহা অপেক্ষা যাহা গ্রহণ করিবেন উহাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। আর আপনি যে কোন আদেশ করিবেন, আমাদের সর্ববিষয় উহার অধীন থাকিবে।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা এবং বাতেলপন্থীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আওফ ইবনে আহমার (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) যখন আম্বার শহর হইতে নাহ্‌রাওয়ান বাসীদের দিকে রওয়ানা হইলেন তখন মুসাফির ইবনে আওফ ইবনে আহমার তাহাকে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই সময় রওয়ানা হইবেন না, বরং দিনের তিন ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সফর আরম্ভ করুন। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিল, যদি আপনি এই সময়ে রওয়ানা হন তবে আপনার ও আপনার সঙ্গীদের অনেক কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। আর যদি আপনি সেই সময় রওয়ানা হন যেই সময়ের কথা আমি বলিয়াছি তবে আপনি সফলকাম হইবেন এবং শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবেন। এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোন জ্যোতিষী ছিল না, আর না তাঁহার পর আজ

পর্যন্ত আমাদের জন্য কোন জ্যোতিষী ছিল। আমার এই ঘুড়ীর পেটে কি আছে, তাহা তোমার জানা আছে কি? সে বলিল, আমি হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমার এই কথাকে সত্য বলিয়া মানিবে, সে কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী হইবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকটই কেয়ামতের জ্ঞান রহিয়াছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যাহা থাকে তাহা তিনি জানেন।

তুমি যেই জিনিস জানার দাবী করিয়াছ উহা জানার দাবী তো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেন নাই। আর তুমি কি ইহাও বল যে, তুমি সেই সময় সম্পর্কে জান, যেই সময়ে সফর আরম্ভ করিলে ক্ষতি হইবে? সে বলিল, হাঁ, আমি জানি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমার এই কথাকে সত্য মানিয়া লইবে, অপছন্দনীয় বিষয় দূর করার জন্য তাহার আর আল্লাহর প্রয়োজন থাকিবে না। আর যে ব্যক্তি তোমার এই কথাকে মানিবে সে আপন রব আল্লাহকে ছাড়িয়া নিজের সমস্ত কাজ তোমার সোপর্দ করিবে, কারণ তুমি দাবী করিতেছ যে, তুমি সেই সময় সম্পর্কে জান যেই সময় সফর আরম্ভকারী সর্বপ্রকার মন্দ ও কষ্ট হইতে নিরাপদ থাকিবে। অতএব যে ব্যক্তি এই কথার উপর ঈমান রাখিবে তাহার ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, সে এমন ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যাইবে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ ও বিপক্ষ সাব্যস্ত করিল। হে আল্লাহ, অশুভ ও শুভ লক্ষণ উহাই যাহা আপনি নির্ধারণ করিয়াছেন, আর কল্যাণ উহাই যাহা আপনি দান করেন, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। (হে মুসাফির) আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতেছি। অতএব আমরা তোমার বিরোধিতা করিব এবং আমরা সেই সময় সফর আরম্ভ করিব যেই সময়ে সফর করিতে তুমি নিষেধ করিতেছ।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, এই গ্রহনক্ষত্রাদির (জ্যোতিষ) বিদ্যা শিক্ষা হইতে বাঁচিয়া

থাক। অবশ্য গ্রহনক্ষত্রাদির বিদ্যা এই পরিমাণ শিখিতে পার যদ্দ্বারা স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিতে পার। জ্যোতিষী কাফের সমতুল্য। আর কাফের জাহান্নামে যাইবে। (তারপর তিনি মুসাফিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,) আল্লাহর কসম, আমি যদি জানিতে পারি যে, তুমি গ্রহনক্ষত্রাদিতে চিন্তা ফিকির করিয়া সেই অনুসারে আমল কর তবে যতদিন তুমি ও আমি জীবিত থাকিব ততদিন আমি তোমাকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিব। আর যতদিন আমার খেলাফত আমল চলিবে ততদিন তোমাকে ভাতা দিব না।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) সেই সময়ে সফর আরম্ভ করিলেন যেই সময় মুসাফির সফর করিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং নাহ্রাওয়ানবাসীর নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিলেন এবং তাহাদেরকে কতল করিলেন। তারপর বলিলেন, যদি আমরা মুসাফিরের কথা মত উক্ত সময়ে সফর আরম্ভ করিতাম এবং শত্রুর উপর জয়লাভ করিতাম তবে লোকেরা বলিত, হযরত আলী (রাঃ) যেহেতু জ্যোতিষীর কথামত উক্ত সময়ে সফর আরম্ভ করিয়াছেন সেহেতু তিনি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জ্যোতিষী ছিল না, আর না তাঁহার পর আমাদের নিকট কোন জ্যোতিষী ছিল, তথাপি আল্লাহ কিসরা ও কায়সারের রাজত্বের উপর ও অন্যান্য দেশের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করিয়াছেন। হে লোকসকল, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর এবং তাহারই উপর ভরসা কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা যাহার কাজ করিয়া দিবেন তাহার আর কাহারও প্রয়োজন হইবে না।

আল্লাহ তায়ালা যেই সমস্ত আমলের দ্বারা ইজ্জত দেন সেই সমস্ত আমল তালাশ করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনাবলী

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জার্রাহ (রাঃ) আমাদের সহিত শাম দেশে ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে

খাত্তাব (রাঃ) শামদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাহার সহিত আরও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা পথে একস্থানে একটি পানির ঘাটে পৌঁছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উটের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উট হইতে নামিয়া পায়ের মোজা খুলিয়া কাঁধের উপর রাখিলেন এবং উটের লাগাম ধরিয়া ঘাট পার হইতে লাগিলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি ইহা কি করিতেছেন, মোজা কাঁধে লইয়া উটের লাগাম ধরিয়া পানির ঘাট পার হইতেছেন? আমার নিকট ইহা মোটেও আনন্দদায়ক নয় যে, এই শহরবাসী আপনাকে এই অবস্থায় দেখুক।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উহ্! হে আবু ওবায়দাহ! যদি তুমি ব্যতীত আর কেহ এমন কথা বলিত তবে আমি এমন কঠিন সাজা দিতাম যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত উম্মতের জন্য উহা শিক্ষণীয় বিষয় হইত। আমরা তো সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত জাতি ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দিয়াছেন। সুতরাং যেই ইসলাম দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সম্মান দিয়াছেন, যদি আমরা উহা ব্যতীত আর কোন জিনিস দ্বারা সম্মান হাসিল করিতে চাই তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অপদস্থ করিয়া দিবেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন শাম দেশে আসিলেন তখন (শাম দেশীয়) বাহিনী তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিল। হযরত ওমর (রাঃ)এর শরীরে একখানা চাদর, পায়ে মোজা ও মাথায় পাগড়ী বাঁধা ছিল। তিনি উটের লাগাম ধরিয়া পানি পার হইতেছিলেন। এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! (শামদেশীয়) বাহিনী ও উহার কমাণ্ডার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে,আর আপনার এই অবস্থা? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করিয়াছেন। অতএব আমরা ইসলাম ব্যতীত আর কোন জিনিসের মধ্যে সম্মান তালাশ করিতে পারি না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন,

হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এমন কাজ করিয়াছেন, যাহা এই এলাকাবাসীর নিকট বিরাট (দোষণীয়) কাজ। আপনি মোজা খুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং আপন সওয়ারী (হইতে নামিয়া) উহার লাগাম হাতে লইয়া পানির ভিতর নামিয়া পড়িয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর বুকের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, উহ্! হে আবু ওবায়দাহ্! হায় যদি এই কথা তুমি না বলিয়া আর কেহ বলিত। লোকদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম ছিল, আর তোমরা সকল মানুষ অপেক্ষা অপদস্থ ছিলে, আল্লাহ তায়ালা ইসলাম দ্বারা তোমাদেরকে সম্মান দান করিয়াছেন। এখন তোমরা যখনই ইসলাম ব্যতীত আর কোন জিনিসের মধ্যে সম্মান তালাশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে অপদস্থ করিয়া দিবেন।

কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন শামদেশে আসিলেন তখন তিনি উটের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। লোকেরা বলিল, এখানকার সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। অতএব আপনি যদি তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করিতেন তবে ভাল হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কখনও নয়। তোমরা সম্মান এখান হইতে আসে বলিয়া (অর্থাৎ জমিনের সামানপত্র দ্বারা) মনে করিতেছ, অথচ সম্মান ঐখান হইতে আসে। এই বলিয়া তিনি আসমানের দিকে ইশারা করিলেন। (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে সম্মান আসে।) আমার উটের পথ ছাড়িয়া দাও।

আবুল গালিয়া শামী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে জাবিয়া শহরে পৌছিলেন তখন তিনি একটি ধূসরবর্ণ উটের উপর সওয়ার ছিলেন। আর তাহার মাথার যে অংশে চুল ছিল না উহা রৌদ্রের কারণে চকচক করিতেছিল। মাথায় না টুপি ছিল, না পাগড়ী। আর রেকাব না থাকার দরুন হাওদার দুই পার্শ্বে উভয় পা নড়িতেছিল। উটের পিঠে আম্বাজানী শহরের বুনান পশমী চাদর বিছানো ছিল। যখন উটের উপর আরোহণ করিতেন তখন উহা উটের পিঠে

বিছাইয়া লইতেন, আর যখন নীচে নামিতেন তখন উহাকে বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিতেন। খেজুরের ছালভরা একটি রেখাযুক্ত চাদর তাহার থলি ছিল। যখন উটের পিঠে চড়িতেন তখন উহাকে থলি বানাইয়া লইতেন, আর যখন নীচে নামিতেন তখন উহাকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করিতেন। তিনি রেখাযুক্ত খদ্দরের জামা পরিধান করিয়াছিলেন যাহার এক পার্শ্ব ছিড়িয়া গিয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কাওমের সর্দারদেরকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। লোকেরা সেখানকার পাদ্রীদের সর্দারকে ডাকিয়া আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার এই জামা সিলাই করিয়া ধুইয়া দাও। আর ততক্ষণের জন্য কোন কাপড় বা জামা ধার হিসাবে দাও। পাদ্রী কাতানের একটি জামা লইয়া আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি কাপড়? লোকেরা বলিল, ইহা কাতান কাপড়। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাতান কাপড় আবার কি? লোকেরা উহার সম্পর্কে বিস্তারিত বলিল।

হযরত ওমর (রাঃ) নিজের জামা খুলিয়া তাহাকে দিলেন। সে উহাতে তালি লাগাইল এবং ধুইয়া লইয়া আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের জামা খুলিয়া দিয়া দিলেন এবং নিজের জামা পরিধান করিয়া লইলেন। উক্ত পাদ্রী হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি আরবদের বাদশাহ। আমাদের এই এলাকায় উটে চড়া ভাল দেখায় না। (আর আপনার এই জামাও মানায় না) অতএব আপনি যদি অন্য কোন জামা পরিধান করিতেন এবং তুর্কি ঘোড়ায় চড়িতেন তবে রুমীদের দৃষ্টিতে আপনার সম্মান বৃদ্ধি হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করিয়াছেন। অতএব আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) পরিবর্তে আর কোন জিনিসকে গ্রহণ করিতে পারি না।

অতঃপর তাহার জন্য একটি তুর্কি ঘোড়া আনা হইল উহার উপর গদি ও হাওদা ছাড়াই শুধু একটি চাদর বিছাইয়া দেওয়া হইল। তিনি উহাতে চড়িলেন। (ঘোড়া দম্ভভরে চলিতেছিল) তিনি বলিলেন, থামাও, থামাও। (কেননা ইহা শয়তানের ন্যায় চলিতেছে) আমি ইতিপূর্বে লোকদেরকে শয়তানের পিঠে আরোহণ করিতে কখনও দেখি নাই।

তারপর তাহার উট আনা হইল, আর তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া নিজের উটে আরোহণ করিলেন।

বিজয় ও ইজ্জত লাভের পর বিজিত ও পরাজিত অমুসলমানদের সহিত সদাচরণ করা

আবু নাহিক ও আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত এক বাহিনীতে ছিলাম। (মুসলমানদের মধ্য হইতে) এক ব্যক্তি সূরায়ে মারইয়াম পাঠ করিল। অপর এক ব্যক্তি (বাহ্যতঃ ইহুদী হইবে) হযরত মারইয়াম (আলাহিস সালাম) ও তাহার পুত্র (হযরত ঈসা) আলাইহিস সালামকে গালমন্দ করিল। আমরা তাহাকে মারপিট করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিলাম। কাহারো উপর জুলুম হইলে সে হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট যাইয়া নালিশ করিত। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি যাইয়া হযরত সালমান (রাঃ)এর নিকট নালিশ করিল। ইতিপূর্বে সে কখনও তাহার নিকট কোন নালিশ করে নাই।

হযরত সালমান (রাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে কেন মারিয়াছ? আমরা বলিলাম, আমরা সূরায়ে মারইয়াম পাঠ করিয়াছিলাম আর এই ব্যক্তি হযরত মারইয়াম ও তাহার পুত্র (আলাইহিস সালাম)কে গাল-মন্দ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমরা তাহাকে সূরায়ে মারইয়াম কেন শুনাইলে? তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার এই আদেশ শুন নাই?

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورة انعام)

অর্থ ঃ আর ইহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের এবাদত করে তাহাদিগকে গালি দিও না, কেননা তাহা হইলে তাহারা মূর্খতাবশতঃ সীমালংঘন পূর্বক আল্লাহর শানে বে-আদবী করিবে।

হে আরবের জামাত, তোমাদের ধর্ম কি সর্বাপেক্ষা খারাপ ধর্ম ছিল না? তোমাদের এলাকা কি সর্বাপেক্ষা খারাপ এলাকা ছিল না? তোমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি কি সর্বাপেক্ষা খারাপ পদ্ধতি ছিল না? অতঃপর

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ইজ্জত সম্মান দান করিয়াছেন এবং সমস্ত কিছু দান করিয়াছেন। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহর দেওয়া ইজ্জতের কারণে লোকদের ধরপাকড় করিবে? আল্লাহর কসম, তোমরা এই কাজ হইতে বিরত হও, নতুবা যাহা কিছু তোমাদের হাতে আছে তাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া অন্যদেরকে দান করিবেন।

অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ) আমাদেরকে তালীম দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়িও, কেননা এই নফল নামাযে অনেক খানি কোরআন পড়িয়া লওয়ার কারণে তোমাদের দৈনিক নির্ধারিত কোরআন পড়ার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং এইভাবে রাত্রের প্রথমাংশ অনর্থক কাটিয়া যাওয়া হইতেও হেফাজত হইবে। কেননা রাত্রের প্রথমাংশ বেকার ও অনর্থক কাটিয়া যাওয়া রাত্রের শেষাংশ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়কেও বেকার ও অনর্থক কাটাইয়া দিবে।

আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগকারীর অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা

হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, যখন কাবরাস অর্থাৎ সাইপ্রাস দ্বীপ জয় হইল তখন সেখানকার সমস্ত বাসিন্দাদেরকে গোলাম বানাইয়া মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হওয়ার কারণে কাঁদিতেছিল। আমি দেখিলাম, হযরত আবু দারদা (রাঃ) একা একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু দারদা! আজ আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ইজ্জত দান করিয়াছেন। আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, হে জুবাইর, তোমার ভাল হউক! এই সমস্ত (খোদার) মাখলুকরা যখন আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহারা আল্লাহর নিকট কতই না মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, পূর্বে তাহারা কত শক্তিশালী ও বিজয়ী জাতি ছিল, তাহাদের রাজত্ব ছিল, কিন্তু তাহারা যখন আল্লাহ তায়ালার হুকুম পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহাদের এই

দুরাবস্থা হইয়াছে, যাহা তুমি দেখিতেছ। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর গোলামী চাপাইয়া দিয়াছেন। যখন আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির উপর গোলামী চাপাইয়া দেন তখন মনে করিয়া লইও, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নাই।

আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নিয়তকে খালেছ করা ও আখেরাতকে উদ্দেশ্য বানানো

ইবনে আবি মারইয়াম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, সেই আমল কি যাহা দ্বারা এই উম্মতের সমস্ত কাজ ঠিক হইয়া যায়? হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, এরূপ তিনটি আমল আছে, আর তিনটাই নাজাতদানকারী। এক হইল, এখলাস, আর এখলাসই হইল প্রকৃত ও স্বভাবধর্ম যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা মানবকুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিতীয় হইল, নামায। আর ইহা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তৃতীয় হইল, (আমীরের) আনুগত্য, আর আনুগত্যই হইল রক্ষা পাওয়ার উপায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেখান হইতে সামনে চলিয়া গেলেন তখন হযরত মুআয (রাঃ) উপস্থিত মজলিসের লোকদেরকে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, (হে ওমর) আপনার যুগ পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম, কেননা আপনার পর উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে। আর (শুন) হযরত ওমর (রাঃ)ও দুনিয়াতে বেশী দিন থাকিবেন না।

আমের ইবনে আব্দে কায়েস (রহঃ)এর ঘটনা

আবু আব্দাতুল আম্বরী (রহঃ) বলেন, মুসলমানরা যখন মাদায়েন জয় করিয়া উহাতে প্রবেশ করিল এবং গনীমতের মাল জমা করিতে লাগিল তখন এক ব্যক্তি নিজের সহিত একটি ডিব্বা আনিল এবং যিনি গনীমতের মাল জমা করার দায়িত্বে ছিলেন তাহাকে দিল। দায়িত্ববান লোকটির সঙ্গীগণ বলিল, আমরা এই ডিব্বার ন্যায় মূল্যবান জিনিস আর দেখি নাই। (কেননা উহার মধ্যে বাদশাহের মূল্যবান হীরা জহরত রাখা

ছিল।) আমাদের নিকট আনিত সমুদয় গনীমতের মালের যে মূল্য হইবে তাহা এই ডিব্বার মূল্যের সমান হওয়া তো দূরের কথা উহার কাছাকাছিও হইবে না। অতঃপর তাহারা যে আনিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখান হইতে কিছু লইয়াছ? সে বলিল, মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর ভয় না থাকিত তবে আমি কখনও ইহা তোমাদের নিকট আনিতাম না।

উত্তর শুনিয়া তাহারা বুঝিল, লোকটি অনেক উচ্চস্তরের লোক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? লোকটি বলিল, আল্লাহর কসম, না, আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলিব না, কারণ তোমরা আমার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিবে, আর না অন্য কাহাকেও বলিব, কারণ লোকেরা আমার সত্য-মিথ্যা প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিবে। বরং আমি তো আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি এবং তাহার সওয়াবের উপর সন্তুষ্ট আছি। (অতঃপর লোকটি চলিয়া গেল।) তাহারা উক্ত ব্যক্তির পিছনে একজন লোক পাঠাইল। সে তাহার পিছন পিছন যাইয়া তাহার সঙ্গীদের নিকট পৌঁছিল। এবং তাহার সম্পর্কে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তিনি হযরত আমের ইবনে আব্দে কায়েস (রহঃ)।

হযরত সা'দ (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ)এর সাক্ষ্য

মোহাম্মাদ, তালহা, মুহাল্লাব ও অন্যান্য আরো অনেকে বলেন, (কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময়) হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, এই বাহিনী অত্যন্ত আমানতদার। যদি বদরে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব হইতে ফযীলত ও সম্মান হাসিল না হইত তবে আল্লাহর কসম, আমি বলিতাম, এই বাহিনীর ও বদরে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় ফযীলত রহিয়াছে। আমি বহু জাতিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে গনীমতের মাল জমা করার ব্যাপারে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অনুযায়ী এই বাহিনীর মধ্যে এই জাতীয় কোন দুর্বলতা নাই, আর না ইহাদের ব্যাপারে কাহারো নিকট হইতে কোন ত্রুটির কথা শুনিয়াছি।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, সেই আল্লাহর কসম,

যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাহারো সম্পর্কে আমরা এই সংবাদ পাই নাই যে, সে আখেরাতের সহিত দুনিয়াও চায়। অবশ্য (হাজার হাজার লোকের মধ্য হইতে) মাত্র তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ ছিল (যে, তাহারা হয়ত দুনিয়াও চায়।) কিন্তু যাচাইয়ের পর তাহাদেরকেও অত্যন্ত আমানতদার ও দুনিয়াবিরাগী পাওয়া গেল। তাহারা তিনজন হইলেন, হযরত তালহা ইবনে খুওয়ালিদ (রাঃ) হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) ও হযরত কায়েস ইবনে মাকশূহ (রাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

কায়েস ইজলী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যখন কিসরার তরবারী তাহার কোমরবন্দ ও অন্যান্য সাজসজ্জার সামানাপত্র আনা হইল তখন তিনি বলিলেন, যাহারা এই সমস্ত গনীমতের মালামাল সম্পূর্ণ এইখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহারা প্রকৃতই আমানতদার। তাহার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যেহেতু আপনি স্বয়ং পাকচরিত্রের অধিকারী সেহেতু আপনার প্রজাগণও পাকচরিত্রের অধিকারী হইয়াছে।

কোরআন মজীদ ও যিকির আযকার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করা

হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন দেখিলেন, মিসর জয় হইতে দেরী হইতেছে তখন তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট এই চিঠি লিখিলেন—

'আম্মাবা'দ, আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছি যে, মিসর জয় করিতে তোমাদের দেরী হইতেছে। অথচ তোমরা তাহাদের সহিত কয়েক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ করিতেছ। ইহার কারণ একমাত্র ইহাই যে, তোমরা নতুন নতুন কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছ। আর যেমন তোমাদের দুশমনগণ দুনিয়াকে

মহব্বত করে তেমনি তোমাদের অন্তরেও দুনিয়ার মহব্বত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির সাহায্য একমাত্র তাহাদের খাঁটি নিয়তের কারণে করিয়া থাকেন। আমি তোমার নিকট চার ব্যক্তিকে পাঠাইলাম, আর তোমাকে জানাইতেছি যে, আমার জানা মতে তাহাদের একেকজন চার হাজার মানুষের সমান। অবশ্য দুনিয়ার মহব্বত যেমন অন্যদেরকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে যদি তাহাদেরকেও পরিবর্তন করিয়া দেয় তবে ভিন্ন কথা।

আমার চিঠি তোমার নিকট পৌঁছার পর তুমি লোকদের মধ্যে বয়ান করিবে এবং তাহাদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিবে, তাহাদেরকে সবর করার ও নিয়তকে খালেছ করার উৎসাহ প্রদান করিবে। আর এই চারজনকে সর্বাগ্রে রাখিবে, লোকদেরকে বলিবে, তাহারা যেন দুশমনের উপর একযোগে আক্রমণ করে, আর এই আক্রমণ যেন জুমুআর দিন সূর্য ঢলার সময় হয়। কেননা এই সময় (আল্লাহর) রহমত নাযিল হয় এবং দোয়া কবুল হয়। সকলে মিলিয়া আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করিবে এবং তাঁহার নিকট দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিবে।'

হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই চিঠি পৌঁছার পর তিনি লোকদেরকে একত্র করিয়া চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর উক্ত চারজনকে ডাকিয়া অগ্রভাগে রাখিলেন। তারপর লোকদেরকে আদেশ দিলেন, তাহারা যেন অযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িয়া লয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করে ও সাহায্য প্রার্থনা করে। এরূপ করার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদেরকে বিজয় দান করিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রহঃ) ও আইয়াশ ইবনে আব্বাস (রহঃ) এবং আরও অন্যান্যরা কমবেশ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর যখন মিসর জয় করিতে দেরী হইতেছিল তখন তিনি সাহায্য চাহিয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের সাহায্যের জন্য চার হাজার লোক পাঠাইলেন এবং প্রত্যেক হাজারের উপর একজন আমীর নিযুক্ত

করিলেন। এবং হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য চার হাজার লোক পাঠাইতেছি। প্রত্যেক হাজারের উপর এমন একজনকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি যে, একাই এক হাজারের সমান। তাহারা চারজন হইলেন, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ ইবনে আমর (রাঃ), হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ)। আর তোমার জানা থাকা উচিত যে, তোমার সহিত বার হাজার লোক রহিয়াছে। বার হাজারের বাহিনী (কোন গুনাহের কারণে তো পরাজিত হইতে পারে, কিন্তু) সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে পরাজিত হইতে পারে না।

সেনাপ্রধানদের নামে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি

ইয়াজ আশআরী (রহঃ) বলেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। সেই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পাঁচজন আমীর ছিলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ), হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ), হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) ও হযরত ইয়াজ (রাঃ)। এই হযরত ইয়াজ (রাঃ) হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াজ (রহঃ) নহেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যুদ্ধের সময় তোমাদের আমীর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) হইবেন।

অতঃপর আমরা হযরত ওমর (রাঃ)কে সাহায্য চাহিয়া চিঠিতে লিখিলাম যে, মৃত্যু অত্যন্ত জোশের সহিত আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি উত্তরে আমাদেরকে লিখিলেন, তোমাদের সাহায্য তলবের চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আমি তোমাদেরকে এমন সত্তার কথা বলিতেছি, যাঁহার সাহায্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁহার বাহিনী সর্বত্র বিরাজমান, আর তিনি হইলেন, আল্লাহ তায়ালা। অতএব তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, কেননা বদর যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা হইয়াছে অথচ তাহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা কম ছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে,

আমার চিঠি পাওয়ার পর তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে এবং দ্বিতীয় বার আমার নিকট সাহায্য চাহিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম এবং তাহাদেরকে কতল করিলাম। আর তাহাদেরকে চার ফারসাখ অর্থাৎ বার মাইল পর্যন্ত (পিছু হটাইয়া) পরাজিত করিলাম। আমরা বহু গনীমতের মাল হাসিল করিলাম। অতঃপর আমরা পরামর্শ করিলাম। হযরত ইয়াজ (রাঃ) আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, এক একজন মুসলমানের মুক্তির বিনিময়ে দশজন কাফের প্রদান কর। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, ঘোড় দৌড়ে আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিবে? এক যুবক বলিল, যদি আপনি রাগ না হন তবে আমি প্রস্তুত আছি। অতএব উক্ত যুবক ঘোড়দৌড়ে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) হইতে অগ্রগামী হইল। আমি দেখিয়াছি, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) জিন ব্যতীত ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া সেই যুবকের পিছনে দৌড়াইতেছেন, আর তাহার চুলের দুইটি বেনী জোরে জোরে দুলিতেছে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা

মুহাম্মাদ (রহঃ) তালহা (রহঃ) ও যিয়াদ (রহঃ) আপন সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) এক যুবককে হযরত সা'দ (রাঃ)এর সঙ্গে থাকার জন্য দিয়াছিলেন। সে কারীদের একজন ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন জোহরের নামায আদায় করিলেন তখন সেই যুবককে সূরায়ে জেহাদ অর্থাৎ সূরায়ে আনফাল পাঠ করার জন্য আদেশ করিলেন। মুসলমানগণ সকলেই এই সূরা শিক্ষা করিতেন। বাহিনীর যেই অংশ নিকটে ছিল তাহাদের সম্মুখে উক্ত যুবক এই সূরা পাঠ করিল। অতঃপর বাহিনীর প্রত্যেক দলের মধ্যে এই সূরা পাঠ করা হইল। ইহাতে সমস্ত লোকের মধ্যে শওক আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল এবং সকলে এক প্রশান্তি অনুভব করিল। মাসউদ ইবনে খেরাশ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, লোকেরা সূরায়ে জেহাদ শিক্ষা করিত, সুতরাং হযরত সা'দ (রাঃ) আদেশ করিলেন যেন প্রত্যেকে একে অপরের সম্মুখে এই সূরা পাঠ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ

হযরত ইব্রাহীম ইবনে হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক বাহিনীতে প্রেরণ করিলেন এবং আমাদেরকে সকাল–সন্ধ্যা

افحسبتم انما خلقناكم عبثا (سورة مؤمنين)

পাঠ করার হুকুম দিলেন। আমরা এই আয়াত পাঠ করিতে থাকিলাম। এই আয়াতের বরকতের আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিরাপদ রাখিলেন এবং আমরা অনেক গনীমতের মালও লাভ করিলাম।

তাকবীর ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা

মুহাম্মাদ (রহঃ) তালহা (রহঃ) ও যিয়াদ (রহঃ) আপন আপন সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা সকলে আপন আপন স্থানে অবস্থান কর, জোহরের নামায আদায় করা পর্যন্ত কোনরূপ নড়াচড়া করিবে না। জোহরের নামাযের পর আমি সজোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিব। তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে। তোমাদের জানা থাকা উচিত যে, উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোমাদের পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তোমাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য ইহা দেওয়া হইয়াছে। তারপর যখন তোমরা দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনিবে তখন তোমরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিবে এবং নিজেদের প্রস্তুতি শেষ করিবে। তারপর আমি যখন তৃতীয়বার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিব তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিবে এবং তোমাদের মধ্যে ঘোড়সওয়ারগণ যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ ও দুশমনের উপর আক্রমণের জন্য পদাতিক বাহিনীকে উৎসাহিত করিবে। আর যখন আমি চতুর্থ বার আল্লাহু আকবার বলিব তখন তোমরা একযোগে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে। আর

لا حول ولا قوة الا بالله

পড়িতে থাকিবে।

মুহাম্মাদ (রহঃ), তালহা (রহঃ) ও যিয়াদ (রহঃ) আপন আপন সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, যখন কারীগণ জেহাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা শেষ করিল তখন হযরত সা'দ (রাঃ) সজোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। তাহার ধ্বনি শুনিয়া নিকটস্থ লোকেরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিল। এইভাবে একে অপর হইতে শুনিয়া একের পর এক সকলে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিল। ইহাতে লোকদের মধ্যে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলিলেন। লোকেরা ইহাতে তাহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার আল্লাহু আকবার বলিলে সৈন্যদের বীর বাহাদুরগণ অগ্রসর হইল এবং প্রচণ্ড আকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারকের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা

জা'ফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাকীম (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন তাহার একটি টুপি পাইলেন না। তিনি সঙ্গীদেরকে বলিলেন, উহা তালাশ কর। তাহারা তালাশ করিয়া পাইল না। তিনি বলিলেন, আরও তালাশ কর। তাহারা এইবার তালাশ করিয়া পাইল। লোকেরা দেখিল, অত্যন্ত পুরাতন একটি টুপি। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ওমরা করিলেন। তারপর মাথা মুণ্ডন করিলেন। লোকেরা তাঁহার চুলের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। আমিও অগ্রসর হইয়া তাঁহার কপালের চুল কুড়াইয়া লইলাম এবং এই টুপির মধ্যে রাখিয়া দিলাম। আমি যখন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি আর এই টুপি আমার নিকট থাকে তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্য লাভ করি।

জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর টুপির মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল মোবারক রাখা ছিল। তিনি বলিয়াছেন, যখন কাহারো সহিত আমার মোকাবিলা হয়, আর এই টুপি আমার মাথায় থাকে তখন অবশ্যই আমি জয়লাভ করি।

ফযীলতযুক্ত আমলে অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতা

শাকীক (রহঃ) বলেন, আমরা দিনের শুরুতে কাদেসিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম। আমরা যখন যুদ্ধ হইতে ফিরিলাম তখন নামাযের সময় হইয়া গিয়াছিল। মুয়াজ্জিন আহত হইয়াছিল। অতএব প্রত্যেকের আগ্রহ ছিল যে, আযান দেওয়ার সৌভাগ্য সে অর্জন করে। আর এই আগ্রহ এরূপ চরম আকার ধারণ করিল যে, পরস্পর তরবারী ধারণের উপক্রম হইল। হযরত সা'দ (রাঃ) (এই পরিস্থিতি দেখিয়া) আযানের জন্য তাহাদের মধ্যে লটারী করিলেন। লটারীতে এক ব্যক্তির নাম আসিল, আর সে আযান দিল।

দুনিয়ার সাজসজ্জা ও চাকচিক্যকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন জ্ঞান করা

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর নেতৃত্বে ইস্ফাহান জয়ের দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, হযরত নো'মান (রাঃ) যখন মুসলিম বাহিনী লইয়া ইস্ফাহানের নিকটবর্তী হইলেন তখন তাহাদের ও ইস্ফাহানের মাঝে একটি নদী পড়িল। হযরত নো'মান (রাঃ) হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ)কে দূত হিসাবে ইস্ফাহান পাঠাইলেন। তখনকার যুগে ইস্ফাহানের বাদশাহের নাম যুলহাজেবাইন ছিল। সে আগত সাহাবীকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নিজ সঙ্গীদের নিকটে পরামর্শ চাহিল যে, আমি কি আমার দরবারকে সেনাবাহিনীর নিয়মে সাজাইয়া বসিব, না শাহী জাঁকজমকের সহিত দরবার সাজাইয়া বসিব? তাহার সঙ্গীগণ শাহী জাঁকজমকের পরামর্শ দিল। সুতরাং শাহী নিয়মে আপন দরবারকে সাজাইল। নিজে শাহী সিংহাসনে বসিল, মাথায় শাহী মুকুট পরিধান করিল এবং দরবারী লোকেরা তাহার দুই পার্শ্বে কাতার হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দরবারী লোকেরা রেশমী পোশাক পরিধান করিয়াছিল। তাহাদের কানে দুল ও হাতে চুড়ি পরা ছিল।

হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) দরবারে আসিলেন। তিনি মাথা ঝুকাইয়া দ্রুত হাঁটিতেছিলেন। তাহার হাতে বর্শা ও ঢাল ছিল। দরবারী লোকজন বাদশাহের দুই পার্শ্বে কাতারবন্দী হইয়া গালিচার উপর দাঁড়াইয়াছিল। হযরত মুগীরাহ (রাঃ) গালিচার উপর বর্শা দ্বারা আঘাত করিতে করিতে চলিতেছিলেন। যদ্দরুন গালিচাগুলি ছিঁড়িয়া গেল। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করিতেছিলেন, যাহাতে তাহারা ইহাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে। বাদশাহ যুলহাজেবাইন বলিল, হে আরবের লোকেরা, তোমরা অত্যন্ত কঠিন ক্ষুধা ও কষ্টে পতিত হইয়া নিজেদের দেশ হইতে বাহির হইয়া (আমাদের দেশে) আসিয়াছ। তোমরা যদি চাও তবে আমরা তোমাদেরকে খাদ্যশস্য দিয়া দিব, উহা লইয়া তোমরা নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাও।

অতঃপর হযরত মুগীরাহ (রাঃ) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, আমরা আরবের লোকেরা প্রকৃতই অত্যন্ত কঠিন জীবন-যাপন করিতেছিলাম, মৃত জানোয়ার খাইতাম, অত্যন্ত দুর্বল ছিলাম, আমাদের উপর সকলের শক্তি চলিত, আমাদের কাহারো উপর শক্তি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের শরীফ বংশ হইতে আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন। যিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ বংশীয় এবং কথায় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ছিলেন। তিনি আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, এই স্থান জয় করিয়া আমরা উহার মালিক হইব। এযাবৎ আমরা তাঁহার সমস্ত ওয়াদা সত্য পাইয়াছি। আমি এইখানে অত্যন্ত উন্নতমানের কাপড়-চোপড় ও মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিতে পাইতেছি। আমার বিশ্বাস, আমার সঙ্গীগণ এইগুলি না লইয়া এখান হইতে যাইবে না। সামনে হাদীসের আরো অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

রুস্তমের সহিত সাক্ষাতের ঘটনা

মুহাম্মাদ (রহঃ), তালহা (রহঃ), আমর (রহঃ) ও যিয়াদ (রহঃ) আপন আপন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) লোক

পাঠাইয়া হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাতকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদেরকে এই সমস্ত (রুস্তম ও তাহার) লোকদের নিকট পাঠাইতে চাই। এই ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? তাহারা সকলে বলিলেন, আপনি যে কোন হুকুম করিবেন আমরা উহার অনুসরণ করিব এবং উহা পূর্ণ করিব। আর সেখানে যাওয়ার পর যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই যাহার ব্যাপারে আপনার পক্ষ হইতে কোন ফয়সালা না হইয়া থাকে তবে সেই বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করিয়া যাহা অধিক উত্তম হইবে এবং লোকদের জন্য অধিক উপকারী হইবে আমরা তাহাই তাহাদেরকে বলিব। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ লোকেরা এরূপই করিয়া থাকে। তোমরা যাও এবং সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

হযরত রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ) বলিলেন, অনারব লোকদের নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি ও আদব কায়দা রহিয়াছে। আমরা এত লোক এক সঙ্গে যখন তাহাদের নিকট যাইব তখন তাহারা মনে করিবে আমরা তাহাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছি। অতএব আপনি তাহাদের নিকট একজনের অধিক পাঠাইবেন না। সকলেই হযরত রিবঈ (রাঃ)এর রায়কে সমর্থন করিল। তারপর হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিন। সুতরাং হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাকে পাঠাইবার ফয়সালা করিয়া দিলেন।

হযরত রিবঈ (রাঃ) রুস্তমের সেনা ছাউনীতে তাহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। পুলের উপর মোতায়েন সিপাহী হযরত রিবঈ (রাঃ)কে থামাইল এবং তাহার আগমনের সংবাদ দিয়া রুস্তমের নিকট লোক পাঠাইল। রুস্তম পারস্যের বড় বড় সর্দারদের সহিত পরামর্শ করিল এবং বলিল, তোমাদের কি রায়? আমরা কি শুধু আমাদের সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করিব, না আমাদের জাঁকজমক, শান শওকত দেখাইয়া আরবদেরকে প্রভাবিত করিব এবং তাহাদের তুচ্ছতা প্রকাশ করিব? তাহারা সকলে একমত হইল যে, শাহী জাঁকজমকের প্রদর্শনী দ্বারা তাহাদের তুচ্ছতা প্রকাশ করা হউক। অতএব শাহী কোষাগার হইতে সাজসজ্জার জিনিসপত্র বাহির করিয়া সাজাইয়া ফেলিল। চারিদিকে

মূল্যবান গদি, বিছানা ও গালিচা বিছাইল। কোষাগারে কিছুই অবশিষ্ট রাখিল না। রুস্তমের জন্য সোনার সিংহাসন রাখা হইল এবং উহাকে মূল্যবান কাপড় দ্বারা সাজানো হইল, দামী দামী গালিচা বিছানো হইল, সোনার তার দ্বারা বুনানো বালিশ রাখা হইল।

হযরত রিবঈ (রাঃ) (কে পুলের উপর মোতায়েন সিপাহী সামনে যাওয়ার অনুমতি দিলে তিনি) নিজ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। তাহার ঘোড়া অধিক চুলওয়ালা ও খাট ছিল। আর তাহার নিকট কাপড় দ্বারা পেঁচানো একটি অত্যন্ত চকচকে তরবারী ছিল এবং তাহার বর্শার সহিত চামড়ার ফিতা লাগানো ছিল। তাহার নিকট গরুর চামড়া নির্মিত একটি ঢাল ছিল, তাহার উপর রুটির ন্যায় গোল লালরঙের চামড়া লাগানো ছিল। আর তাহার সহিত নিজের তীর-ধনুকও ছিল। তিনি যখন সেই শাহী দরবারের নিকটবর্তী হইলেন তখন প্রথম গালিচার নিকট পৌঁছিতেই সেখানকার লোকেরা বলিল, ঘোড়া হইতে নীচে নামুন। কিন্তু তিনি ঘোড়াকে গালিচার উপর উঠাইয়া দিলেন। ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে গালিচার উপর উঠার পর তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন। অতঃপর দুইটি বালিশ ছিঁড়িয়া উহার ভিতর ঘোড়ার লাগাম প্রবেশ করাইয়া উহার সহিত বাঁধিলেন। তাহারা এই কাজে তাহাকে কোনরূপ বাঁধা দিতে সাহস পাইল না।

হযরত রিবঈ (রাঃ) দেখিতেই তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহারা শাহী জাঁকজমক দেখাইয়া আমাদেরকে প্রভাবিত করিতে চাহিতেছে। এই কারণে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করিলেন যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই সমস্ত জাঁকজমকের দ্বারা তিনি কোনরূপ প্রভাবিত হন নাই। তিনি একটি বর্ম পরিধান করিয়াছিলেন যাহা দেখিতে একটি হাউজের ন্যায় লম্বা চওড়া ছিল। তিনি উটের পিঠে হাওদার নীচে যে ছালার চট বিছানো হয় উহাকে মাঝখান দিয়া ছিড়িয়া আলখেল্লা স্বরূপ পরিধান করিয়াছিলেন এবং ছালের রশি দ্বারা মাঝখানে (কোমর বন্ধ হিসাবে) বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আর তাহার পাগড়ী ছিল, উটের চামড়ার লাগাম। তিনি আরবের মধ্যে সর্বাধিক চুলওয়ালা ছিলেন এবং মাথায় চারটি চুলের ঝুটি ছিল, যাহা

পাহাড়ী বকরীর শিংয়ের ন্যায় খাড়া হইয়াছিল। দরবারের লোকেরা বলিল, আপনি এইখানে আপনার অস্ত্র-শস্ত্র খুলিয়া রাখুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট (নিজ প্রয়োজনে) স্বেচ্ছায় আসি নাই যে, তোমাদের কথায় অস্ত্র নামাইয়া রাখিব। তোমরাই আমাকে ডাকিয়াছ। আমি যেমনভাবে চাহিব তেমনভাবে যদি আসিতে দাও তবে ঠিক আছে, নতুবা আমি ফিরিয়া যাইতেছি। লোকেরা রুস্তমকে এই সংবাদ দিলে রুস্তম বলিল, তাহাকে এইভাবেই আসিতে দাও। সে তো একজনই মাত্র।

হযরত রিবঈ (রাঃ)এর বর্শার মাথায় ধারালো ফাল লাগানো ছিল। তিনি ছোট কদমে বর্শার উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত গালিচা ও বিছানাকে ছিদ্র করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং তাহাদের সমস্ত গালিচা ও বিছানাকে ছিড়িয়া নষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি যখন রুস্তমের নিকটে পৌঁছিলেন তখন প্রহরীগণ তাহাকে ঘিরিয়া লইল। আর তিনি বিছানার উপর বর্শা গাড়িয়া স্বয়ং মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এরূপ কেন করিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদের সাজসজ্জার এই সমস্ত জিনিসের উপর আমরা বসিতে চাই না।

অতঃপর রুস্তম কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, আপনারা আরব দেশ হইতে কেন আসিয়াছেন? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠাইয়াছেন। আর তিনি আমাদেরকে এইখানে এইজন্য লইয়া আসিয়াছেন যেন তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে আমরা বান্দাগণের বন্দেগী হইতে বাহির করিয়া আল্লাহর বন্দেগীর দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া উহার প্রশস্ততার দিকে ও সমস্ত ধর্মের জুলুম অত্যাচার হইতে বাহির করিয়া দ্বীনে ইসলামের ইনসাফের দিকে লইয়া আসি। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন যাহা পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে সাহাবা (রাঃ)দের দাওয়াত প্রদানের অধ্যায়ে অতিবাহিত হইয়াছে। হাদীসের পরবর্তী অংশে আছে যে, রুস্তম তাহার কাওমের সর্দারদেরকে বলিল, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা (তাহার) কাপড়

দেখিও না, বরং তাহার বুদ্ধিমত্তা ও কথা এবং তাহার আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতিকে দেখ। আরবের লোকেরা কাপড়-চোপড় ও খাওয়া-দাওয়াকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু বংশগত গুণাবলীকে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করে। তাহারা লেবাস পোশাকে তোমাদের মত নয়, তোমরা উহাকে যেরূপ গুরুত্ব দাও, তাহারা সেরূপ কোন গুরুত্বই দেয় না।

অতঃপর তাহারা হযরত রিবঈ (রাঃ)এর অস্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করিতে লাগিল এবং উহাকে মামুলী ও অতি নিকৃষ্ট বলিতে লাগিল। হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তোমাদের যুদ্ধ পারদর্শিতা আমাকে দেখাও, আর আমিও তোমাদেরকে দেখাই। এই বলিয়া তিনি নেকড়ার ভিতর হইতে নিজের তরবারী বাহির করিলেন যেন একটি অগ্নিশিখা। তাহারা বলিল, তরবারী আবৃত করিয়া রাখ। তিনি উহা (নেকড়া দ্বারা) আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তারপর হযরত রিবঈ (রাঃ) তাহাদের ঢালের উপর তীর নিক্ষেপ করিলে উহা ফাটিয়া গেল। আর তাহারা হযরত রিবঈ (রাঃ)এর ঢালের উপর তীর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ফাটিল না। বরং যেমন ছিল তেমনি রহিল।

অতঃপর হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, হে পারস্যবাসী, তোমরা খাওয়া, পান করা ও লেবাস পোশাককে বড় জিনিস মনে কর, আর আমরা উহাকে নগণ্য জিনিস মনে করি। তারপর হযরত রিবঈ (রাঃ) তাহাকে চিন্তা করার জন্য (তিন দিন) সময় দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন রুস্তম পয়গাম পাঠাইল যে, পূর্ব ব্যক্তিকে পুনরায় পাঠাও। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত হোযাইফা ইবনে মেহসান (রাঃ)কে পাঠাইলেন। তিনিও হযরত রিবঈ (রাঃ)এর ন্যায় সাধারণ পোশাকে এবং সাদাসিধা অবস্থায় রওয়ানা হইলেন। যখন প্রথম গালিচার নিকট পৌঁছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা বলিল, আপনি সওয়ারী হইতে নীচে নামুন। তিনি বলিলেন, আমি যদি নিজ প্রয়োজনে আসিতাম তবে নামিতাম। তোমরা তোমাদের বাদশাহকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি তাহার প্রয়োজনে আসিয়াছি, না আমার নিজের প্রয়োজনে আসিয়াছি? যদি বলে, আমার প্রয়োজনে আসিয়াছি তবে সে ভুল বলিয়াছে। আমি তোমাদের ছাড়িয়া

ফিরিয়া চলিয়া যাইব। আর যদি বলে, তাহার প্রয়োজনে আসিয়াছি তবে আমি যেইভাবে চাহিব সেইভাবে তোমাদের নিকট আসিব। রুস্তম শুনিয়া বলিল, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, যেইভাবে আসিতে চায় আসিতে দাও।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) সামনে অগ্রসর হইলেন এবং রুস্তমের নিকট যাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। রুস্তম তাহার সিংহাসনে বসিয়াছিল। সে বলিল, (সওয়ারী হইতে) নীচে নামুন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আমি নীচে নামিব না। তিনি যখন নামিতে অস্বীকার করিলেন তখন রুস্তম জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, আজ আপনি আসিলেন, গতকাল যিনি আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন না কেন? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আমাদের আমীর কঠিন ও নরম সর্বাবস্থায় আমাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা পছন্দ করেন। (এইজন্য গতকাল তাহার পালা ছিল) আর আজ আমার পালা।

রুস্তম বলিল, আপনারা কেন আসিয়াছেন? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আপন দ্বীন দান করিয়া আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন, আমাদেরকে (আপন কুদরতের) নিদর্শনসমূহ এমনভাবে দেখাইয়াছেন যে, আমরা উহা বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ ইতিপূর্বে আমরা এই বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমরা সমস্ত মানুষকে তিন বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। তাহারা যে কোনটি গ্রহণ করিবে আমরা উহাকে মানিয়া লইব। প্রথম হইল, ইসলাম গ্রহণ কর। যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমরা তোমাদেরকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। দ্বিতীয় বিষয় হইল, যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে কর প্রদান কর। যদি কর প্রদান কর তবে তোমাদের প্রয়োজন হইলে আমরা তোমাদেরকে দুশমনের হাত হইতে হেফাজত করিব। তৃতীয় বিষয় হইল, যদি এই দুইটির একটিও গ্রহণ না কর তবে যুদ্ধ ও মোকাবিলা হইবে। রুস্তম বলিল, কিছুদিনের জন্য কি সন্ধি হইতে পারে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তিনদিনের জন্য হইতে পারে। তবে গতকাল হইতে সেই তিন দিন গণ্য হইবে।

রুস্তম যখন হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে সেই একই উত্তর পাইল

যাহা সে হযরত রিবঈ (রাঃ) হইতে পাইয়াছিল তখন হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে ফেরত পাঠাইয়া দিল এবং নিজ সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা আমার মতামতকে কেন বুঝিতে পারিতেছ না। গতকাল আমাদের নিকট একব্যক্তি আসিল এবং আমাদের জমিনে আমাদের উপর জয়ী হইয়া গেল, আমাদের মূল্যবান জিনিসপত্রকে তুচ্ছ গণ্য করিয়া দেখাইল। (আমাদের গালিচার উপর না বসিয়া মাটিতে বসিল।) আমাদের সাজসজ্জার জিনিসের উপর সে তাহার ঘোড়া উঠাইয়া খাড়া করিল, আর আমাদের মূল্যবান বালিশের সহিত ঘোড়া বাঁধিল। সে ইহা দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়া আমাদের জমিন এবং উহাতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহার সঙ্গীদের নিকট লইয়া চলিয়া গেল। উপরন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল। আজ এই দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিল এবং আমাদের মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সেও শুভ লক্ষণ লইয়া গেল। সে তো আমাদেরকে বাহির করিয়া দিয়া আমাদের জমিন দখল করিয়া লইবে। (রুস্তমের সঙ্গীগণও তাহাকে কঠোর ভাষায় উত্তর দিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতে হইতে এক পর্যায়ে) রুস্তম রাগান্বিত হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গীগণও রাগান্বিত হইয়া গেল।

পরের দিন রুস্তম পয়গাম পাঠাইল যে, আমাদের নিকট একজন লোক পাঠাও। সুতরাং মুসলমানগণ হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ)কে পাঠাইল। আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত মুগীরাহ (রাঃ) পুলের উপর পৌঁছিলেন এবং পুল পার হইয়া পারস্যবাসীদের নিকট যাইতে চাহিলে পাহারাদারগণ তাহাকে আটকাইল এবং রুস্তমের নিকট তাহার ব্যাপারে অনুমতি চাহিল। তাহারা সাহাবা (রাঃ)দের প্রভাবিত করার জন্য যে সকল শাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল সমস্ত কিছুই বহাল ছিল, কোন পরিবর্তন করিয়াছিল না। তাহারা মাথায় মুকুট ও সোনার তার দ্বারা বুনানো কাপড় পরিধান করিয়াছিল। তীর নিক্ষেপ করিলে যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছিল। বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছিতে উহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না।

রুস্তম অনুমতি দিলে হযরত মুগীরাহ (রাঃ) সেখান হইতে অগ্রসর হইলেন। তাহার চুলে চারটি বেনী ছিল। তিনি চলিতে চলিতে রুস্তমের সিংহাসন ও গদীর উপর যাইয়া বসিয়া গেলেন। ইহাতে তাহারা সকলে হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে ধরিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সিংহাসন হইতে নীচে নামাইয়া দিল। হযরত মুগীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, তোমরা নাকি অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু আমি তো তোমাদের ন্যায় বোকা ও মূর্খ লেক আর দেখি নাই। আমরা আরবের লোকেরা সকলেই সমান। আমাদের মধ্য হইতে কেহ কাহাকেও গোলাম বানায় না, হাঁ, যদি কাহারো সহিত যুদ্ধ হয় তবে ভিন্ন কথা। আমার ধারণা ছিল, তোমরাও বোধ হয় আমাদের মতই পরস্পর সমতা বজায় রাখিয়া চল। তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা অপেক্ষা উত্তম ইহাই ছিল যে, আমাকে পূর্বেই জানাইয়া দিতে যে, তোমরা পরস্পর সমান নও, বরং একে অপরের রব। রুস্তমের সহিত এক আসনে বসা যদি তোমাদের মতে ঠিক না হইয়া থাকে তবে আগামীতে আমরা এরূপ করিব না। তোমাদের নিকট আমি নিজ প্রয়োজনে আসি নাই। তোমরা ডাকিয়াছ বলিয়া আসিয়াছি। আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের শাসনক্ষমতা দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা পরাজিত হইবে। এই ধরনের নীতি ও জ্ঞানবুদ্ধির উপর কোন রাজত্ব ও দেশ টিকিয়া থাকিতে পারে না।

সাধারণ লোকেরা (হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর কথা শুনিয়া) বলিল, আল্লাহর কসম, এই আরবী সঠিক ও সত্য কথা বলিয়াছে। আর তাহাদের মাতব্বরগণ বলিল, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি তো এমন এক কথার তীর নিক্ষেপ করিয়াছে যদ্দরুণ আমাদের গোলামরা সর্বদা আমাদেরকে তাহাদের দিকে টানিতে থাকিবে। আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে নিপাত করে। তাহারা কেমন আহাম্মক ছিল যে, এই সমস্ত আরবদের বিষয়কে মামুলী ও সাধারণ জ্ঞান করিয়াছে। (আর আজ তাহারা কি পরিমাণ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুরুতেই তাহাদের মূল উৎপাটন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।) বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের বাকি

অংশ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে রুস্তমের বিভিন্ন প্রশ্ন ও হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর উত্তর উল্লেখিত হইয়াছে।

শত্রুর সংখ্যাধিক্য ও তাহাদের অধিক যুদ্ধ সরঞ্জামের প্রতি লক্ষ্য না করা

মূতার যুদ্ধে হযরত সাবেত (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহন করিয়াছি। মুশরিকগণ যখন আমাদের নিকটবর্তী হইল তখন আমরা (তাহাদের নিকট) অনেক বেশী পরিমাণে সামানপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ দেখিতে পাইলাম। এই সমস্ত জিনিস এত বেশী পরিমাণে ছিল যে, উহার মোকাবিলা করার শক্তি কাহারো নাই। আমার তো চোখ ধাঁধাইয়া গেল। আমাকে এইভাবে প্রভাবিত হইতে দেখিয়া হযরত সাবেত ইবনে আকরাম (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, মনে হইতেছে তুমি অনেক বিশাল বাহিনী দেখিতে পাইতেছ? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ। তিনি বলিলেন, তুমি আমাদের সহিত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর নাই, আমরা (সেইদিন) সংখ্যা ও সামানের আধিক্যের কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত হই নাই।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

সালামুন আলাইকা, আম্মাবা'দ, তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। উহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, রুমীরা বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদেরকে যুদ্ধসরঞ্জাম বা সৈন্যসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে সাহায্য করেন নাই। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইতাম আর আমাদের নিকট শুধুমাত্র দুইটি ঘোড়া থাকিত এবং উট ও প্রয়োজন অপেক্ষা কম থাকার কারণে আমরা পালাক্রমে

আরোহণ করিতাম। ওহুদের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। আমাদের নিকট মাত্র একটি ঘোড়া ছিল যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করিয়াছিলেন। আর এই নিঃসম্বল অবস্থায় বিরুদ্ধাচারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সাহায্য করিতেন। হে আমর! তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহকে সর্বাধিক মান্যকারী হইল সেই ব্যক্তি যে গুনাহ ও নাফরমানীকে সর্বাধিক ঘৃণা করে। অতএব তুমি আল্লাহকে মান্য কর এবং নিজ সঙ্গীগণকে ও তাহাকে মান্য করার আদেশ কর।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিল, রুমীগণ কত বেশী, আর মুসলমান কত কম! হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, না, রুমীগণ কত কম আর মুসলমান কত বেশী। বাহিনীর কম বেশী হওয়া মানুষের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না, বরং যেই বাহিনী আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয় তাহারাই বেশী আর যাহারা আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে তাহারা কম। (আমি ইরাক হইতে সফর করিয়া শাম দেশে আসিয়াছি, এই) অধিক পথ চলার কারণে আমার ঘোড়া আশকারের খুর ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, উহার খুরে ব্যথা হইতেছে। হায় যদি আমার ঘোড়া সুস্থ হইত আর রুমীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইত (তবেই না সত্যিকার আনন্দ হইত)।

সাহাবা (রাঃ)দের বিজয় সম্পর্কে শত্রুদের অভিমত

সাহাবা (রাঃ)দের বীরত্ব সম্পর্কে একজন মুরতাদের উক্তি

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খলীফা বানাইলেন, আর আরবের অনেক লোক মোরতাদ হইয়া ইসলাম হইতে বাহির হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের

মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। তিনি যখন বাকী' এর দিকে একটি পানির স্থানে পৌঁছিলেন তখন মদীনার ব্যাপারে তাহার মনে আশংকা হইল। অতএব তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সাইফুল্লাহ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়া লোকদেরকে তাহার সহিত যাওয়ার আহ্বান জানাইলেন। আর হযরত খালেদ (রাঃ)কে হুকুম দিলেন, তিনি যেন মুদার গোত্রের এলাকায় যান এবং সেখানে যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তারপর সেখান হইতে ইয়ামামায় যাইয়া মুসাইলামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

অতএব হযরত খালেদ (রাঃ) বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন। প্রথম তুলাইহা কায্যাব আসাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তুলাইহাকে পরাজিত করিলেন। উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হোযাইফা ফাযারীও তুলাইহার অনুসারী হইয়াছিল। তুলাইহা যখন তাহার সঙ্গীদেরকে খুব বেশী পরাজিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, তোমাদের নাশ হউক! তোমাদের পরাজয় কেন হইতেছে? তাহার এক সঙ্গী বলিল, আমি আপনাকে পরাজয়ের কারণ বলিতেছি—আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি চায় যে, তাহার সঙ্গী তাহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করুক, আর আমাদের মোকাবিলা এমন লোকদের সহিত হইতেছে, যাহাদের প্রত্যেকেই আপন সঙ্গীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিতে চায়। তুলাইহা প্রচণ্ড হামলাকারী ছিল। সুতরাং সে হযরত উকাশাহ ইবনে মেহসান (রাঃ) ও হযরত ইবনে আকরাম (রাঃ)কে শহীদ করিল। যখন হক বিজয়ী হইল তখন তুলাইহা পায়দল পলায়ন করিল। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ওমরার জন্য এহরাম বাঁধিল। বর্ণনাকারী ইহার পর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইসকানদারিয়ার বাদশাহের উক্তি

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, মুসলমানদের এক বাহিনী রওয়ানা হইল আর আমি উহার আমীর ছিলাম। চলিতে চলিতে আমরা ইসকানদারিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার বাদশাহ পয়গাম পাঠাইল যে,

তোমাদের একজন লোক আমার নিকট পাঠাও যাহাতে আমি তাহার সহিত কথা বলিতে পারি আর সেও আমার সহিত কথা বলিতে পারে সঙ্গীদেরকে বলিলাম, আমি নিজেই তাহার নিকট যাইব। একজন দোভাষী লইয়া গেলাম। তাহার নিকটও দোভাষী ছিল। আমাদের জন দুইটি মিম্বার রাখা হইল।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের পরিচয় কি? আমি বলিলাম, আমরা আরবের লোক। আমাদের এলাকায় কাঁটাযুক্ত গাছ ও বাবলা গাছ হয় (শস্যক্ষেত ও বাগবাগিচা হয় না) অবশ্য আমাদের সেখানে বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) আছে। আমাদের এলাকা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল এবং আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতিও অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমরা মৃত জানোয়ার খাইতাম, একে অপরের মাল লুণ্ঠন করিতাম। মোটকথা আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা খারাপ ছিল।

অতঃপর আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে তেমন কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সরদার ছিলেন না, আমাদের সর্বাপেক্ষা ধনবানও ছিলেন না। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাদেরকে এমন এমন বিষয়ের হুকুম করিলেন যাহা আমরা জানিতাম না। আর আমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষগণ যে সকল কাজ করিতেন উহা হইতে আমাদেরকে বাধা দিলেন। আমরা তাঁহার বিরোধিতা করিলাম এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিলাম, তাহার কথাকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু তাঁহার নিকট অন্য কাওমের লোকেরা আসিল এবং তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সত্য বলিয়া মানিলাম, আপনার উপর ঈমান আনিলাম, আপনার অনুসারী হইলাম। যে আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। তিনি আমাদেরকে ছাড়িয়া তাহাদের নিকট চলিয়া গেলেন। আমরা সেখানে যাইয়াও কয়েকবার তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। তিনি আমাদের বহু লোককে কতল করিয়া দিয়াছেন। আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছেন। অতঃপর তিনি আশেপাশে আরবদের দিকে মনোযোগী হইলেন এবং যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উপরও বিজয়ী হইলেন।

বর্তমানে আমার পিছনে যত লোক আছে, তাহারা যদি তোমাদের

এই আয়েশ আরামের কথা জানিতে পারে তবে তাহারা সকলে আসিয়া তোমাদের এই আয়েশ আরামের জীবনে তোমাদের সহিত অংশীদার হইয়া যাইবে। এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাদশাহ হাসিল এবং বলিল, তোমাদের রাসূল সত্য কথা বলিয়াছেন এবং আমাদের রাসূলগণও আমাদের নিকট ঐ সমস্ত জিনিস লইয়া আসিয়াছেন যাহা তোমাদের রাসূল তোমাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন। আমরা সেই রাসূলগণের কথার উপর আমল করিতেছিলাম, অবশেষে আমাদের মধ্যে কতিপয় বাদশাহ আসিল, তাহারা সেই সকল নবীদের কথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদেরকে খাহেশাত ও মনমত জিনিসের উপর চালাইতে আরম্ভ করিল। তোমরা যদি তোমাদের নবীর কথাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক তবে যে কেহ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে তোমরা তাহাদের উপর অবশ্যই বিজয়ী হইবে। আর যে কেহ তোমাদের দিকে হাত বাড়াইবে তোমরা অবশ্য তাহাদেরকে পরাভূত করিবে। অতঃপর তোমরা যখন আমাদের ন্যায় কাজ করিবে এবং নবীদের কথা ছাড়িয়া আমাদের বাদশাহদের ন্যায় খাহেশ ও মনমত চলিবে তখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য সরাইয়া দেওয়া হইবে এবং আমরা ও তোমরা সমান সমান হইয়া যাইব। অর্থাৎ তখন তোমরাও আমাদের ন্যায় আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। তখন না তোমাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইবে, আর না শক্তি অধিক হইবে। (অতএব আমরা তোমাদের উপর বিজয়ী হইব।) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি তাহার অপেক্ষা অধিক নসীহতকারী আর কাহারো সহিত কখনও কথা বলি নাই।

রোম বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার উক্তি

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, যুদ্ধের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের সম্মুখে শত্রুগণ দুইবার উটনীর দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সামান্য সময় পরিমাণও টিকিতে পারিত না। (অর্থাৎ উটনীর দুধ কিছুক্ষণ দোহনের পর বিরতি দিয়া স্তনে দুধ নামাইবার জন্য বাছুর লাগানো হয়, তারপর পুনরায় দোহন করিলে সম্পূর্ণ দুধ পাওয়া যায়। এই দুইবার দোহনের মধ্যবর্তী বিরতির সময় খুবই সামান্য

হইয়া থাকে। সুতরাং দুইবার উটনীর দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়ের দ্বারা এই সামান্য সময় উদ্দেশ্য) রোমের বাদশাহ হেরাকল আনতাকিয়ায় অবস্থানরত ছিল।

রোম বাহিনী পরাজিত হইয়া যখন সেখানে পৌঁছিল তখন হেরাকল তাহার সেনাবাহিনীকে বলিল, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা আমাকে বল, তোমরা যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ তাহারা তোমাদের মত মানুষ নয় কি?

সেনাকর্মকর্তাগণ সকলে বলিল, হাঁ।

হেরাকল জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সংখ্যা বেশী, না তাহাদের?

তাহারা বলিল, বরং প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী ছিল।

হেরাকল বলিল, তাহা হইলে তোমাদের পরাজয়ের কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন উচ্চপদস্থ বৃদ্ধ সেনাকর্মকর্তা বলিল, ইহার কারণ এই যে, তাহারা রাত্রভর এবাদত করে আর দিনভর রোযা রাখে, আর তাহারা অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে, নেক কাজের আদেশ করে এবং খারাপ কাজ হইতে নিষেধ করে, পরস্পর ইনসাফ করে। আর আমরা উহার বিপরীত করি, শরাব পান করি, হারাম কাজে লিপ্ত হই, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, একে অপরের মাল ছিনতাই করি, জুলুম করি, আর সেই সমস্ত কাজের আদেশ করি যাহাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন এবং যে সমস্ত কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন উহাকে নিষেধ করি। আর জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি।

হেরাকল বলিল, তুমি আমাকে সত্য কথা বলিয়াছ।

একজন আরব খৃষ্টান কর্তৃক সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলীর বর্ণনা

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া গাসসানী (রহঃ) আপন কাওমের দুই ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানগণ যখন জর্ডানের পার্শ্বে ছাউনী স্থাপন করিল তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম, অতিসত্বর দামেশক অবরোধ হইবে। অতএব আমরা অবরোধ শুরু হওয়ার পূর্বেই

বেচাকেনার কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে দামেশক গেলাম। আমরা দামেশকে থাকা অবস্থায় সেখানকার কমাণ্ডার আমাদেরকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমরা তাহার নিকট গেলে সে বলিল, তোমরা দুইজন কি আরব? আমরা বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, তোমাদের ধর্ম কি খৃষ্টান ধর্ম? আমরা বলিলাম, হাঁ। সে বলিল, তোমাদের দুইজনের একজন যাইয়া এই সমস্ত মুসলমানদের অবস্থা ও তাহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া আসিবে এবং অপরজন আপন সঙ্গীর সামানপত্রের নিকট অবস্থান করিবে।

অতএব আমাদের একজন গেল এবং মুসলমানদের নিকট কিছু সময় অবস্থান করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে জানাইল যে, আমি এমন লোকদের নিকট হইতে আসিয়াছি যাহাদের শরীর হালকা পাতলা, কিন্তু উন্নতজাতের উত্তম ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়, রাত্রে এবাদতগুযার ও দিনে ঘোড়সওয়ার, তীরে পালক লাগায় ও উহা চাঁছে, বর্শা সোজা করে। তাহারা এত উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করে এবং আল্লাহর যিকির করে যে, আপনি যদি পার্শ্বে বসা লোকের সহিত কথা বলেন তবে আওয়াজের কারণে সে আপনার কথা বুঝিতে পারিবে না। এই সমস্ত কথা শুনিয়া দামেশকের সেই কমাণ্ডার তাহার সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, মুসলমানদের এমন অবস্থা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে যে, এখন আর তাহাদের সহিত মোকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

অপর একজন আরব খৃষ্টানের বর্ণনা

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, (ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন) যখন উভয় বাহিনী একে অপরের নিকটবর্তী হইল তখন (রুমী কমাণ্ডার) কুবুকলার একজন আরবী লোককে গুপ্তচর হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রেরণ করিল এবং তাহাকে বলিল, মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়া পড় এবং তাহাদের মধ্যে একদিন এক রাত্র অবস্থান করিয়া আমাকে তাহাদের অবস্থা জানাও। ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, এই আরবী লোকটি কুযাআহ গোত্রের শাখা তাযীদ ইবনে হাইদান হইতেছিল এবং তাহাকে ইবনে হুযারিফ নামে ডাকা হইত। সুতরাং সে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিল। আরবী হওয়ার কারণে অপরিচিত মনে হইতেছিল না। সে

একদিন একরাত্র তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া কুবুকলারের নিকট ফিরিয়া আসিল।

কুবুকলার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দেখিয়াছ? সে বলিল, তাহারা রাত্র এবাদতে কাটায় এবং দিন ঘোড়ার পিঠে কাটায়। তাহাদের বাদশাহের কন্যাও যদি চুরি করে তবে তাহারও হাত কাটিয়া দেয়। ব্যভিচার করিলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করে, তাহারা আপন সমাজে হককে কায়েম করে। কুবুকলার শুনিয়া বলিল, যদি তুমি আমার সহিত সত্য বলিয়া থাক তবে জমিনের উপর থাকিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা জমিনে দাফন হইয়া যাওয়া উত্তম হইবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা হইল, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে আমার ও মুসলমানদের মাঝখান হইতে সরিয়া থাকেন, না আমাকে সাহায্য করেন, আর না তাহাদেরকে। (এইভাবে আমি জয়যুক্ত হইতে পারিব, কেননা তখন জয় পরাজয় সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের আধিক্যের উপর নির্ভর করিবে, আর উহা তাহাদের অপেক্ষা আমার নিকট অধিক রহিয়াছে।)

এক পারস্য গুপ্তচরের উক্তি

ইবনে রুফাইল (রহঃ) বলেন, রুস্তম যখন নাজাফে সৈন্য সমাবেশ করিল তখন সে নাজাফ হইতে মুসলমানদের মধ্যে একজন গুপ্তচর পাঠাইল। সে কাদেসিয়ায় যাইয়া মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়া পড়িল যেন সে তাহাদেরই একজন ছিল, বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এখন ফিরিয়া আসিয়াছে। সে দেখিল, মুসলমানগণ প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করে। তারপর সকলে মিলিয়া নামায আদায় করে এবং নামাযের পর সকলে আপন আপন অবস্থানস্থলে ফিরিয়া যায়। গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়া রুস্তম ও তাহার সঙ্গীদেরকে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। রুস্তমও তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিল এমনকি ইহাও জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের খাদ্য কি? গুপ্তচর বলিল, আমি মুসলমানদের মধ্যে মাত্র একরাত্র কাটাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আমি তাহাদের কাহাকেও কিছু খাইতে দেখি নাই। তবে আমি তাহাদেরকে সন্ধ্যার সময় ও ঘুমাইবার সময় এবং সকাল হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে

একপ্রকার কাঠি চুষিতে দেখিয়াছি।

রুস্তম সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন হিস্ন ও আতীক নামক স্থানের মাঝামাঝি একস্থানে পৌঁছিল তখন ফজরের নামাযের সময় ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ)এর মুআযযিন ফজরের আযান দিল। রুস্তম দেখিল আযান শুনামাত্রই সমস্ত মুসলমান ছুটিতে লাগিল। রুস্তম পারস্য সৈন্যদের মধ্যে সওয়ারীতে আরোহণ করার ঘোষণা দিল। সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার? সে বলিল, দেখিতেছ না, ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দুশমন আক্রমণের জন্য ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে? তাহার সেই গুপ্তচর বলিল, তাহারা এখন নামাযের জন্য ছুটিতেছে। ইহা শুনিয়া রুস্তম ফারসী ভাষায় বলিল, যাহার অর্থ এই যে, আজ সকালে আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনিয়াছি, আর তাহা ওমর (রাঃ)এরই আওয়াজ ছিল। তিনি কুফুরদের (অর্থাৎ আরবদের) সহিত কথা বলিতেছেন এবং তাহাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধির কথা শিক্ষা দিতেছেন। রুস্তমের সৈন্যগণ নদী পার হইয়া থামিয়া গেল। এমন সময় হযরত সা'দ (রাঃ)এর মুআযযিন নামাযের জন্য আযান দিল এবং হযরত সা'দ (রাঃ) নামায পড়াইলেন। রুস্তম (ইহা দেখিয়া) বলিল, ওমর আমার কলিজা খাইয়া ফেলিয়াছে।

হেরাকলের সম্মুখে এক রুমী ব্যক্তির ঘটনা

বনু কুশাইর গোত্রীয় এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, রোমের বাদশাহ হেরাকল যখন কুসতুনতুনিয়া (অর্থাৎ ইস্তাম্বুল) এর দিকে রওয়ানা হইল তখন এক ব্যক্তি পিছন হইতে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। সে মুসলমানদের হাতে বন্দী ছিল। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছিল। হেরাকল তাহাকে বলিল, আমাকে এই সমস্ত মুসলমানদের সম্পর্কে কিছু বল। সে বলিল, আমি তাহাদের অবস্থা বিস্তারিত এমনভাবে বর্ণনা করিব যেন আপনি তাহাদেরকে (স্বচক্ষে) দেখিতে পাইতেছেন। তাহারা দিনের বেলা ঘোড়সওয়ার আর রাত্রিবেলা এবাদতগুযার। আর তাহারা তাহাদের অধীনস্থ কর প্রদানকারী অমুসলমানদের নিকট হইতে খাওয়া দাওয়ার জিনিস খরিদ করিয়া লয়। যাহার নিকটেই যায় তাহাকে অবশ্যই সালাম

করে। আর তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করে যতক্ষণ না তাহাদেরকে নিঃশেষ করিয়া দেয় ততক্ষণ তাহারা ময়দানে তাহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকে। হেরাকল বলিল, যদি তুমি আমার সহিত সত্য বলিয়া থাক তবে তাহারা অবশ্যই আমার এই পায়ের নীচের জমিনের মালিক হইয়া যাইবে।

সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে চীনের বাদশাহের উক্তি

ইবনে জারীর (রহঃ) তাহার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (ইরানের বাদশাহ) ইয়াজদাজিরদ্ চীনের বাদশাহের নিকট (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) সাহায্যের জন্য চিঠি লিখিল। চীনের বাদশাহ পত্রবাহককে বলিল, আমার জানা আছে যে, যখন কোন বাদশাহের উপর তাহার শত্রু জয়লাভ করে আর সে অপর কোন বাদশাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাহাকে সাহায্য করা সেই অপর বাদশাহের উপর অবশ্য কর্তব্য হইয়া যায়। কিন্তু তুমি প্রথম আমাকে তাহাদের গুণাবলী ও তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে বল, যাহারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। কারণ আমি দেখিতেছি, তুমি তাহাদের সংখ্যা কম ও তোমাদের সংখ্যা অধিক বলিতেছ। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, তোমাদের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই কমসংখ্যক লোক তোমাদের উপর জয়লাভ করিতেছে আর ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল গুণ রহিয়াছে আর তোমাদের মধ্যে কিছু মন্দ জিনিস রহিয়াছে। পত্রবাহক বলেন, আমি বলিলাম, আপনি তাহাদের সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

চীনের বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কি ওয়াদা অঙ্গীকারকে পালন করে? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে তোমাদেরকে কি বলে? আমি বলিলাম, তাহারা আমাদের তিন বিষয়ের একটি গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানায়। প্রথম, তাহারা আমাদেরকে তাহাদের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত প্রদান করে, যদি আমরা তাহা গ্রহণ করি তবে তাহারা আমাদের সহিত সেই আচরণ করে যাহা তাহারা নিজেদের পরস্পরের সহিত করিয়া থাকে। তারপর তাহারা

আমাদেরকে কর প্রদানের আহ্বান জানায় এবং আমাদের নিরাপত্তা ও হেফাজত করিবে বলিয়া জানায়। যদি আমরা এই দুই বিষয়ের একটিও গ্রহণ না করি তবে তাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া জানায়। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তাহাদের আমীরকে কিরূপ মান্য করে? আমি বলিলাম, তাহারা তাহাদের আমীরের সর্বাধিক আনুগত্য করে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোন্ জিনিসকে হালাল ও কোন্ জিনিসকে হারাম মনে করে? আমি তাহাকে মুসলমানদের হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলিলাম।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কি হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানাইয়া ফেলে? আমি বলিলাম, না। বাদশাহ বলিল, যতদিন তাহারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম না বানাইবে ততদিন তাহারা ধ্বংস হইবে না। আমাকে তাহাদের পোশাক সম্পর্কে বল। আমি তাহাদের পোশাক সম্পর্কে বিস্তারিত বলিলাম। তারপর বলিল, তাহাদের সওয়ারী সম্পর্কে বল। আমি বলিলাম, তাহাদের সওয়ারী হইল, আরবী ঘোড়া। অতঃপর আমি আরবী ঘোড়ার গুনাগুণ বর্ণনা করিলাম। বাদশাহ বলিল, ইহা অতি উত্তম দুর্গ। আমি বলিলাম, তাহাদের সওয়ারীর মধ্যে উটও রহিয়াছে। উটের বসা ও বোঝা লইয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গি সমস্তই বর্ণনা করিলাম। সে বলিল, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট জানোয়ারের মধ্যে হইয়া থাকে।

অতঃপর চীনের বাদশাহ ইয়াজদাজিরদের নিকট উত্তর লিখিল যে, আমার নিকট এত বিশাল বাহিনী রহিয়াছে যে, যদি আমি উহা আপনার সাহায্যের জন্য পাঠাই তবে উহার প্রথমাংশ ইরানের মারও শহরে হইবে আর উহার শেষাংশ চীনে হইবে। কিন্তু আমি এই সেনাবাহিনী পাঠাইব না। আর না পাঠাইবার কারণ এই নয় যে, আমার উপর আপনার যে হক রহিয়াছে তাহা আমি জানি না, বরং ইহার কারণ এই যে, যেই ধরনের লোকদের সহিত আপনার যুদ্ধ চলিতেছে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার পত্রবাহক আমাকে বিস্তারিত জানাইয়াছে। তাহারা এমন শক্তিশালী জাতি যে, যদি তাহারা পাহাড়কে ধাক্কা দেয় তবে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি তাহারা নিজেদের এই সমস্ত গুণাবলীর

উপর বিদ্যমান থাকে, আর এইভাবে অগ্রসর হইতে থাকে তবে একদিন তাহারা আমাকেও রাজ্যচ্যুত করিয়া ছাড়িবে। অতএব আপনি সন্ধি করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বসবাসের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং যতক্ষণ তাহারা আপনাকে না খোঁচায় ততক্ষণ আপনিও তাহাদেরকে খোঁচাইবেন না।

আমরা এই কিতাবে যাহাকিছু লিখিতে চাহিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই সর্বশেষ বিষয়।

فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে এই কল্যাণ কাজের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়াত দান না করিতেন তবে আমরা নিজ শক্তিতে হেদায়াত লাভ করিতে পারিতাম না।

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ‌ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ‌ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, যদি আপনার মেহেরবানী ও দয়া না হইত তবে আমরা হেদায়াত লাভ করিতাম না, আর না আমরা সদকা করিতাম, না নামায পড়িতাম। আপনি আমাদের উপর সাকীনাহ ও বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করুন, মুশরিকরা যখন আমাদেরকে ফেৎনার কাজে লিপ্ত করিতে চায় তখন যেন আমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করি।'

অদ্য বুধবার নববী হিজরী তেরশত উনাশী সনের মুহাররামুল হারাম মাসে হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি দুর্বল বান্দা মুহাম্মাদ ইউসুফ এর হাতে সম্পন্ন হইল। আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে কিতাবের তৃতীয় জিলদের ছাপার কাজ ১২ই রবিউস সানী ১৩৮৫ হিজরী, মোতাবেক ১০ই আগষ্ট ১৯৬৫ সনে সম্পন্ন হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানীতে অদ্য বৃহস্পতিবার ৪ঠা রবিউস সানী ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১০ই মার্চ ২০১১ ইংরেজী তারিখে হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানির বাংলা তরজমা সম্পন্ন হইল।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَ جَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

মোহাম্মাদ জোবায়ের
মাদ্রাসায়ে উলূমি দ্বীনিয়াহ
কাকরাইল, ঢাকা।

সমাপ্ত